জাতীয় চারণ কবি

মুকুন্দ দাসের গ্রন্থাবলী
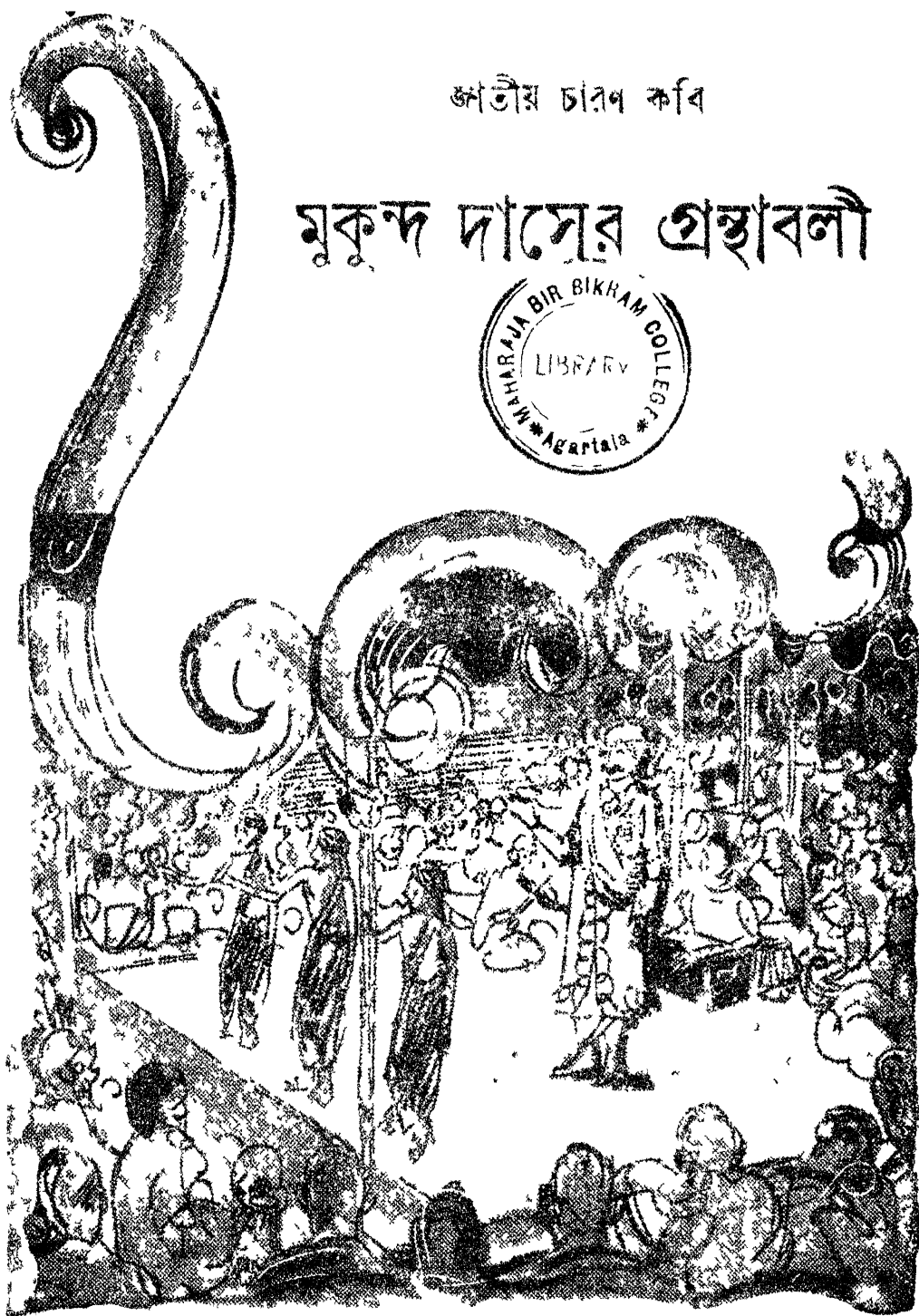
বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মুকুন্দ দাসের গ্রন্থাবলী

চারণকবি মুকুন্দ দাস প্রণীত
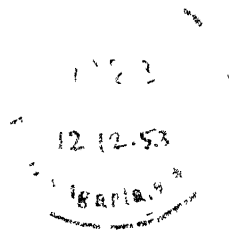
বসুমতী--সাহিত্য--মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বসুমতী-সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—দুই টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত,
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা।

চারণকবি মুকুন্দ দাস

স্বাধীনতার স্বপ্নে যাঁহারা বাংলার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, চারণকবি মুকুন্দ দাস তাঁহাদের অন্যতম। বরিশালের উপকণ্ঠে কালী মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার সকল স্বপ্ন, সকল সাধনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় সংগঠন সফল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 'আনন্দময়ী আশ্রম'। মুকুন্দ দাস নামে পরিচিত হইলেও তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর দে বা 'যজ্ঞা'। ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বানারিগ্রামে বাংলা ১২৮৫ সালে মুকুন্দ দাসের জন্ম হয়। তিনি সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক ৺অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গলাভ করেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নানা স্থানে স্বদেশী প্রচারে বাহির হন। 'মাতৃপূজা' তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য যাত্রাভিনয়। তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হইয়া তাঁহার একটি গানের মধ্য হইতে কয়েকটি রাজদ্রোহকর লাইন আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকে আড়াই বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরণ করিলেন। কারাগারে তাঁহাকে ঘানি টানিতে দেওয়া হইয়াছিল। কারাগারের সেই দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেই তিনি তাঁহার পত্নীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছিলেন। জেল হইতে বাহির হইয়া শিশুপুত্র ও বালিকা কন্যার হাত ধরিয়াই তিনি আবার তাঁহার অভিনয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার 'মাতৃপূজা', 'পথ', 'সাথী', 'পল্লীসেবা', 'সমাজ', 'ব্রহ্মচারিণী', 'কর্ম্মক্ষেত্র' অভিনয়গুলি অত্যধিক জনপ্রিয় ছিল। ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে যাত্রাভিনয়ের আহ্বানেই তিনি কলিকাতায় আসেন। দলবল লইয়া গান করিতে করিতে বৈশাখের শেষ সপ্তাহে এক দিন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে দেশবাসীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

সমাজ

—:•:—

মুকুন্দদাস প্রণীত

নায়ক

কামিনী মুখুয্যে	...	গৃহস্থ।
সত্য	...	ভাবুক।
দীনেশ	...	সেবক।
বিনোদ	...	কামিনী বাবুর জামাতা।
শরৎ চাটার্জী	...	ধনী গৃহস্থ।
নগেন	...	ঐ পুত্র।

মেথর, মুদী, চাকর, সেবকগণ, বৈষ্ণবগণ, ঘটক, পুরোহিত, বুড়ো জামাই।

নায়িকা

কালীতারা	...	বিনোদের মা।
নলিনী	...	কামিনী বাবুর স্ত্রী।
সরোজ	...	ঐ কন্যা।
নির্ম্মলা	...	ঐ কন্যা।
প্রমিলা	...	ঐ কন্যা।
প্রমদা	...	শরৎ বাবুর স্ত্রী।

প্রাতিবেশিনী, ঝি, মেথরাণী, বৈষ্ণবী।

সমাজ

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

ঋষি-বালকগণ।

(গীত)

"কিছু নাই সংসারের মাঝে,
কেবল কালী নাম সার রে—;
আমার মন কালী, ধন কালী,
প্রাণ কালী আমার রে—।
(কেহ) সংসারে এসেছে বড় সুখে আছে,
পেয়েছে রাজ্যভার রে,—
কাঙ্গালেরি ধন, ও রাঙ্গা চরণ,
হৃদয়ে পরেছি হার রে—।
এ তনু ধারণে, এ তিন ভুবনে,
যাতনা নাহিক কার রে—;
হেরিলে শ্রীমুখ দূরে যায় দুঃখ,
এই গুণ শ্যামা মা'র রে।
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত;
বেড়াইছে দ্বারে দ্বার রে,—
মায়ের অভয় চরণ লয়েছি শরণ,
অনায়াসে হবো পার রে—।"

——

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কামিনী বাবুর বাড়ী।

(কামিনীবাবু, নলিনী)

নলিনী। এখন কেমন আছ?

কামিনী। ভাল, সরোজ কোথায়?

নলিনী। কাল সমস্ত রাত তোমায় বাতাস করেছিল, এই ভোরের বেলায় আমি তাকে একটু শুতে পাঠিয়েছি। যাবে না,—তবু আমি তাকে জোর করে পাঠিয়েছি।

কামিনী। সরোজ আমায় বাতাস করেছিল, আমি কি করেছি জানো?

নলিনী। কাল তোমার বড় অসুখ করেছিল, সারারাত ছট্‌ফট্ করেছ।

কামিনী। আমি বাপ হ'য়ে তার মৃত্যু কামনা করেছি।

নলিনী। ছিঃ ছিঃ, ও কথা মুখে আনতে নেই, সরোজকে তুমি যত ভাল বাস, আমি তত বাসি না।

কামিনী। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না গিন্নি? সত্যই মৃত্যু কামনা করেছি। সরোজ আমাদের শত্রু, সরোজ হ'তে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। উঃ, কন্যাদায়! কন্যাদায়, গৃহস্থ ঘরে কি সর্ব্বনেশে ব্যাপার।

নলিনী। তুমি অত ভাব্‌ছ কেন? বর কি আর জুটবে না?

কামিনী। কি যে জুটবে তা ভগবানই জানেন।

নলিনী। অত ভাবলে আর চলে না, বলি মেয়ে কি কারো হয় না?

কামিনী। মেয়ে হয়, কিন্তু এমন স্নেহের পুত্তলী কার আছে বল, আমার মুখ তার দেখলে তার চোখে জল আসে, এ রত্ন আমি কার ঘরে বিলিয়ে দেবো? উঃ, দুনিয়ায় টাকা কি আজব জিনিষ? টাকা নেই, অথচ আমি নিজে কুলীন, একটু বংশজে নেবে যদি মেয়ের বিয়ে দি, তা হলে কি সমাজ আমায় দেশে রাখবেন? সমাজ বলেন, জাত যাবে, কথা উঠলেই নাক সেঁট্‌কান, এ দিকে যে ঘরে ঘরেই এ বিপদ, তা সমাজ একবারও ভেবে দেখছে না। ধিক এমন নচ্ছার সমাজে, ধিক্ আমার কুলীনত্বে।

নলিনী। বলি অত ভাব্‌ছ কেন? আমাদের যেমন অবস্থা, সেই রকম ঘর-বর দেখেই সম্বন্ধ ঠিক করো না। গৃহস্থ ঘর হয়, আনে নেয় খায়, ছেলেটী লেখাপড়া জানে, কানাখোঁড়া না হয়, তা হলেই ত হলো।

কামিনী। গৃহস্থ ঘর হয়, আনে নেয় খায়, লেখাপড়া করে, কানা-খোঁড়া না হয়, তার দর কত

জানো ? পাঁচ হাজার টাকা, আমায় বেচ্‌লেও হবে না।

নলিনী। হাঁ, পাঁচ হাজার টাকা ? বলি মেয়ের বিয়ে কি কেউ দিচ্ছে না ?

কামিনী। তুমিও বিয়ে দিতে চাও দাও, ঘটক তিন চা'রটী সম্বন্ধ এনেছে।

নলিনী। তা বেশ, ওরই মধ্যে একটা দেখে-শুনে দাও না।

কামিনী। আগে সম্বন্ধটার কথাই শোন, প্রথমটীর বাপের আড়াই কাঠা জমির উপরে একখানা বাড়ী, শুন্‌তে পাই, বাড়ী খানা বাঁধা দিয়ে দু খানা ঘর তুলেছে, আঠারো বছরের ছেলে, স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, বাপের অন্ন ধ্বংসাচ্ছেন, আর সখের থিয়েটার করে বেড়াচ্ছেন। তার দর নগদ হাজার টাকা, হাজার টাকার গহনা, ঘড়ি, ঘড়ির চেইন, খাট-বিছানা। প্রায় তিন হাজার টাকার ধাক্কা, আমায় বেচ্‌লেও তা হবে না। আর একজনের বাপ কোন হউসে চাকুরী করতেন চোর বদনাম নিয়ে বাড়ীতে বসে আছেন, ছেলেও দু'বার পুলিসে জরিমানা দিয়েছে, হ্যাণ্ড-নোটের দালালী করেন, মাসের মধ্যে প্রায় পনর দিন বাড়ী থাকেন না ; যে কর্‌তে তত ইচ্ছা নেই, তবে এক রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব পেলে মেয়ের বাপের মাথা কিনে যে কর্‌তে রাজী হ'তে পারেন। এখন দেখ, কোন্ পাত্র পছন্দ করবে ?

নলিনী। হাঁগা, তা ঘরে ঘরেইত এই বিপদ, এর কেউ কোন উপায় করে না গা ? এই যে কত সভা করে, কত বক্তৃতা দেয়, যাতে লোকের জাত কুল রক্ষা হয়, এমন কেউ কিছু করে না গা ?

কামিনী। যার ছেলে আছে, সে দাঁও কসে বসে আছে, আর যার মেয়ে আছে, সে আমার মত ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছে ; আর তার ঘরের গিন্নি তোমার মত বলেন হাঁগা, এর কেউ কিছু করে না গা ? যাঁরা বক্তৃতা দেন, মেয়ের বিয়ের খরচ কমাবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁদের ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ের কথা বল্‌লে বলেন—আমার ছেলের এখনো বিয়ে করার সময় হয়নি, ওদিকে ঘটক পাঠিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন, কে দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়বে। সে দিন যিনি সভায় হাত পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তাঁর ছেলের সাথে বিয়ের কথা পেড়েছিলাম, তাতে আজ তিন দিন তিনি আমার সাথে দেখাই করেন নি।

নলিনী। তা হ'লে ঐ এণ্ট্রেন্স পাশ করা ছেলেটীর সাথেই বিয়ে স্থির করো।

কামিনী। তা বেশ, তা হ'লে সব প্রস্তুত করো।

নলিনী। হাঁগা, তুমি এখনো দু'মন্ত করছ ? এ সম্বন্ধ কি ছাড়তে আছে ? বাঁধা সাধা দিয়ে যেমন ক'রে হক বিয়ে দাও, আর ভাব্‌ছ কি ?

কামিনী। গিন্নি, ভাব্‌ছি কি ? ভ বৃছি অনেক। হাতে মাত্র তিন শত টাকা আছে, বাকী সব ধার, ভরসার মধ্যে তাল পাতার ছাউনি, চাকুরী টুকুন। কথার ভাব বুঝেছ ? দু' হাজারের কম হবে না ; আমি কি দিয়ে কি করবো ? আচ্ছা, ঐ দোজ-পক্ষের পাত্রটীর কথা কি বলো ?

নলিনী। হাঁ, চাল নেই, চুলো নেই, দু' দুটা সতীন-বেটা, এ সম্বন্ধ করে আজন্ম মেয়েটাকে দুঃখ দেবে, এই কি তোমার ইচ্ছা ?

কামিনী। কাঙ্গালের আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কি ? বাড়ী বাঁধা দিয়ে দু'হাজার টাকা কর্জ্জ কর্‌লে মনে কর এ জীবনে আর শোধ হবে ? এক মেয়ে বিয়ে দিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাক্‌তে বলো ?

নলিনী। আমি আর তোমাকে কি বল্‌বো ? যা ভাল বোঝ, তাই করবে। ছেলে মেয়ের জন্যই সব, ছেলে মেয়ের জন্যই সংসার ধর্ম্ম।

কামিনী। তুমি কি মেয়ের বিয়ে দিয়ে পথে বস্‌তে চাও ?

নলিনী। বসাতে থাকে, বস্‌বো। কাল পথে বস্‌বো ব'লে কি আজই মেয়েটাকে ধরে জলে ফেলে দেবো ? তোমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করো, বেটা ছেলে, বুক-ভাঙ্গা হও কেন ?

কামিনী। গিন্নি, আমিও লোককে উপদেশ দিতাম, কিন্তু সংসার বড় কঠিন। এ বন্ধু-বান্ধব-হীন অরণ্য, আগে বুঝে না চল্‌লে পরে নিশ্চয়ই পস্তাতে হবে।

নলিনী। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, তুমি এ সম্বন্ধ ছেড় না।

কামিনী। অদৃষ্টে যা আছে তা দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, গাছতলা, গিন্নি গাছতলা।

নলিনী। দেখো, টেনে টুনে সংসার চালানো যাবে, এখন মেয়ে পার করো, তার পরে দেখা যাবে।

কামিনী। টান্‌বে আর কত ? মাইনেত আর দেড় শতের বেশী আস্‌বে না ? যা ভাল বোঝ কর, আমি বাড়ী খানা বাঁধা দেবার যোগাড় করি গে। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

(স্থান,—বিনোদবাবুর বাড়ী)

কালীতারা, ঘটক, বিনোদ, সত্য, সেবকগণ।

ঘটক আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন। একটা গাউন পরিয়ে দিলে আপনি ইংরেজীর মেয়ে না ঠাওরান, তখন আমায় বল্‌বেন।

বিনোদ। লেখা পড়া জানে?

ঘটক। আজ্ঞে, আদরের মেয়ে মাষ্টার রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছে। এক্টিং যা করে, তা যদি শোনেন, তা হলে আপনি থিয়েটারে যাওয়া ছেড়ে দেবেন। আর গান যা করে, তা যদি শোনেন, তা হ'লে মনে করবেন, যে গহরজান বায়নায় এসেছে।

বিনোদ। রসিক তো?

ঘটক। নাটক পড়েছে, নভেল পড়েছে, রুমালে এসেন্স মেখে কেবল নাকের ধারে ঘুরাচ্ছে। হাঁড়ি-কেলেঙ্কের নাম করেছেন কি, মূর্চ্ছা! আপনি দেখেই আসুন না? তবে গিন্নি ঠাকুরুণ একটু অমত কচ্ছেন, সেইটে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। ঐ যে তিনি এদিকেই আস্‌ছেন, ভয় কি? আমিও যতদূর পারি বোঝাতে চেষ্টা করবো।

(কালীতারার প্রবেশ)

কালী। কি ঠাকুর? আমার ছেলের সম্বন্ধ করা তোমার কর্ম্ম নয়।

বিনোদ। কার কর্ম্ম নয়? ঐ ঘটকীর দেখা মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেবে মনে করেছ, তা হচ্ছে না। এই মেয়ের সাথে হয় তো বিয়ে করবো, তা না হ'লে বিয়েই করবো না, তোমায় এক কথায় বলে দিচ্ছি।

ঘটক। মা ঠাকুরুণ! কি সম্বন্ধটাই এনেছি, একবার কাণ পেতে শুনুন; কামিনী মুখুয্যের বড় মেয়ে, বৈকুণ্ঠ-কুলীন, যারে আপনারা মুখ্যি বলেন। দু' ছুট গহনা, এক ছুট রূপোর, আর এক ছুট সোনার। এক একখানা গহনা যেন এক একখানা শীল। ঘড়ী, ঘড়ীর চেইন, খাট-বিছানা, আর কত কি?

কালী। বলি নগদ কত?

ঘটক। ঐটেই কিছু কম। বল্লেন, আমি কুলীন, আমি আবার টাকা দিয়ে মেয়ের বে দেবো? তবে যৌতুক-স্বরূপ হাজার টাকা দিতে পারি।

কালী। পোড়া-কপাল! ছেলের মন হয়েছে, তাই করতে যাচ্ছি। দু'হাজার টাকা দিতে বল গে। আর সোণার গহনা আমি দু'শো ভরি ওজন করে নেবো। আর আজ কাল নাকি সোণার দান-সামগ্রী হয়েছে, তাই দিতে হবে রূপোয় চল্‌বে না। আমার পাশ করা ছেলে, একখানা বাড়ী লিখে দিলে তবে ঠিক হয়।

বিনোদ। মা, তুমি পেড়া-পিড়ি করতে চাও করো, আমি মানা কচ্ছিনে, কিন্তু যদি এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও, তবে জেনো বিনোদ Bachelor থাক্‌ছেন, আর কলেজ ছেড়ে বিলেতে যাচ্ছেন। মনে করেছিলুম, F. A পরীক্ষাটা আর একবার দেবো, তা আর হচ্ছে না।

কালী। নে নে চুপ্ কর্।

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। নে নে চুপ্ কর বল্লেই কি আর চুপ করবে মা? যখন চুপ করার দিন ছিল, তখন চুপ করেছে, এখন সে দিনও নেই, সে কালও নেই। যখন বুকে ছিল, তখন তোমার ছিল, এখন তোমার কে? ছেলে! সে তো ভুল, এখন পাশ করেছে, দর বেড়েছে, চোখ খুলেছে, ধরাখানা দেখ্‌ছে সরার মতন। বলিহারি যাই ছেলে? ছেলে নয় তো রাস্তার কুলী, ছেলের রকম দেখ্‌লে হয়। কৈ আমার তো এত গুলি ছেলে আছে, তার একটীও তো এমন হয় নাই। যাক্, ধারে যাই, মায়ে-ছেলের রঙ্গ দেখি গে।

কালী। এ পাগ্‌লাটা আবার কোথেকে এলো?

সত্য। এলো চুলো থেকে, পাগলে বলে পাগল, সংসার নয় তো গোলক ধাঁধাঁ, এরা দু'জনেই সেই ধাঁধাঁয় পড়ে ঘুর্‌ছে। ঘোর ঘোর, ঘুর্‌বে না তো করবে কি? ঘুরাচ্ছে তাই ঘুরছে।

কালী। তুই এখানে কি চাস?

সত্য। আমি তো সর্ব্বত্রেই চেয়ে বেড়াচ্ছি, আমি কি চাই, তা শুন্‌বে?

(গীত)

আমি যাঁরে চাই,
তাঁরে কোথা পাই,
খুঁজি ঠাই ঠাই,
ঠিকানা না পাই।
শুন সর্ব্ব ঘটে,
ঘটে মঠে পটে,

রয় সে নিকটে,
দেখা নাহি পাই ॥

কালী। কোথায় থাকে তাও বল্‌তে পারিস নে?

সত্য। কি ক'রে বল্‌বো মা। তবে গুরুদেবের মুখে শুনেছি—।

কমল কাননে,
রবি শশি কোণে,
মক্কা বৃন্দাবনে
যমুনা পু'লনে;
যেখানে যখন,
মজে তাঁর মন,
হয় সে মগন,
বাঁশরী বাজাই ॥
মাঝে মাঝে থাকি,
আঁখি মুদে বসি,
দেখি কাল শশি,
চুপি চুপি আসি,
হৃদি কুঞ্জবনে,
মারে উঁকি ঝুঁক।
মুকুন্দ ধরি ব'লে গেলে,
যায় গো পালাই ॥

বিনোদ। এইও Dam, নিকালো হিয়াসে, ক্যা মাংতে হিয়া?

সত্য। আরে বাপ্‌রে, ভাষা আর বাকী রাখ্‌লে না দেখ্‌ছি? একেবারে সব বিদ্যায় এক কলম। অবাক করেছে, ভেবে ছিলাম আমিই পাগল, এখন দেখ্‌ছি যে আমার চেয়েও আছে। সাধে কি আর পাগল হয়েছি বাবা? এ সব দেখে শুনেই মাথাটা বিগ্‌ড়ে গেছে। বলি হ্যাগা? এ ছেলেটী কি তোমার?

কালী। হাঁ, তা দিয়ে তোর কাজ কি?

সত্য। কাজ আছে গো, কাজ আছে। বলি যখন হয়েছিল, তখন আতুর ঘরে নুন্ খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পার নি?

কালী। দূর হ, দূর হ এখান থেকে, তা না হ'লে ঝেঁটা দিয়ে তোর কপালের কাঁটা খুলে দেবো।

সত্য। তা আমার খুল্‌তে হবে নাগো, আমার খুল্‌তে হবে না। দু'দিন পরে ঐ ঝেঁটা তোমার নিজের কপালেই উঠ্‌বে। কি বল্‌বো, আমার এমন ছেলে হত তো, গলায় ছুরী বসিয়ে দিতুম।

বিনোদ। You dam, go out, go out.

সত্য। বাপ্‌রে সরে পড়াই ভাল; ছেলের যা রকম দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাতে দু'ঘা বসিয়ে দিলেও পারে। যাই বাবা মানে মানে মান নিয়ে পালাই।

(গীত)

যেৎতরি বড় দেক্ সেক্ লাগে
ছেলের কপালে মারো
দু'শো ঝেঁটা।
কবে আস্‌বেন কল্কী
বিলম্বে আর ফল কি,
এলে পরে সব,
ঘুচে যেতো লেঠা ॥
কোথা হ'তে এলেন,
রস্‌টা কি দারুণ,
বীর কি বীভৎস,
হাস্য কি করুণ;
সব কাজে ছেলেরা—
জিজ্ঞাসে দক্ষণ,
তর্কে পঞ্চানন,
ইয়ারকিতে জেঠা।
পড়ে অল্প কিছু,
খায় খাৰ্ড়চাই,
মুখে বলে মাইরি,
বাছু ম'রে যাই;
মায়ের উপর চটা,
বউকে বলে ভাই;
টেরী পাকানো মাথে,
চোখে চশ্‌মা আঁটা।
মা বেটী অভাগী,
গুদাম ভাড়া পাবে,
ওল্ড ইডিয়েট বাপ টা
বসে বসে খাবে;
গিন্নি কেবল,
মোসাহারা নেবেন,
কোমল করে তার
সয় কি ঝাটুনা বাটা?

[প্রস্থান।

বিনোদ। ঠাকুর! এ লোকটাকে তুমি চেনো?

কালী। হাঁ আমি চিনি, আমাদের পাড়ায় ভিক্ষে শিক্ষে করে খায়। দেখ, আমি তোর মন্দকারী নই। দু'বার ফেল করে এণ্ট্রান্সটা পাশ করেছিস। পাশ করেছিস বলেই আজ দর

বেড়েছে। তা যাও ঠাকুর! দু'হাজার টাকা দিতে বলগে, ছেলের মন হয়েছে, তাতেই এত কমে রাজী হচ্ছি।

ঘটক। তা কি করবো মা ঠাকুরুণ, আমার কপাল। সে এক কথার লোক, নড় চড় হবার উপায় নেই। আমার মতে ক'রে ফেলুন, বয়সতো আর কম হয় নি? আর কত দিন হাঁড়ি ঠেলবেন?

বিনোদ। তুমি যে বল্লে রান্নার নাম শুনলে ফিট্ হয়।

ঘটক। হয়ই তো, হয়ই তো। তুমি চুপ করো না। তোমার মাকে নানা কথা দিয়ে বোঝাচ্ছ।

কালী। হঁ যা বলেছ বাছা, আর হাঁড়ি ঠেল্‌তে পারি না, গতর ভেঙ্গে গেল। তা যাও দেড় হাজার টাকা দিতে বলগে; আমি রাজি আছি।

বিনোদ। আর দেড় পয়সাও নয়, আমি চল্লুম, কার বে দেও আমি দেখ্‌বো।

[প্রস্থান।

ঘটক। আর কিছুই হবে না, ঐ হাজার টাকায় হয় তো বলুন, তা না হয় আমি সরে পড়ি।

কালী। তা দেখ; ছেলের একান্ত ইচ্ছা, আর কিছু বাড়িয়ে দেও গে।

ঘটক। নাগো না আর কিছুই বাড়বে না।

কালী। দেখো! আমি কিন্তু সোণা ওজন ক'রে নেবো।

ঘটক। তার জন্য ভাবনা কি মা? আমিও দাঁড়ীপাল্লা ঠিক করেই রাখবো।

কালী। তা যাও, ছেলে একেবারে ঝুঁকে পড়েছে, তাই এত সস্তায় ছাড়লুম।

ঘটক। তা হলে এ-যুক্ত হউন, কাল গায়ে হলুদ, পরশু বিয়ে। (স্বগত) এ বেটী ঘটক বিদায় যা করবে, তা মা গঙ্গাই জানেন। [প্রস্থান।

কালী। বড় সস্তায় ছাড়লুম, সস্তায় ছাড়লুম।

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। বলি ছাড়লে কেন? ঐ গো-শালায় বেঁধে রাখো; বাঁধতে পারবে না তো আমায় বলো, আমি বেঁধে দিচ্ছি, আরো বড় হবে, দর আরো বাড়বে। বসাইগিরি না করলে কি আর গতর মোটা হয়? হারে মাংস-লোভী সমাজ! ভাল মাংস খেতে শিখেছ, ছেলের মাংস, মেয়ের মাংস। ছেলে-মেয়ে বেচে না খেলে কি দিন চলে না? তবে মরগে, গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরগে! তুমি মরলে সমাজের কিছু ব'য়ে যাবে না, বরং কল্যাণ হবে, কারণ দেশের একটা শত্রু নষ্ট হয়ে যাবে। কি করি, কোথা যাই? যাই, মায়ের পায়ে ধরে দেখি (পদ ধারণ)। মা, মা; দেশকে রক্ষা করো, দেশ উৎসন্ন গেল, কষাই বৃত্তি ছাড়।

কালী। (পদাঘাত করিয়া) আরে মলো, এটা আবার এমন কচ্ছে কেন? দূর হ' এখান থেকে।

[প্রস্থান।

সত্য। পদাঘাত করে চলে গেলে? যাও, জন্মের মত যাও, চুলোয় যাও। মা নয় রাক্ষসী, মায়ের যোগ্য নয়। কি সর্ব্বনাশ, যে দিকে চাই, সেই দিকেই হাহাকার। যে দিকে চাই, সে দিকেই দেখ্‌তে পাই, সতীর নয়ন-জলে দেশ ভেসে যাচ্ছে। দেশ উৎসন্ন গেল, আর কি দেশ থাকবে? যে দেশে অবলার পরে এত অত্যাচার, সে দেশের মঙ্গল হতে পারে কি? ধিক্ সমাজ, ধিক্ তোরে! ইচ্ছা হয় তোকে ধ'রে পিসে পিসে জন্মের মত নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে, দেশে শান্তি স্থাপন করি, মায়ের মুখে হাসি দেখি। যাই, আর এখানে দাঁড়াতে পাচ্ছি না, মাথা ঘুরছে, শ্রীগুরু-কল্পতরু মূলে একটু বিশ্রাম করি।

[প্রস্থান।

(সেবকদের গীত)

গেলে কল্পতরু-মূলে,
চারি ফল মিলে,
তাই ভেবে প্রেম উথলে রে।
বদন ভরিয়ে প্রেমেতে মাতিয়ে,
সুধা-মাখা নাম গাওনা রে॥
যে নামেতে শিলে,
ভেসেছে সলিলে,
যে নামের বলে,
পাষাণ যায় গলে;
সেই নাম-ব্রহ্ম,
গাও কুতুহলে,
তোর মায়ার বন্ধন, যাবে কেটে রে॥
যে নাম স্মরিলে,
আনন্দ উথলে,
প্রাণ যায় গ'লে,
যে নাম কলিকালে,
পারের ভেলা বলে,
সে নাম-রসে
মুকুন্দ ভোর রে॥ [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান,—উদ্যান।

(সত্য, নগেন, সেবকগণ)

সত্য। সংসার নয় তো গোলক-ধাঁধাঁ। ঢুকলে আর রক্ষা নাই। কত রং-বেরঙের লোক দেখ্‌তে পাচ্ছি, কেউ হাস্‌ছে, কেউ নাচ্‌ছে, কেউ গাচ্ছে। কিন্তু বাবা। এর সকলের পেটেই জিলিপির পেঁচ। হাতে ছুরি, সময় আর সুবিধা পেলে, গলায় বসাতে কেউ ক্রটী করে না গো, কেউ ক্রটী করে না। যিনি অলকা তিলকা পরে সর্ব্বাঙ্গে হরি নামের ছাপ লাগিয়ে মালা টপ্‌ টপ্‌ কচ্ছেন, তিনিও গোলকধাঁধাঁর হাত এড়াতে পারেন নি; কারণ মালা টিপ্‌তে টিপ্‌তে সুদের টাকার হিসাব করলেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন না। আর যিনি সতীর উপরে কটাক্ষ হেনে পাপের মাত্রা বেশী বাড়িয়ে যাচ্ছেন, তিনিও গোলক-ধাঁধাঁ। ঠাকুর, কত দিনে এই গোলক-ধাঁধাঁর হাত এড়াবো, তা তুমিই জানো। থেকে থেকে গুরুদেবকেই ভুলে যাচ্ছি। একটু শ্রীগুরুর চরণ চিন্তা করি না কেন।

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। গুরুদেব। দাস নগেন প্রণাম কচ্ছে।

সত্য। নগেন এসেছ? এস বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, মায়ের কৃপা লাভ ক'রে কৃতার্থ হও। এত দিন আসনি কেন?

নগেন। বিষয় কার্য্যে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, দেখা করার সময় ক'রে উঠ্‌তে পারি নি।

সত্য। হারে ইচ্ছা থাকলে, ওর মধ্যেও সময় করে নেওয়া যায়। যাক্‌ ভাল আছ তো?

নগেন। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে ভাল আছি। ভগবানের কৃপায় আপনার মঙ্গল তো? আর বুড়ো দাদাহবা কেমন আছেন?

সত্য। আমার গুরুদেবের কথা জিজ্ঞেস কচ্ছ? তাঁর আর ভাল মন্দ কি? পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনই আছেন, তবে মাঝে মাঝে বলেন, আজকাল নিদ্রাদেবীর দয়া বড় বেশী অনুভব কচ্ছি, প্রায় সময়ই শুয়ে কাটাই।

নগেন। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

সত্য। অনায়াসে জিজ্ঞেস করতে পারো।

নগেন। মানব-জীবনের কর্ত্তব্য কি?

সত্য। বড় কঠিন প্রশ্ন! আমি যতদূর বুঝি, তাতে নর-সেবাই মানব-জীবনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধনা।

নগেন। সে নর-সেবা কিরূপ, বুঝিয়ে বলুন।

সত্য। তুমি দরিদ্র-বন্ধু-সভার কার্য্যাবলী দেখ্‌লে সহজেই বুঝ্‌তে পারবে।

নগেন। তাঁদের কার্য্যাবলী কি রকম?

সত্য। তাঁদের প্রথম কাজ ভিক্ষা ক'রে কিছু অর্থ সঞ্চয় করা, সে অর্থ দিয়ে যার খাবার নেই, তাকে দু'টি অন্নের সংস্থান করে দেওয়া, রোগীর সেবা করা, অর্থাভাবে যে সকল ছেলেরা লেখা-পড়া করতে পারে না, তাদের সেই জন্যে কিছু সাহায্য করা। আরো কত কি তাঁরা করেন। আমার মনে হয়, ইহাই প্রকৃত মানুষের কাজ।

নগেন। চমৎকার। আমি তাঁদের সাথে মিলে কাজ করবো, আমায় তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন?

সত্য। তা বেশ। আনন্দের সাথে তাঁদের সাথে গিয়ে কার্য্যে যোগ দাও, সংসারের অনেক কাজ করতে পারবে। ও কিসের গোলমাল হচ্ছে?

নগেন। তা এ দিকেই ত আসছে মনে হয়।

(সেবকদের প্রবেশ)

(গীত)

আয় ভাই আয় মাতি নব বলে
এই মহাব্রত সাধিব সকলে;
অদম্য উৎসাহে যতন ক'রলে,
স্বরগ হইবে মরত ধাম।
ঘৃণা অভিমানে দিব না বেদনা,
পশু-পক্ষী-কীট তাঁহারি রচনা
প্রচারি জীবনে দয়ার মহিমা,
অহিংসা-মন্ত্র জপ অবিরাম।
সত্যের নিশান তুলিয়ে গগনে,
পবিত্রতামৃত পূরিয়ে পরাণে,
প্রেম-ডোরে বাঁধি ভাই-ভগ্নীগণে,
চল, পূর্ণ হবে যত মনস্কাম।
অগ্নিদাহে কেহ সর্ব্বস্ব খোয়ায়,
দাঁড়িয়ে না রব পুতুলের প্রায়;
রোগীর শিয়রে মৃত্যুর শয্যায়,
জাগিব, গাহিব তাঁহারি নাম॥
সাহিত্য-সাগরে রতন খুঁজিয়ে
বিশ্ব-শিল্পী-পায় শিল্পজ্ঞান লয়ে,
সঙ্গীতের সুধা চৌদিকে ঢালিয়ে,
মানব-মহত্বে তুলিব তান॥

গুরুজন-পদধূলি মাথে নিয়ে,
সত্য-প্রেম-শুদ্ধি-পতাকা উড়ায়ে,
ভাসায় তরণী ধ্রুবতারা চেয়ে,
ঐ দেখা যায় স্বরগ ধাম॥

সত্য। কিরে দীনেশ? এ বালককে কোথেকে নিয়ে এলি?

দীনেশ। এ একটী অনাথ বালক, জাতিতে মেথর, কলেরা হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল, আমরা একে Hospitalএ নিয়ে যাচ্ছি। চেষ্টা করে দেখি, বাঁচান যায় কিনা।

সত্য। বেশ করেছ, বড় সুন্দর কাজ করেছ দীনেশ। যাও, তা হ'লে আর বিলম্ব করো না, তোমরা কিন্তু যাবে থেকে এর যত্ন নিও। মেথরের ছেলে ব'লে প্রাণে যেন ঘৃণা আসে না। সকলেই এক ভগবানের সন্তান, ভগবানের থেকেই এসেছে, আবার তাঁতেই গিয়ে মিলবে।

দীনেশ। আমরা দু'জন ক'রে এর সেবায় নিযুক্ত থাক্‌বো, তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

সত্য। দু'জন কেন, চা'রজন ক'রে এর সেবায় নিযুক্ত থাক্‌বে। প্রাণ দিয়েও যদি বালককে রক্ষা করতে পার, তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। এর মা বাপ কেউ আছে কিনা, তা জান্‌তে পেরেছ কি?

দীনেশ। সে খোঁজেও লোক পাঠানো হয়েছে।

সত্য। বেশ করেছ, তবে আর বিলম্ব করো না, Doctor Mukerjeeকে খবর দেও, তাঁকে বলো তিনি যেন যত্ন ক'রে এর চিকিৎসা করেন। টাকার জন্যে তোমরা ভেবো না; টাকা যত লাগে, তা আমি দেবো। তোমরা আমায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর দিও।

দীনেশ। তা নিশ্চয় দেবো। আয় ভাই, যাবার সময় আবার ঐ গানটী গেয়ে যাই। গুরুদেব বলেছেন, ঐ গানটীই আমাদের সাধনা।

(গীত)

আয় ভাই আয়, মাতি নব বলে,
এই মহাব্রত সাধিব সকলে;
অদম্য উৎসাহে যতন করিলে,
স্বরগ হইবে মরত ধাম।—ইত্যাদি।

নগেন। গুরুদেব? এ সব বালক, এরা কারা?

সত্য। এই মাত্র তোমায় যে সব ছেলেদের কথা ব'লেছিলাম, এই সে সব ছেলেরা। এরা কি মানুষ? এরা দেবতা। দেখ্‌লে না সব বড় বড় লোকের ছেলে, একটা মেথরের ছেলেকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, এ দেখে কার না আনন্দ হয়, বল দেখি?

নগেন। সে কথা আর বল্‌তে? আপনার কথা, আর এ সব দেখে শুনে আমার মনে হয়, এদের পায়ের উপর প'ড়ে থাকি, ওদের চরণ-ধূলি মাথায় নিয়ে কৃতার্থ হই।

সত্য। সত্য সত্যই এদের পদ-ধূলি নিলে মানুষ পাপ-মুক্ত হয়। এরাই প্রকৃত মানুষ, আর এরা যা করে যাচ্ছে, ইহাই প্রকৃত মানুষের কাজ। এ সব কার্য্যে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। শ্রীচৈতন্য-দেব যেমন আচণ্ডালে কোল দিয়ে, তাঁর প্রেমের বন্যায় জগৎ প্লাবিত করেছিলেন, তোমরা যত দিন সেই শ্রীচৈতন্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আচণ্ডালে কোল দিতে না পারবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের ভারতের কল্যাণ নাই।

(ঢোল দিতে দিতে একটী সেবকের প্রবেশ)

সত্য। কিরে? তুই আবার কিসের ঢোল দিচ্ছিস?

সেবক। আজ বেলা তিনটের সময় সমাজের দালানে গরীব-দুঃখীদিগকে শীতবস্ত্র দেওয়া হবে।

সত্য। কে দেবে?

সেবক। দরিদ্রবন্ধু-সভা হ'তে দেওয়া হবে।

[প্রস্থান।

নগেন। ধন্য, ধন্য এদের শিক্ষা, ধন্য এদের সাধনা, ধন্য এদের শিক্ষাদাতা গুরু। এ না হ'লে কি আর মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়?

সত্য। কি নগেন, তুমি অবাক হ'লে নাকি?

নগেন। গুরুদেব! সত্য সত্যই আমি অবাক হয়েছি। আপনি আমায় আদেশ করুন, আমি এদের চরণ-তলে বসে সেবা-ধর্ম্ম শিক্ষা করে নি।

সত্য। যাও নগেন! আনন্দের সহিত আরো দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করবে। যাবার বেলায় তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস কচ্ছি, তুমি কামিনী মুখুয্যেকে চেন?

নগেন। হাঁ, তাঁকে আমি বিলক্ষণ চিনি, তিনি কোন সময় আমার গুরুর কাজ করেছেন।

সত্য। তা হ'লে তুমি এখন তাঁর শিষ্যের কাজ করো। বর্ত্তমানে তিনি বড়ই বিপদাপন্ন—তিনটী মেয়ে, একটি মেয়ে বিয়ে দিতেই তিনি বাড়ীখানা বাঁধা দিয়েছেন, আরো দু'টী মেয়ে তাঁর ঘরে।

যদি পারো, তাঁকে কিছু সাহায্য করো। তোমার বাবার প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে, তুমিও এম্-এ পাশ করেছ। কিছু সাহায্য করলে, আমি খুবই আনন্দিত হবো।

নগেন। আপনার আদেশ প্রতিপালন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

সত্য। আশীর্ব্বাদ করি, মা তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা জয়-যুক্ত করবেন। সেবকদের ওখানে যাবার পূর্ব্বে কালী-মন্দিরে একবার আমার সাথে দেখা ক'রে যেও, আমি তোমায় ধর্ম্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে দু'চারটী কথা বলে দেবো।

নগেন। যে আজ্ঞে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান,—কামিনীবাবুর বাড়ী।

(কামিনী, নলিনী, ঝি)

কামিনী। কি কেলেঙ্কার? কেলেঙ্কারের একশেষ, যতদূর কেলেঙ্কারী হ'তে হয়, তা হয়েছে। যে লোক কথা কইতে পারে না, তারও হাত নাড়া সহ্য করতে হলো। পাঁচ দুয়ারের কুকুর, সেও কিনা হাত নাড়ে! মেয়ের জন্য বরাতে আরও কি আছে, তা কে জানে।

নলিনী। হাঁ গা! ও মিন্সে কে? ও অমন ক'রে হাত মুখ নাড়্‌ল কেন?

কামিনী। কে জানে বল, শুন্‌তে পাই বেয়ানের নাকি সম্পর্কে ভাই হয়, হ্যাণ্ড-নোটের দালালী করে। লগ্ন ভ্রষ্ট হলো, বরযাত্রেরা কেউ খেতে পারলে না। ভাগ্যে দশ জন ভদ্রলোক ছিল। বর নিয়ে উঠে যেতে চায়, এত বড় স্পর্দ্ধা!

নলিনী। হা, যা হবার তা হয়েছে, এখন বেয়ানের পাওনা মনে ধরলে হয়। ঐ যে ঝি মাগী এ দিকে আস্‌ছে, এর ভাব্‌তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। হু—হু—হু— (পতন)

নলিনী। হু কি বল? সরোজ ভাল আছে তো? তুই সেখান থেকে চ'লে এলি কেন? মাগীর মুখে কথা নাই।

ঝি। (কেঁদে) হারে রসো না, আগে একটু জিরুই, এক ঘটী জল খাই, তবে তো মুখে রা সরবে?

নলিনী। কেন রে কি হয়েছে? তুই বুঝি সেখানে কোন্দল করেছিস্।

ঝি। হয়েছে কি তা শুনবে? তোমার মেয়ের জন্য এখন গঞ্জনা দিতে বলো কি?

নলিনী। তোর কথার ভাব যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, বলি খুলেই বল্ না?

ঝি। বল্‌বো, শুনবে? পাল্কী থেকে বউয়ের মুখ দেখে অমনি মাগী কেঁদে উঠ্‌লো, বলে, কোথাকার হা-হাবাতের মেয়ে আন্‌লুম গো, পাতা-কুড়ানীর মেয়ে আন্‌লুম গো, আমার বিনোদের বরাতে এই ছিল গো, কর্ত্তা কোথা গেলে গো।

নলিনী। হারে, মেয়ে-ছেলে বরণ করলে না?

ঝি। হা, বরণ করবে? শোন, এগিয়ে শোন। এই বেটা ম'লে যেমন চিকুটী ঝাড়ে, সেই রকম চিকুটী ঝাড়্‌তে লাগ্‌লো। মেয়ে-ছেলে ঘরে নিলে, মাগীরা সব দেখতে এলো, এক একবার বউয়ের মুখ দেখে আর চিকুটী মেরে ওঠে, আর গয়না গুলি ছুড়ে ফেলে দিলে, বলে কিনা ফুঁয়ে গয়না উড়বে।

নলিনী। ফুঁয়ে গয়না উড়বে? এত ভারি ভারি গয়না দিলুম, তা একবার মুখেও আন্‌লে না?

ঝি। তা, আর অত গুণ দিলেও মন উঠ্‌তো না। এখন টাকা নিয়ে মায়ে-পোয়ে ঝগড়া হচ্ছে।

নলিনী। তারপর, তারপর?

ঝি। তারপর আর কি? তোমার মেয়ে-জামাই ছেড়ে শেষে আমার উপর ঝুকলো, আমি অমনি দৌড়ে পালালুম। আজ দু'দিন আমায় কিছু খেতেও দেয় নি। (কান্না)

নলিনী। তোকে এই দুদিন খেতেও দেয় নি?

ঝি। হা, খেতে দেবে? লাঠি নিয়ে মারতে এলো, আমি অম্‌নি দৌড়ে পালালুম, বুড়ো বয়সে মার খেয়েছিলুম আর কি? মাগীর আমার গতর দেখ্‌লে হয়।

কামিনী। যাও যাও, যেখানে মেয়ে কর্ত্তা, সেখানে কাজ করা ভাল হয় নি; কেবল তোমার কথায় প'ড়ে এ কাজ করতে হ'লো।

নলিনী। আমি এর কি জানি? তুমিই ত সব দেখে শুনে এলে।

কামিনী। যাও, যা হবার তা হয়েছে, এখন আর কথা বলাবলি ক'রে কাজ কি?

নলিনী। শুন্‌তে পাই, তোমার বেয়াইন মাগী বড়ই খারাপ।

কামিনী। তোমার জামাইও ত তত ভাল হবে না। যখন হাতে হাতে ধ'রে দিলাম, তখন বল্লেম, বাবা! এখন তোমারই সব। তাতে ছোড়া বিজ্ বিজ্ ক'রে কি বল্‌তে লাগ্‌লো, আমি ভাল বুঝ্‌তে পারলুম না। আমার বোধ হলো, যেন ড্যাম্ ড্যাম্ করতে লাগ্‌লো। যাক্ এখন আর ভাব্‌লে তো চল্‌বে না? ফুল শয্যার যোগাড় করগে।

নলিনী। হা, যা হবার তা-তো হয়েছেই, এখন ফুল-শয্যাটা যাতে ভাল ক'রে হতে পারে। তার চেষ্টা করো।

কামিনী। ফুল-শয্যা যে ভাল করে দিতে বল্‌ছো, হাতে যে একটী পয়সাও নেই; কি দিয়ে কি করবো? যা ভাল বোঝ করগে, আমি এখন চল্লুম।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান বিনোদবাবুর বাড়ী।

(বিনোদ, কালীতারা, সরোজ, প্রতিবেশিনী, কন্যা)

কালী। দেখ, দেখ, গহনাগুলির শ্রী দেখ।

প্রতিবেশিনী। তাই-ত গয়না তো মন্দ দেয় নি, বেশ গয়না দিয়েছে।

কালী। বল, বিয়ে কারো না দিয়ে থাকো, বিয়ে কি দেখও নি?

প্রতিবেশিনী। ফিরিয়ে দাও গো, ফিরিয়ে দাও, পছন্দ না হ'য়ে থাকে, ফিরিয়ে দাও।

কালী। না গো না, আমি তেমন ছোট লোকের মেয়ে নই; ঐ মিন্সে ছোট লোকপনা করেছে বলে কি আমিও ছোট লোক হবো?

বিনোদ। ড্যাম ইট্, আমি কি জানি এটা একটা ব্লাক বিচ্?

কালী। অবাক করেছে মা, অবাক করেছে, দেখ দেখ গয়নাগুলির শ্রী দেখ; নাকটা যেন কিলিয়ে ভেঙেছে, চোখ্ দুটো যেন কোটরে গেছে, চুল গাছ্‌টা যেন ঝেঁটা।

প্রতিবেশিনী। তা তোমার মতন কি আর হয় গা? শুন্‌তে পাই, তুমি এ বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্র বাড়ীখানা যেন দপ্ দপ্ ক'রে জ্বল্‌তে লাগ্‌লো।

কালী। না গো না, তবে আমরা সুন্দরী না হ'লেও এমন কালো পেঁচা এসেছিলুম না।

প্রতিবেশিনী। তা তোমার মতন হাস্য-বদনী কি কেউ হয় গা?

বিনোদ। ড্যাম ইট্ মা! ভাল চাও তো শীঘ্র একে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও। বল, বল, আমাদের Party আছে।

কালী। দেখো, গয়না গুলির শ্রী দেখো, গা জ্বলে যাচ্ছে।

প্রতিবেশিনী। তা, মেয়ের বাপ্‌তো টাকা দিয়েছে, ভেঙ্গে গড়িয়ে দাও না?

কালী। হা, টাকা দিয়েছে, মাত্র হাজার টাকা।

বিনোদ। মা টাকা বের করো, টাকা বের করো।

কালী। ঐ জামাই যত নষ্টের মূল। (নেপথ্যে) কোন্ বাড়ী, কোন্ বাড়ী?

প্রতি। বিনোদের মা। ঐ বুঝি ফুলশয্যা নিয়ে এসেছে, শীঘ্র ফুলশয্যা করাও।

কালী। চলো মা চলো, মিন্সে কি পাঠিয়েছে, দেখে আসি গে। [সকলের প্রস্থান।

সরোজ। মা সর্ব্বমঙ্গলে! কি করলে মা? বিনা অপরাধে ভীষণ অত্যাচার, স্বামীও পায় ঠেলে চ'লে গেলেন, এখন দাঁড়াই কোথা মা? বিপদ্-বারিণি, এস মা, এ বিপদ হ'তে আমায় রক্ষা করো মা। জানি, আমার চোখের জল, তোমার ঐ পাষাণ বুক নরম করতে পারবে না, তবু ডাকি মা, সন্তান মায়ের কাছে কাঁদে, তাঁর কাছেই প্রাণের বেদনা জানিয়ে শান্তি পায়। মা রক্ষা করো, স্বামীর মন বদলে দাও, তাঁকে সুমতি প্রদান করো।

(গীত)

জাগ-গো জননি, দানব-দলনি,
ডাকে কাঙ্গালিনী, কাতরে;
রক্ষ মা তারিণি, ত্রিগুণ-ধারিণি,
পড়েছি অকূল পাথারে।
শুনি সাধু-মুখে, প'ড়ে বিপাকে,
যে ডাকে তোমাকে, রক্ষ মা তাহাকে;
পড়েছি সঙ্কটে, কেহ নাই নিকটে,
তুমি সর্ব্বঘটে, তাই, ডাকি মা তোমারে।
নাম নিয়ে তরী, ভাসালেম শঙ্করী,
অকূল সাগরে, ধ'রে দিলেম পাড়ি,
না হ'লে কাণ্ডারী, ডুবে যাবে তরী,
কলঙ্ক তোমারি, রটিবে সংসারে।

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। মা ভৈঃ, চিন্তা কি মা সরোজ? মাকে ডাকছ? প্রাণ খু.ল ডাকো, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যোগমায়া যদি ঘটান, তবে অঘটনও ঘটবে। তুমি সতী, পতি-পরায়ণা সতীর আবার চিন্তা কি? যে দেশ সতীর আদর্শ, যে দেশের সতী হাস্‌তে হাস্‌তে জলন্ত চিতায় স্বামীর পদানুসরণ করেছে, তুমি তাঁদের মেয়ে, তোমার আবার কিসের ভয়? তবে কি জানো, তোমার স্বামী একজন নব্য বাবু, বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত, তোমাকেও একটু নব্য ভাবে চল্‌তে হবে, তা না হ'লে স্বামীর মনোমত হবে কেন? অমন ভাবে একটা ঘুম্‌টা টেনে দিয়েছ, আজ কাল মেয়েরা কি অমন ক'রে ঘুমটা দেয়? অমন কপাল-ভরা সিন্দুর দিয়েছ, তা কি এখন এ দেশের মেয়েদের কপালে আছে? পূর্ব্বে ছিল, যখন এ দেশে আট মণ চাল টাকায় বেকাতো। এখন সে দিনও নেই, সে কালও নেই। যাক্‌, যা বল্‌তে এসেছিলাম, যা কচ্ছ, তাই করে যাও, মাকে ডাকো, মনে রেখো পতিই সতীর পরম গুরু, সেই প্রকৃত দেবতা। তিনি যাই কেন হউন না, তাঁকে দেবতার আসন থেকে নাবিও না। তাঁর চরণে ভক্তি যদি অটল রাখ্‌তে পারো, তা হ'লে একদিন সে তোমায় গ্রহণ করবেই করবে। তুমি যদি তাঁর উপরে শ্রদ্ধা অটল রাখ্‌তে পারো, তা হ'লে আমিই তোমার বিনোদকে আবার তোমার কাছে এনে দেবো। ভয় নাই, তুমি তোমার কর্ত্তব্য করে যাও। ঐ যে তোমার শাশুড়ী এ দিকে আস্‌ছেন, আমি স'রে প'ড়ি। কি দুর্দ্দান্ত মেয়ে, বাপ্‌রে!

[প্রস্থান।

(গীত)

সরোজ। জাগ-গো জননি, পতিত-পাবনী
ডাকে কাঙ্গালিনী কাতরে।

(কালীতারা, প্রতিবেশিনী, বিনোদের প্রবেশ)

কালী। ও পোড়ার-মুখী! বলি কাকে ডাক্‌ছিস্‌, কাকে ডাক্‌ছিস্‌? ইচ্ছা হচ্ছে মুখ-খানা থেতো করে দি, থেতো করে দি।

সরোজ। আমায় মেরো না মা, তোমার পায় পড়ি, আমায় মেরো না।

কালী। ও পোড়ার মুখী, আমি মারলুম, আমি মারলুম। কলঙ্ক নিতে বউ ঘরে আনলুম, মুখে আগুন, মুখে আগুন।

সরোজ। আর আমায় মের না মা, আর আমায় মের না।

প্রতি। দেখ বিনোদের মা, তুমি শীগ্‌গির ফুল-শয্যার আয়োজন করো।

কালী। (সরোজকে ধ'রে) বসো, এখানে বসো।

সরোজ। মা গো, আর আমি ওখানে যাবো না, তুমি আমায় বাবার বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও।

কালী। দূর হ' হতভাগী! (ধাক্কা দেওয়া)

সরোজ। (পতন ও মূর্চ্ছা)

কালী। ওগো দেখ্‌তো মরলো নাকি?

বিনোদ। মা, আর ফুল শয্যায় কাজ নেই, তুমি টাকা বের করো, টাকা বের করো।

কালী। ওগো দেখ, মরলো নাকি দেখো।

প্রতি। চোখে মুখে জল দাও, জল দাও।

বিনোদ। টাকা বের কর মা, টাকা বের করো, জাপান যাবো, জাপান যাবো।

কালী। দেখ মা, ভাল করে দেখ।

প্রতি। দেখ বিনোদের মা, তুমি কি মেয়ে মানুষ? আজ দু'দিন ধ'রে মেয়েটাকে যন্ত্রণা দিচ্ছ, তোমার ঘটে কি একটুকু আক্কেল নেই? এই মেয়ে যদি তোমার তাড়নায় ম'রে যায়, তবে যে হাতে দ'ড়ি পড়বে, তা কি ভেবে দেখেছ? তোমার এই দাগা-সার-ছেলে, তার বিয়ে দিয়ে রাজরাণী হবে ভেবেছ? রূপের ধুচনী, অন্ধকারে কথা কইলে, ছেলে-পিলে ভয়ে আত্‌কে ওঠে! এমন সোনার চাঁদ বউ পছন্দ হচ্ছে না? ভাবছ বউকে যাতনা দিয়ে আবার টাকা গুণবে? তা হচ্ছে না, মায়ে-পোয়ে থানায় গিয়ে কড়িকাঠ গুন্‌তে হবে; হতচ্ছাড়ী, লক্ষ্মী-ছাড়া মাগী।

কালী। ওগো, কর্ত্তা কোথা গেলে গো? একবার এসে দেখ গো, তোমার বিনোদের বরাতে এই ছিল গো, কি সর্ব্বনাশ হলো গো……ও শ্যামা —ও শ্যা'মা, বলি এ পোড়ার মুখোটা গেল কোথায়? এ পেত্নীকে আজই বাড়ী থেকে দূর করে দেবো।

[প্রস্থান।

বিনোদ। কি ক্যাডাভেরাস্‌, কি ক্যাডাভেরাস্‌! ও মা, টাকা দেও, টাকা দাও, জাপান যাব যে।

[প্রস্থান।

প্রতিবেশিনী। চল্‌ মা ঘরে চল, আর কেঁদে কি হবে? বরাতে যা ছিল, তাই হয়েছে। এখন বাপের বাড়ী যাবার যোগাড় দেখ্‌গে। এমন শাশুড়ী-জামাই যদি কারো ভাগ্যে জুটে থাকে,

তবে, তাদের মুখে চুলো'র আগুন ধরিয়ে দেবে।
এমন শাশুড়ী-জামাইর কপালে ঝেঁটা, কপালে ঝেঁটা।
[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান,—কালী-মন্দির।

(সত্য, নগেন, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবীগণ, সেবকগণ)

(গীত)

সদানন্দময়ী কালী,
মহাকালের মন-মোহিনী ;
আপন সুখে আপনি নাচ মা,
আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী,
শুণ্যময়ী শশি-ভালী ;
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন,
মুণ্ড মালা মা কোথা পেলি।
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী,
যন্ত্র মোরা তন্ত্রে চলি,
যেমন রাখ মা তেম্নি থাকি,
যেম্নি বলাও তেম্নি বলি।
অশান্ত কমলাকান্ত,
দিয়ে বলে মা গালাগালি ;
সর্ব্বনাশী ধ'রে অসি,
ধর্ম্মা-ধর্ম্ম মা দুটি খেলি।

মাকে আমার যত দেখি ততই আনন্দ হয়। ভক্ত গেয়েছেন,—

"মায়ের হেরিলে শ্রীমুখ, দূরে যায় দুঃখ,
এই গুণ শ্যামা মা'য়েরে।"

সত্য সত্যই মা'র শ্রীমুখ দর্শন করলে, আমার বল্‌তে আর কিছুই থাকে না। যদি কিছু থাকে তাও চির দিনের মত ঐ রূপ-সাগরে ডুবে যায়। আমার আমিত্ব যায়, বিশ্ব মধুময় হ'য়ে উঠে। আনন্দম্, আনন্দম্। ওরে তোরা মায়ের নাম কীর্ত্তন কর, মায়ের নাম কীর্ত্তন কর।

সেবকগণ ;— (গীত)

বল শ্যামাঙ্গিনী, যোগিনী-সঙ্গিনী,
উলঙ্গিনী, একি রঙ্গ।
মত্ত-মাতঙ্গিনী, কলুষ-নাশিনী,
বিভীষিকা কেন, করে ভুজঙ্গ ॥
উগ্র-চণ্ড মূর্ত্তি, ভীমা ভয়ঙ্করা,
লম্ফে ঝম্প রঙ্গে, কম্পে বসুন্ধরা ;
দেখে অট্টহাসি, যোগিনীর পারা,
ত্রাসিত তেজ, মদ-মাতঙ্গ ॥
ক্ষেপেছ রঙ্গিনী, মেতেছ রঙ্গে,
ভূত পিশাচ, যোগিনী-সঙ্গে ;
দনুজ নাশিছ, সমর-রঙ্গে,
ক্ষেপা-বক্ষে ক্ষেপী, হয়ে উলঙ্গ ॥
তব লীলা শ্যামা, কে পারে বর্ণিতে,
যারে দাও বর্ণিতে, সে পারে বর্ণিতে ;
জলিতেছে হিয়া, যে পাপ-বহ্নিতে,
নারি মা বর্ণিতে, নারি নিবারিতে ;
বড় দয়া তব, শুনি কাঙ্গালেতে,
নিবেদন করে, রাখি চরণেতে ;
চরণ যুগলেতে, যেন দেখিতে দেখিতে
মুকুন্দের খেলা, হয় মা, ভঙ্গ ॥

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। গুরুদেব! একা একা পাগলের মতন কি বল্‌ছিলেন?

সত্য। কিছুই ত বলি নি নগেন? একটু মায়ের নাম কীর্ত্তন ক'চ্ছিলাম।

নগেন। যাই বলুন না কেন, আপনাকে কিন্তু অনেকেই পাগল ব'লে উপহাস করে।

সত্য। তা করবে না কেন? এমন-ধারা চেহারা যদি হয়, তাকে পাগল ছাড়া আর কি বলবে? বল্‌তে দাও, যার যা খুসী তাকে তাই বল্‌তে দাও, সংসারের ভাল মন্দের দিকে চাইতে গেলে কি আর কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায় নগেন? পাগল বলবেই বা না কেন?

(গীত)

ফুল-বাগানে নানা-রঙ্গের
ফুটল ফুল ;
তারে তাল্‌তে গেলে হয়
প্রাণাকুল।
সে ফুল অধো-মুখে রয়
কারো, ভাগ্য গুণে উর্দ্ধ মুখী হয়,
সে সন্ধানে যে রয়েছে,
তারে লোকে কয় বাতুল।
যে জন যোগ্য মালী হয়,
সদা, সে বাগানে প'ড়ে রয়,
সে গন্ধে যার মন মজেছে,
কে আছে তাঁর সমতুল।

কৃষ্ণকান্ত বলে ভাই,
মা'র সাধন বিনে
অন্য কিছু নাই ;
সাধ্য বস্তু সাধনে পাই,
শ্রীগুরুর শ্রীচরণ-যুগ ॥

নগেন। গুরুদেব! আপনি মাকে কি বলে ডাকেন?

সত্য। মা যখন আমাকে যা ব'লে ডাকান, আমি মাকে তখন তাই ব'লেই ডাকি।

নগেন। তবে কি মাকে যা-তা বলে ডাক্‌লেই তিনি সাড়া দেন?

সত্য। নিশ্চয়, মা যে আমার পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরেন। মায়ের নাম ছাড়া জগতে আর আছে কি বল্‌তে পারো? যা কিছু দেখ্‌ছো, বিশেষ ক'রে চেয়ে দেখ, প্রত্যেক বস্তুর গায়ে লেখা আছে, মায়ের নাম। আকাশের ভীষণ গর্জ্জনে মায়ের নাম, পাখীর ডাকে মায়ের নাম। মাকে যা ব'লে কেন ডাক না, মা তাতেই উত্তর দেন, তবে কিনা একটু ভক্তি চাই।

নগেন। গুরুদেব! যিনি জগৎ-জননী, তিনি এরূপ নেংটা কেন?

সত্য। মাকে নেংটা দেখে অবাক হয়েছ নগেন? অবাক হবার তো কিছুই নেই? মাকে নেংটা দেখে মনে করো না, মায়ের আমার কাপড় নেই। কুবের যার ভাণ্ডারী, তাঁর কাপড়ের অভাব কি? তবে মায়ের কাপড় পরার অবসর নেই। সর্ব্বদাই ত সন্তান প্রসব করতে হচ্ছে। নেংটা থাকার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যই হচ্ছে জগৎবাসীকে শিক্ষা দেওয়া। বিশ্ব-জননী কিনা, তাই সন্তানগণকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

নগেন। কি শিক্ষা দিচ্ছেন?

সত্য। মা নেংটা হয়ে জগতকে কি শিক্ষা দিচ্ছেন, বলে দেবো নগেন? মা নেংটা হয়ে জগৎকে বল্‌ছেন, 'দেখ্‌রে জগৎবাসী! আমি যেমন নেংটা, তেমন নেংটা না হ'লে, আমায় পাওয়া যায় না।' দেখ্‌ছিও তাই! মহাপুরুষেরা সবাইত নেংটা ছিলেন। বুদ্ধদেব নেংটা ছিলেন, শঙ্করাচার্য্য নেংটা ছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব নেংটা ছিলেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী নেংটা ছিলেন, পরমহংসদেব নেংটা ছিলেন। বরিশালের কালী-বাড়ীর সোণা-ঠাকুরও নেংটা ছিলেন। নেংটা শব্দের অর্থ হচ্ছে অষ্টপাশ মুক্ত। শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে তাকালেও দেখ্‌তে পাবে, যত দিন ব্রজগোপীদের বস্ত্র হরণ না হলো, ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পতি-রূপে লাভ করা হয় নি। মা যে আমার লুকানো মাণিক রে? এ মাণিক পেতে হ'লে কি কর্‌তে হয় জানো?

(গীত)

লুকোনো মাণিক তুলবি যদি,
ডুব্‌ দে প্রেম-সাগরের জলে।
খুঁজলে পরে, যেথা-সেথা,
সে ধন কি ভাই অম্‌নি মিলে।
প্রেমের সাগরে কারা
হয়ে যেন মাতোয়ারা,
অহর্নিশি ডুব্ ডুব্ ডুব্,
ডুব্ দিতেছে দলে দলে।
তাঁরা বুঝি খোঁজ পেয়েছে,
তাই অন্ত ডুবতে আছে,
তাদের সঙ্গে ডুব্‌লে, যদি—
তুল্‌বি মাণিক, পর্‌বি গলে।

নগেন। গুরুদেব! বর্ত্তমান সময় দেশে যে মায়ের পূজা হচ্ছে এ কি আপনি প্রকৃত পূজা মনে করেন?

সত্য। নগেন! দেশে এখন আর মায়ের পূজা কোথায়? পূজার নাম ক'রে কিছু সময় ফুর্ত্তি করা, আর রাত্রি জেগে ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে মাত্র। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, এই তিন প্রকার পূজা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। রাজসিক আর তামসিক পূজা নিয়েই ত আমরা ব্যস্ত, সাত্ত্বিক পূজা কৈ? তাতো কোথাও দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। নগেন! বিশ্ব-জননীর পূজা করি, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-কর্ত্রী যিনি, তাঁর পূজা ক'চ্ছি, এ যদি প্রাণে বিশ্বাস থাকে, তা হ'লে কি মায়ের কাছে খেম্‌টা নাচাতে সাহস হয়? বিশ্ব-জননীর পূজা ক'চ্ছি, এ যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে কি মায়ের কাছে, মদ খেয়ে উলঙ্গ হয়ে, নৃত্য কর্‌তে সাহস হয়? আজকাল পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়দের কিছু না বল্‌লে নয়। শক্তি পূজা কর্‌বেন, শ্যামা-পূজা, আসনের উপরে বসেই যজমানকে আদেশ করেন, ওরে, এক বোতল মদ নিয়ে আয়। যিনি একটু পণ্ডিত, তিনি শুদ্ধ ভাষায় বলেন, ওরে একটু 'কারণ' নিয়ে আয়। জিজ্ঞেস করি পণ্ডিত-মণ্ডলীর কাছে, কোন তন্ত্রে পেয়েছেন, শুঁড়ীর ভাত পঁচা জল দিয়ে মায়ের পূজা কর্‌তে হয়? জাতি বিচারের চুল-চেরা হিসাবটী বেশ আছে, ওদিকে শুঁড়ীর ভাত পঁচা জল খাচ্ছেন,

তাতে জাতের কিছু হয় না। কেউ কেউ বলেন, হারে ও মদ কি আর অমনি থাকবে? ও যে শোধন ক'রে নেবো। শোধন করা যেন মুখের কথা, শুনেছি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু যখন বিষ খেতে দিয়ে ছিলেন, তখন হরি বোল, হরি বোল বলে, সে বিষকে অমৃত করেছিলেন। বিষকে অমৃত করাই হচ্ছে শোধন করা। বর্ত্তমান শোধনের পরিণাম কি জানো? হয় বেশ্যা-বাড়ী, না হয় রাস্তায় প'ড়ে গড়াগড়ি। পূজা দেখবে নগেন? আমাদের পূজা দেখো। ঢাক নেই, ঢোল নেই, চাল নেই, কলা নেই, দীপ নেই, ছুরী নেই। আমি আছি, আর আমার মা আছেন। এ পূজায় পুরোহিতেরও প্রয়োজন নাই। উকীল, মোক্তার দিয়ে কি আর ঐ দরবারে মোকদ্দমা চলে? এ পূজার পুরোহিত আমি, মন্ত্র আমার গুরু-বাক্য, প্রেম পুষ্প, ভক্তি চন্দন, শ্রদ্ধা নৈবেদ্য, অনুরাগ বাতি, মন অগ্নি, আত্মদান আহুতি, নাম নিশান, বিবেক দক্ষিণা। পূজা করবে তো, এ পূজা করো নগেন, মায়ের কৃপা পাবে, দেশ শক্তিশালী হবে; ভারতের লুপ্ত গৌরব আবার তোমরা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। ও কি! একদল বৈষ্ণব এ দিকে আসছে না? বোধ হয়, ভিক্ষা করতে আসছে।

(বৈষ্ণবদের প্রবেশ)

(বৈষ্ণবগণের গীত)

রূপের হাট দেখিবি ভাই,
রূপের বালাই লয়ে ম'রে যাই।
আকাশটা ঐ রূপে ভরা,
শূন্যে শূন্যে রূপ-পসরা,
পথে ঘাটে রূপের ছড়া,
রূপ বিনে আর কথা নাই।
পাতায় পাতায় রূপ ফলেছে,
বনময় ঐ রূপ জ্বলেছে,
রূপের মালা গলে ঠাকুর,
খোঁজে কোথায় আছে রাই।
ডালে ডালে পাখীর মেলা,
খেলছে রূপের মোহন খেলা,
গাচ্ছে রূপের মধুর গীতি
নাচ্ছে রূপের ক'রে বড়াই।
আয়রে হেথা রূপ-পিয়াসী,
দেখ্‌বি ও রূপ রাশি রাশি,
কত নিবি, নিয়ে চলরে,
দেশে দেশে রূপ বিলাই।

বৈষ্ণব। জয় রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ। বাবা, আমাদের কিছু ভিক্ষা দাও গো।

সত্য। আপনাদের গানটি তো বড় মধুর, বড়ই মিষ্টি।

বৈষ্ণব। আহা হা, ভগবানের রূপ যেন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।

সত্য। ভগবানের রূপ যে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে; তার আর সন্দেহ কি? পাতায় পাতায় যার ভগবানের রূপ দর্শন হয়েছে, এমন যে বৈষ্ণব, তাঁর আর ভিক্ষার প্রয়োজন কি?

বৈষ্ণব। আপনি বলেন কি? বৈষ্ণবের ভিক্ষা না করলে চলবে কেন? বৈষ্ণবের ভিক্ষাইত একমাত্র ধর্ম।

সত্য। হা, পাঁচ মুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ করাই বৈষ্ণবের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য। কারণ বৈষ্ণবের সঞ্চয় নাই। তা আপনার বোধ হয় আজ কম হয় নি?

বৈষ্ণব। (ঝুলি দেখিয়ে) এতে আর কত হবে? সের তিনেক চাল মাত্র।

সত্য। তিন সের চাল কি আপনি এক দিনে খেতে পারেন?

বৈষ্ণব। আমি একলা কেন খাবো গো? আমার যে সংসার আছে।

সত্য। বৈষ্ণবের আবার সংসার কি? তোমার সঙ্গে এ সব কারা?

বৈষ্ণব। আজ্ঞে, এইটী আমার আশ্রয় ঠাইন; এইটী আমার শিষ্য, আর এইটী আমার পুত্র।

সত্য। এ মেয়েটী কি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী?

বৈষ্ণব। আজ্ঞে তা হবে কেন? শ্রীগুরু আশ্রয় দিয়েছেন।

সত্য। তা হ'লে ইনি তোমার মা।

বৈষ্ণব। হারে ছিঃ ছিঃ! ছিঃ! তা হবে কেন গো, তুমি কি পঞ্চ-রসিকের ধর্ম্ম জাননা?

সত্য। পঞ্চ-রসিকের ধর্ম্ম ব'লে কি আছে, তা জানিনে। তবে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখেছি, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চটী রস বা ভাব আছে, যে ভাবের দ্বারা ব্রজবাসী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করেছিলেন।

বৈষ্ণব। হারে, তুমি কি চণ্ডিদাস রজকিনীর কথাও শোন নি?

সত্য। তবে কি তুমি বলতে চাও, তুমি সেই চণ্ডীদাস-রজকিনীর ধর্ম্ম সাধন কচ্ছ? ওঃ, ছোট মুখে বড় কথা, স্বর্গের দেবতার আর বিষ্ঠার কৃমিতে সমজ্ঞান? স্বর্গের পারিজাতের সঙ্গে শিমুলের

তুলনা? যে চৈতন্য প্রকৃতির মুখ দর্শন করতেন না, প্রকৃতির মুখ দর্শন করেছিলেন বলে, যিনি ভক্ত হরিদাসকে অনায়াসে ত্যাগ করেছিলেন, যিনি শুদ্ধ জ্ঞানময়, নির্ম্মল, পবিত্র, নির্ব্বিকার, দীনজনের একমাত্র বান্ধব, তুমি তাঁর পবিত্র সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মে কলঙ্ক লেপন কচ্ছ, দূর হয়ে যাও এখান থেকে।

বৈষ্ণব। কিরে বেটা! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা? তুই বৈষ্ণব অপরাধের ভয় করিস্ নে? আমি তোকে অপরাধী করলাম।

সত্য। বাবাজী! বৈষ্ণব-অপরাধ ভয় করব না কেন? বৈষ্ণব অপরাধে সাধকের সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে বৈষ্ণব কি তুমি? তুমি কি মনে কর, তুমি একজন বৈষ্ণব? বৈষ্ণব হওয়া কি মুখের কথা? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে গোস্বামী বলেছেন।

বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক
বেদ মুখে মানে,
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে,
ধর্ম্ম নাহি গণে;
ধর্ম্মচারীর মধ্যে
বহুত কর্ম্ম নিষ্ঠ,
কোটী কর্ম্ম-নিষ্ঠ মধ্যে
এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ,
কোটী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ মধ্যে—
এক জন মুক্ত,
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ,
এক কৃষ্ণ ভক্ত।

বৈষ্ণব হওয়া মুখের কথা নয় বাবাজী? মালা গলে আর তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না। তুলসীদাস বলছেন :—

তুলসী পিন্‌নে হরি মিলেতো,
হাম পিন্‌নে ঝাড়,
পাথর পূজলে হরি মিলেতো,
হাম পূজে পাহাড়;
নিত্ নাহনে হরি মিলেতো,
জল জন্তু হই,
ফল মূল খাকে হরি মিলেতো,
বাদুর বাদুরি।
তিরান ভোখ্‌নে হরি মিলেতো,
বহুত মৃগী অজা,
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলেতো,
বহুত মিলতো খোজা।
দুধ পিকে হরি মিলেতো,
বহুত বৎস বালা,
মিরা কহে বিনা প্রেমসে,
না মিলে নন্দলালা।

বাবাজী, তুমি যে আমায় অপরাধী কচ্ছ, তুমি-ই যে শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে অপরাধী।

বৈষ্ণব। আমি কি ক'রে অপরাধী হলেম?

সত্য। আচ্ছা বাবাজী! তুমি শ্রীচৈতন্য-দেবকে মান?

বৈষ্ণব। তা আর মানি না? তিনিই বৈষ্ণবের একমাত্র আরাধ্য দেবতা।

সত্য। তাঁর বাক্য মান?

বৈষ্ণব। মানি না—তাঁর বাক্যই বৈষ্ণবের একমাত্র মন্ত্র।

সত্য। যদি তাই হয়, তবে তিনি বার বার ব'লে গেছেন—কলির জীব, "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নৈব কেবলং; কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" এ কালে নাম ভিন্ন অন্য কোন সাধনার ব্যবস্থা তিনি করে যান নি। ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন-রূপ মহা-যজ্ঞের দ্বারাই এ যুগে শ্রীকৃষ্ণের সাধন করতে হবে।

বৈষ্ণব। তবে তো আমি সত্য সত্যই অপরাধী, আমার গতি কি হবে?

সত্য। ভুল যদি বুঝে থাকো, তবে আর ভয়ের কোন কারণ নাই। ঠাকুরের নাম করো, পবিত্র হয়ে যাবে।

হরি শব্দের বহু অর্থ
দুই মুখ্যতম,
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে—
প্রেম দিয়া হরে মন;
যৈছে তৈছে যোহি কোহি
করয়ে স্মরণ,
চারি বিধ তাপ তার
করে সংহরণ।
নাম কীর্ত্তন করো,
নামেতেই প্রেম হবে,
প্রেমেতেই গোবিন্দ
প্রাপ্তি হবে।

বৈষ্ণব। হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল।

[প্রস্থান।

সত্য। (বৈষ্ণবীকে লক্ষ্য করিয়া) মা—ধর্ম্ম সাধন করতে এসে পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে

নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিস মা। নিদ্রিত শক্তিকে জাগিয়ে তোল মা, ভেবে দেখ্ তুই কে? তোরা না জাগ্‌লে যে ছেলেগুলিও জাগ্‌বে না মা? ঐ ভণ্ডের সাথে মিশে নরকের দ্বার পরিষ্কার করে লাভ কি? নির্জ্জনে বসে গিয়ে কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করো, তিনিই তোমার সকল মলিনতা ধুয়ে পুছে তাঁর আপনার করে নেবেন। ঐ ভণ্ডের সাথে আর যেও না।

বৈষ্ণবী। না বাবা, আমার ভুল আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমিই আমার মুক্তিদাতা। তুমি আশীর্ব্বাদ করো, তোমার আশীর্ব্বাদেই আমি কৃষ্ণ-সেবার যোগ্য হ'তে পারবো।

[প্রস্থান।

(হরিচরণ মণ্ডলের প্রবেশ)

(গীত)

মন পাগলারে—
আনন্দে গুরু-গুণ গাও।
আনন্দে গুরু গুণ গাও—
আনন্দে গুরু গুণ গাও
আনন্দে গুরু-গুণ গাও॥
মাতৃ গর্ভে, পিতৃ বীজে,
গুরু দিলেন তরী সেজে,
কেন তরী না বুঝিয়ে—
কুজলে ডুবাও॥
চৌদ্দ পোয়া নৌকার দাঁড়া,
জোড়া ছাড়া তক্তা গড়া,
অনুরাগের বাদাম দিয়ে,
ধীরে ধীরে যাও॥
নয়ন দু'টী রঙ্গে ভরা,
চরণ দু'টী রসের যোড়া,
হাত দু'খানি শ্রীগুরুর—
চরণ সেবায় দাও॥
ধন রত্ন যত ছিল,
কামিনীতো হরে নিল,
এখন কেবল শুধু ভিক্ষা,
ঘাটে ঘাটে যাও॥

সত্য। কি ভাই! তোমার বাড়ী কোথায়? নাম কি?

হরিচরণ। আমার নাম হরিচরণ মণ্ডল, বাড়ী কল্যাণী। আপনার কাছে আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে, জিজ্ঞেস কর্‌তে পারি কি?

সত্য। অনায়াসে জিজ্ঞেস কর্‌তে পার।

হরিচরণ। আজ্ঞে, আমি কোন এক ভদ্রলোককে দু'শত টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের এখন আর কোন খোঁজই পাচ্ছি না। এ টাকা আদায়ের কোন উপায় আছে কি?

সত্য। তোমার কোন দলীল পত্র আছে?

হরিচরণ। আজ্ঞে, এই দেখুন।

(দলীল প্রদান)

সত্য। তবে তুমি এই দলীল নিয়ে আদালতের সাহায্যে টাকা আদায়ের চেষ্টা করো।

হরিচরণ। আদালতের সাহায্য ভিন্ন টাকা আদায়ের অন্য কোন পথই নাই?

সত্য। আমি তো অন্য পথ আর কিছুই দেখ্‌ছি না।

হরিচরণ। সত্যই আদালতের সাহায্য ভিন্ন উপায় নেই?

সত্য। তারা সব ভদ্রলোক, আদালতের সাহায্য বিনা আর কি উপায়ে টাকা আদায় করবে?

হরিচরণ। (দলীল ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া)

সত্য। আহা—হা—এ করো কি? গরীব মানুষ, দু'শত টাকার একটা দলীল এমন করে নষ্ট করে দিলে?

হরিচরণ। আজ্ঞে, রাধারাণী আমায় ডেকেছেন শ্রীবৃন্দাবনে যাচ্ছি, এখন বস্‌বো নালিশ কর্‌তে, আমি সামান্য গাইতে পারি, আমার গিন্নি করতাল বাজাতে পারে, দু'জনে নাম কীর্ত্তন ক'রে শ্রীবৃন্দাবনের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াবো এখন কি আর নালিশ ফালিশ ভাল লাগে?

সত্য। বাহ! ধন্য তোমার সাধনা, ধন্য তোমার ত্যাগ আশীর্ব্বাদ করো, যেন আমরাও তোমার আদর্শে বৈরাগী হ'তে পারি। বলেন ইনিই প্রকৃত বৈষ্ণব। আসক্তিশূন্য না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণবতা ফুটে ওঠে না। তুমি এঁকে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিও। আপনি যাবার সময় আপনার ভক্তকণ্ঠে আমাদের একটী নাম কীর্ত্তন শুনিয়ে যাবেন কি?

হরিচরণ। ঠাকুরের নাম করবো, তাতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে?

(গীত)

হরে কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ,
বল হরে কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ—কৃষ্ণ,
রাম নারায়ণ কৃষ্ণ,
গোবিন্দ মধুসূদন।

গোপাল গোবিন্দ, কৃষ্ণ,
নৃসিংহ বামন কৃষ্ণ,
হরে মুরারে কৃষ্ণ,
কালী কাত্যায়নী কৃষ্ণ ;
গোবর্দ্ধন-ধারী কৃষ্ণ,
মদন-মোহন কৃষ্ণ,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত কৃষ্ণ,
কংস-নিসূদন ॥
সৃজক পালক কৃষ্ণ,
ভাগীরথী গঙ্গা কৃষ্ণ,
কালীয় দমন কৃষ্ণ,
মুকুন্দের শ্রীগুরু কৃষ্ণ,
ব্রজের জীবন কৃষ্ণ,
পুরুষ প্রকৃতি কৃষ্ণ,
জনক জননী কৃষ্ণ,
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥
ত্রিগুণ অতীত কৃষ্ণ,
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ,
মোক্ষ-প্রদায়ক কৃষ্ণ,
পরমাত্মারূপী কৃষ্ণ,
বাঞ্ছা-কল্প-তরু কৃষ্ণ,
অগতির গতি কৃষ্ণ,
এ দীনে কৃপা কর কৃষ্ণ,
হে পতিতপাবন ॥

[প্রস্থান।

সভা। অপূর্ব্ব দর্শন হলো। নগেন, ধর্ম্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে যা বলে দিলাম মনে রেখ, ইহাই তোমার প্রচার্য্য বিষয়। তুমি এখন যাও, আমিও কামিনী বাবুর বাড়ীর দেকে চল্লুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—রাজ পথ।

(বিনোদ, মেথর, মেথ্‌রানী)

বিনোদ। টাকা যা পেয়েছি, তা দিয়ে ত একটা টম্‌টম কিনেছি। টম্‌টম্ না হ'লে river sideএ হাওয়া খাওয়ার বড়ই অসুবিধে হয়। বাকী টাকা যা ছিল, তাও তো সবই ফুরিয়ে গেল। এখন ফুর্ত্তি চল্‌বে কি দিয়ে? ফুলকুমারীকে বলে এসেছি, তাকে পাঁচ দিনের মধ্যেই আমি পাঁচ শত টাকা দেবো। তা না দিলে সেই বা কি মনে কর্‌বে? এখন উপায় কি? টাকা কর্জ্জ চাইলেও কেউ দেবে না। আজ এমন আনন্দের দিন, কিন্তু হাতে টাকা নেই। বহু কষ্টে এক বোতল মদ কিনে এনেছি। হাঁ, টাকা যোগাড় করার এক উপায় আছে। স্ত্রীর হাতে কয়েক খানা গহনা দেখেছি, যাই দেখি শ্বশুর-বাড়ীর দিকে, যদি কোন রকমে সে-গুলি সট্‌কাতে পারি, তবেই কিঞ্চিন্মাৎ করতে পারবো। আর ভাবনা কি মন ফুর্ত্তি করতে করতে চলো।

(মদ খাওয়া)

(মেথর, মেথরাণীর প্রবেশ)

বিনোদ। এ—ই—ইস্‌মে ক্যা হায়?
মেথর। ক্যা মাংতে হায় বাবু?
বিনোদ। চাট মাংতে হ্যয়। চাট হ্যায়?
মেথর। এ মেথরাণী! চাট চাহতেহে চাট।
মেথরাণী। দে দেও না খোরাছা।
মেথর। এ বাবু, চাট চাহতেহো, কেয়া ছোলা ভাজা?
বিনোদ। হা হা, দে দেও।
মেথর। হা বাবু, আচ্ছা চিজ্ হাম মেরা পাস্, তোমার পায়েক চিজ্ হায়।

(গীত)

বাবু উমদা উমদা চিজ্—
জগাৎ মেহি, যেইসি ভেইছি-কো
হাম দেগা সোহি ॥
যাতা পিত কো
যো মানে না দেই
আউর্যাৎ ছোড়কো যো,
রেণ্ডী ভেজি ;
হাম উস্‌কো দেগী
গঙ্গা কিড়ামে হাম্
সাচ্চি কহি হাম্ সাচ্চি কহি।
না মানে দেওতা বি না মানে পীর,
পয়জারছে যিস্‌কো না—
নোয়ে শির ;
হাম উস্‌কো দেগা,
গঙ্গা কিড়ামে হাম সাচ্চি কহি—
হাম সাচ্চি কহি।

বিনোদ। এই—তেরা নাম কেয়া হায়?
মেথর। মেরা নাম লচ্‌মন।

বিনোদ। তোম্ কেয়া কাম কর্‌তে হায়?

মেথর। হাম্ মেথর।

বিনোদ। এই ও Dam! হট্ যাও হিয়াছে—হট্ যাও।

মেথর। আউর কাঁহা হট্ যায়েঙ্গে বাবু, আপ্‌কো তক্‌লিফ হয় তো আপ্ হট্ যাইয়ে।

বিনোদ। হাম হট্ যায়েঙ্গে, শালা! হাম্ হট্ যায়েঙ্গে!

মেথর। কাহে বুড়া বাৎ ছোড়তা হ্যায় বাবু? আউর থোড়া ওধার হনেছে তো ড্রেণমে গির যায়েঙ্গে, আপ হট্ যাইয়ে।

বিনোদ। শালা, হাম্ হট্ যায়েঙ্গে শালা?

মেথর। বাবু বুড়া বাৎ মৎ বলো, হাম তোমকো এয়ছা বাৎ ছোড়া কবি?

বিনোদ। ছোড়া নেই হারামজাদ আউর থোরা এধার হনেছে—তো মেরা বদনমে লাগ্ যাতেহে।

মেথর। লাগাতো নেই, যব লাগ্‌বি যাতে তো ক্যা হায়? হাম আদ্‌মী নেহি হ্যায়?

বিনোদ। শালা, মেথর আবার আদ্‌মি?

মেথরাণী। এ বাবু, ঝাড়ু দেখা হায়।

মেথর। ক্যা করতা হায়, হাবে ঠার যা, হামছে বাৎ চিৎ কোনেদে। এই বাবু, মেথর আদমী নেহি হ্যায়? তোমারা দু হাত হায়, মেরাবি দু হাত হায়। তোম্ রুটী খাতেহে, হাম্‌বি রুটী খাতেহে, তোমারা আক্কেল হ্যায় মেরাবি থোরা বহুৎ হায়, তোম্ নকড়ী করতে হো, হাম বি নকড়ী করতে হায়। তোম্ নকড়ী কর্‌কে ক্যা কর্‌তে হায়—দারু পিতে হায়, দুনিয়াকো কুচ্ কাম তোম্‌ছে হোয়?

বিনোদ। হাম্ দুনিয়াকো কাম কর্‌তে নেই তো, তু কর্‌তে শালা? কাল হাম hairm n কো পাছ report দেকে তোম্‌কো মজা দেখ্‌লায়েঙ্গে শালা।

মেথর। চেয়ারম্যান্‌কো পাছ্ রিপোর্ট দেকে ক্যা মজা দেখ্‌লাওগে বাবু? সরকার মেরা ওয়াস্তে দোসরা রাস্তা বানায়া নেই—ইসমে তোম্‌বি চলগে, হামবি চলগে। বলতা হ্যা দুনিয়াকো কাম কর্‌তা হায়। কেয়া কাম করতে হে বাবু? দারু পিনা দুনিয়াকো কুচ্ কাম হায়? রেণ্ডী বাড়ী জানা দুনিয়াকো কুচ কাম হায়? দুনিয়াকো কাম হাম্ কর্‌তে হে।

বিনোদ। তু কর্‌তে শালা?

মেথর। আলবৎ বেইমান। হাম দুনিয়াকো সেবা কর্‌তে হ্যায়? আজ যব এ কাম ছোড়কে হাম বট্ যাই, ময়লাকো বদ্‌বুছে কাল এ সহরমে বেমারী লাগ্ যাওগে, কেৎনা আদ্‌মী মর্‌বি যায়েঙ্গে। হাম্ তোম লোক-কো সেবা কর্‌তে হায়, আর তোম্ লোক হামকো ঘিন্ করগে। এ বড়ই সরম-কো বাৎ হায়। চলিয়ার হো যা, বাবু, চলিয়ার হো যা, হাম তেরা মাইকো কাম কর্‌তে হো।

বিনোদ। যা যা বেটা তুখছে মেরা আক্কেল কম নেই।

মেথর। তেরা আক্কেল হায় ইসমাফিক মালুম্ নেই না দেতে হায়। যিস্‌কো আক্কেল হায়, ও কবি নেই বলগে তু ছোটা হায় বড়া। ছোটা বড়া কই বাত হায়? মালেক তোম্‌কো বি পয়দা কিয়া হামকো বি পয়দা কিয়া। তোম্‌বি মাটী হো জায়েগা, হামবি মাটী হো জায়েগা। বাবু গরুর মৎ করনা, গরুর বুড়া হায়, মালেক কো মরজিছে আজ তোম রূপায়াওয়ালা, ভদর আদমী। মেরা বি এ্যায়ছা রুপ্‌য়া হোছেকে। হাবে বাবু কোন হায়, আবি দুনিয়ামে তো রূপচাঁদ বাবু হায়। যিস্‌কো রূপীয়া হায়, ওহি বাবু নাম লেতেহে। মেরা যব রূপায়া হো যায়, তব তেরা মাফিক নখরা ভি হাম রাখ সেক্‌তা।

বিনোদ। কি, শালা মেথরের সাথে রাস্তায় দাড়িয়ে কথা বল্‌ছি, ভদ্রলোকে দেখ্‌লে আমায় কি বল্‌বে? হট্ যাও শালা, হট্ যাও শালা।

[প্রস্থান।

মেথরাণী। এ বাবু! ঝাড়ু দেখা হায় বেইমান, চলিয়ারী হো যা।

মেথর। ঠার যা মেরিজান, দুনিয়াকো এয়ছাই হাল হায়।

(গীত)

দুনিয়া আজব তেরা ঢং,
আব্‌ছে আব দেন্
বেকুব বন যায়,
দেখ্‌কে তেরা রং।
জেরকা বালা—
লালন পালন কর,
কেতনি দুধ পিলাওয়ে,
ওহি বব্ নরক পরশে,
ছিছি কর ঘিনাওয়ে।
মাটী দেকের বদন বানায়া,
হো যায়ে গা মাটী

কেয়ছা বেকুব ঝুটালেতে—
ছোড়্ দেতে হায় খাটী।

মেথর। মেথরাণী—বড়ি দেড় হোগিয়া, রাস্তামে কাহে আপ্ছায় কে' সাথ মোলাকাৎ হয় তো, অকস্ কুচ্ না কুচ্ জরিমানা কর্ দেয়েঙ্গে। জলদি আনা চাহিয়ে

মেথরাণী। হা—হা, জলদি চল্ না।

মেথর। চল মেরী জান।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

স্থান—কামিনীবাবুর বাড়ী।

(কামিনী, নলিনী, ঝি, সরোজ, বিনোদ)

কামিনী। গিন্নি! চারা নেই, খুঁজে পেতে প্রথম পক্ষে দিয়ে দেখা গেল, শেষ এই হ'লো, মেয়েটা এসে বিধবার মত ঘাড়ে পড়লো।

নলিনী। বলি, এবার সব ভাল রকম খোঁজ খবর নিয়েছ তো?

কামিনী। হাঁ, এবার তো আর ঘটকের মুখের কথায় নয়? পাত্রটী আমার জানা, সরকারী চাকুরী করেন, দেড়-শত টাকা মাইনে পান। দোষের মধ্যে প্রথম পক্ষের দু'টী ছেলে আছে, কিছু দিতে থুতে হবে না, তাতেই প্রায় পাঁচ শত টাকা খরচ পড়বে, তাই ভাবছি বাড়ী খানা সেকেণ্ড মর্গেজ না দিলেও নয়, অথচ প্রথম মরগেজের এক পয়সাও পরিশোধ করতে পারি নি, অথচ ধার না করলেও চলবে না।

নলিনী। বরটীর বয়স বোধ হয় একটু ভারী হয়েছে?

কামিনী। হা, দ্বিতীয় পক্ষের যেমন হয়, ষাটের ভেতর। লোকটী অতি ভদ্র, কিছুই দিতে থুতে হবে না, যা বলেছি, তাতেই রাজী হয়েছেন। খরচ-খরচা বাবদ নগদ পাঁচ শত টাকা ধরে দিতে হবে মাত্র। এখন সব যোগার কর, কাল গায় হলুদ, পরশু বিয়ে হবে।

নলিনী। বড্ড যে তাড়াতাড়ি, এর মধ্যে কি করে যোগার করবে?

কামিনী। তা হবে না কেন? আমাদের ত পাঁচ শত ধরে দিতে হবে মাত্র, আর কিছুই করতে হবে না।

নলিনী। তবুও যে বড্ড তাড়াতাড়ি।

কামিনী। কি করবো বলো, ফুল-শয্যার পর দিনই সে তার চাকুরী স্থানে চলে যাবে।

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। ওগো! বাইরে জামাই বাবু এসেছে গো, জামাই বাবু এসেছে।

নলিনী। সত্যি নাকি ঝি, সত্যি নাকি?

ঝি। সত্যি না-কি মিথ্যে? আমি কি তোমার জামাই বাবুকে চিনিনে? সেই যে মুখে চুরট টানে, আর ড্যাম্ ড্যাম্ বলে।

কামিনী। এত রাত্রে কি মনে করে?

নলিনী। হাজার হক জ্ঞান হয়েছে কিনা? আর এদানিক আমরাও তো জামাই আনতে পাঠাই নি? তাই বোধ হয় পত্রের অছিলাতে এসেছে।

কামিনী। দিনের বেলায় এলে পাঁচ জনে দেখতে পেতো। যাক্, আমি তাকে বাড়ীর ভেতরে পাঠিয়ে দেই গে।

নলিনী। তুমিও তাড়াতাড়ি এসো, রাত অনেক হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়া করবে না? মেয়েটা মনের দুঃখে দিন রাত কেঁদে কাটায়। যাই, আমিও তাকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দেই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

স্থান,—কামিনী বাবুর বাড়ী।

(বিনোদ, ঝি, সরোজ, কামিনী, নলিনী)

ঝি। দাদা বাবু, আস্তে চলো, পড়ে যাবে যে।

বিনোদ। ড্যাম্ ইট্, তাঁকে নিয়ে এসো। তাঁকে নিয়ে এসো।

ঝি। তারে আসবেন বই কি? আসবেনইত, যখন এসেই পড়েছ, তখন দেখা হবেই। অত ব্যস্ত কেন? বসো, একটু জল খাও, তার পর দেখা হবে এখন।

বিনোদ। ড্যাম্ ইট্, জল টল খেতে হবে না, সত্বর তাকে নিয়ে এসো।

ঝি। বলি এখনই আনতে হবে?

বিনোদ। হা—হা নিয়ে এসো।

ঝি। ও দিদিমণি! কারে ভয় করে চলে এসো গো, ভয় করে এসো; বাবুর যে আর তর সয় না গো।

[প্রস্থান।

বিনোদ। ফুল, ফুল! জানের জান মেরা! সবুর করো, গয়না খুলে নিতেই গোলাম হাজির হচ্ছে। একটু টেনে নি (মদ খাওয়া), বা কি মজাদার চিজ! কৈ, কে আছিস, জলদি নিয়ে আয়।

(সরোজকে নিয়ে ঝির প্রবেশ)

ঝি। আহা—হা, দিদিমণির কি লজ্জা। পোড়া-কপাল; বলি এত লাজ কেন? পরের কাছে তো আর যাচ্ছ না? এ যে প্রাণেশ্বর গো ঝেঁটা মারি ঐ প্রাণেশ্বরের কপালে। ও দাদা বাবু? এই যে এনেছি, এখন বুঝে সুঝে নাও। বলি আমায় কিছু পুরস্কার দেবে না?

বিনোদ। হাঁ তা পাবে, এখন যাও।

ঝি। তবে এখন যাবো?

বিনোদ। হাঁ, চলে যাও।

ঝি। দুনিয়ার রকমই এই, কাজ ফুরসৎ হয়ে গেল, শেষে এমনিই বিদায় দেয়। যাক্ চলুম, দিদিমণি। একটু সাবধান থেকো, রকম বুঝছ তো? বেশী বাড়াবাড়ি করুলে ডাক দিও আমি ঐ পাশের ঘরেই থাকবো। লক্ষ্মীছাড়া মরলে বাঁচি।

[প্রস্থান।

বিনোদ। ড্যাম্ বলি তো তব গয়না কোথায়?

সরোজ। আমার তো গয়না কিছুই নেই, পাঠিয়ে দেবার সময় শ্বশুর ঠাকুর সবই খুলে রেখে দিয়েছেন। শুধু দু'গাছা বালা সাথে দিয়ে দিয়েছেন।

বিনোদ। মিথ্যা কথা কইতে শিখেছ? বাপের বাড়ী থেকে গুণ হয়েছে? যাও, গয়না পরে এসো। যাও, আমি অমন ভালবাসি নে।

সরোজ। আমার গয়না কিছুই নাই।

বিনোদ। তবে তোমার মা'র গয়নাগুলিই পরে এসো না?

সরোজ। মা'র তো কিছুই নাই, সবই বাঁধা পড়েছে।

বিনোদ। হায়, তবে কি হবে? ফুল! আমি যে আশা ক'রে এসেছিলাম, তা হ'লো না। গয়না নেই, গয়না নেই, সব জুচ্চুরী, গয়না নেই।

সরোজ। হাগা! তুমি অমন কচ্ছ কেন।

বিনোদ। কি কচ্ছি, কি কচ্ছি? গয়না নেই, তবে দাও তোমার ঐ বালা দু'গাছা আমায় দেও, দাও দাও—দেও। (পতন)

সরোজ। মা মা, শিগ্গির এসো, শিগ্গির এসো।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। কেন রে, কি হয়েছে?

সরোজ। দেখ দেখ—মা, কি কচ্ছে।

নলিনী। ও—মা, এ কি ব্যাপার? ও ঝি, কর্তাকে ডাক্তো, কর্তাকে ডাক্তো!

(কামিনী বাবুর প্রবেশ)

কামিনী। কেন, কি হয়েছে?

নলিনী। দেখ, জামাই কেমন কচ্ছে।

কামিনী। গিন্নি! তোমার সরোজের বিকার হয়েছিল, বড্ড ভেবেছিলে, মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলে, কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত দিয়েছিলে, আবার প্রার্থনা করো, আবার দেবতার কাছে মানসিক করো, সরোজ মরুক, মিনিটে মেয়ে এক সঙ্গে মরুক, উহু—হু—কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ।

নলিনী। ওগো, না গো না, তুমি ভাল করে দেখ, বোধ হয়, কে কি খাইয়েছে; তুমি শীঘ্র ডাক্তার ডাক।

বিনোদ। ফুল—ফুল।

কামিনী। গিন্নি! দেখছো কি? দুর্দান্ত মাতাল, কোন বেশ্যার বাড়ী গিয়েছিল, সেখানে মদ খেয়েছে, এখন নেশার ঝোঁকে তার নাম কচ্ছে। মাথায় জল দেও, আজ এখানেই থাক্, কাল গাড়ী করে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও। গিন্নি? মনে করো তোমার সরোজ বিধবা বিধবারও অধম, মচ্ছার মাতালের স্ত্রী। গিন্নি! আর দেব উচিত কি জানো? সরোজকে নিয়ে জলে ডোবা, তা না হ'লে দিন দিন আরোও যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। উঃ আমার মাথা ঘুরছে, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না, আমি যাই, আমি যাই, ভয় নাই, মরবে না, তোমার সরোজের তেমন বরাত নয়।

[প্রস্থান।

বিনোদ। দুচ্, পরোয়া নেই—গয়না নেই, গয়না নেই, দেখে নেবো, দেখে নেবো।

[প্রস্থান।

নলিনী। চল মা সরোজ, ঘরে চল, আমাদের যেমন অবস্থা, তোর অদৃষ্টেও তেমনই জুটেছে মা,

আর আমার সাথে আয়, হা ভগবান, শেষে এই করলে।

[উভয়ের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য

স্থান—কামিনীবাবুর বাড়ী।

(কামিনী, নলিনী, শশিবাবু, সরোজ, পুরোহিত, নির্ম্মলা, সত্য)

কামিনী। পুরোহিত মহাশয়। বিবাহের সময় হয়েছে কি?

পুরোহিত। হা—হা সময় হয়ে গেছে, শীঘ্র শীঘ্র কন্যা সম্প্রদান করুন। তা না হ'লে লগ্ন ভ্রষ্ট হবে যে।

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। অনেক দুঃখেও লোকের হাসি পায়, আজ আমারও তাই। এ দৃশ্য দেখে কার না দুঃখ হয়? যার না হয় সে পাষাণ, পাষাণ হ'তেও কঠিন। বলি কামিনীবাবু। আপনার আক্কেল কি একেবারে গেছে? আপনি জেনে শুনে এ মেয়েটাকে বিধবা করতে যাচ্ছেন? এর চেয়ে অবিবাহিতা থাকা কি ভাল ছিল না?

কামিনী। কি করবো বাবা! আমি কি সাধ ক'রে এই বুড়োর গলায় মেয়েকে ধরে দিচ্ছি? সমাজ—সমাজ। আজ যদি মেয়ের বিয়ে না দি, কাল যে সমাজ নাকসেটু মারবেন। সমাজ—সমাজ!

সত্য। আপনায় আর বেশী কি বলবো, কন্যাদায়-গ্রস্ত লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। যাক্, একবার বরকে বলে দেখি? বলি ও বুড়ো! বা বাছাধনের কি চেহারা! ও বুড়ো! হারে এটা কাণেও কম শোনে নাকি গো?

ঝি। আজ্ঞে হাঁ, একটু জোর করে বলুন

সত্য। হা হে বুড়ো, কাল যাবে কাঠের নীচে, আজ যে এখানে বর সেজে বিয়ে করতে বসেছ? এ পাকা চুলে, একটু লজ্জাও নেই?

শশি। এ বেটা নচ্ছার কোথা হ'তে এলো রে? বেটা মুখ সামলে কথা বলিস, আমি কি বুড়ো হয়েছি?

সত্য। না বুড়ো হবে কেন? তুমি দেখ্‌চি কচি খোকা। ইচ্ছা হচ্ছে এখনই বিয়ে করিয়ে দি, কিন্তু কি করবো শক্তি নাই, তাই, নীরবেই সহ্য করে যেতে হবে।

শশি। তবে-রে শালা। ছোট মুখে বড় কথা? মার—মারতো শালাকে।

সত্য। বুড়ো বয়সে তেজ তো কম নয়! বলি ও বুড়ো, বাড়ীতে বড় বড় দু'টী ছেলে আছে, তাদের বিয়ে করিয়ে বউ ঘরে এনে আনন্দ কর, সুখী হ'তে পারবে।

শশি। আরে মূর্খ, তাদের কি বিয়ে করার সময় হয়েছে?

সত্য। না তাদের বিয়ে করার সময় হবে কেন, তোমার বিয়ে করার সময় হয়েছে। যমরাজ এসে ঘাড়ে চেপেছে কিনা?

শশি। হারে আমি কি এখনই মরবো?

সত্য। তা মরবে কেন? দীর্ঘজীবী হও, বোধ হয় কালই তোমায় শ্মশানে যেতে হবে। কেন অকালে এমন সুন্দর ফুলটীকে বৃক্ষচ্যুত করতে যাচ্ছ বাবা! পায় পড়ি, বাড়ী যাও। এ বুড়ো বয়সে আর রসিকতার প্রয়োজন নাই।

শশি। এ বেটাতো বড়ই জ্বালাতন করে তুললে, বলি কামিনী বাবু! এ বেটাকে তাড়িয়ে দিন তো?

সত্য। আর তাড়িয়ে দিতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি, মরু ভূমিতে জল সেচনে কোন ফলই হবে না। হায়রে দেশ, তোর কপালে শেষে এই ছিল? যে দেশে আশী-বছরের বুড়ো বিয়ের জন্য পাগল, সে দেশের কচি কচি ছেলেরা যে বিয়ের জন্য পাগল হবে, তার আর বিচিত্র কি?

(গীত)

মানুষ নাই এ দেশে,
সকল মেকী, সকল ফাকী,
সে যার ম'জে আপন রসে।
দেখ্‌ছি কত মস্ত,
সবাই আপন নিয়ে ব্যস্ত,
মুখ-খানা বড় মিষ্ট,
অন্তর ভরা বিষে;
কথার বেলায় বৃহস্পতি,
কাজে কেউ না ঘেষে,
বলতে গেলে এ সব কথা—
ওহে পাগল ব'লে হেসে হেসে॥

স্বার্থ-ছাড়া কথা কয় না,
অর্থ ছাড়া কাজ করে না,
দেখ্‌তে শুন্‌তে রকমটা বেশ,
চিন্‌বার যো নাই বেশে,
ছেলের বাপ ব'সে আছেন,
পাঁচ হাজারের আশে,
মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল,
চোখের জলে ভাসে ;
যে দেশ সকল দেশের সেরা,
সে দেশের এম্‌নি ধারা,
দেখে শুনে ইচ্ছা হয়,
চলে যাই বিদেশে ;
তবু কেবল ব'সে আছি,
ক্ষেপা-মাগীর আশে,
মুকুন্দের ভরসা আছে,
আস্‌বে বেটী দিবে পিসে ॥

[প্রস্থান।

কামিনী। পুরোহিত মহাশয়! আর বিলম্ব কচ্ছেন কেন ?

পুরোহিত। না, আর বিলম্ব করা যায় না। বাজা রে, বাজা ! ও বুড়ো ! মন্ত্র পড়ো—মাঘে মাসি।

শশী। মাঘে মাসি।

পুরোহিত। শুক্ল পক্ষে।

শশী। শুক্ল পক্ষে।

পুরোহিত। তৃতীয়াং তিথৌ।

শশী। তৃতীয়াং তিথৌ।

পুরোহিত। ভরদ্বাজ গোত্রস্য।

শশী। ভরদ্বাজ গোত্রস্য।

পুরোহিত। শশীকুমার দেবশর্ম্মণঃ।

শশী। শশীকুমার দেবশর্ম্মণঃ।

পুরোহিত। কন্যা সম্প্রদান।

শশী। কন্যা সম্প্রদান।

পুরোহিত। দধে।

শশী। দধে।

কামিনী। সরোজ ! বর কনে ঘরে নিয়ে যাও, আমি বামন কায়েৎদের পাতা ক'রে দেই গে।

পুরোহিত। চলুন, আমিও পরিবেশনে যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ঝি। আহা হা—জামাতা বাবাজীর কি চেহারা ? যেন খেয়েল বাঘ।

সরোজ। বুড়ো বাদর, বুড়ো বাদর, চল জামাই ঘরে চলো। কুলীনত্বের মুখে ঝাঁটা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য

স্থান—সত্যের আশ্রম।

(সত্য, নগেন)

সত্য। নগেন, কামিনী বাবু কাল যে কাজ করেছেন, তা মনে হলেও আমার হৃৎকম্প হয়। তুমি শশী বাবুকে চেন ? রেলওয়েতে কাজ কর্‌তেন, এখন পেন্সন্ পাচ্ছেন, আশী বৎসরের বৃদ্ধ, যক্ষ্মা কাসের রোগী, কামিনী বাবু নগদ পাঁচ শত টাকা দিয়ে তার দ্বিতীয়া কন্যা নির্ম্মলাকে তার কাছে দান করেছেন। ড'াক্তার মুখার্জী আমায় যা বল্লেন, তাতে মনে হয় আর দু'এক দিনের বেশী এ রোগী বাচবে না।

নগেন। আপনি বলেন কি ? শুনেই যে আমার ভয় হচ্ছে।

সত্য। নগেন, বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের এই অবস্থা সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। কামিনী বাবুর বর্ত্তমান অবস্থা দেখে আমার থেকে থেকেই হরিপদ বাবুর কথা মনে পড়্‌ছে। হরিপদ ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ-সন্তান অর্থাভাবে তার মেয়েদের বিয়ে দিতে না পেরে একটা বটগাছের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে ভব-যন্ত্রণার শেষ করেছেন। কামিনী বাবুর এ মেয়েটীও বিধবা হয়ে ঘরে এলে তিনিও যাতে আত্মহত্যা না করেন, সে দিকে এখন থেকেই তোমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। দীনেশ সুরেশ প্রভৃতি সেবকদের জানিয়ে দেও, তারাও যেন সতর্ক থাকে। কামিনী বাবুকে রক্ষা করাই এখন তোমাদের সব চেয়ে বড় কাজ ; কারণ, তিনি তোমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীকে যাঁরা রক্ষা করতে না পারেন, স্বরাজ পাইবার আশা করাই তাঁদের পক্ষে ভুল। সাবধান থেকো কিন্তু, আমিও তোমাদের সাথে সাথেই থাকবো।

নগেন। আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হবে।

[প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

স্থান—কামিনী বাবুর বাড়ী

(কামিনী রামচাঁদ মুদী, নলিনী, সরোজ)

মুদী বাবু, বাড়ী আছেন ?

কামিনী। কে তুমি ? কেন ডাকছ ?

মুদী। আমি রামচাঁদ, বাবু, যারা নালিশ করলে, তারা মাস মাস কিস্তি পাচ্ছে, আর আমি ভাল মানুষি করে কিছু করিনি, তাই আমার টাকার নামটীও কচ্ছেন না

কামিনী। কি করবো বাবা ? কিছুদিন সয়ে নাও, দু'টো মেয়ে পার করতে বড্ডই জড়িয়ে পড়েছি, কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি সকলের দেনাই পরিশোধ করবো।

মুদী। কত দিন সইব মশায় ? আর কতদিন সইব ? হেটে হেটে পায়ের জুতা পর্য্যন্ত ছিঁড়ে গেল, আর আপনার কাছে তাগাদায় আসতে পারবো না বলে দিচ্ছি।

কামিনী। আর ক'টা দিন বিলম্ব কর ভাই, আর এদানিন্তো তোমার দোকান থেকে সব নগদই আনা হচ্ছে, আর দুটো দিন অপেক্ষা করো, আমি বাড়ীখানা বেচতে পারলেই সব দেনা পরিষ্কার করবো।

মুদী। বুঝেছি মশায়, বুঝেছি, সহজে আদায় হবার উপায় নেই, আমারও আদালতে যেতে হবে। তা চল্লুম, কিছুদিন পরেই বুঝতে পারবেন আমি কেমন রামচাঁদ।

[প্রস্থান।

কামিনী। ইচ্ছা হচ্ছে কাপড় ফেলে পালাই। অফিসের দারোয়ানের কাছে পর্য্যন্ত দেনা হয়ে পড়েছি, আর তো অপমান সহ্য করতে পারি না, এখন মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। মা কালী! কি করলে মা ? আমায় মুক্তি দাও মা, মুক্তি দাও।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। ওগো সর্ব্বনাশ হয়েছে গো, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

কামিনী। কি হয়েছে, কি হয়েছে ?

নলিনী। নির্ম্মলার জামাইর কাল রাত্রে মৃত্যু হয়েছে, নির্ম্মলা এসেছে।

কামিনী। হা ভগবান! কি করলে, এ কি করলে ?

(নির্ম্মলার প্রবেশ)

নির্ম্মলা। বাবা! আমি এসেছি।

কামিনী। এসেছ! তা বেশ করেছ মা, আমিও যেমন হতভাগা, তোমাদের বরাতও তাই।

নির্ম্মলা। বাবা! তুমি অমন করলে আমি কোথায় যাবো ?

কামিনী। সাধে কি আর অমন কচ্ছি মা ? আমি কি খেতে দেবো ? আমার যে কিছুই নাই, সব গেছে মা, সবই গেছে।

নলিনী। হ্যাগা, তুমি স্থির হও। ভেবে ভেবে যে একেবারে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ। যাও মা ঘরে যাও কিছু খাবার খাও গে।

[নির্ম্মলার প্রস্থান।

কামিনী। গিন্নি! আর ডাকিয়ে কি হবে ? আমি যে ভেবে আর কুল পাচ্ছি নে। এখনো একটী মেয়ে ঘরে, তারও বিয়ে দিতে হবে। তা— এক উপায় আছে, গিন্নি এক উপায় আছে শুনবে ?

নলিনী কি, বলো ?

কামিনী। তোমার আর মেয়েই বা যা হয়, আজ না হয় কাল মারা যাবে, আর আমার সন্তানে গঙ্গা-যাত্রা, আর অন্য উপায় নেই গিন্নি আর অন্য উপায় নেই।

নলিনী। বলি তুমি অত ভাবছ কেন ? আমাদের মুখের দিক চেয়ে একটু স্থির হও, তোমার মেয়েদের দশা কি হবে ? একটী সধবা হয়েও বিধবার মতন ঘরে পড়ে আছে, আর একটী নিরাশ্রয়া হয়ে চলে এসেছে, আর একটী বালিকা, সে সংসারে ভাল-মন্দ কিছুই বোঝে না, তাদের দশা কি হবে ?

কামিনী। তাদের উপায়ের কথা বলছ, একটু একটু আফিং কিনে দেও, একেবারে সব গোল মিটে যাক্। গিন্নি! শুভক্ষণে সংসার করেছিলেম, শুভক্ষণে কন্যারত্ন প্রসব করেছিলে, এখন পরম শুভদিনের কত বাকী, তাই ভাবছি।

(নির্ম্মলার প্রবেশ)

নির্ম্মলা। মা, ঘরে যে খাবার কিছুই নাই।

নলিনী। অপেক্ষা করো মা আমি বাজার থেকে খাবার আনিয়ে দিচ্ছি। হ্যাগা! তোমার কাছে কি পয়সা আছে ? থাকে তো দুটি পয়সা দাও, বাছা আমার দু'দিন উপবাসী।

কামিনী। খেতে পাও নি মা, খেতে পাও নি? আমিও উপবাসী, আমারও ক্ষুধা পেয়েছে, আর কিছু না পাও মা উনুন থেকে কিছু ছাই বেরে নিয়ে এসো; বাবা-মেয়ে দু'জনে এক সঙ্গে বসে খাই। শুভক্ষণে সব জন্মেছিলে।

নলিনী। হাগা! তুমি তো এমন ছিলে না? পেটের সন্তানকে আজ তুমি কি সব বলছ?

কামিনী। গিন্নি! তোমারই সন্তান, আমার তো নয়? তোমার দরদ আছে, আমার তো নেই? আমি কি দিয়ে কি ক'রবো? আমার যে কিছুই নাই। আমার মাথা ঘুরছে, আমি যাই, আমি যাই।

নলিনী। কোথায় যাও, কোথায় যাও?

কামিনী। কোথা যাচ্ছি তা শুনবে? বাড়ী—খানা বেচতে।

[প্রস্থান।

নলিনী। চল মা ঘরে চল, কেঁদে আর কি হবে, আমাদের অদৃষ্টও যে লোকের কপালও তেমনই হয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

স্থান,—পুকুর পাড়।

(নির্ম্মলা)

নির্ম্মলা। মা বসুমতি! শুনেছি তুমি সর্ব্বংসহা মা। তুমি বিদীর্ণ হয়ে তোমার কোলে আমায় স্থান দেও মা। আর তো আমার স্থান নেই মা। নিশানাথ! তুমি সাক্ষী। তারামালা! তোমরা রজনীর প্রহরী, তোমরাও সাক্ষী। সকলে বলে জল নারায়ণ, আমি অভাগিনী নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে অনেকবার শীতল হয়েছি, আজ জন্মের মত শীতল হ'তে চল্লেম। ছিদ্র ঘট! তুমিও পরিত্যক্ত, আজ আমিও পরিত্যক্তা, তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু! পোড়া-প্রাণ এখনো তোর দেহের জন্য মমতা! আর কত দিন তুষানলে জ্বলব? ছিদ্রঘট, তুমিই আমার সহায়, পোড়া-প্রাণ যদি শেষ দেহের মমতা করে, তখন তুমি আমায় সলিল গর্ভে ধরে রেখো। নিশানাথ! অপরাধ নিও না।

(গীত)

ভারত-শ্মশান মাঝে
আমরে বিধবা-বালা
বিষের মূরতি করে,
বিধি আমায় পাঠাইল॥
পিতামাতা নির্দ্দয় হ'য়ে,
পরের হাতে সঁপে দিয়ে,
ছিঁড়ে নিয়ে কমল-কলি,
কণ্টকে ফেলিল বালা॥
জানি না সে কেমন পতি,
মনে নাই-রে সে মূরতি,
শুধা পয়ে তারে চয়ে
পেটে অন্ন নাই দু'বেলা॥
বিবাহ কি তাও জানি নে,
কেবল মাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে বৈধব্য হলো,
পেয়েছি এক দুঃখের মেলা॥
না বুঝিলাম ভালবাসা,
নাহি সুখ, নাহি আশা,
কারে কবো এ দুর্দ্দশা,
কে বুঝিবে মর্ম্ম জ্বালা॥

(জলে ঝম্প প্রদান)

পঞ্চদশ দৃশ্য

স্থান,—পথ।

নগেন, দীনেশ, সত্য, কামিনী, হরি, নলিনী।

নগেন। ভাই দীনেশ! গুরুদেব বলেছেন, সর্ব্বদা কামিনীবাবুর উপরে লক্ষ্য রাখবে। চল আমরা কামিনীবাবুর বাড়ীর দিকে যাই।

দীনেশ। চলুন, আমি সেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। কালও একবার ও-বাড়ী গিয়েছিলাম।

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। নগেন! এই কি তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান? কত ক'রে বলে দিয়েছি, কামিনীবাবুর উপরে লক্ষ্য রেখো, যাও কামিনীবাবুর বাড়ীতে যাও, বালিকা আত্মহত্যা কচ্চে, দেখ তাকে রক্ষা করতে পার কিনা।

[সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

দীনেশ। কোন্ দিকে গিয়েছে তা কি ক'রে জান্‌বো ?

নগেন। একজন বল্লে, কলসী হাতে ক'রে জল আন্‌তে গিয়েছে।

সত্য। এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ, যাও ঐ পুকুরটা দেখো গে।

নগেন। পেয়েছি রে পেয়েছি, গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরেছে।

(কামিনী, নলিনী, সত্যের প্রবেশ)

নলিনী। মা নির্ম্মলে। চলে গিয়েছিস্ মা ? বড় জ্বালায় জ্বলে গিয়েছিস্, বিধবা হয়ে আমার বাড়ী এলি, আমি পোড়া-কপালী তোকে এক মুষ্টি অন্ন দিতে পার্‌লুম না। তাই কি, সেই অভিমানে আমায় ছেড়ে চলে গেলি ? মা নির্ম্মলে! দাঁড়া মা, আমিও তোর সঙ্গে যাই। (পতন)

কামিনী। খুঁজে পাওয়া গেছে, লজ্জাশীলা মা আমার রাস্তায় যাবে না, তাই জলে ডুবে সকল জ্বালার শান্তি করেছে। বেশ করেছে, বেশ করেছ, কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যের যাত্রী, বেশ যাত্রা করেছ মা, যাও আমিও আস্‌ছি। না—না, মা বুঝি ঘুমিয়েছে, ডাকি। নির্ম্মল! নির্ম্মল মা আমার, ওঠ, ওঃ!—হো, কি সর্ব্বনাশ হলো রে।

দীনেশ। কামিনীবাবু স্থির হউন, যে চলে গেছে, তাকে তো আর পাবে না ? মায়াময় সংসারের এই খেলা।

কামিনী। বাবা দীনেশ! আমি স্থির হবো ? মেয়ে আমার জলে ডুবেছে কেন জানো ? আমি বাপ হয়ে তাকে ছাই খেতে বলেছিলাম, সেই অভিমানে মা আমার ত্যাগ ক'রে চলে গেছে। মা নির্ম্মলে! একবার কথা ক', বাবা বলে ডাক্, ও কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ।

সত্য। সমাজ, এই তো সমাজের চিত্র, এ এ দেখে-শুনেও আমাদের চৈতন্য হচ্ছে না। এখনো গৌরব ক'রে বলি আমাদের সমাজ বড় সমাজ, এই কি তার পরিণাম ? দীনেশ তোদের মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়; কত করে বলে দিয়েছি, কামিনীবাবুর উপরে লক্ষ্য রেখো, একটি বালিকাকে রক্ষা করতে পারলি না, তোদের দিয়ে কোন্ কাজ হবে রে ? বসে আছিস কি মনে করে ? এ যে আত্মহত্যা, পুলিসে জান্‌তে পারলে যে গোলমালের সৃষ্টি করে তুলবে। শীগ্‌গির এখান থেকে সরিয়ে নেও। আমি এদের বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি। কামিনীবাবু, চলুন, ভেবে কি হবে ? বর্ত্তমান সমাজের যে এই অবস্থা, তাতো দেখ্‌তেই পাচ্ছেন

কামিনী। গিন্নি। চলো, আর ভেবে কি হবে ? দেখো তোমার আমার কেউ না যায়।

[সকলের প্রস্থান।

ষোড়শ দৃশ্য

স্থান,—সত্যের আশ্রম।

(সত্য, নির্ম্মলা)

সত্য। যে গানটী শিখিয়ে দিয়েছি, সে গানটী গাও দেখিনি মা!

(গীত)

নির্ম্মলা— প্রেম যে আমার পরশমণি,
প্রেমে বিপদ সম্পদ গণি।
বন্ধু যদি দেয় যাতনা,
স্বর্গ-সুখ কি তার তুলনা,
লোহা যে তার হয় গো সোণা,
পাথর গলে হয় নবনী।
বিকট বিজন শ্মশান,
হয় মনোরম ফুলের বাগান,
মৃত্যু হয় অমৃত সমান,
দিব্যধাম হয় অবনী।
বঁধু আমার ছুঁয়ে দিলে,
পাথর যে ভাসে জলে,
মরা গাছ সাজে মুকুলে,
অমায় হাসে গো চাঁদিনী।

নির্ম্মলা। আপনি আমায় এমন ক'রে বাঁচালেন কেন ? যার স্বামী নাই, তার এ জগতে থেকে সমাজের ভারকে আরো গুরু ক'রে লাভ কি ? আমার তো মরণই মঙ্গল ছিল।

সত্য। এ তুমি বলো কি মা ? তোমার প্রাণটা কি কম মূল্যবান মনে করো ? এই যে গানটী গাইলে মা, তার কিছুই কি বুঝ্‌তে পার নি ? ভগবানের দেওয়া সুখটুকু নিতে পারো, আর দুঃখটুকুন নিতে পারবে না কেন মা ? তবে আর তাঁর সাথে প্রেম হ'লো কই ? বল্‌ছো তুমি অভাগিনী, আমি বলি তুমি ভাগ্যবতী। আজ ব্রহ্মচারিণী হয়ে

সমাজে যে আদর্শ রেখে যেতে পারবে, বিধবা না হ'লে কি তা দিয়ে যেতে পারতে মা? তাই দুঃখিত না হয়ে, আমাদের পুরাতন ব্রহ্মচারিণীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, জগতের সেবায় আত্ম-নিয়োগ ক'রে ধন্য হও। বলছো পতি নাই, সে আবার কি? জগৎপতি গোবিন্দইত এখন তোমার পতি, তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণ ক'রে তাঁর সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করো। আর এই নেও, প্রাণের গভীর-তম প্রদেশের লুক্কায়িত ধন দিচ্ছি, গীতা। এই গীতা শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করো, তবেই দেখতে পাবে মা, এই মায়াময় সংসারে গোবিন্দ ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেউ নাই। এই নামাবলী গ্রহণ করো, মহাপাত্র গ্রহণ করো, আর আত্ম-রক্ষার জন্য এই বিজয়-ত্রিশূল গ্রহণ করো। তোমাকে আর সংসারে ফিরে যেতে হবে না, আমার মায়ের মন্দিরে চলো, আমি তোমায় মায়ের সেবায় নিযুক্ত কচ্ছি। আমরা কতকজন ভাই আছি, তোদের মতন কয়েকজন ব্রহ্মচারিণী বোনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে দিদ। তোকে আদর্শ রেখে তোর মতন কয়েকজন ব্রহ্ম-চারিণী তৈরী করতে পারি কিনা, আমি সে চেষ্টা করবো। চলো, আমার মায়ের মন্দিরে চলো, আমি তোমায় মায়ের পায় উৎসর্গ করে তোমার কল্যাণের পথকে প্রশস্ত করে দেবো।

নির্ম্মলা। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

(প্রণাম)

সত্য। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, মা আনন্দময়ী তোমার শান্তি দান করুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তদশ দৃশ্য

স্থান,—সত্যের আশ্রম।

(নগেন, সত্য)

সত্য। নগেন! নির্ম্মলাকে তো বাঁচিয়েছি। তুমি কামিনীবাবুকে এ সংবাদ দিও না। কারণ, কামিনীবাবু জানতে পারলে হয় তো নির্ম্মলাকে ঘরে নিয়ে যেতে চাইবেন। নির্ম্মলাকে আদর্শ রেখে, তার মত কতকটী ব্রহ্মচারিণী তৈরী করতে পারি কিনা আমি সে চেষ্টা করবো।

নগেন। নির্ম্মলা কি সে ভাবে জীবন যাপন করতে প্রস্তুত হয়েছে?

সত্য। যতদূর বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে হয়, জগতের সেবাই সে বরণ করে নিয়েছে। বর্ত্তমানে তাকে আমি মায়ের মন্দিরে রেখেছি। থাক্, আজ আমি তোমায় একটী আদেশ করবো, সে আদেশ তোমার প্রতিপালন করতে হবে।

নগেন। কি আদেশ করবেন করুন, এ দাস সে আদেশ পালন করতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও কুণ্ঠা-বোধ করবে না।

সত্য। আমি তা জানি, কিন্তু বর্ত্তমান আদেশ পালন করতে তোমায় কিছু বেগ পেতে হবে নগেন!

নগেন। আপনার আদেশ প্রতিপালনের জন্য যে আমি প্রাণও দিতে পারি, তাকি আপনি জানেন না?

সত্য। সবই জানি। আদেশ আর কিছুই নয়। তুমি বিয়ে ক'রে সংসারী হও, এ আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু সমাজের অত্যাচারে,—আদর্শ স্থাপন করার জন্য আজ আমি তোমাকে বিয়ে করতে আদেশ কচ্ছি, তুমি বিয়ে করো।

নগেন। গুরুদেব! পায়ে ধ'রে বলছি, আমায় ক্ষমা করুন, অন্য আদেশ করুন এ আদেশ আমি পালন করতে পারবো না।

সত্য। নগেন! ভয় করো না, আমি তোমাকে, দিয়ে স্বার্থান্ধ-সমাজের চোখ্ খুলে দিতে চাই। তুমি আনন্দে অগ্রসর হও, এতে যদি তোমার কোন অপরাধ হয়, তুমি যদি আমায় বিশ্বাস করো, তবে জেনো, আমি তোমার সকল অপরাধ মাথায় বহন ক'রে তোমার মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দেবো।

নগেন। (স্বগতঃ) জানি না গুরুদেবের মনে কি আছে। জীবনে কত পরীক্ষাই না দিয়েছি, আজ আবার কোন্ পরীক্ষা করবেন, তা তিনিই জানেন। (প্রকাশ্যে) গুরুদেব! তোমার আদেশ প্রতিপালন করতেই চল্লুম; কিন্তু দেখো ঠাকুর, মায়াময় সংসারে প্রবেশ ক'রে যদি কোন পাপে পতিত হই, পাপের কণা মাত্রও যদি আমার দেহ স্পর্শ করে, তা হ'লে তখন ঐ শ্রীচরণতরণী দানে দাসকে উদ্ধার করতে যেন ভুলনা। তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা রইল।

(প্রণত)

সত্য। মাভৈঃ,—যাও নগেন, ভয় নাই। তুমি যেমন আমায় আত্মসমর্পণ ক'রে যাচ্ছ, আমি

তেমনি তোমায় মা আনন্দময়ীর হাতে হাতেই সঁপে দিচ্ছি। যদি এক দিনের জন্যও মায়ের নাম কীর্ত্তন করে থাকি, তবে নিশ্চয় জেনো, মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমার মঙ্গলই করবেন। কামিনীবাবুর ছোট মেয়ে প্রমিলাকে বিয়ে করো।

নগেন। আদেশ শিরোধার্য্য।

সত্য। প্রতিজ্ঞা করো, একটি পয়সাও গ্রহণ করতে পারবে না।

নগেন। প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, আমি একটা পয়সাও গ্রহণ করবো না।

সত্য। তুমি এম্-এ পাশ করেছ, তোমার বাবা দশ বিশ হাজার টাকার আশায় বসে আছেন, তাঁর কথা উপেক্ষা ক'রে চলতে হবে।

নগেন। যে আজ্ঞে, তাই হবে।

সত্য। নগেন! সত্যই তুমি ত্যাগী। সমাজের প্রত্যেক যুবক যদি তোমার মত ত্যাগ স্বীকার করতে পারতো, তা হ'লে আমাদের এমন করে পদ-দলিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত জীবন যাপন করতে হ'তো না। যুবকগণ, তোমরা জাতির এবং দেশের ভবিষ্যৎ। নগেনের মতন আজ তোমরাও প্রতিজ্ঞা করো, বিয়ে করে টাকা নেবো না, শ্বশুরের রক্ত শোষণ ক'রে সমাজকে কলঙ্কিত করবো না। যদি না পারো, তবে স্কুল, কলেজ ছেড়ে বাড়ী যাও, তোমাদের দ্বারা দেশের কিছুই হবে না। যদি পারো, তবে আমি জোর ক'রে বলতে পারি, দেখবে কিছু দিন পরেই এ পতিত সমাজ আবার উন্নতির চরম স্থান অধিকার করেছে। যাও নগেন! তোমার বাবার সাথে গিয়ে কথা বলো। বাবাকে রাগিও না, তাঁকে বুঝিয়ে বলো, তাঁর অভিসম্পাত যেন মাথায় না পড়ে।

নগেন। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

অষ্টাদশ দৃশ্য

স্থান,—শরৎ বাবুর বাড়ী।

(শরৎ, লক্ষ্মী, নগেন, সত্য)

শরৎ। গিন্নি? এতদিনে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হলো। মেয়ের বিয়েতে যা খরচ করেছি, তার দুনো আদায় করবো। তোমার নগেন বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

লক্ষ্মী। হাঁ, রাণী এসে ব'লে গেল; তা যখন মতই হয়েছে, তখন একটা সম্বন্ধ স্থির করে ফেল।

শরৎ। তোমার কথার জন্যই আমি বসে আছি মনে করো না, আমি সেদিন ঘটক পাঠিয়ে দুটী সম্বন্ধ স্থির করেছি। তার একটী নবীন বাবুর মেয়ে, আর একটী শশী বাবুর মেয়ে, শশী বাবুর মেয়েটী ঘোর, তবে তিনি দিতে চাচ্ছেন বেশ। শশী বাবু নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। এখন তোমার কি মত তা স্থির করো। নবীন বাবুও ঐ রকমই দিতে চান, তাঁর মেয়েটী সুন্দর।

লক্ষ্মী। নগেনের বউটী যেন সুন্দর হয়।

শরৎ। আজ কালের ভেতরেই একটা পাকা পাকি করে ফেলতে হবে। নগেনের একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, সে মেয়ে পছন্দ করবে।

(নগেনের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কেমন রে নগেন? আজ কর্ত্তা তা হ'লে মেয়ে দেখে আসুক?

নগেন। বাবাকে দেখতে যেতে হবে না, আমি নিজেই ঠিক করেছি।

লক্ষ্মী। তুই বুঝি তোর মামা-বাড়ীর শশী বাবুর মেয়েকে দেখেছিস?

নগেন। আমি শশী বাবুকে চিনিনে, আমি কামিনী বাবুর মেয়েকে বিয়ে করবো।

লক্ষ্মী। কামিনী বাবু কেরে?

নগেন। কেন না, আমাদের পাড়ার কামিনী মুখুয্যে।

লক্ষ্মী। ঐ শোন, তোমার ছেলের মত হয়েছে নয়? হারে নগেন, তুই কি সত্য সত্যই বিয়ে করবি নে?

নগেন। আমিতো বিয়ে করতে প্রস্তুতই আছি। আমি কি বাবার কাছে মিছে কথা বলছি মা?

লক্ষ্মী। তা ব'লে ঐ লক্ষ্মীছাড়া ঘরে বিয়ে করবি কিরে? ঐ সেদিন অন্নাভাবে একটা মেয়ে জলে ডুবে মারা গেছে, তুই লেখা পড়া শিখেছিলি কেনরে?

নগেন। লেখা পড়া শিখে যা হবার উচিত, তাইতো হবার চেষ্টা কচ্ছি মা। তুমি একবার তোমার নিজের সন্তান রাণীর কথা মনে করো না?

লক্ষ্মী। তার কথা তুলিস নে, রাণীর শ্বশুর চামার।

নগেন। তার দোষ তো এই, তুমি যা তাকে দিয়েছ, তা তার মনে ধরুছে না, সে আরো টাকা চাচ্ছে, এই দোষ থেকেই ত সে তার বউকে যাতনা দিচ্ছে? এ দোষ যা যেখানে আছে, সেখানে এই ফলই ফলুবে। এক বীজে কখনও দু'ফল ফলে না মা। তুমি তোমার ছেলের বিয়েতে টাকার কামর করো না।

শরৎ। তুই বলিস্ কিরে? আমি সম্বন্ধ স্থির করেছি, সব ঠিক।

নগেন। বাবা, এ আপনি বলেন কি? আপনি জগৎ পূজ্য ব্যক্তি, আপনার এক পুত্র, সে পুত্র আপনি বিক্রয় করবেন? কবে আমাদের বংশে এ হীন কাজ হয়েছে যে, আজ আমায় টাকা নিয়ে বিয়ে করুতে হবে? এই জন্যই কি আপনি আমায় উচ্চ শিক্ষা দিয়েছিলেন? এই জন্যই কি আমাকে আদর্শ পুত্র ব'লে পরিচয় দেন? আমায় বিয়ে করিয়ে কুল-কর্ম্ম করবেন, কুললক্ষ্মী ঘরে আনবেন তাতে আপনি আমায় বিক্রয় করবেন? ছি ছি বাবা? আজ আপনার এ মতি ভ্রম কেন? আপনি এ কুসংস্কার পরিত্যাগ করুন।

শরৎ। মেয়ের বিয়েতে কতগুলি টাকা খরচ করেছি তা জানো?

নগেন। এ আপনি কি বলছেন? বাণীর শ্বশুর আপনায় পীড়ন করেছে বলে কি আপনি আর একজনকে পীড়ন করবেন? এই দোষেই দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে, বড় বড় ঘর দেনাদার হচ্ছে, গৃহস্থ ফকির হচ্ছে, বালিকা হত্যা হচ্ছে। এই কন্যাদায়ে দেশের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। কন্যার জন্ম ঘোর অমঙ্গল বলেই সকলে মনে কচ্ছেন। আপনি আদর্শ দেখিয়ে সমাজকে শিক্ষা দেন যে, পুত্রের বিবাহ আসুরিক সন্তান বিক্রয় নয়। পুত্রের পুত্র বংশের স্তম্ভ, পিণ্ড অধিকারী, সেই পুত্রের মাতা তার মাতামহের সর্ব্বনাশের হেতু হবে? ঐ কুপ্রথাতেই দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার সব নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি স্বার্থ ত্যাগ করে সকলকে শিক্ষা দেন, জগতে কীর্ত্তি স্থাপন করুন, আপনার কৃপায় আমিও ধন্য হবো।

শরৎ। যে টাকাগুলি মেয়েদের বিয়েতে খরচ করেছি, সেগুলিও কি তুলব না?

নগেন। এ বিরাট ত্যাগের যুগে আপনার মুখে একথা শোভা পায় কি? আপনিও আজ ত্যাগের আদর্শ দেখিয়ে স্বার্থান্ধ সমাজের চোখ্ খুলে দিয়ে তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে চলুন।

শরৎ। বাবা নগেন! আমি তোর বাপ নই তুই-ই আমার শিক্ষাদাতা বাপ। তুমি যা ভাল মনে করো, আমি তাই-ই করুবো, তোমার কথায় আমি কুল-প্রথা রক্ষা করুবো। গিন্নি! অমত করো না, নগেন বড়ই সুন্দর প্রস্তাব করেছে।

লক্ষ্মী। নগেনের বউটি যেন খুব সুন্দর হয়।

[সকলের প্রস্থান।

ঊনবিংশ দৃশ্য

স্থান,—কামিনী বাবুর বাড়ী।

(কামিনী, নলিনী, প্রমিলা, চাকর, সরোজ)

প্রমিলা। মা তুমি ক্রন্দন করোনা। যে গেছে তাকে তো আর ফিরে পাবে না? এখন আমাদের দিকে তাকাও। বাবাও কেমন হয়ে গেছেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন চলো আজ বাবাকে সাম্‌নে বসে খাওয়াবে এখন।

নলিনী। প্রমিলা, নির্ম্মলা আমার বড় জ্বালায় জ্বলে গিয়েছে রে। বাছা আমার জ্বলে জ্বলে তুষ হয়েছিল, তাই, এ শীতল জলে জন্মের মতন শীতল হয়েছে। এখানে এলেই একটু শান্তি পাই, তাই এখানে বার বার আসি।

প্রমিলা। মা, মা, ঐ বাবার গলা শুনা যাচ্ছে, চল মা, চল তাঁকে বসে খাওয়াবে চল।

(কামিনীর প্রবেশ)

কামিনী। গিন্নি হেথায়? ও কে প্রমিলা? তুমিও কাঁদতে শিখেছ? কাঁদ, কাঁদ, আমার মেয়ে যখন হয়েছ, তখন না কেঁদে উপায় আছে কি? কাঁদ কাঁদ মা, খুব কাঁদতে হবে।

প্রমিলা। বাবা, তুমি অমন করোনা, মাকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাও, সকাল থেকে এখানে ব'সে আছেন, কিছুই খায় দায় নি।

কামিনী। কিছুই খায় নি? খেতে হবে, খেতে হবে। না খেয়ে থাকতে পারবে না, আজ না হয় কাল খাবে, পেট বুঝবে না। তুমি না খাও না খাবে, আমি না খেয়ে থাকতে পারবো না। আমার বড় খিদে, বড় খিদে।

নলিনী। বাছা আমার এইখানে ব'সে সূর্য্যের পানে চা'য়ে থাকতো। তুমি দেখেছিলে?

কামিনী। হাঁ দেখেছিলাম, সেই দেখাই আমার শেষ দেখা গিন্নি—সেই দেখাই আমার শেষ দেখা। আর কি দেখা হবে না? হবে—হবে ইহকালে না হউক পরলোকে হবে। যাই, মাকে খুঁজে দেখি গে। প্রমিলা চিন্তা করো না মা, আমি তোমারও বিয়ে দেবো, যাই যাই পাত্র খুঁজিগে।

প্রমিলা। বাবা, আমার বর তোমার খুঁজতে হবে না, বাবা।

থাকুক আমার বিয়ে,
চাইনা আমি এম্, এ, বি, এ
কিন্‌তে হয় যা টাকা দিয়ে
ছাগল গরুর মতন
যাদের ছেলের হাটে গিয়ে।
সোণার চেইন সোণার ঘড়ী
গর্ব্ব যাদের গলায় পরি,
অমন পশু কিনো নাগো
টাকা কাঁড়ি দিয়ে।
কুলীন চেয়ে ভাল কুলী
মুচি ডোম কষাই গুলি
সারা জীবন ফিরে কেবল
ছুরি শানায়ে।
যখন যারে কায়দায় পায়
যে ঠেকেছে মেয়ের দায়
ধর্ম্ম ভুলে চর্ম্ম খুলে
কর্ম্ম সারে গিয়ে।
বেচবে কেন ভিটে মাটি
মজবে কেন আমার তরে
ভিটের পুকুর দিয়ে।
যে করবে তোমার দুর্গতি
তবে কি সে পশুপতি
পুড়বো না হয় পশুপতি
উমার মত গিয়ে।

কামিনী। বেশ, বাঁচা গেল, পারবে কি মা? বিয়ে না বসে পারবে কি মা? সমাজ থাকতে দেবে কি? না মা—গরীবের ঘরে জন্মেছ, অনেক নরপশু সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের শাসন করবার কেউ নাই। অনেকের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, আমি সে সর্ব্বনাশ হ'তে দেবোনা, তোমার বিয়ে দিতেই হবে, যাই যাই পাত্র খুঁজে দেখিগে।

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। বাবা! তোমার কি শরৎ বাবুর সাথে দেখা হয়েছে?

কামিনী। না মা, কখন দেখা করবো? প্রমিলার বিয়ে নিয়ে বড়ই ব্যস্ত আছি।

সরোজ। বাবা, প্রমিলার বিয়ের জন্ম ভেবোনা, শরৎ বাবু তোমার সাথে দেখা করে নগেনের সাথে প্রমিলার বিয়ে স্থির করে যাবেন। তুমি শরৎ বাবুর সাথে দেখা করে স্থির করো।

কামিনী। আর ঠিক কি মা? তাড়াতাড়ি বিয়ে, তোমাদেরও দু'টির তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে ছলাম, কেমন বিয়ে দিয়েছিলুম, ভাল নয় কি? যাই যাই, প্রমিলার বিয়ের পাত্র দেখিগে।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর। বাবু! বাইরে পরোয়ানা নিয়ে প্যাদা দাঁড়িয়ে আছে, মুদী দস্তকের পরোয়ানা বের করেছে।

কামিনী। তবে কি হবে? আর বুঝি মান রাখতে পারলেম না। ও—কে? বিপদের বন্ধু এসেছ? দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও—আমি যাচ্ছি। মা নির্ম্মলে! এই আমি আসছি, আমায় ধরবে, আমায় ধরবে হা—হা—হা।

[প্রস্থান।

নলিনী। সরোজ! দেখ দেখ, কর্ত্তা পাগলের মতন কোন্ দিকে ছুটে গেল, দেখ্।

[সকলের প্রস্থান।

বিংশ দৃশ্য

স্থান,—গোয়াল ঘর।

(কামিনী, সত্য)

কামিনী। হা—হা—হা, আমায় ধরবে? এই যে এসেছ বন্ধু, আর বিলম্ব নাই, আমি যাচ্ছি। ঐ বুঝি প্যাদা আস্‌ছে, কোথায় পালাবো? কি বল্‌ছো বন্ধু, বিলম্ব করতে পারবে না? আমার মত অনেক হতভাগা আমার জন্য অপেক্ষা কচ্ছে, তাদের কাছে নিয়ে যাবে? তা বেশ, আমিও যাচ্ছি। বাইরে বড় ভিড়, তাই এ গোয়াল-ঘরে এসেছি, বড় যত্নে গোশালা প্রস্তুত করেছিলাম, গো-দুগ্ধে সন্তান প্রতিপালন করবো, কিন্তু হতভাগার ঘরে গো-লক্ষ্মী থাকবে কেন? আমার সব গেল—, সব গেল—ওহো—হো—, কি হলো রে—? ওকে—নির্ম্মলা? দাঁড়িয়ে কি বল্‌ছ মা? আমি তোকে ছাই খেতে

বলেছিলাম আর সেই মুখে আমি অন্ন খাচ্ছি—? না মা—আর খাবো না—, খাওয়া শেষ করে দিচ্ছি—, একটু অপেক্ষা করো—দু'জনে একসঙ্গেই থাকবো—। ছুরি চাই. কি বলুছো ছুরিতে হবে না? যদি হৃদয়ের মর্মস্থল ভেদ করতে না পারে? রজ্জু চাই—, এই যে রজ্জু পেয়েছি। যাই—মা নির্মল দাঁড়া মা, আস্‌ছি—।

(গমনোদ্যত)

(সত্যের প্রবেশ)

সত্য। কোথায় যাচ্ছেন? আত্মহত্যা করতে? কার জন্যে? নির্মল আপনার কে? যার জিনিব তিনিই নিয়ে গেছেন, মায়াময় সংসারে কেউ কারো নয়। বিপদে পড়েছেন,—মাকে ডাকুন।

গীত

পতিত-পাবনী অধম তারিণী,
দীন দয়াময়ী শ্যামারে।
এ ঘোর অকূলে পার হ'বে ছেলে,
পরাণ খুলিয়ে ডাকরে॥
মধুর কণ্ঠে যদি ডাক নিরবধি
ভেসে ভেসে আঁখি জলে,
হউক না পাষাণ মায়ের পরাণ
সে পাষাণ যাইবে গ'লে;
মায়ের কাঁদবে পরাণ
ছেলের লাগি,
ছেলের চোখে জল দেখিলে।
ছেলে কাঁদে যার সে মা কিরে আর
ঘুমাতে কখনো পারেরে॥
কুণ্ডলিনী জাগিবেরে,
মনের আঁধার ঘুচিবেরে,
মরা প্রাণ আবার নেচে উঠিবেরে,
জাগলে শ্যামা,
শুনবি মায়ের অভয় বাণী,
বিপদ সাগরে ভয় রবে নারে
অনায়াসে যাবি পারে,
যদি ডাক প্রাণভরে ব্যাকুল অন্তরে,
কেঁদে কেঁদে অভয়ারে,
বিপদ রবে না তোমার,
আর আর বিপদ,
মুকুন্দের জননী পতিত-পাবনী,
ত্বরাতে পতিত জনেরে॥

সত্য। কামিনী বাবু। স্থির হউন, আপনার দুঃখের দিন কেটে গেছে, সুখের দিন অতি নিকটে। বিশ্বাস না হয়, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

একবিংশ দৃশ্য

স্থান—সত্যের আশ্রম।

(সত্য, বিনোদ)

সত্য। বিনোদ? তোমায় এত করে বোঝালেম, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও তুমি বুঝতে পারলে না যে, তোমার জীবনের পরিণাম কি? বিয়ে ক'রে হাজার টাকা পেয়েছিলে, তা বেশ্যা বাড়ী মদ খেয়ে লুটিয়ে দিয়েছ, বাড়ীখানা বিক্রী করেও কম টাকা পাওনি, কিন্তু তাও তোমার মদেই খরচ হয়ে গেছে। এখন পরবার কাপড় নেই, ভিক্ষা ক'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কচ্ছ, এখনো বুঝতে পারনি মূর্খ, বেশ্যাবাড়ীর পরিণাম কি?

বিনোদ। গুরুদেব—, সত্যই বলছি, আমি এখন পর্য্যন্তও আমার মনকে ফিরাতে পারিনি।

সত্য। সেখানে যেতে কেন?

বিনোদ তাকে বড়ই ভাল বাসতুম, তাই সেখানে গিয়ে পড়ে থাকতুম। তাকে দেখলে আমি আমায় হারিয়ে যেতাম। কি যে হয়ে যেতাম তা আপনায় বোঝাতে পারবো না। তাকে ভালবাসতুম. গুরুদেব! তাকে ভালবাসতুম।

সত্য। হায়ে বেশ্যা কি আর ভালবাসার জিনি- হতে পারে? কাকে ভালবাসতে হয় তা আগে অনেক দিন বলেছি, আজ আবার বলছি।

(গীত)

ভাল বাসতে যদি হয়,
তাঁরে সুধু ভাল বাস,
যে জন প্রেম-ময়।
বাইরে সুধু চক্ষু বুজে,
মনের মানুষ মরো খুঁজে,
প্রাণের প্রাণ যে জন সে যে,
প্রাণের মাঝেই রয়।
সবার চেয়ে মিষ্টি সে জন,
সবার চেয়ে ভাল,
সবার চেয়ে মধুর বড়,
তাঁরি রূপের আলো;

সকল রসের রসিক তিনি,
এমনি রসময়,
তাঁর সনে তোর কিনা চলে,
কোনটা বা না হয় ;
(তাঁরে) পেয়েছে যে দেয় না সাড়া,
পেয়ে তাঁরে আপন-হারা —
(যেমন) উপরে জল রয়েছে স্থির—,
মাঝে তুফান বয়।

বিনোদ। তবে আমার এ অবস্থা কেন ? আমি তাঁকে তেমন ক'রে ভাল বাসতে পারি না কেন ? এ সকল কার খেলা ?

সত্য— (গীত)

এ সব চা'র পাগলের খেলা,
একটা শালা, একটা শাস,
একটা কালী, একটা কালা ॥
সবাই এক ভাবের পাগল,
এক যোগেতে করে সকল,
বুঝতে গেলে মাথায় রে গোল,
এমনি মজার খেলা ;
যে বোঝে তার ধাঁধা যে ঘুচে,
এ সংসারের খেলা ;
ডুবে যায় তাঁর প্রেম-সাগরে,
যে সাগরের নাইরে তলা ॥
খেলিছে নিত্য নূতন,
কি ভাবেতে দেখে কখন,
বোঝে সে জন হয়রে যে জন,
সে পাগলের চেলা ;
বুঝবে কি ভাই বোঝা কঠিন,
পাগলা পাগলির খেলা।
কুলকুণ্ডলিনী মহারাণী,
মূলাধারে পারের ভেলা ॥

বিনোদ। গুরুদেব ! কি শোনাচ্ছ ? আমায় মুক্তির পথ দেখিয়ে দাও। আমি যে এখনো তাকে মন থেকে সরাতে পাচ্ছিনে। পিরিতের এত জ্বালা, তা পূর্ব্বে বুঝতে পারিনি, আমায় বুঝিয়ে পথ ধরিয়ে দাও—।

সত্য। স্বর্গের সোণা এখন নরকে স্থান পেয়েছে, যে পিরিত চণ্ডীদাসের সাধনা, যে পিরিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের মূল তত্ত্ব তা কিনা আজ যেখানে সেখানে বিকিয়ে যাচ্ছে। হায়রে পিরিত কি মুখের কথা, চণ্ডীদাস বলতেন—

বিহি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল পি,
রসের সাগর মন্থন করিতে,
তাতে উপজিল রি ;
পুন যে মথিল অমিয় না হলো,
তাতে ভিয়াইল তি,
(পিরীতি) এ তিন আখর
ভুবনের সার
তুলনা দেব যে কি।

সে পিরিতি এখন যেখানে সেখানে। হায়রে। পিরিতি কার সাথে করতে হয় তা জানিস্ ?

(গীত)

পিরিতি করিবে, পিরিতে মজিবে,
পিরিতি পরাণ পাবে,
সুজন দেখিয়া, করিবে পিরিতি
প্রহরী রাখিবে আঁখি
সুজনে সুজনে, হইলে পিরিতি,
থাকিবে পরম সুখে,
অরসিক সনে করিলে পিরিতি,
জনম গোয়াবি দুঃখে।
পিরিতি সাধন, পিরিতি ভজন,
এ তিন ভুবন সার,
পিরিতের মত, না হলে পিরিতি,
কিসে হবি ভব-পার রে।
পিরিতে জীবন, বিচ্ছেদে মরণ,
পিরিতে করো না হেলা,
পিরিতি রতন, করবে যতন,
পিরিতি পারের ভেলা।
পিরিতের জন, জানবে সে জন,
সুজন ক'রে যে জনে।
শ্রীগুরু আদেশে, মুকুন্দ কহিছে,
পিরিতি মায়ের সনে ॥

বিনোদ। গুরুদেব ! আমায় রক্ষা করুন, বলে দিন আমার শান্তি কি হবে ?

সত্য। আর ভয় নাই ; তুমি পাপের জন্য যখন অনুতপ্ত হয়েছ, চোখে জল পড়েছে, তখন সব পাপই ধুয়ে মুছে যাবে। যাও, বাড়ী যাও, কামিনী বাবু এখনো বেঁচে আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করো। তোমার সহধর্ম্মিণীর প্রাণেও আঘাত কম দেও নি, তার কাছেও ক্ষমা ভিক্ষা করো, তারা যদি তোমায় ক্ষমা করেন, তবেই তোমার মঙ্গল হবে।

বিনোদ। যে আজ্ঞে, আমি তাই কর্‌বো, আমার ভুল আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

সত্য। ভয় নাই, মা তোমার মঙ্গলই কর্‌বেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বাবিংশ দৃশ্য

স্থান—কামিনী বাবুর বাড়ী।

(কামিনী, নলিনী, শরৎ বাবু)

কামিনী। হা অদৃষ্ট! আর কত কাল যে এ যাতনা ভোগ কর্‌তে হবে, তা ভগবানই জানেন। পেটে ভাত নাই, পরবার কাপড় নাই, রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, ভগবান্! আর কত দুঃখ দেবে? এখন আমায় রেহাই দাও।

(শরৎ বাবুর প্রবেশ)

শরৎ। কামিনী বাবু বাড়ী আছেন কি? কামিনী বাবু!

কামিনী। আর লোকের কাছে মুখ দেখাবার ইচ্ছা নেই। মৃত্যু কামনা কচ্ছি, এখন মর্‌লেই বাঁচি।

শরৎ। কামিনী বাবু বাড়ীতে আছেন কি? ভেবে ভেবে ভদ্রলোকের মাথাই খারাপ হ'য়ে গেছে। ইনি আমাদের দেশে একজন বিদ্বান্ লোক, আজ এর অবস্থা দেখে কার না দুঃখ হয়? কামিনী বাবু!

কামিনী। (চমকিত হয়ে) কে আপনি? আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হয়। আমি একটু অন্যমনা ছিলাম, ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন।

শরৎ। আমার কাছে আপনার ওভাবে কথা বলার কোন প্রয়োজন নাই, আমি আপনার প্রতিবেশী, আপনার জন।

কামিনী। তার আর সন্দেহ কি?

শরৎ। আমি আপনার একটা সু-সংবাদ দিতে এসেছি, সংবাদ শুন্‌লে আপনি আনন্দিত হবেন, এ বিশ্বাসও আমার আছে।

কামিনী। এমন কি সংবাদ আছে, তা বলুন, আমার জীবন-ভরা দুঃখ, সু-সংবাদ জীবনে বড় পাই নি।

শরৎ। আপনার সাথে যে আমার খুব নিকট সম্বন্ধ হ'তে চলেছে।

কামিনী। সে কি রকম?

শরৎ। আমার ছেলে তো এতদিন বিয়ে কর্‌তে রাজী হয় নাই, কিন্তু ভগবানের কি শুভ ইচ্ছা, তা জানি না, তার বিয়ের মত হয়েছে।

কামিনী। কে? নগেন?

শরৎ। আজ্ঞে হা, তার পরে সে আবার আপনার মেয়ে প্রমিলাকেই পছন্দ করেছে, আপনি আপনার মেয়ে বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা, তা জান্‌তেই আমি এসেছি।

কামিনী। (স্বগত) একি—আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? ভগবান্ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

শরৎ। আপনি ভাব্‌ছেন কি?

কামিনী। কিছু নয়, তবে আমার মত কাঙ্গালের মেয়ে আপনার ঘরে যাবে, আমার মেয়ের এমন বরাত হবে—তা ভাব্‌তে পাচ্ছিনে।

শরৎ। আপনি বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা তাই বলুন, মনে রাখ্‌বেন, আমি আমার ছেলে বিক্রয় কর্‌বো না। আপনার চেয়ে এক পয়সাও গ্রহণ কর্‌বো না।

কামিনী। তা হ'লে এ অমৃত খেতে আমার অরুচি হবার কোনই কারণ নেই। আমি আনন্দের সহিতই আপনার প্রস্তাব সমর্থন কচ্ছি।

শরৎ। তা হ'লে আপনি দয়া করে এই পাঁচ শত টাকার নোট গ্রহণ করুন। মনে কর্‌বেন না, আমি আপনার মেয়ের পণ দিচ্ছি। আপনি বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছেন, তা আমি জানি, তাই আপনার কিছু সাহায্য কর্‌ছি। মেয়ের গহনার জন্যও আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার মাকে আমি আমার মন মতন করেই সাজিয়ে নেবো। আপনি আনন্দে বিয়ের আয়োজন করুন, আপনার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করুন। টাকা যত লাগে তা আমিই দেবো। আমার নগেনের বিয়ের জন্য আমি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই।

[প্রস্থান।

কামিনী। ইনি কি দেবতা? মানব বেশে এসে আমায় কৃতার্থ ক'রে গেলেন। গিন্নিকে এ আনন্দের ভাগ না দিয়ে তো পারিনা, ডাকি, গিন্নিকে ডাকি। গিন্নি? গিন্নি, ছুটে এসো, আজ বড়ই আনন্দের দিন।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। বলি এত আনন্দ হ'লো কিসে?

কামিনী। আনন্দেরই কথা গিন্নি। আনন্দ তো জীবনে কখনো পাইনি।

বলেছিল, তাই ঠিক। শরৎ বাবু এসেছিলেন। নগেনের সাথে প্রমিলার বিয়ে স্থির ক'রে গেলেন।

নলিনী। আমাদের এমন সৌভাগ্য হয়েছে? বোধ হয় মা এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন। আমাদের কি দিতে হবে?

কামিনী। তিনি তার ছেলের বিয়েতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করবেন না। বরং আমায় বিয়ের খরচ বাবদ পাঁচশত টাকা দিয়ে, বলে গেছেন, আপনি আনন্দে বিয়ের আয়োজন করুন—টাকার প্রয়োজন হ'লে আমি আরো টাকা আপনায় দেবো।

নলিনী। মনে হয় নগেনের ইচ্ছায়ই এ কাজ হয়েছে—তা না হ'লে শরৎ বাবু টাকা না নিয়ে ছেলের বিয়ে দেন? আরো এমন গরীবের ঘরে।

কামিনী। তা হ'তে পারে। তবে শরৎ বাবুর হাত কোন দিনই ছোট নয়, তিনি অনেক টাকা অনেক সময় গরীবের সেবায় দান করেন। এখন তুমি আর বিলম্ব করোনা। বিয়ের আয়োজন করো। কাল গায়ে হলুদ, পরশু বিয়ে।

নলিনী। আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

কামিনী। আমিও যাই, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধবদের সংবাদ দেই গে, এমন সৌভাগ্য তো আমার জীবনে আর কখনও হয়নি। ভগবান্, যে তোমায় ধরে থাকে, তাকে তুমি এমনি করেই শান্তি দান করো। ধন্য তুমি, আজ ধন্য হলো তোমার দয়াময় নাম।

[প্রস্থান।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য

স্থান—কামিনী বাবুর বাড়ী।

বিবাহ সভা।

(কামিনী, শরৎ, নগেন, নলিনী, পুরোহিত, সরোজ, প্রমিলা, সত্য, সভাসদগণ ও বিনোদ)

কামিনী। শরৎ বাবু! আজ আপনি সমাজে যে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করলেন, তা সত্যই সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী যারা আছেন, তাদের সকলেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আপনার মত ত্যাগী লোকেরই বর্ত্তমান সমাজে প্রয়োজন। আদর্শ যতই সমাজের সামনে উপস্থিত হবে, সমাজও ততই দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলবে। তাই বর্ত্তমানে বক্তৃতায় কিছু হবে না, চাই ত্যাগের আদর্শ।

শরৎ। নগেনের ত্যাগেই আমায় এমন ক'রে পাগল করে দিয়েছে। সত্য সত্যই বর্ত্তমানে আদর্শ চরিত্রের প্রয়োজন, যা দেখে সমাজ অগ্রসর হবে। পুরোহিত মহাশয়! আপনি আপনার কার্য্য শেষ করুন।

কামিনী। (কন্যা সম্প্রদান)।

মেয়েরা। (হুলুধ্বনি)।

সত্য। সমাজ যদি এ বিয়েকে অনুকরণ করে চলেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই সমাজের আনন্দের দিন আসবে। নগেন! সংসারে চলেছ, যাও, কিন্তু পরমহংসদেবের কথাটা যেন ভুলে যেওনা। সংসারই যদি করতে হয়, নগেন তা হ'লে মায়ের কাছে একখানা আমমোক্তার নামা দিয়ে নেও। যাও কালীমন্দিরে যাও, মায়ের চরণামৃত গ্রহণ করে সংসারে প্রবেশ করোগে। বিনোদ! যাও কামিনী বাবুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো।

বিনোদ। (কামিনী বাবু এবং তার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন)

শরৎ। চলুন, এখন আমরা সকলে মায়ের মন্দিরে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্ব্বিংশ দৃশ্য

স্থান—শ্রীশ্রীকালী-মন্দির।

(শরৎ বাবু, কামিনী বাবু, বিনোদ, নগেন, সরোজ, সত্য, নলিনী)

সত্য। নগেন! মায়ের নাম কীর্ত্তন করো।

সকলে। (কীর্ত্তন)

একবার ব্যাকুল প্রাণে তাঁরে ডাকোরে।
দীন দয়াময়ী শ্যামা মায়েরে॥
পতিত-পাবনী, অধম-তারিণী।
মায়ের দীন জনে, বড় দয়ারে॥
হইবে দয়া, ঘুচিবে মায়া,
প্রেমের সাগরে, যাবি ভেসেরে॥
ত্রিগুণধারিণী, কলুষ নাশিনী।
মোহ-আঁধার, যাবে ঘুচেরে॥
সাকার আকার, নিরাকার নির্ব্বিকার।
তারিণী তার, এ মুকুন্দেরে॥

সমাপ্ত

পল্লীসেবা

—:•:—

মুকুন্দদাস প্রণীত

নায়ক

পূজারী		
সন্ন্যাসী	...	কর্ম্মগুরু
নিত্যানন্দ	...	পল্লী-সমিতির চালক।
শরৎ রায়	...	জমিদার।
রাজেন্দ্র	...	ঐ পুত্র।
গোপী	...	ঐ জ্ঞাতি।
পঞ্চানন	...	ঐ
প্রমোদ	...	পল্লী-সেবক
সতীশ	...	কর্ম্মীসঙ্ঘের নেতা।
শিবরাম	...	টোলের পণ্ডিত।
আবদুল কাদের	...	অনৈক কর্ম্মী।

সেবকগণ, ছাত্রগণ, বাগিয়া, প্যাদা, প্রজাগণ, দেওয়ান, চাকর, দারোয়ান।

নায়িকা

অমলা	...	শরৎ বাবুর স্ত্রী।
লীলা	...	ঐ মেয়ে।
নির্ম্মল	...	ঐ পুত্রবধূ।
নিত্যকালী	...	শিবরামের স্ত্রী।
বিমলা	...	শিক্ষিতা মেয়ে।
সুলতা	...	নিত্যানন্দের ভগ্নী।
শান্তি, জ্যোতি, শৈল	...	ছাত্রীত্রয়।
ঊর্ম্মিলা	...	দামোদর রায়ের মেয়ে।
ভিখারিণী	...	শরৎ বাবুর প্রজা।

পল্লী-সেবা

—:০:—

প্রস্তাবনা

স্থান—বঙ্গোপসাগর-কুল।

পূজারী— (গীত)

দীনতারিণী পতিত-পাবনী
অধম-তারিণী তুই শ্যামা মা;
জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী
ডাকে ভকতি-ভজন-বিহীন জনা।
তুই না জাগালে কেউ জাগিবেনা
কাল ঘুম মোদের কারোই ভাঙিবে না;
এ ঘোরা রজনী আর পোহাবে না,
সবই হয়েছে শব মা;
সে শবোপরি এসে দাঁড়া ত্রিনয়না,
ভ্রামরী ভবানী ভৈরবী ভীষণা,
আজ নাচ মা;
ত্রিশকোটি শবোপরি নাচ আজ
তাথৈ তাথৈ থৈ ধিন্ ধিন্ ধিনা।
রাতুল চরণ পরশ পাইয়া
ত্রিশ কোটি মরা উঠিবে বাঁচিয়া,
দেখ্‌লে মায়ের শ্রী উঠিবে শিহরি
কাঁদিয়া উঠিবে প্রাণ;
তখন কোটি কণ্ঠ মিলে একবার হুঙ্কারিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে
তবেই সিদ্ধি হ'বে মা
ভারতের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ-সাধনা।

মা, একদিন ছিল, যে দিন বাঙ্গলায় বাঙ্গালী তোমায় আহ্বান করেছে। অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাদের কোষাগারের দ্বার মুক্ত ক'রে সমগ্র পৃথিবীর অন্নের সংস্থান ক'রে দিয়েছে। বাঙ্গলার পূজার বাজারে শুধু বাঙ্গালী নয়, পৃথিবীর নরনারী আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে প'ড়তো। কিন্তু আজ বাঙ্গালীর কোষাগার শূন্য, আতঙ্কে শুকিয়ে গেছে প্রাণ, একমুষ্টি অন্নের জন্য আজ তারা পরের দ্বারস্থ। তোমার পায়ে অর্ঘ্য দেবার সামর্থ্য তার নেই। সে দিন অতীতের কাল-স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে কোন্ সাগরের অতল-তলে ডুবিয়ে দিয়েছে, তা কে জানে? ভক্ত নীলকণ্ঠ গাইতেন:—

যার কপালে আগুন ধরে,
তার কেউ দেখে না মুখ, ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ;
সুখ নাই তার ত্রিসংসারে।
আগে তার ঘরে প্রবেশ করে ব্যাধি,
পরে মরে তার পুত্র পৌত্রাদি—
জামতা কি কন্যা দৌহিত্র থাকে যদি,
পোষ্য-পুত্র নিলেও মরে।
জলে কবুলে ঘর ঘরে লাগে আগুন,
পোড়ে কোঠা-বাড়ী ছোটে টালি চুণ;
যার কপালে যখন লাগাও আগুন,
তার লোহার কড়িতেও ঘুন ধরে।
ক্ষেত্রে হয় না শস্য বৃক্ষে হয় না ফল,
দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধহীন সকল;
সরোবর শূন্য শুকিয়ে যায় জল,
জল বিনে মীন মরে।

সত্য সত্যই বাঙ্গালীর কপালে আগুন ধ'রেছে। বাঙ্গালী তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আজ সে পরমুখাপেক্ষী, লাঞ্ছিত, পদদলিত, পরে দিলে সে খায়—নইলে তার উপোষ। তাই বড় দুর্দ্দিনের সময়ে মা, তোমার শারদীয় উৎসবের ঘণ্টা বাজালে। আজ তোমায় কি দিয়ে বাঙ্গালী বরণ ক'রে ঘরে নিয়ে যাবে? তার আছে কি। শ্মশানে থাকে কি? আছে চিতা-ভস্ম, আছে অস্থি কঙ্কাল। অন্নচিন্তা-চমৎকার, নগ্ন বাঙ্গালী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে আজ সে মরণ-সাগরের পারে দাঁড়িয়ে। তাই আজ মরণের পথে মরণ-কান্না কেঁদেই সে তোমায় আহ্বান করবে। বাঙ্গালায় আজ যে ঘোর অমানিশা। রাজ-রাজেশ্বরী—এসো মা, আজ সপ্তকোটি বাঙ্গালীর ভগ্ন হৃদয়ে তোমার ভৈরবী মূর্ত্তি নিয়ে। বাঙ্গলার গগন-পবন কম্পিত ক'রে মহোল্লাসে অট্টঅট্ট হাস্যে বাঙ্গালীর গৃহ-শ্মশানে করে আজ তাণ্ডব নৃত্য।

শিবা-মুখরিত ভয়াল শ্মশানে "হিলি-হিলি কিলি-কিলি" ক'রে নাচুক তোমার ডাকিনী যোগিনী; হোক মা তোমার মহাপ্রলয়ের বৈষ্ণবী লীলার ধ্বংস-যজ্ঞের চির সমাধান। সৃষ্টি করো বাঙলায় আজ এক নূতন বীর জাতি, দেও তাদের নূতন প্রাণ, নব ভাবে নবোদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে করুক তারা প্রতিগৃহে তোমার শারদীয় উৎসবের মঙ্গল-ঘট স্থাপনা। বাজুক দামা-মা, কাড়া, ঘণ্টা, ঢোল, শঙ্খ, করতাল, জয়ডঙ্কা, খোল, নাচুক ধমনী শুনিয়ে সে রোল; সপ্ত-কোটী কণ্ঠ-কলকল-নিনাদে বিশ্ব বিকম্পিত ক'রে বাঙ্গালী করুক তোমার বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা। দেও তাদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ধর্ম্মের তেজ, প্রাণে নূতন প্রেরণা; জয়োল্লাসে মাতৃগরবে গর্ব্বিত বাঙ্গালী করুক তোমার পূজার বেদী রচনা; বীরাচারী বাঙ্গালী বীরাচারে করুক তোমার জগন্ময়ী রূপের বিরাট আয়োজন।

হায় মা, কৃশদেহ, ভগ্নমন, অবসন্ন প্রাণ, আশাহত চিন্তাক্লিষ্ট বাঙ্গালী আমরা দাঁড়াইয়ে আছি শুধু অহমিকার উচ্চ-গিরি-শিরে। নাহি পথ—আছে একটি মাত্র পথ বাণিজ্য—সে পথ রোধি বিদেশী বণিকগণ বিস্তারিয়া আছার বদন। আর এক পদ মাত্র আগ্রসিলেই বাঙ্গালীর আশাহত জীবনের হইবে নির্ব্বাণ। তথাপি, জানি আমি, বাজিলে নামের ভেরী তমজাল যাইবে ছিড়িয়া। কিন্তু চলিয়াছে সব, কিছুদিন পরে বাঙ্গালীর আপনার বলিতে আর রহিবে না কিছু। ঐ দেখ বাঙ্গালীর রক্ত চুষি তরঙ্গ-সঙ্কুল কাল-স্রোত বাঙ্গলার বুক চিড়ি পশ্চিম সাগরে চলিয়াছে ছুটি। তাই প্রার্থনা করি—আশিস্ কর মা আজি, অহমিকার উচ্চ-গিরি হ'তে বাঙ্গালী ঝাঁপায়ে পড়ুক ঐ কাল-স্রোতের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে, পাউক তারা শীতল সমাধি। কিন্তু মরিবে না মায়ের সন্তান। তুচ্ছ প্রাণ দান করি পাইবে তারা দেব-জীবন; আবার—আবার বহুদিন পরে মর্ম্মর-মণ্ডিত কক্ষে স্বর্ণ বেদিকায় স্থাপিবে সে মাতৃ-মূর্ত্তি রতন মন্দিরে। তখনি —তখনি উল্লাসে আবেশে মাতি জননীরে চাহি বাঙ্গালী গাহিবে আবার "বন্দেমাতরম্"।

[প্রস্থান।

—

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মেঘনা নদীর তীরে শ্মশান।

(সন্ন্যাসী, নিত্যানন্দ, গ্রাম্যবালকগণ)

বালকগণ— গীত—

মায়ের নামের ডঙ্কা দিয়ে,
চলরে শঙ্কা যাবে দূরে,
শুনিস্ নে কালের ভেরী,
আজ উঠ্ছে বেজে আজব সুরে।
রেখে দেরে পুট্‌লী বাঁধা,
আর তোদের কাগজে কাঁদা;
ধরে দে' মা—নামের সারি,
দীপক রাগে ভারত জুড়ে।
মা জগদম্বার কৌশলে,
যখন আগুন উঠ্ছে জ্বলে,
দিয়ে দে' আজ পূর্ণাহুতি,
খেয়ে নিক মা উদর পূরে।
মরণ সাগর করলে মথন,
তবেই নাকি মিল্‌বে রতন,
তাইতো এত ডাকা ডাকি
করছি তোদের ঘুরে ঘুরে।
ক্ষেপেছে ক্ষেপা মাগী
ভয় কি, মরবি বাঁচবার লাগি,
দেখুক আজ বিশ্ববাসী
ভারতবাসী নয়রে কুড়ে।

[প্রবেশ।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। এইত শ্মশান, এইত জীবের শেষ বিশ্রাম স্থান। রাজা হও, প্রজা হও, ধনী হও, নির্ধন হও, একদিন সকলকেই আস্‌তে হ'বে এই মহাশ্মশানে। তাই মহাপুরুষেরা বলেন—শশ্মান শুধু শেষ বিশ্রাম-স্থানই নয়, মহাযোগীর পূর্ণ যোগের স্থান। এই শ্মশান-বৈরাগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত যোগীর কোন সাধনাই নাকি সিদ্ধ হতে পারে না; তাই আজ সব জায়গা ঘুরে এই মহা শ্মশানে এসে দাঁড়িয়েছি। এখন যোগে বস্‌বো, দেখি যোগে সিদ্ধিলাভ করতে পারি কি না। কিন্তু স্থির হয়ে বস্‌তে পারব কি? ভিতরে যে বাসনার আগুন এখনো দাউ দাউ করে জ্বলছে। চোখ বুজে যখনই বসি, তখন চারিদিক থেকে কারা যেন চীৎকার করে বলে ওঠে—ওগো এখনো তোমার যোগে

বস্‌বার সময় হয়নি, কর্ম্ম করতে হবে। তবে কি আমার কর্ম্ম এখনো শেষ হয়নি? আমি কি তাঁর কৃপা লাভের যোগ্য হইনি? না—না, তিনিত তাঁর চরণ ধূলায় আমায় বঞ্চিত করেননি? তিনি যে তাঁর সব খানি দিয়ে আমায় ভালবেসেছেন, আমি যে তাঁরই হ'য়ে গেছি। তবে আবার এ কর্ম্মের জন্য আদেশ কেন? ওঃ, বুঝেছি, বিরাট কর্ম্মী তিনি—কর্ম্মীই তিনি ভাল বাসেন। আমাদের কর্ম্মের ভিতর দিয়েই তাঁর কাছে গিয়ে পৌছাতে হবে; তাই—এই সাবধানতা। আচ্ছা, তাই হ'বে ঠকুর! তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ইচ্ছা নেই, যত ইচ্ছা সবই তোমার পায়ে বলি দিয়ে বে'র হ'য়ে এসেছি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক; তাতেই পূর্ণানন্দ। আমি কর্ম্ম করবো, আমি কর্ম্ম করবো—কিন্তু একাতো হবে না, কর্ম্মী চাই। ডাকি—ডাকি—হরিবোল, হরিবোল। আজ এই মহা-শ্মশানে দাঁড়িয়ে হরিধ্বনি কচ্ছি, এ হরিধ্বনিতে রস নেই, শুকনো; মানবের ভীতির সঞ্চার হয়। কিন্তু যার এই শ্মশানের হরিধ্বনি শুনে প্রাণে প্রেমের তুফান ব'য়ে যায়, সেই নাকি প্রকৃত প্রেমিক। আছ কি এমন প্রেমিক, যার এই হরিধ্বনি শুনে প্রাণে প্রেমের তুফান ব'য়ে যায়? এসো, তোমায় আমি চাই, আমার সবখানি প্রাণ দিয়ে আমি তোমায় ভাল বাসবো।

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

(গীত)

আয় মা তারিণী করাল-বদনী,
ডাকিনী যোগিনী সব নিয়ে আয়।
শ্মশানবাসিনী, শ্মশান-রঙ্গিনী
ভারত-শ্মশানে নাচ্‌বি গো আয়।
শ্মশানের শোভা মুনি-মনোলোভা,
হবে কি সে শোভা, বেরোবে কি আভা,
তুই মা না এলে তুই না নাচিলে,
দুর্নীতি সব না দলিলে পায়।
ডাকিনী যোগিনী লইয়ে সঙ্গে
নাচগো রঙ্গিনী নানা রঙ্গে ভঙ্গে;
ঘোর অমানিশি হাস অট্টহাসি,
এমন শ্মশান পাবিনে ধরায়।
এই নিশি দিনে এ মহা শ্মশানে
পেলে ও চরণে পূজিতেম যতনে
হইয়ে মাতাল নাম-সুধা-পানে,
লুটিত মুকুন্দ চরণ-ধূলায়।

নিতাই। কে আপনি?

সন্ন্যাসী। দুনিয়ায় একলা থাকতে হয়, সেও ভাল, কিন্তু সুজন না পেলে আর পিরিত কচ্ছি না। চণ্ডীদাস বলতেন—

শুন গো সজনী, আমার বাত,
পিরিতি করিবি সুজন সাথ্।

যাক্‌ সামলাতে সামলাতে সারা যৌবনটা কাটিয়েছি, এ বয়সে আর নূতন আঘাত সহ্য হবে না।

নিতাই। আমি আপনায় কোন আঘাত দিতে আসিনি। আমি জানতে চাই আপনি কে? এই মহা শ্মশানে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছেন কি?

সন্ন্যাসী। ভাব্‌ছি কি, তা শুনবে? তা বলতে পারি না। কিন্তু ভাবছি অনেক। তুমি কে? এখানে এসেছ কেন?

নিতাই। আমি মাঝে মাঝে শ্মশানে আসি, যতটা সময় এখানে থাকি, বেশ শান্তি পাই। প্রেমময়ের প্রেমের হাওয়ায় আমার প্রাণকে প্রেম-রসে ভরপুর ক'রে দিয়ে যায়।

সন্ন্যাসী। পাঁচ শ বছর পূর্ব্বে এই বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের ফিলছফি প্রচার ক'রে গেছেন। আজও সে নিকষিত হেম, সে প্রেম মূর্ত্ত হয়ে উঠল না, কেবল কথা—কেবল কথা। আমিও স প্রেমের পথের যাত্রী, কিন্তু সঙ্গী ব্যতীত একা সে পথে অগ্রসর হ'তে সাহস হচ্ছে না। তাই সঙ্গী খুঁজতে এই মহা শ্মশানে এসেছি।

নিতাই। এ যে মহা শ্মশান! এখানে কি তা পাবেন? লোকালয়ে যান—অনেক শিষ্য জুটবে।

সন্ন্যাসী। আমার সহযাত্রী যদি পাই, তবে এই শ্মশানেই পাবো। শ্মশানে আসতে যে ভয় পায়, সে আমার সাথী হতে পারবে না। তাই, শ্মশানেই আমি আমার বন্ধুর অন্বেষণ কচ্ছি।

চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী,
পিরিতি না কহে কথা,
পিরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরিতি মিলয়ে তথা।

ঘৃণা করলেও যে আমায় ভালবাসবে, সেই প্রেমই উত্তম। অর্থাৎ যে আমার জন্য মরতে প্রস্তুত নয়, তার সাথে আমার পিরিত হ'বার সম্ভাবনা নেই।

নিতাই। তা' হলে আপনি এমনই একজন খুঁজছেন, যে আপনার জন্য মরতে প্রস্তুত।

সন্ন্যাসী। হাঁ, আমি এমনই একজন খুঁজে বেড়াচ্ছি, এমন মানুষেরই একটা মহামেলা বসাতে চাই।

সাধ কখনো মিটে না ভাই,
সাধে পড়ুক বাজ।

হরি, হরি—এ সাধে যেন আমার বাজ না পড়ে।

নিতাই। আপনি কি কাউকে ভালবেসেছেন? সে কি আপনার প্রাণে আগুন জেলে দিয়ে গেছে?

সন্ন্যাসী। হাঁ—তাই, আমার বুকভরা আগুন গো, বুকভরা আগুন। "ও দু'টী চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি" বলে একনিষ্ঠ হয়ে সেখানেই প'ড়ে ছিলাম। প্রেমের অগ্নি-পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হয়েছি।

নিতাই। আমারও তাই। আমার হৃদয়ের দেবতা, আমার প্রেমের ঠাকুর, প্রণয়ের ধন, বড় দয়াময় তিনি! আমি তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। ছোট মুখে বড় কথা বল্‌তে নেই—আমার কথা এ পর্য্যন্তই থাক্।

সন্ন্যাসী। কেন সাধ করে এ গরল খেতে চাও? কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে সিনান করে কি আর ঘরে ফিরতে পারবে?

নিতাই। ঘর আমার পর হয়ে উঠেছে, তাই এই কালীয় সাগরে ঝাঁপ দিব বলে আমার শ্মশানে আসা।

সন্ন্যাসী। প্রাণের ভিতরে বিষের জ্বালা। ভাব ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না, যাকে ভালবাসি, তাকে তৃপ্তি দিতে পারি না। তুমি কি আমার শত ত্রুটি মার্জ্জনা করতে পারবে?

নিতাই। আপনি যদি আমায় আপনার সহযাত্রী করেন, তবে আমি আপনার শত ত্রুটি মার্জ্জনা করতে প্রস্তুত আছি।

সন্ন্যাসী। আমি তাকেই চাই, যে আমার শত ত্রুটি মার্জ্জনা করবে। আমি যে অকিঞ্চন, আমি যে ভিখারী দীনহীন কাঙ্গাল! তবু আমার পিরিতের সাধ। পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন, বামনের চাঁদ ধরার মত আমার ইচ্ছা, তাকি তুমি পূর্ণ করতে পারবে?

নিতাই। তা জানি না, তবে আপনি যা আদেশ করবেন, তা যদি আমার বিবেক-বিরুদ্ধ না হয়, তা হ'লে আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠা বোধ করবো না।

সন্ন্যাসী। আনন্দম্। যদি এ পথে আস্‌তে চাও, সুখের জন্ত এসো না। কোন সাধ বুকে নিয়ে এক পা অগ্রসর হ'য়ো না—ক্ষুণ্ণ-মনে ফিরে যেতে হ'বে। সর্ব্বাগ্রে সমর্থ হও, প্রেমের কুটিল পথে একমাত্র বীরাচারীই অগ্রসর হ'তে সক্ষম।

নিতাই। আমি তা জানি। আজ বাংলায় যে ভাব নেমে এসেছে, যে সুমধুর বংশীধ্বনি বাংলার গগন-পবন কম্পিত করে উদীয়মান নূতন দলকে নূতন তন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলছে, সে বেদ-বিধি ছাড়া; ভারতের প্রাচীন পুঁথির সাথে এ নব তন্ত্রের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সর্ব্ব ত্যাগীর দল ভিন্ন এ অনাসৃষ্টি পিরিতের সাথে যোগ দিবে কে?

সন্ন্যাসী। হাঁ, তাই বটে।

পিরিতের পারা বেদ-বিধি ছাড়া
বিধির ভিতরে নাই,
পিরিতি যাহার বিধি-অগোচর
ব্রজপুরে তার ঠাই।

এই নব বৃন্দাবনের এই নূতন ব্রজধামের গোপ-গোপী ওগো, তোমরা যে যেখানে আছ, ছুটে এসো! তোমাদের মিলনক্ষেত্রই যে শ্রীবৃন্দাবন! তোমাদের লীলা-ভূমি যে ব্রজভূমি! নিতাই, আমি চল্লুম—তোমার জন্তই আমার শ্মশানে আসা। সময়ে দেখা হবে। কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম। [প্রস্থান।

নিতাই। দাঁড়াও, যেও না। আমায় ভাল ক'রে পিরিত বুঝ্‌তে দাও। একি, চ'লে গেলে? আচ্ছা, যাও। আমি যে তোমায়ই খুঁজছিলাম। শ্মশানেই মহা পুরুষের দেখা পাওয়া যায়; তাইত, আমি শ্মশান ভালবাসি। আজ দেখা দিয়ে চ'লে গেলে কেন? আচ্ছা, যাও মহাপুরুষ! সময়ে যখন দেখা হবে বলেছ—তখন দেখা হ'বেই। এ আশায়ই বুক বেঁধে চল্লুম। সাধনাই দীর্ঘকালকে সংক্ষেপ করতে পারে; কিন্তু সে কালও দু'এক বছর নয়? যারা নূতন যুগের আহ্বান-সঙ্গীত গান কচ্ছেন, তারা যতদিন না তাদের জীবনকে নূতন তন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলছেন, ততদিন আমাদের কোন সুবিধাই আশাকে সার্থক করতে পারবে না। কারণ, যিনি যুগ-প্রবর্ত্তক, তিনি অসাধারণ ধৈর্য্যশীল, তিনি নিজের অবস্থা দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছেন, আমাদের উন্নতির-যুগ আস্‌তে বিলম্ব কত! তাই বলি, হে ভারতের নূতন সাধক, মনে রেখো, কতখানি ধৈর্য্য, কতখানি ত্যাগ, কতখানি শক্তিলাভ করে এই যুগ-প্রবর্ত্তকের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজেন্দ্র রায়ের বাগানবাড়ী।

(রাজেন্দ্র, নিত্যানন্দ, সেবকগণ)

নিতাই। রাজেন, রাজেন!

রাজেন। আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়।

নিতাই বহুদিন তোমার সাথে দেখা নেই—ভাল আছ ত?

রাজেন। আপনার আশীর্ব্বাদে ভালই আছি। অসময় কি মনে ক'রে?

নিতাই। এবার তোমাদের শারদীয় উৎসবের বরাদ্দ কত?

রাজেন। তা এখনো ঠিক হয়নি। তবে অন্যান্য বছরের মত এবার সমারোহ হবে না।

নিতাই। কিছু না হ'লেই বা ক্ষতি কি? কতকগুলি টাকা উড়িয়ে দেওয়া বই ত উৎসবে আর কিছুই হচ্ছে না? এখন যদি টাকাই খরচ করতে হয়, তবে এমন কাজে করতে হবে, যেন তাতে দেশের কিছু কল্যাণ হয়।

রাজেন। আমার ইচ্ছাও তাই। বাজে খরচ করবার সময় এখন আর নেই—প্রবৃত্তিও হয় না।

নিতাই। হারে, মায়ের পূজার প্রধান উপকরণই হচ্ছে ভক্তি। বৃথা আড়ম্বরে কি আর মায়ের পূজা হয়? পরমহংসদেব বলতেন—ধ্যান করবে বনে কিম্বা কোণে। রাজসিক পূজা ক'রে তো এতদিন দেখা গেল, এখন মায়ের সাত্ত্বিক পূজা যাতে দেশময় হয়, সেজন্যই সকলকে উঠে প'ড়ে লাগা প্রয়োজন। তা না হলে, শক্তি জাগ্রত হবে না।

রাজেন। আমিও এ কথাটা অনেক দিন থেকে ভাবছি, কিন্তু কিছুই ক'রে উঠতে পাচ্ছি না।

নিতাই। আমার প্রাণে একটা ভাব এসেছে, তা তোমাকে বলবো ব'লেই আজ আমি এখানে এসেছি। ভারত-গঙ্গায় বান ডেকেছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কর্ম্মীদের গঠন কার্য্যের পাণ্ডুলিপি অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির ফাইলেই ঘুমুচ্ছে। এদিকে ত বান চলে গিয়ে নদীও প্রায় শুকিয়ে উঠলো। তাই, আমার ইচ্ছা—সেই পাণ্ডুলিপির দিকে না তাকিয়ে আমরা দু'জনে গঠনকার্য্যে নেমে যাই।

রাজেন। গঠনকার্য্য সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?

নিতাই। আমার ত মনে হয়, পল্লীসংস্কার করাই গঠনকার্য্যের মস্তবড় দিক। কারণ পল্লীর সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত আন্দোলন সার্থক হতে পারে না।

রাজেন। আমারও মনে হয় তাই; পল্লীসংস্কার করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

নিতাই। তোমার চিন্তা-প্রণালী আর আমার চিন্তা-প্রণালী বেশ মিলে যাচ্ছে। এসোনা আমরা দু'জনেই কাজ আরম্ভ ক'রে দি।

রাজেন। আমার কোনই আপত্তি নেই। আপনার আদেশ আমি বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করতে প্রস্তুত আছি।

নিতাই। একখানা পল্লী নিয়েই আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হ'বে। ঐ একখানা যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি, তবে ঐ পল্লীর আদর্শেই ভারতের সকল পল্লী গড়ে উঠবে।

রাজেন। কোন্ পল্লীতে আরম্ভ করলে কাজ ভাল হবে মনে করেন?

নিতাই। তোমাদের বাণিয়াজোয়ার পল্লীখানাই কার্য্যের উপযুক্ত স্থান বলে আমার মনে হয়। সে পল্লীতে ৩৩ হাজার লোকের বাস, তার মধ্যে ২০ হাজারই মুসলমান। বাংলায় অত বড় পল্লী আর নেই। আমি সে পল্লী ঘুরে যা বুঝতে পেরেছি, তাতে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই স্বদেশের উন্নতির জন্য বেশ যত্ন আছে।

রাজেন। সে পল্লীতে বর্ত্তমানে আপনি কি কাজ আরম্ভ করতে চান?

নিতাই। সকলে যার যার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে—এই দেখাতে চাই। স্বাবলম্বী হওয়াই বর্ত্তমান যুগের সাধনা বলে আমি মনে করি।

রাজেন। তার আর সন্দেহ কি? তবে তারা সকলে আপনার উপদেশ মত কাজ করবে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

নিতাই। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। বান যখন আসে, তখন শুধু নদীই জলে ভরপুর হয় না—নালা, খাল সবই ভরপুর করে দিয়ে যায়। বানের মুখেই আমি আমার কর্ম্মতরী ধরে দিতে চাই, কূল পাব কিনা, তা ঠাকুর জানেন। সে ভাবনা করেও কোন লাভ নেই।

রাজেন। আমায় কি আদেশ হয় বলুন; আপনার আদেশ যথাসাধ্য প্রতিপালন করতে আমি চেষ্টা করব।

নিতাই। আমি পল্লী-সেবক-সঙ্ঘ তৈরী করে তাদের দিয়ে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করেছি। বোধ

হয় তাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি। ছেলেগুলি খুব খাটছে।

রাজেন। এতদিন ত আপনি আমায় এ কথা বলেন নি।

নিতাই। বল্‌বার সময় হয়ে উঠেনি, তাই আজ বল্‌তে এসেছি। তোমায় বাদ দিয়ে কি আর আমি কিছু করতে পারি রাজেন। তুমিই যে আমার কর্ম্মের মস্তবড় সহায়। বাশিয়াজোয়ারই তোমাদের জমিদারীর ভিতর শ্রেষ্ঠ স্থান। শুধু ঐ একখানা পল্লীতে তোমাদের বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা আয় হয়। গত দু'বছর অজন্মায় প্রজারা কেউ খাজনা দিতে পারেন নি, দেওয়ান চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ লিখে খত নিয়েছে। যদি পার, তবে ঐ খাজানাগুলি মাপ দিয়ে দলিল-গুলি তাদের ফিরিয়ে দেও। কাজ করতে হলে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাই হচ্ছে কর্ম্মীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

রাজেন। কথাটা ভাববার বিষয় বটে! তবে বাবার সাথে কথা না বলে আমি আপনায় কোন জবাব দিতে পারি না।

নিতাই। তোমার বাবাকে যদি তুমি বুঝিয়ে বল, তবেই কাজ হয়ে যাবে। তাঁর প্রাণ আমাদের চেয়ে উন্নত। কারণ তিনি আজীবন এই পল্লী-সেবা করেই আস্‌ছেন।

রাজেন। বাবাকে বল্‌লে তিনি আমার কথা রক্ষা করবেন, এ বিশ্বাস আমারও আছে। আচ্ছা, আপনি এখন যান, আমি বাবার সাথে কথা বলে আপনাকে জানাব।

নিতাই। আমিও তাঁকে বল্‌বো, আশা করি, হয়ে যাবে।

রাজেন। বাশিয়াজোয়ারে নাকি ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে?

নিতাই। তার প্রতিকারের জন্যই আমি পল্লী-সেবক তৈরী করেছি। কিছু কিছু কাজও আরম্ভ করেছি।

রাজেন। একটা ঔষধালয় বসাতে পারলে ভাল হয়।

নিতাই। ও কথা মুখেই এনো না। ঔষধ খেয়ে খেয়েই জাতটা মরতে বসেছে। কুইনাইন দিয়ে ম্যালেরিয়া দূর করার চেষ্টা হচ্ছে; কিন্তু এই কুইনাইনে যে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর দেশে এসেছে, এ সহজ কথাটা জন-সমাজ একটু তলিয়ে দেখছেন না। আমি তাকে অন্য উপায়ে তাড়াব।

রাজেন। ও কারা গান গাচ্ছে না?

নিতাই। বোধ হয় পল্লী-সেবকগণই আস্‌ছে।

(পল্লী-সেবকদের প্রবেশ)

(গান)

তোরা সবে কোদাল ধর।
দেশ থেকে তাড়াতে হবে ম্যালেরিয়া জ্বর।
মাথা গুজে ভাবলে ব'সে
হবে না দেশের কল্যাণ
কোমর বেঁধে হতে হবে
সবার আগুয়ান,
ভয় কিরে ভাই একজন আছেন,
মাথার উপর।
বাঘের মতন আয়রে মেতে
সাগর করে প্রাণ।
দ্বেষ-হিংসা দলবে পায়ে
মান অপমান;
দেখবি যদি মায়ের হাসি
প্রেমের সরোবর।

নিতাই। কিরে, তোরা এখন কোথায় যাচ্ছিস?

১ম সেবক। বাশিয়াজোয়ারের জঙ্গলগুলি সব পরিষ্কার করে দিতে হবে। সে পল্লীতে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে।

রাজেন। তোমরা কি সকলেই এ মহাব্রতে দীক্ষিত হয়েছ?

২য় সেবক। আজ্ঞে হাঁ, আমরা পাঁচটা গ্রাম নিয়ে একটা কর্ম্মীসঙ্ঘ গঠন করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য পল্লী-সংস্কার করা, দেশের জঙ্গল-কচুরী নষ্ট করে দেওয়া, নালা-খাদা সব ভরে দেওয়া, যেন মশা জন্মাতে না পারে।

নিতাই। আচ্ছা, রাজেন! আমি এখন যাই, তুমি সেবকদের সাথে আলোচনা কর।

[প্রস্থান।

রাজেন। তোমাদের সঙ্ঘের সভ্য কত হবে?

১ম সেবক। বর্ত্তমানে আমরা প্রায় ৫০ জন হব।

রাজেন। তোমাদের সঙ্ঘের চালক কি নিতাই বাবু?

২য় সেবক। আজ্ঞে হাঁ, তিনিই আমাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। আমরা ভাগ্যবান্, যে এমন দেবতার মত মানুষ আমরা আমাদের চালক পেয়েছি।

রাজেন। তোমাদের খরচপত্র কি সব তিনিই চালাচ্ছেন?

১ম সেবক। তিনি কিছু কিছু সাহায্য করেন বটে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই খামার জমি আছে। দু'টী ডাল ভাতের জন্য কারোরই তেমন ভাবতে হয় না। তবে ছোট একটী ফাণ্ড তৈরী করা হয়েছে, যার অত্যন্ত অভাব, তাকে ঐ ফাণ্ড হ'তে কিছু কিছু সাহায্য করা হয়।

রাজেন। ম্যালেরিয়া দূর করার জন্য তোমরা বদ্ধপরিকর হয়েছ, এ উত্তম কথা। কিন্তু তা কি তোমরা পারবে? কত ডাক্তার ফেইল হয়ে গেল।

২য় সেবক। ও ডাক্তারদের কর্ম্ম নয়, আমরাই পারবো। আমরা কি মানুষ নয়? এ দেশে পূর্ব্বে ত এ সব ব্যাধি ছিল না, আমাদের অলসতার জন্যই এ সকল ব্যাধি আজ পল্লী আক্রমণ করেছে। আমরা যখন আবার স'ঝাড়া দিয়ে উঠে প'ড়ে কাজে লেগেছি তখন ওর বাবার সাধ্য নেই যে, ও পল্লীতে থাকতে পারে।

রাজেন। অতি সত্যি কথা। তোমরা যখন আবার কর্ম্মী সেজে কাজে লেগেছ, তখন আর ভয় নেই, দেশে শান্তি আবার ফিরে আসবেই। কিন্তু ভাই সকল, এ অদম্য উৎসাহ যেন ভেঙ্গে না যায় — কার্য্যে পরিশ্রান্ত হয়ে যেন কর্ম্ম ত্যাগ ক'র না। তবেই তোমরা কর্ম্মের বিজয় দুন্দুভি বাজাতে সক্ষম হ'বে। আরও তোমাদেরই একজন, তোমাদের যখন যা'র প্রয়োজন আমায় জানিও আমার প্রাণ দিয়েও যদি তোমাদের সেবা করতে পারি তা'তেও পশ্চাৎপদ হ'বো না।

১ম সেবক। আমরা আমাদের নেতার কাছে আপনার কথা শুনেছি। তিনিই আপনার কথা ব'লে আমাদের অনেক সময় উৎসাহিত করেন।

রাজেন। তিনি শুধু তোমাদেরই চালক নন, আমারও নাথ। অমন মানুষ, অমন অদম্য উৎসাহী কর্ম্মবীর দেশে ক'জন আছেন জানি না। কিছুদিন পরে ওঁর কর্ম্ম এই ভারতময় ছড়িয়ে পড়বে বলে আমার মনে হয়। পল্লী সংস্কার করতে হ'লে লোকেরা তাঁরই উপদেশ মত চলবে। দাও, আমায়ও তোমাদের কোদাল দাও, আজ হ'তে আমিও তোমাদেরই একজন।

২য় সেবক। (কোদাল দিয়ে) এই নিন্ কোদাল। আপনাকে যখন পেয়েছি, তখন আমাদের সিদ্ধি নিশ্চয়। বল ভাই,—"কালী মাইকি জয়।"

সেবকদের গীত।

কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি,
জাগিয়া উঠুক মৃত প্রাণ।
জীবন রণে জীবন দানে
সবারে করহ আহ্বান॥
হাতে হাতে ধরি ধরি দাঁড়াইব সারি সারি,
প্রাণে বাঁধিবে তবে প্রাণ।
আলস্য জড়তা নিরাশ বারতা
দূরে করিবে পয়ান॥
তরুণ তপনে মধুর কিরণে,
সব কি হাসিবে প্রাণ।
সুখের কোলে ভাবেতে গ'লে
কে র'বে কে র'বে শয়ান॥
সাজিতে দেশের কাজ পররে বীরের সাজ
করে ন'য়ে করম নিশান।
জীবন ব্রত সাধ অবিরত
এ নহে বিরামের স্থান॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজেন্দ্রপুর জমিদার-বাড়ী।

(শরৎ রায়, অমলা, নিত্যানন্দ, রাজেন)

শরৎ। এবার দাদার তরফে থিয়েটার হ'বে। আমাদের কর্ম্মচারীরাও থিয়েটারের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তোমার কি মত?

অমলা। আমার বিশেষ মত নেই। তারপরে, এ গাঁয়ে থিয়েটার করতে পারে, এমন গা'ইয়ে বাজিয়েও কেউ নেই।

শরৎ। ও বাড়ীতে কলকাতা থেকে মাইনে ক'রে লোক এনেছে, আমাদেরও তেমনি ক'রে লোক এনেই করতে হবে। তারপরে ও-বাড়ীতে হবে, আমাদের বাড়ীতে হবে না, এ-ই বা কেমন দেখায়?

অমলা। কেমন আবার দেখাবে কি? ও বাড়ী ত আর পরের বাড়ী নয়? তোমারই ভায়ের বাড়ী। ইতি পৃথক হয়েছে বলে কি তার সাথে ছোটখাট ব্যাপার নিয়েও রেষারেষি করতে হবে? তুমি ত এমন ছিলে না, আজ তোমার এ জিদ কেন?

শরৎ। তুমি জেদের কি দেখলে? তারা থিয়েটার করবে, আমাদের বাড়ীতেও ওরা থিয়েটার করবে।

অমলা। কল্‌কাতা থেকে যখন লোক আনার ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন এ জেদ বই আর কিছুই নয়। তারপরে, এর ভবিষ্যৎ ভাল হবে বলেও আমার মনে হয় না।

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিতাই। আমারও ঐ মত। এ থিয়েটারের ভবিষ্যৎ যে খুবই দুঃসময় হবে, তা আমি খুবই জোর করে বল্‌তে পারি। এই থিয়েটারের প্রথম ফল হবে দু' বাড়ীতে দলাদলি, পরে হবে মামলা-মোকদ্দমা, পরিণামে উভয় সংসার পথে দাঁড়াবেন।

অমলা। আপনি এসে ভালই হয়েছে। একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যা'ন, আমি হার মেনেছি।

শরৎ। এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হবে কেন নিতাই?

নিতাই। এর পরিণামই তাই। ছোটখাট ব্যাপার নিয়েই মনোমালিন্য আরম্ভ হয়, পরে সে অনেক দূর গড়ায়। বড় ব্যাপার নিয়ে কোন সংসারেই প্রথম গোল বাঁধে না। এই থিয়েটারে গোল হবেই, এর পরিণাম তাই।

শরৎ। ও ছেলেপেলেরা করবে, তাতে আমাদের ভিতরে দলাদলি বা গোল হবার কি কারণ আছে?

নিতাই। ছেলেপেলেদের ভিতরেই আগে হবে, তারপরে উভয় পক্ষ উভয় পক্ষ থেকে ইন্ধন যোগাবেন।

শরৎ। আমাদের বাড়ীর ছেলেপেলেরা তেমন নয়, এরা সকলেই সরল

অমলা। তুমিও ত সরল ছিলে, আজ এমন হলে কেন?

শরৎ। কি ছিলেম, আর কি হলেম!

অমলা। আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না। কিছু সময় পরে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, কি করতে যাচ্ছ।

নিতাই। কল্‌কাতা থেকে লোক এনে যখন থিয়েটার করার আয়োজন হচ্ছে, তখন সরলে গরল ঢুকতে বেশী সময় লাগবে না। কারণ যাদের মাইনে করে আনা হচ্ছে, তাদের সকলকেই আমি চিনি। তারা সকলেই চরিত্রহীন, মদ আর বেশ্যা, এ দু'টোই হচ্ছে তাদের চিরসঙ্গী। তাই বলছি, যত্ন করে অলক্ষ্মী সংসারে ঢুকিয়ে কাজ নেই।

অমলা। ইনি যা বল্‌ছেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য, তুমি ছেলেদের থিয়েটার করার জন্য উৎসাহিত করো না, পরিণাম বিষময় হবে। একান্তই যদি থিয়েটার করতে চায়, তবে নিজেরা করুক, কল্‌কাতা থেকে লোক এনে কাজ নেই।

শরৎ। ও-বাড়ীতে তারা লোক এনেছে, এরা না আন্‌লে তাদের সাথে পেরে উঠবে কেন?

অমলা। জিদ নাকি হয়নি, তোমার প্রাণের ভাব যে তুমিই প্রকাশ করে ফেলেছ। এ জিদের কথা বই আর কিছুই নয়।

শরৎ। জিদের তুমি কি দেখলে?

অমলা। জিদ নয় ত কি? এ ত আর পয়সা নিয়ে থিয়েটার হবে না, যে লোকে না শুন্‌লেই লোকসান হবার সম্ভাবনা। না-ই বা হলো তাদের মতন, তাতে ক্ষতি কি? এই গোড়ামীতেই কিন্তু সর্ব্বনাশ হয়। শ্রীপুরের জমিদার-বাড়ী এই থিয়েটারেই ধ্বংস হয়ে গেছে। এত বড় ঘর, কিন্তু আজ তারা পথে দাঁড়িয়ে।

(রাজেনের প্রবেশ)

শরৎ। কিরে খোকা! থিয়েটার করতে যে ইনি নিষেধ কচ্ছেন, এর পরিণাম নাকি ভাল হবে না। নিত্যানন্দও তাই বল্‌ছে।

রাজেন। ইনি যা বলেন, আমাদের তাই করতে হবে। আমারও থিয়েটার করার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু হিসাব করে দেখলাম, এতে কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হবে। দেশের এই দুর্দ্দিনের সময়ে এতগুলি টাকা বাজে খরচ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়। টাকার এখন দেশে যথেষ্ট প্রয়োজন। কারণ অর্থাভাবে সব কাজই পণ্ড হতে চলেছে।

শরৎ। পুজোয় বরাবর যে খরচ আমাদের হয়ে আস্‌ছে, এবারও তাই হবে। তার ভিতরে যদি ওরা থিয়েটার করতে পারে, তা করুক না, তাতে ক্ষতি কি? গ্রামের লোকও একটু আনন্দ পাবে।

রাজেন। সে খরচ আমি এবার অন্য ভাবে করতে চাই। আমরা জমিদার, প্রজা পালন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম। এই যুগই হচ্ছে সেবার যুগ। তাদের সেবা করাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত দেবার্চ্চনা। কিন্তু, তা না ক'রে আমরা এতদিন পূজা পূজা করে কেবল একটা বৃথা আড়ম্বর করেছি মাত্র। তাই, আমি এবার ভগবানের সত্যিকার পূজা করবো মনন করেছি। আমাদের দেবতারা সব উপোষ কচ্ছেন, তাঁদের ভোগের যোগাড় করতে হবে। সে দেবতাদের পূজা না করলে কোন দেবতাই পূজা গ্রহণ করতে পারেন না।

শরৎ। তুই আমার কোন্ দেবতাদের কথা বল্‌ছিস্?

নিতাই। রাজেন যে দেবতাদের কথা বল্‌ছে, তারাই আপনার প্রকৃত দেবতা। আর তাদের পূজা করাই শ্রীভগবানের সত্যিকার পূজা। তারা আপনার অন্নহীন, বস্ত্রহীন, দীনহীন প্রজা। আজ তাদের পূজার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে। এ সর্ব্বস্বান্তের পরিণাম ধ্বংস নয়, অক্ষয় অমর আদর্শ জগতের সাম্‌নে দাঁড় করান, আমাদের দেশের রাজা-জমিদারদের মোহ-ঘুম চিরদিনের জন্য ভেঙ্গে দেওয়া—মনে রাখবেন।

(গীত)

আপন নিয়ে থাক্‌লে পরে
আপন কভু তো চিন্‌বে না;
আপন হারা বেভুল বিনে
মরম কেউ তো বুঝ্‌বে না।
যে জন আপন নিয়ে আছে বসে
থাক না সে তাকিয়া ঠেসে,
হটক না নাম তার দেশ বিদেশে
ফকা বিনে মিল্‌বে না।
যে জন আপন ছেড়ে বেরিয়ে গেছে,
দুনিয়ার পায় প্রাণ ঢেলেছে;
আত্ম নিধন কোথায় আছে
পেয়েছে রে তার নিশানা।

শরৎ। আমার জমিদারীর ভিতরে নিরন্ন প্রজা আছে, একো আমায় কেউ কখনো বলেনি। তা হ'লে কি প্রতি বৎসর দেশ ভ্রমণে আমি হাজার হাজার টাকা লুটিয়ে দিতুম? তুমি আজ আমার চোখ খুলে দিলে। বল, বল নিতাই, আমার কোন্ স্থানের প্রজারা অন্নাভাবে মারা যাচ্ছে, আমি তাদের সেবার জন্য আমার কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছি।

নিতাই। আপনার বাণিয়াজোড়ার পরগণার প্রজারা আজ অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে ধ্বংসের পথে চলেছে, তাদের রক্ষা করুন, তাদের বাঁচান।

শরৎ। আমার বাণিয়াজোড়ার আজ ধ্বংসের পথে, যার খেয়ে আমি মানুষ? কৈ, এ কথা তো দেওয়ান আমায় কখনো বলেনি—একমাত্র শুনেছি, তারা গত দু'বৎসর অজন্মার জন্য খাজানা দিতে না পেরে টাকার জন্য তমশুক দিয়েছে।

রাজেন। হাঁ, দিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে কর্ম্মচারিগণ কারিগড়ি করে চক্রবৃদ্ধির হারে সুদ লিখে নিয়েছে। যদি জমিদারী রক্ষা করতে চান, তবে প্রজাদের সুখ-দুঃখের সাথী হউন, তা না হলে এ জমিদারী থাকবে না, থাকতে পারে না।

শরৎ। বটে! কর্ম্মচারীরা এমনি অত্যাচারী হয়েছে? আচ্ছা, দেখা যাবে। নিতাই, আমি আজই আমার প্রজা-মহাল দেখতে যাব; আর এবার পূজার আয়োজন আমি নিজেই করবো। মায়ের অগণ্য সন্তান অনাহারে থাকবে, আর আমি মায়ের পূজার নাম করে বৃথা আড়ম্বরে হাজার হাজার টাকা লুটিয়ে দেবো, তা হবে না। এবার দরিদ্র নারায়ণের পূজাই মায়ের পূজার বিশেষত্ব থাকবে। তোমরা সর্ব্বত্র এ কথা প্রচার করে দেও, যার যা অভাব, তা যেন তারা আমায় নির্ভয়ে জানায়, আমি আমার প্রজার অভাব পূরণের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

নিতাই। আনন্দম্। এই ত চাই। প্রজা মরুবে ভাতে, আর জমিদার কল্‌কাতা গিয়ে হাজার হাজার টাকা লুটিয়ে দেবেন তাঁর বিলাস-বাসনা চরিতার্থের জন্য। প্রজার প্রয়োজন হ'লেও সে মনিবের দেখা পাবে না, তার প্রাণের বেদনা জানাবার জায়গা নেই, এ অবস্থায় জমিদারী বেশী দিন স্থায়ী হ'তে পারে কি?

রাজেন। নিশ্চয়ই নয়। বর্ত্তমানে বাংলার জমিদারদের অবস্থা যতটা অবগত হয়েছি, তাতে কারোই আভ্যন্তরিক অবস্থা তত ভাল নয়। প্রায় সকলেই দেনাদার হয়ে পড়েছেন। তার কারণ, প্রজার সাথে কারোরই সম্বন্ধ নেই, পরের হাতেই তাঁরা সকলে থেকে থাকেন। প্রজাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্মী, তাদের সেবায় আত্মসমর্পণ না করলে লক্ষ্মী ঘরে অচলা হ'তে পারেন না।

শরৎ। অতি সত্য কথা। নিত্যানন্দ, যাও প্রচার কর, আমি তাদের একজন হয়ে আজ তাদের সাথে গলাগলি হ'তে চলেছি; আর তাদের ভয় নেই। জমিদারী আমার নয়, এ তাদেরই জমিদারী। তাদের সেবার জন্য আজ তাদের চরণে আত্মসমর্পণ করবো। নিতাই, তুমি যাবার আয়োজন করগে, আমি প্রস্তুত হয়ে আস্‌ছি। রাজেন, তুমিও যাও, দেওয়ানকে বলো, যেন আমার কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেয়। আমার প্রজা অনাহারে মরবে, এ দেখার চেয়ে আমার মৃত্যু শতগুণে মঙ্গল।

[প্রস্থান।

নিতাই। (গীত)

বিশ্বপতির বিশ্ব বাঁশীর পঞ্চমে ধরেছে তান।
তা নইলে কি এমনি করে পাগল হচ্ছো সবার প্রাণ॥
ধনী মানী মেথর কুলি
বৃদ্ধ যুবা বালক গুলি,
তাই ত সবে আপন-হারা,
হিন্দু পার্শী মুসলমান॥
অজানা দেশের টানে
কারো মানা কেউ না মানে,
কালের স্রোতে ভাসিয়ে তরী
সবাই তরী বায় উজান॥
এইত রে তাই কালের গতি,
আজ পতন কাল উন্নতি,
উঠলে পরেই নাব্‌তে হবে,
প্রেমময়ের এই বিধান॥

[প্রস্থান।

অমলা। রাজেন, তুইও কর্ত্তার সাথে যা; তা না হলে কখন কি ক'রে বস্‌বেন, প্রজার কষ্ট সইতেই পারেন না।

রাজেন। আমি বাবার সাথে নিশ্চয়ই যাবো। শুধু উনি নন, কোন জমিদারই তাঁর প্রজার কষ্ট সইতে পারেন না। প্রজা সন্তান নইত নয়? তবে যাদের আপন প্রজা সম্বন্ধে উদাসীন দেখতে পাই, তাঁদের কাণে প্রজার অবস্থা ঠিক ঠিক ভাবে পঁহুছায় না। মূল কথা হচ্ছে—এদেশে এখন কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠেছে। জমিদার একটা ভুল কচ্ছেন, সেই ভুল তাঁকে বুঝিয়ে দেয় এইটুকুন সৎসাহসও আজকাল অনেক কর্ম্মচারীতে দেখা যায় না। বাঙ্গালী তার জাতির বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে।

অমলা। হাঁরে, তাই যদি না হবে, তবে সোণার দেশে আজ এমন ভাবে হাহাকার উঠবে কেন?

রাজেন। মা, তুমি আর বিলম্ব করো না, বাবার কাপড় জামা সব গুছিয়ে রাখো গে। এবার মায়ের পূজায় আনন্দের তুফান বইবে—এইটে জেনে রাখ্‌তে পারো। এবার মায়ের মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে, এবার সকলেই মায়ের পূজার অধিকার পাবেন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—শিবরাম পণ্ডিতের বাড়ী।

(শিবরাম, নিত্যকালী, নিত্যানন্দ, সেবক)

শিবরাম। ছেলেটার আজ ক'দিন জ্বর। আজ পথ্য কি দিবে? সকলে কবিরাজ ডাকতে বলছেন—জ্বরটা নাকি ভাল নয়।

নিত্যকালী। কবিরাজ ডাকার মতন অবস্থা এখনো হয়নি, যখন হবে, আমি তোমায় জানাব।

শিবরাম। দিদি মামা বলে গেলেন, খোকার জন্ত ডাক্তার ডাকো। তুমি বল্‌ছ, এখনো সময় হয়নি।

নিত্যকালী। আমি যা বল্‌ছি, তাই ঠিক। জ্বর হলেই ঔষধ দিতে নেই। জ্বর আপনা থেকেই আসে, আপনা থেকেই ছেড়ে যায়। যতটা সময় নিয়ে আসে, ততটা সময় সে থাকবেই। ডাক্তার বেটে খাওয়ালেও জ্বর ছাড়ানো যায় না।

শিবরাম। তা হ'লে ডাক্তার ডাক্‌তে নিষেধ কচ্ছ?

নিত্যকালী। বর্ত্তমানে কোনই প্রয়োজন নেই, বোধ হয় প্রয়োজন হবেও না। কারণ, আমি তাকে ঔষধ দিয়েছি।

শিবরাম। সে কি? তুমি কি ঔষধ জানো?

নিত্যকালী। হাঁ, বাবা-মা'র কাছে শিখেছি। আমাদের অসুখ হলে তিনি ডাক্তার কখনো ডাকেন নি। জঙ্গল থেকে গাছ পাতা এনে আমাদের খাওয়ালে দিতেন—আমরা ভাল হয়ে যেতাম।

শিবরাম। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এই সব ছিল। গৃহিণী মাত্রে সকলেই মুষ্টিযোগ জান্‌তেন। সে সব এখন দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছে। তাই, এখন কথায় কথায়ই ডাক্তার ডাকতে হয়।

নিত্যকালী। এত ডাক্তার কবিরাজের সৃষ্টিও সেইজন্তই হয়েছে। আর এরা কি নিষ্ঠুর! সেদিন হরি গোয়ালার ছেলেটা মারা গেল, বাড়ীশুদ্ধ কান্নাকাটি, ডাক্তার তার ভিজিটের টাকার জন্ত ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন।

শিবরাম। তাই যদি না হবে, তবে এই সোণার দেশে আজ হাহাকার উঠ্‌বে কেন? আমরা আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে ফেলেছি।

নিত্যকালী। তুমি ছেলের জন্ত ভেবনা, আমি তাকে যে ঔষধ দিয়েছি, তাতেই সে ভাল হয়ে যাবে।

শিবরাম। কি ঔষধ দিলে?

নিত্যকালী। জ্বর আসা মাত্রই আমি তাকে তুলসীপাতার রস সৈন্ধব লবণ দিয়ে খাওয়ায়ে দিয়েছি।

শিবরাম। এতে কি হবে?

নিত্যকালী। তুলসীপাতার রস খাওয়ালে জ্বর আর মন্দের দিকে যেতে পারে না। ম্যালেরিয়ায় তুলসীপাতার রস ব্রহ্মাস্ত্র। যে বাড়ীতে তুলসীগাছ থাকে সে বাড়ীতে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করতেই পারে না। তুলসীগাছের এতই শক্তি।

শিবরাম; তুমি দেখছি অনেক খবর রাখো।

নিত্যকালী। রাখবো না কেন? পূর্ব্বে এদেশের মেয়েরা সকলেই মুষ্টিযোগ জানতেন। ঐটি শেখা গৃহিণীদের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু এখন গৃহিণীরা কেবল হারমোনিয়ম বাজান, আর কবিতা পাঠ করেন। গৃহিণী হ'তে হলে কি প্রয়োজন, তার দিকে কারোরই নজর নেই। গৃহিণীরা যদি এই মুষ্টিযোগটী শিখতেন, তবে এত ডাক্তার কবিরাজও দেশে হতো না। পাঁচ বৎসর ব্যাধিতে ৮০ লক্ষ লোকও ভারতবর্ষে মারা যেতো না।

শিবরাম। যা বলেছ তা ঠিক আজকাল মেয়েদের বিদ্যালয়ে এ সকল শেখাবার কোন ব্যবস্থাও দেখতে পাচ্ছি না। যা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাতে ম তৃশক্তি জাগবে ত নাই, বরং মরে যাবে।

নিত্যকালী। আমারও তাই মনে হয়। যতদিন তোমরা দেশের বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে গৃহিণী তৈ'রী করবার উপযোগী করে না তুলবে, ততদিন তোমাদের জাতির কল্যাণ নেই।

শিবরাম। তুমি মাঝে মাঝে আমায় এ কথা বল বটে, কিন্তু কি করা যায়? যাঁদের কথা দশজনে শোনে, তারা যদি এ কার্য্যে ব্রতী হন, তবে দেশের মেয়ে বিদ্যালয়গুলির সংস্কার হতে পারে। আমাদের মত লোকের কথা শোনে কে?

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিতাই। ঠিক বলেছ, পণ্ডিতজি! বলনেওয়ালা চাই। শুধু বলনেওয়ালায়ও আজকাল কিছু করে উঠতে পারবে না। বলনেওয়ালাকে করনেওয়ালা হওয়া চাই। ঐ মেয়ে-বিদ্যালয় যাতে সংস্কার করা যায়, সে দিকেই এখন সকলকে উঠে পড়ে লাগতে হবে। কারণ, মা তৈ'রী না হওয়া পর্য্যন্ত যোগ্য ছেলে পাবার আশা করাই বাতুলতা। তাই ছেলেদের দিকে না তাকিয়ে মেয়েদের দিকে তাকানই আগে প্রয়োজন। কারণ, বিদেশী যে এখন আমাদের অন্দরমহল পর্য্যন্ত ঢুকে পড়েছে।

শিবরাম। তুমিই কেন বল না? বলনেওয়ালা ত তুমিও একজন কম নও? আমরা নূতন যা কিছু শুনি, সে ত তোমারই কাছে।

নিতাই। শুধু বল্লেই কি হবে দাদা? পূর্ব্বেই বলুম, করনেওয়ালা হওয়া চাই! তা ত হ'তে পারিনি, তাই চুপ করেই থাকতে হয়। তবে স্বভাবটার দোষ হ'য়ে গেছে, নিজের দিকে না তাকালেও অনেক সময়ে অনেক কথা ব'লে ফেলি।

শিবরাম। তাতে কি কোন কাজ হচ্ছে না মনে কর?

নিতাই। কিছু হচ্ছে না, এ মনে হয় না। বর্ত্তমানে না হ'লেও কোন দিন হ'বে—এ বিশ্বাস আমার আছে। কেউ না শুনলেও কথাগুলি বাতাসের গায়ে থেকে যাবে একদিন কাজে আসবেই আসবে। জগতে ব্যর্থ কিছুই হয় না। ঐ ভরসায়ই ত মাঝে মাঝে আমাদের মা'দের বলি।

(গীত)

যাঁরা ডাকে সব জেগেছে,
যে যার কাজে লেগে গেছে,
তোমরাই মায়ের জাতি,
ব'সে থাকবে কি নীরবে।
শক্তি-স্বরূপিণী যাঁরা,
এ দুর্দ্দিনে কেন তাঁরা
ভোগে বিলাসে মজে
মৃতপ্রায় প'ড়ে রবে॥
জাগাও সকলে আজ,
নিদ্রিতা শকতি,
তোমাদেরি হাতে মাগো,
ভারতের মুকতি।
শিখাও সন্তানগণে মাতৃ-ভকতি;
করম মন্ত্রে দীক্ষিত কর সবে॥
বীরসাজে সাজিয়ে দে সন্তানগণে,
অবহেলে যেন তারা জয়ী হয় রণে।
অর্ঘ্য দিতে হবে, মাতৃ-চরণে
শিক্ষিত করি ধরা বম্ বম্ হর রবে॥

শিবরাম। এ ত চমৎকার কথা। এ তুমি গাঁয়ে গাঁয়ে প্রচার কর, তোমার সাধনা ব্যর্থ হবে না।

নিতাই। ব্যর্থ হবে না এ বিশ্বাস আমারও আছে। ঠাকুরের সৃষ্ট জীব প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রয়োজন সাধনের জন্ত জগতে এসেছে। কেউ ব্যর্থ হয়না। দেখ্‌ছ না বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের কথা ব'লে বাংলায় তখন কেমন হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন? কিন্তু আজ বহু বৎসর পরে তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি পাঞ্জাবে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে। তাঁরা শতকরা ৪০টী বিধবার বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন, বাংলায়ও মাঝে মাঝে হচ্ছে।

শিবরাম। বর্ত্তমানে মহাত্মাজিও ঐ কথাটার উপরে বেশ জোর দিচ্ছেন।

নিতাই। সমাজ সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁরা সকলেই এখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা সমর্থন করেন। আমাদের বাংলা দেশে ৪ লক্ষ বিধবা, এঁর অধিকাংশই নিরানন্দ বলে আমার মনে হয় না; কারণ অনেক স্থলে যুবকগণকেই এখন তক্ষক স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। যে সকল বিধবারা এ অবস্থায় আছেন, তাঁদের কি বিয়ে হওয়া উচিত নয়? তবে কি না মহাত্মা যে বলেছেন, ১৫ বছরে বিধবা হলেই তার পিতামাতার কর্ত্তব্য তাকে বিবাহের জন্য উৎসাহিত করা। এ কথাটা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। কারণ, ওঁরা মায়ের জাতি; ওঁদের অত ছোট মনে করাও পাপ। যদি কোন বালিকা বালব্রহ্মচারিণীর আদর্শ নিয়ে সমাজে দাঁড়াতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁকে বিয়ের জন্ত বিরক্ত না করে ঐ ব্রহ্মচারিণী তৈরী হবার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়াই নেতাদের কর্ত্তব্য। কথা হচ্ছে এই যার মন বুড়া হয়েছে, তার বয়স যদি পনর বছরও হয়, তবে তাকে বিয়ে দিবার প্রয়োজন নেই, যার মন বুড়ো হয়নি, তার বয়স যদি ৪০ বছরও হয় তবে তার বিয়ে দিয়ে দেও। তাতে সমাজের কল্যাণ বই অকল্যাণ হবে না।

শিবরাম। আমাদের প্রতি গৃহেই সে শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে।

নিতাই। পারে বটে, কিন্তু তার সম্ভাবনা বর্ত্তমানে বড়ই কম।

শিবরাম। তার কারণ কি মনে করো?

নিতাই। কারণ আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে পূর্ব্বের মত সংযম নেই। সংযম আমরা বহুদিন হারিয়ে ফেলেছি, যা আমাদের জাতির বিশেষত্ব ছিল। ভোগীর ঘরে ত্যাগী তৈরী হবার আশা করাই ভুল। মেয়ে বিধবা হয়ে ঘরে এলে তখন তার জনক জননীকেও ঐ সঙ্গে সঙ্গে যতি সাজতে হয়; কিন্তু তাকি আমরা পারি? নিজে ভোগী হয়ে মেয়েকে যতিধর্ম্ম শিক্ষা দেবার স্পর্দ্ধা করা কি বাতুলতা নয়?

শিবরাম। এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

নিতাই। না ক'রে উপায় কি? আচ্ছা পণ্ডিতজি, বলতো, আমাদের ঘরে বিধবাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম কি?

নিত্যকালী। কর্ম্ম হচ্ছে, দাসীর মত দিন রাত পরিশ্রম করা।

নিতাই। হাঁ, আমাদের জন্য কালিয়া, পোলাও প্রভৃতি রান্না করে ষোড়শোপচারে খাওয়ায়ে, বেলা তিনটার সময়ে গিয়ে সে খাবে কুমড়োপাতার ঝোল, আর সুক্ত দিয়ে ভাত। তার উপরে ভ্রাতৃবধূর উপদেশ-বাণী. 'খেতে হলে কাজ করতেই হবে।' মাসে ২।১ দিন কৃপা করে হয়ত ভ্রাতৃবধূ বলেন— 'ঠাকুরঝি, এক চামচ দুধ নিয়ে খেও।' এ কি তাদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে না?

নিত্যকালী। অত্যাচার ব'লে অত্যাচার! তাঁদের সমস্ত জীবনকে ব্যর্থ করে তাঁদের অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে নিরাশার কালসাগরে চিরদিনের জন্ত ডুবিয়ে দিবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শিবরাম। এখন কি করা যায় তাই বল। তোমার কথায় আমার যে দিকটা অন্ধকার ছিল, সে দিকটা আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

নিতাই। আমার মতে, ভগবান্ যখন তাঁর ছোট সংসারখানা ভেঙ্গে ফেলেছেন, তখন তাঁকে ঠাকুরের বিরাট সংসারের গৃহিণী করে দেও, জগতের সেবায় সে আত্মসমর্পণ করে নিজেও কৃতার্থ হউন, সমাজকেও কৃতার্থ করুন।

শিবরাম। গার্গী, সুলভা ব্রহ্মচারিণীর আদর্শ নিয়ে কি সকল বিধবাই দাঁড়াবে মনে কর?

নিতাই। পূর্ব্বেই বল্‌ছি যিনি তা ইচ্ছা না করেন, তাকে বিয়ে দিয়ে দেও। সে সংসার করুক—তাতেই তার কল্যাণের পথ পরিষ্কার হবে, সমাজেরও কিছু ভার লাঘব হবে।

শিবরাম। তুমি যে ব্রহ্মচারিণীদের ক্ষেত্র তৈরী করতে চাচ্ছ, সে ক্ষেত্র তৈরী করা কি সহজ কথা মনে কর? আর সে ক্ষেত্রোপযোগী গুরু কই?

নিতাই। তাই ত বল্‌ছি, তোমরা মেয়ে বিদ্যালয় তৈরী কর, গুরু ওখান থেকেই পাবে।

শিবরাম। আমি পণ্ডিতমণ্ডলীর সাথে আলোচনা করেছি, অনেক বৃদ্ধ পণ্ডিত আনন্দের সহিত এ সকল বিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন।

নিত্যকালী। তাতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। কারণ, বৃদ্ধদের ভিতরেও অনেক খোকা দেখতে পাওয়া যায়।

নিতাই। বৌদির কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। আমাদেরও তাদের হাতে কার্য্যভার দিতে আপত্তি আছে। মেয়েদের তৈরী করতে হলে মেয়েগুরু ভিন্ন মেয়ে তৈরী হতেই পারে না। যদি হয়, তবে তার ফল বিষময় হবারই সম্ভাবনা বেশী।

শিবরাম। তুমি যা বলেছ, এ কি তোমার প্রত্যক্ষ করা কথা?

নিতাই। হাঁ, এ দেশের অনেক গুরু মেয়েদের গুরু-গিরি করতে গিয়ে একুল ওকুল দুকুল হারিয়েছেন। পণ্ডিতজি, মেয়েদের গুরুগিরি করা সহজ নয়। এ অতি উচ্চস্তরের সাধকের প্রয়োজন। বাউলদের একটা গান আমি তোমায় শোনাচ্ছি, তবেই বুঝতে পারবে।

(গীত)

বল কেমন করে কি সন্ধানে যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে।
আঁধার ঘরে জলছে বাতি দিবা রাতি
নাই সেখানে॥
যেতে পথে কাম নদীতে পারি দিতে ত্রিবেণী,
কত সাধুর ভরা যাচ্ছে মারা
পড়ে নদীর ঘোর তুফানে॥
রসিক যারা পার হয় তারা, ত্রিবেণীর সে ধারটী দিয়ে
ঐ যে উজান নদী যাচ্ছে বেয়ে
যায়, মায়ের সাধন জানে॥

একটা কথা পণ্ডিতজি, চিন্তা করো না তুমি যে পুরুষ-গুরু দিয়ে মেয়েদের দীক্ষিত করতে যাচ্ছ, যদি কোন মেয়ে জিজ্ঞেস করে বসেন যে, কুলকুণ্ডলিনী কি, তিনি থাকেন কোথায়? তখন ঐ গুরু তাকে কি জবাব দেবে?

শিবরাম। সে তার গুরু-মুখে যা শুনেছে, তাই বলবে।

নিতাই। কি করে সে বলবে? ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লেই তাকে এমন সকল কথা পাড়তে হবে, যা মেয়ে পুরুষে হতেই পারে না। পুরুষের মেয়েদের কাছে সে কথা বলতে যাওয়াও যা, তাদের মাতৃত্বের অবমাননা করাও ঠিক তাই।

শিবরাম। কথাটা খুবই মূল্যবান সন্দেহ নেই। এখন কথা হচ্ছে যে, সে মেয়ে-গুরু মিলে কই? সাধারণ মেয়ে-বিদ্যালয় করা হয়, তারই শিক্ষয়িত্রী মিলে না, যদি মিলে, সে খৃষ্টান, নয় ব্রাহ্মণ। হিন্দু ঘরে সে মেয়ে দুর্লভ।

নিতাই। হিন্দুঘরেও সে মেয়ে আছে, তবে কি না সংখ্যায় বড়ই কম। যারা আছে, তারাও সমাজের ভয়ে বে'র হতে পারে না। অভিভাবকগণও তাদের ঘরের বাইরে আসতে দিতে প্রস্তুত নন। তারা ঘর থেকে বে'রয়ে এসে আর তাদের ঘরে ফিরে যেতে না হয়, এমন স্থান যদি তোমরা তৈরী করতে পার, তবে মেয়ের অভাব হবে বলে আমার মনে হয় না। পণ্ডিতজি, এই বাংলার বাগানে ফুল অনেকই ফোটে, কিন্তু যত্নের অভাবে বনের ফুল বনেই ঝ'রে পড়ে যায়, রেখে যায় কেবল স্মৃতি। মালীর অভাব, তাই পুষ্পও চয়ন করা হয় না, মালাও গাঁথা হয় না, মায়ের পায়ে অর্ঘ্যও দেওয়া হয় না।

(সেবকের প্রবেশ)

সেবক। আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি।

নিতাই। সে কি? তোমরা এখনো খাবার নিয়ে বাগিয়াজোয়ার যাও নি?

সেবক। হাঁ, তা নিয়ে দশজন সেখানে চলে গেছেন। আপনাকে সাথে করে জমিদার বাবু যেতে ইচ্ছা করেছেন, তাই আপনাকে খবর দিতে এসেছি।

নিতাই। পণ্ডিতজি, তবে এখন যাই। বাগিয়াজোয়ার থেকে এসে আবার কথা হবে। চল ভাই

[উভয়ের প্রস্থান

নিত্যকালী। যা বলে গেল শুনলে ত?

শিবরাম। এর সাধনা ব্যর্থ হবার নয়, চল এখন আমার আহ্নিকের সময় হ'য়ে এলো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন ওর সাধনা সিদ্ধ হয়।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মেয়েদের বিদ্যালয় গৃহ।

(সুলভা, বিমলা)

(গীত)

ঘোর ঘোর ঘোর ঘোররে আমার
সাধের চরকা ঘোর।
ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি
চাকার শব্দে তোর॥
ঘোর ঘোর ঘোর ঘোররে জোর,
ঘর ঘর ঘর ঘুর্ণিতে তোর ঘুচুক ঘুমের ঘোর
তুই ঘোর ঘোর ঘোর;
তোর ঘুর চাকাতে বলদর্পীর তোপ
কামানের টুটুক জোর॥
তোর ঘোর ঘর শব্দে ভাই, সদা শুনি যেন পাই,
খুল্‌ল ভারত সিংহদুয়ার আর বিলম্ব নাই,
ঘুরে আস্‌লো ভারত ভাগ্য-রবি,
কাটলো দুঃখের রাত্রি ঘোর॥
হিন্দু মুসলমান দুই সোদর,
তাদের মিলন সূত্রে ডোর রে,
রচলি চক্রে তোর—তুই ঘোর ঘোর ঘোর।
তোর মহিমায় বুঝ্‌লে দু'ভাই,
মধুর কেমন মায়ের ক্রোড়॥
এই সুদর্শন-চক্রে তোর,
অত্যাচারীর টুটলো জোর রে,
ছুটলো সব গোমর—তুই ঘোর ঘোর ঘোর।
আর লুট্‌তে নারবে সিন্ধু ডাকাত,
বৎসরে পঁয়ষট্টি ক্রোড়॥
শাস্‌তে জুলুম নাস্‌তে জোর,
বদ্ধর বাস বর্ম তোর রে,
অস্ত্র শস্ত্র তোর, তুই ঘোর ঘোর ঘোর;
আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম জেগে দেখি,
চল্‌ছে চরকা রাত্রি ভোর॥

সুলভা। আমাদের বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে, তাই তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছিলুম। না এলে খুবই দুঃখিত হ'তাম।

বিমলা। তোমার পত্র পেয়েই ছুটে এসেছি। বাল্যবন্ধুর আকর্ষণ, না এসে কি থাকা যায় ভাই?

সুলভা। সে দাবী নিয়েই ত পত্র লেখা। তা না হলে তোমায় পত্র লিখ্‌তে পারি, এমন শক্তি আমার কই? তুমি এখন বি, এ পড়, আর আমি পড়ে আছি কোথায়?

বিমলা। তোর চিরদিনই ঐ এক কথা। বি. এ পড়ি বলেই কি তোর সাথের ভালবাসার বাঁধনটা ছিঁড়ে ফেল্‌তে হবে নাকি?

সুলভা। উচ্চশিক্ষা পেলেই মানুষ শিক্ষাভিমানী হয়, তাই ভয় হয় বোন্‌। থাক এ সব কথা। এবার পূজোর ছুটিতে কি কর্‌বে মনে করেছ?

বিমলা। আমি ভাবছি বঙ্কিম বাবুর বইগুলি সব পড়ে ফেল্‌বো।

সুলভা। আমাদের মা বলেন, ও সব বই মেয়েদের পড়তে নেই। ও সকল বইতে নাকি জীবন মেলো করে দেয়।

বিমলা। বঙ্কিম সাহিত্য জীবন মেলো করে দেয়, এ এক নূতন কথা শুন্‌লুম। বঙ্কিম সাহিত্য যে না পড়েছে, তার জীবনই ব্যর্থ বল্‌-শুল।

সুলভা। তা হ'তে পারে; কিন্তু আমরা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছি বলে ত মনে হয় না। বঙ্কিম সাহিত্যের সমালোচনায় যোগ্যতা আমার নেই। তিনি বর্ত্তমান ভারতের "মন্ত্রদাতা" তাঁর পায় আমরা কোটি কোটি প্রণাম করি। তবে তাঁর "আনন্দমঠ" আর "দেবী চৌধুরাণী" আমরা খুব আনন্দের সহিতই পাঠ করেছি। দেবী চৌধুরাণী আদর্শ মেয়ে বটেন। কিন্তু সে দেবী তৈরী কর্বার মত ভবানী পাঠক এখন আর বাংলায় নেই; তাই সে বই পড়াও বন্ধ করেছি।

বিমলা। নাই কি করে বলো? আমি ত দেখছি বাংলায় সে রত্নের অভাব নেই।

সুলভা। থাক্‌লে কি এতদিনেও তাঁর একটা সাড়া পাওয়া যেত না?

বিমলা। আমরা সাড়া পাই। তোমরা ত আর ছেলেদের সাথে মেলামেশা করো না? কর্‌লে বুঝতে পেতে দেশে সে মানুষ আছে কি না।

সুলভা। ঐটে মাপ কর ভাই। সত্য সত্যই আমরা পুরুষ-ঘেঁষার দলে নেই। মা বলেন, মেয়ে-পুরুষে মিলে কাজ কর্‌বার সময় এখনো ভারতে আসেনি।

বিমলা। তোমাদের ভিতরে গোঁড়ামী এমন ভাবে প্রবেশ করেছে, তা পূর্ব্বে জানলে কখনো তোমার সাথে দেখা কর্‌তে আস্‌তুম না। তোমাদের মা লেখাপড়া কি পর্য্যন্ত করেছেন?

সুলতা। ডিগ্রী পান্‌নি বটে, তবে ডিগ্রি প্রাপ্ত অনেক মেয়ে পুরুষ তাঁর পদধূলি নিয়ে কৃতার্থ হন দেখতে পাই।

বিমলা। বর্ত্তমান জগতের কোন খোঁজ রাখেন না, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই মাথা ঘামান?

সুলতা। তিনি বলেন, মেয়েদের বাইরে কোন কাজ নেই, তাদের কাজ ভিতরে। কারণ তারা গৃহলক্ষ্মী, সংসার গড়ে তুল্‌তে হবে তাদের। তাই তাদের ধর্ম্মজীবন গঠন করা আগে প্রয়োজন, তারপরে অন্য কাজ। তিনি আমাদের সীতা সাবিত্রীর আদর্শেই গড়ে তুল্‌তে চান, তাই আমাদের বিশ্ব কবির সাহিত্য করেছেন "রামায়ণ" আর 'মহাভারত'।

বিমলা। বর্ত্তমান জগতের সাথে যখন তোমাদের কোন সম্বন্ধ নেই, তখন তোমার সাথে তর্কে কোন ফল হবে না; তুমি এক পথের যাত্রী, আর আমি অন্য এক পথের যাত্রী।

সুলতা। পথ ভিন্ন হ'তে পারে, গন্তব্যস্থান বোধ হয় এক। কারণ তুমিও মেয়ে আর আমিও মেয়ে।

বিমলা। তা ত বটেই।

সুলতা। তবে কথা কইতে আপত্তি কি? আলোচনায় প্রাণের আবর্জ্জনা অনেক পরিষ্কার হয়।

বিমলা। তা হতে পারে, কিন্তু সত্যচ্যুত হবার সম্ভাবনা আছে।

সুলতা। ও দুর্ব্বলের কথা। বিচার না করে, কল্যাণের পথে আজ পর্য্যন্ত কেউ অগ্রসর হতে পেরেছেন বলে ত শুনিনি।

বিমলা। তোমার সাথে ত আর বিচার হচ্ছে না, হচ্ছে তর্ক।

সুলতা। তর্ক হচ্ছে মনে না করে বিচার হচ্ছে মনে কর না।

বিমলা। বাইরের জগতের যখন কোন খোঁজ রাখ না, তখন হবে কি করে? বর্ত্তমান জগতের আন্দোলনটা ভাল করে বুঝ্‌তে হবে। ওতঃপ্রোত ভাবে তার সাথে মিলে যেতে না পারলে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হবে কি? তাই আমি সংবাদপত্রগুলি বিশেষ ভাবে পড়ি বাইরের খবর জান্‌বার জন্য।

সুলতা। আমাদের মা'ও আমাদের মাঝে মাঝে পড়ে শোনান। কিন্তু তাতে মেয়েদের কর্ত্তব্য নেতারা আজ পর্য্যন্ত তেমন কিছু নির্দ্দেশ করে দেন নি। যদি দিতেন তবে গৃহলক্ষ্মী তৈরী হবার মতন শিক্ষা-কেন্দ্রও দেশে দু'চারটী তৈরী হতো।

বিমলা। মেয়ে বিদ্যালয় কি দেশে কম?

সুলতা। ও বিদ্যালয় নামে মাত্র, কিন্তু তাতে আমাদের জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা কি আছে? যে শিক্ষা সে বিদ্যালয়ের মেয়েরা পাচ্ছেন, তাতে মাতৃশক্তি দিন দিন মরে যাচ্ছে বই ত নয়? যে শিক্ষায় মাতৃশক্তি জাগ্রত হয়, সে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা বলে মেনে নিতে হবে।

বিমলা। তা হলে তোমার মতে সে বিদ্যালয়ের কোন সার্থকতাই নেই।

সুলতা। মনে হয় তাই। মাতৃশক্তির জাগরণ ও বিদ্যালয়ে হতেই পারে না। ও বিদ্যালয়ে দেশের অকল্যাণ বই কল্যাণ হবে না। মনে রাখতে হবে, এ ইয়োরোপ নয়, এ ভারতবর্ষ! তাই ভারতের পুরাতন আদর্শ নিয়েই মা তৈরী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিমলা। সে বিদ্যালয়ে যে মা তৈরী হচ্ছে না, এ কি করে বলো?

সুলতা। কি করে বলি, তা শুনবে? তাই অসন্তুষ্ট হইও না কিন্তু। ও বিদ্যালয়ে তৈরী হচ্ছেন কতকগুলি মেম সাহেব। দেখছ না, কাপড় এখন ১২ হাতের কমে হয় না, কারণ কাপড়টা মেমদের মতন গাউন করে পড়তে হবে তো। দশটা ছেপটিপিন না হলে পোষাকটা মানানসই করে পড়া যায় না; সিঁথিতে সিন্দুর নেই তার বদলে হয়েছে কপালভরা টিপ। সিঁথিটে পূর্ব্বে ছিল মধ্য দিয়ে, এখন হ'য়েছে টেরী। হাতে রুমাল তো ঘুর্‌তেই আছে। বিমলা, ইহা কি শিক্ষা? এ শিক্ষায় কি মাতৃশক্তি জাগবে? এর পরিণাম, আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য নষ্ট ক'রে, মেয়েদের ধ্বংসের পথে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে দেওয়া। মনে রেখো যে নেতারাই যা করুন না কেন, মা তৈরী না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁরা দেশে কর্ম্মী ছেলেও পাবেন না; কাজও তাঁদের এগুবে না।

বিমলা। তোমার সাথে তর্ক যে ক্রমেই জটিল হ'য়ে উঠলো। তোমার কথা শুনে মনে হয় তোমার মা উচ্চশিক্ষার ঘোর বিরোধী।

সুলতা। যাক্ এ সকল কথা পরে হ'বে। চল এখন খাই দাই গে।

বিমলা। এ আলোচনায় তৃপ্ত হ'তে পারলেম না।

সুলতা। তোমায় আজ আমার তৃপ্ত ক'রে দিতেই হবে। আমি যে মায়ের আদেশ পেয়েছি। আজ আমি তোমায় গাউন ছাড়িয়ে আমাদের দেশী

মেয়ে সাজাবো, তবেই হবে আমাদের এ বছরের উৎসবের সার্থকতা।

বিমলা। আচ্ছা চলো, যদি ভুল বুঝিয়ে দিতে পারো, চিরদিন তোমাদের পায়ে বিক্রীত হ'য়ে থাকবো।

সুলতা। যাবার বেলায় মেয়েদের একটা গান শুনে নেও না। হ্যারে, দাদা তোদের সেদিন যে গানটা শিখিয়ে গেছেন, সেই গানটা গা দেখিনি।

"মেয়েদের মিলিত"

(গীত)

কে যেন ঐ চাঁদের কোণে
উঁকি মেরে কথা কয়;
ধরতে গেলে দেয় না ধরা,
চাঁদের মাঝেই লুকিয়ে রয়।
রূপটী দেখে অনুমানি,
যেন গড়া চাঁদের সুধা ছানি,
ঐ রূপের ছটায়ই হয়ে গেছে,
বিশ্বখানা সুধাময়।
বাজায় এক পাগলা বাঁশী,
সেও ঢালে সুধারাশি,
একুল ওকুল দু'কুল ছাপি,
প্রেম-যমুনা উজান বয়।
সব দিয়ে যা ছিল শেষে,
সে আমিটাও আজ গেল ভেসে,
রইল না আর আমার কিছু,
রূপ-সাগরে হইনু লয়॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—শরৎ বাবুর বাড়ী।

রাজেন্দ্র, নির্মলা, অমলা, লীলা, নিত্যানন্দ, সেবকগণ।

অমলা। অমন ক'রে বসে আছিস্ কেন বাবা! কোন অসুখ করেনি তো?

রাজেন। মা, কিছু ভাল লাগে না মা—কিছুই যেন ভাল লাগে না।

অমলা। কি হয়েছে, বুঝিয়ে বল্‌না। খুলে বল্‌না।

রাজেন। আমি কাল থেকে চাষার দলে মিশে চাষা সাজবো—আচ্ছা মা, আমাদের শান্তিপুর পরগণায় প্রায় তিন হাজার বিঘা জমি আমাদের খাসে প'ড়ে আছে, সে জমিগুলিতে কার্পাসের চাষ দিলে ভাল হয় না? আমি কিছু উৎপন্ন করতে চাই, এর-তার ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার থেকে অর্থ সঞ্চয় না করে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে কিছু সঞ্চয় করতে চাই।

অমলা। সে কথা আমি কি বল্‌বো, তোমরা যা ভাল মনে করো তাই করবে। তবে ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখলে ভাল হয়।

রাজেন। আচ্ছা মা, বাবাকে বলে তুমি আমায় বিশ হাজার টাকা দেওয়াতে পারো?

অমলা। এত টাকা দিয়ে কি করবি?

রাজেন। একটা বড় করে চরকার কারখানা খুলবো। কারণ তাঁতির দেশে অভাব নেই; সুতোটা কোন রকমে তৈরী ক'রে নিতে পারলে বিদেশকে কাপড়ের জন্য বছরে ষাট কোটি টাকা দেবার প্রয়োজন হয় না।

অমলা। কাজটা মন্দ নয়, তবে মহাত্মার কথায় মনে হয় তিনি কারখানার পক্ষপাতী নন্। তিনি চান প্রতি ঘরে চরকা চলে, তাই দেখতে।

রাজেন। আমারও কারখানা করার ইচ্ছা নেই, বাড়ী বাড়ী চরকা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তাই তোমার কাছে টাকা চাচ্ছি। আমি আমাদের সকল পরগণাতেই ঘরে ঘরে চরকা দিতে চাই, যেন আমাদের প্রজারা সকলেই খদ্দর পড়তে পারে।

অমলা। এ কথা তুমি কর্তাকে জানাও; তিনি খুব আনন্দিত হবেন বলেই আমার বিশ্বাস, টাকাও দিতে পারেন।

রাজেন। মা, তোমার এম, এ পাশ করা ছেলে তাঁতি হবে, চাষা হবে, এতে তোমার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবে না তো?

অমলা। ছেলের কথা শোন, সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে কেন? বরং ওতে আরো সম্মান বৃদ্ধি হবে। বড় ঘরের ছেলেরা আত্মসম্মান বলি দিয়ে চাষার দলে মিশে যদি কাজ করে তবে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। আমাদের দেশের অনাবাদি জমিগুলি সব আবাদ হলে, দেশ অর্থশালী হ'তো। দেশের মধ্যে যে মহা আন্দোলনের স্রোত চলেছে, এতে সকলেরই গা ঢেলে দেওয়া কর্ত্তব্য। তা না হ'লে ভারতের ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার।

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিতাই। এমন মা না হ'লে কি আর এমন ছেলে তৈরী হয়? বড় ঘরের ছেলেদেরই এখন হাতে

কোদাল নিয়ে চাষার দলে মিশে কাজে নাব্‌তে হবে, তা না হ'লে তারা আপনার জন হ'য়ে আমাদের কার্য্যে সহায় হবে কেন? মাসের গোড়ায় ছাই ঢেলে এখন চাষার দলে মিশে লাঙ্গল ধরাই হচ্ছে এ যুগের বড় কর্ত্তব্য, কারণ মাটি চষেই আমাদের সোণা তুলতে হবে। মা, তোমার রাজেন তাই কর্‌তে যাচ্ছে, তুমি তাকে আশীর্ব্বাদ করো, যেন তার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

অমলা। মা কি কখন সন্তানের অমঙ্গল চিন্তা করে? রাজেন আমার সমাজ এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক, এই ত আমার ভগবানের কাছে প্রার্থনা। রাজেন দেশের কাজে লাগলে সে অনেক কাজ কর্‌তে পারবে, সে বিশ্বাস আমার আছে। ওর প্রাণ সরল এবং উদার। আমি বাল্যকাল থেকে ওকে এই আদর্শেই তৈরী ক'রে এসেছি। আচ্ছা রাজেন, আমি এখন যাই। কর্ত্তাকে আমি বুঝিয়ে বল্‌বো। আশা করি তুমি টাকা পাবে।

[প্রস্থান।

(লীলার প্রবেশ)

রাজেন। কিরে? তোরা কোত্থেকে এলি?

লীলা। দাদা তোমাদের সব কথা ঐ আড়াল থেকে শুনেছি; শুনে আর আনন্দ ধরে না। দাদা, আমার সঙ্গে এসো, আমরা একটা নূতন কাজ আরম্ভ করেছি তা তোমায় দেখাবো।

রাজেন। তোরা আবার কি কাজ আরম্ভ করেছিস্

(চরকা হস্তে নির্ম্মলার প্রবেশ)

রাজেন। একি! তুমি আবার এ অবস্থায় কেন? এ দেখছি একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র চল্‌ছে। নিতাই দাদা, এ সব কি?

নিতাই। দেখতেই ত পাচ্ছ ওরা চরকা ধরেছে

লীলা। ঘোর ষড়যন্ত্র দাদা, তোমরা এতদিন এর ঘোর বিরোধী ছিলে, তাই আমরা গোপনে একাজ করেছি।

রাজেন। তাইতো দেখছি বোন্। এ চরকা কবে এলো? বাবা কিছু বলেন নি?

লীলা। বাবাকে জানিয়ে কি আর করেছি। তোমরা থাকো বাইরের ঘরে। সেদিন নিতাই দাদার বোন্ সুলতা এসেছিলেন, তিনিই আমাদের সকলকে চরকা দিয়ে গেছেন। বলি ও বউদি? শীতের দিনে একেবারে ঘামিয়ে গেলে যে? পাখা কর্‌তে হবে নাকি? এদিকে এগিয়ে এসো না।

রাজেন। (সূতো হাতে নিয়ে) বা, বেশ সূতো তো, এ কার হাতের সূতো লীলা?

লীলা। বৌদির। আমি একশত নম্বরের সূতো কাটতে পারি। মা আর বৌদি একশত কুড়ি নম্বরের সূতো কাটতে পারেন। ছ-মাসের চেষ্টায় আমাদের এতটা হয়েছে। কাজ শক্ত নয়।

রাজেন। বলিস্ কিরে, ছ-মাস ধরে তোরা এ কাজ কচ্ছিস্ অথচ আমি জানি না। অবাক করেছিস্ বোন্! একি? তুমি অত জড়সড় হচ্ছ কেন? তুমি ভাবছো আমি তোমায় রাগ করবো! ভুল—ভুল, আমি বড়ই প্রীত হয়েছি। তোমরা যে এমন সুন্দর সূতো তুল্‌তে শিখেছো তাতে আমি গর্ব্ব বোধ কচ্ছি। তবে, তোমার বাবা সরকারী চাকুরী করেন, তিনি কিছু মনে না করেন।

নির্ম্মলা। তুমি আমার বাবাকে অত ছোট মনে ক'রো না। অবশ্য যতদিন তিনি চাকুরী কর্‌বেন, ততদিন তিনি তাঁর মনিবের হুকুম মতন কাজ কর্‌তে বাধ্য। তা না হলে তাঁর কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয়। তবে তিনি আজ পর্য্যন্ত তাঁর বিবেকের বাইরে কিছু করেন নি, এ আমি তোমায় জোর করেই বল্‌তে পারি।

লীলা। দাদা, তুমি আমাদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হবে? বৌদি তোমায় সূতো তোলা শেখাবেন। রাজী আছো?

রাজেন। হাঁ, আমারও শিখতেই হবে। আজই যদি শেখাতে চাস্, আমি রাজী আছি।

নিতাই। (গীত)

সাধে কি আর হচ্ছ রাজী,
তোমায় রাজী করেছে।
সে দিনই জানি ধর্‌বে চরকা
তোমার গিন্নী যে দিন ধ'রেছে।
মায়ে যেমন রাঁধে তেমন,
বুনে রাঁধেন ছাই।
গিন্নী যে দিন রাঁধেন সেদিন,
অমৃতের মতন খাই।
এই যে দেশের কথা রাজেন,
সেই দেশেরই ত তুমি।
তোমার দোষ নয়,
দেশের হাওয়া,
ঐ জায়গায়ই গোল বেঁধেছে।

তাই মুকুন্দের কান্নাকাটি
আজ সকল গিন্নীর পায়ে ধরা,
তোমরা যদি ধর্‌তে চরকা মা,
পাঁচশজনও শক্তকরা,
তবে বাবুরা পেতেন পথটা
উঠে যেতো এই দেশটা
আমিও বল্‌তেম বুক ফুলিয়ে,
বাঙ্গলার সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে ॥

[প্রস্থান।

রাজেন। কি অদম্য উৎসাহী কর্ম্মবীর !

লীলা। আমাদেরও যা কিছু দেখতে পাচ্ছ, তা ওঁর উপদেশেই হয়েছে। উনিই সুলতাকে দিয়ে আমাদের সূতো তোলা শিখিয়েছেন। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসেন। কত ভাল ভাল বই আমাদের প'ড়ে শোনান।

রাজেন। আমরা ভাগ্যবান যে, এমন একনিষ্ঠ সাধক আমরা আমাদের পল্লীতে পেয়েছি। নির্ম্মলা যে চুপ করে রইলে ? অথচ মুখের দিকে চাইলে মনে হয় ভেতরে আনন্দের তুফান বয়ে যাচ্ছে।

নির্ম্মলা। যা বলেছ, তা ঠিক, আমি এ মাসে সূতোর দাম ১৫৲ টাকা পেয়েছি।

রাজেন। এক মাস সূতো কেটে এত টাকা পেয়েছ ?

নির্ম্মলা। তুলোটা যদি নিজেদের খামার থেকে পেতাম, বাজার থেকে কিন্‌তে না হতো, তবে আরো অনেক বেশী পেতাম। মা পেয়েছেন ২২৲ টাকা।

রাজেন। সূতো বিক্রী কর্‌লে কোথায় ?

নির্ম্মলা। আমাদের গাঁয়ের পল্লী-সমিতি কিনে নিয়ে যায়। শুধু আমাদেরই নয়, এ গাঁয়ে প্রায় সকল মেয়েরাই সূতো কাটেন। সেবকরাই বাড়ী বাড়ী তুলো দিয়ে যান, সূতো তোলা হলে, তাঁরাই এসে দাম দিয়ে নিয়ে যান। আমাদের এ পরগণার তাঁতিরাই কাপড় তৈরী করে দেন। তাইতো এদেশে এখন সকলেই খদ্দর পরেন।

রাজেন। কিছুদিন হয় তাই দেখছি বটে, কিন্তু ঠিক করে উঠতে পারিনি, এত খদ্দর কোথা হ'তে আসে। যাক্ ভগবান আমার কার্য্যের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তুলার চাষই এখন প্রয়োজন। তাই করতে হবে। দেশ তার কর্ত্তব্য বুঝেছে, মহাত্মার ক্রন্দন ব্যর্থ হয় নি।

নির্ম্মলা। এ সবই নিতাই বাবুর কর্ম্ম। তিনিই রাজেন্দ্রপুর-পল্লী-সমিতির চালক।

রাজেন। যে মেয়েটী তোমাদের সূতো তোলা শিখিয়েছেন, তিনি কার মেয়ে ?

লীলা। তিনি যে নিতাই বাবুরই বোন্ নাম সুলতা। ভাই, বোন দুটীই রত্ন, সুলতা প্রতিজ্ঞা করেছেন, চিরদিন কুমারী থেকে দেশের সেবা করবেন। দাদাও তাই।

রাজেন। সুলতাকে আমি কখনো দেখিনি, আবার যখন আস্‌বে তখন আমায় জানাবে।

নির্ম্মলা। বাবা কোথায় গেছেন ?

রাজেন। যান্‌নি, যাবেন। বাশিয়াজোয়ার পরগণার প্রজারা দু'বছর অজন্মায় বড়ই বিপদাপন্ন হ'য়ে পড়েছেন।

লীলা। আমরা সঙ্গে গেলে কি কোন ক্ষতি হবে ? বাবাকে ব'লো আমরাও তাঁর সঙ্গে যাবো।

রাজেন। সে তো আনন্দের কথা। তোরা সাথে গেলে প্রজারা তোদের দেখে খুবই আনন্দিত হবেন।

(নেপথ্যে গীত)

পুটলী বেঁধে ঘরের কোণে,
আর কি ব'সে থাকা যায়।

নির্ম্মলা। ও কারা গান গাচ্ছে ?

লীলা। বোধ হয় পল্লী-সেবকরা আস্‌ছে !

(সেবকদের প্রবেশ)

গীত।

পুটলী বেঁধে ঘরের কোণে,
আর কি ব'সে থাকা যায়।
দেবতা আজ ঘরের দ্বারে,
অর্ঘ্য দিতে হ'বে পায় ॥
হিসাব রেখে সিকোয় তুলি,
লুটিয়ে নে মা'র চরণ ধূলি
সাধনার ধন চরকাগুলি,
মাথায় তুলে দেখা তায় ॥
চালারে তাঁত সাজরে তাঁতি,
দেখে নিক বিদেশী জাতি,
বুঝিয়ে দিতে হবে তাদের,
আমরাও মানুষ এ দুনিয়ায় ॥
রাখিস্ রে রাখিস্ মনে,
হিন্দু মুসলমান ভাই দু'জনে,

এক হয়ে আজ নাব্‌তে হবে,
লাগতে হবে মা'র সেবায় ॥
দেশের ধান যায় বিদেশে,
রাখতে হবে তা'রে দেশে,
কর্‌তে হবে ধর্ম্ম-গোলা,
প্রতি পল্লী প্রতি গায় ॥

রাজেন। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

১ম সেবক—আমরা মুষ্টিভিক্ষার চা'ল নিতে এসেছি।

রাজেন। এখান থেকে তোমরা কোথায় যাবে?

২য় সেবক। সমিতিতে তারপরে যাবো বাগুইল গ্রামে কচুরী পরিষ্কার করে দিতে। সে গাঁয়ে চাষাদের জমিতে ফসল দেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

রাজেন। তোমরা খুবই বড় কাজে হাত দিয়েছ; সমস্ত দেশটা কচুরীতে ছেয়ে ফেলেছে। তোমরা কি এ কাজ পারবে?

২য় সেবক। নিরাশার কথা বলছেন কেন? মানুষে না পারে কি?

রাজেন। তোমাদের সাহসে ধন্যবাদ।

১ম সেবক। আমাদের কিছুই নেই যেদিন পল্লী-সেবক সেজেছি সেদিনই জানি আমাদের অসাধ্য সাধন করতে হবে। আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে নিজেদের কাজ নিজেরাই করে নেবো। পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকবো না।

২য় সেবক। নিজের কাজ নিজেকেই করে নিতে হয়। কেউ কা'রো কিছু করে দেয় না, পরমুখাপেক্ষী হয়েই আমরা মরতে বসেছি।

রাজেন। যা বললে তা ঠিক, আমরা অলস বলেই আজ মরণের পথে চলেছি।

১ম সেবক—তা না হ'লে আমরা একটা সামান্য কচুরীর অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারি না, আমরা আবার স্বরাজ চাই? আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

রাজেন। এ সকল কথা তোমরা কোথায় শিখলে?

২য় সেবক। আমরা আমাদের নেতার কাছে শুনেছি। তিনি বলেন—ম্যালেরিয়ায় দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে, তা দূর করবেন কিনা সরকার বাহাদুর? কেন? তোমরা তোমাদের পল্লীটা নিজেরাই কেন পরিষ্কার করে নেও না? খেতে, শুতে, বসতে সব কাজেই পরের উপরে নির্ভর! এ করলে কি আর জাতি বাঁচে?

রাজেন। হাঁ ভাই, কেবল আমরাই পরের উপরে নির্ভর ক'রে চলেছি। তা না হ'লে জগতে সকল জাতিই আপন আপন পায় দাঁড়িয়ে তাদের অভাব পূরণ করে নিচ্ছে। তোমাদের সাথে আলোচনায় তৃপ্ত হয়েছি, ভগবান তোমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন। তোমরা নির্ভয়ে এ কথা প্রচার করো। দেশকে স্বাবলম্বী ক'রে তোল।

২য় সেবক। আমরা আমাদের দেশকে স্বাবলম্বী ক'রে তুলবোই।

রাজেন। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। নিতাই দাদা তোমাদের সেবার যোগাড় করতে পারলে হয়, অর্থাভাবে সকল অনুষ্ঠানই ধ্বংস হতে চলেছে।

১ম সেবক। সেজন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমরা টাকার উপরে বা মাহিনার উপরে নির্ভর করে চলি না, যে আমাদের অনুষ্ঠান অর্থ অভাবে নষ্ট হবে। যেখানে আমাদের [illegible] দিতে না পারি তবেই দেশ চলে যেতে পারবে। তারপর টাকা দিতে পারলে আপনিই কি তাকে না দিয়ে পারবেন?

২য় সেবক। টাকায় মানুষ করে না, মানুষেই টাকা করে। অর্থ মানুষের সম্বল, টাকা তাদের দাসী। লক্ষ্মীর সেবার জন্যই ভগবান্ টাকার সৃষ্টি করেছেন, অপরের জন্য নয়।

রাজেন। হুঁ কাজ দেখাতে পারলে টাকা এসে তোমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

১ম সেবক। বাংলায় বছরে যে টাকাগুলি সরকার বাহাদুর ডাক্তারকে দেন, সে টাকাগুলি আমাদের হাতে দিলে আমরা এক বছরে বাংলার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনে দিতে পারি। আমরা এখন যাই, অন্য সময় দেখা করবো।

রাজেন। আচ্ছা ভাই এসো, তোমাদের অমূল্য সময় আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করি না।

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। রাজেন! Yes time is money. সময়ের মূল্য অনেক বেশী।

(গীত)

সময় ফিরিয়ে কেবা পায়?
—বা যায়।
কেবল শুনিনু কাণে,
না চাহিনু তার পানে।
শুধু উপেক্ষায় তারে,
হেলায় হেলায় ॥

এখনো যা আছে কিছু
বরিলে তাহারে এটে,
যে কটা দিন আছে বাকী
আনন্দেই যেত কেটে,
কিন্তু এমন অন্ধ মোরা,
এমনই কপালপোড়া।
বিধির লিপি কপাল জোড়া,
কথায় কথায়॥
মোরা যেমন ফুটবলে (Foot ball)
কিক্ দিয়েই ধরা জিনি।
বিধিরে ভেবেছ বুঝি,
তেমন একটা হাবা জিনি
বিশ্বপতি কর্ম্মময়,
হাবা ছেলের বাবা নয়।
কর্ম্ম ভালবাসেন তিনি,
কর্ম্মীই তাঁর কৃপা পায়॥
কর্ম্মক্ষেত্রে এসে যারা,
কর্ম্মই করে না সাধী,
স্বপস্বামী যেন তাই,
তাদেরই জীবন-বাতি।
এ মহা কর্ম্মের যুগে,
শান্তি নাই কর্ম্ম ত্যাগে।
মুকুন্দ করেছে কর্ম্ম,
শান্তিবারি পিপাসায়॥

[প্রস্থান।

রাজেন। দেখলে তো এরা কি বিরাট কার্য্যে হাত দিয়েছে? ম্যালেরিয়া দূর করার জন্য এরা বদ্ধপরিকর হয়েছে। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি স্থানগুলি যখন এরা নষ্ট করে দিচ্ছে, তখন এ দূর হবেই। নির্ম্মলা, দেশ জেগেছে, তা না হ'লে ছেলেরা পল্লী-সেবায় এ ভাবে প্রাণ উৎসর্গ করতো না, চলো এখন খাবার বাপিয়া তোমার খাবার যোগাড় করগে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—গাড়ো পাহাড়।

(সন্ন্যাসী, সতীশ ও নিতাই)

সন্ন্যাসী। তুমি এখানে কি করে আমার খোঁজ পেলে?

সতীশ। আমার পল্লী-সেবকরা আমায় জানিয়েছে।

সন্ন্যাসী। তুমি কি তাদের কাছে আমার কথা বলেছ?

সতীশ। না বলে পারি কি ক'রে? তাদের কাছে আমার অব্যক্ত কিছুই নাই। আপনার এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

সন্ন্যাসী। না, আমি বেশ আনন্দেই আছি। পাহাড়ী ভাইদের সাথে মিলেমিশে প্রাণটা সরস হয়ে যাচ্ছে। তোমার কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এখানেই থাকবো মনন করেছি।

সতীশ। তা হলে আমার উপরে যথেষ্ট কৃপা করা হবে। জাতিকে সজ্যবদ্ধ করে তোলাই যখন আপনার উপদেশ, তখন এই গাড়ো আর খাসিয়া এ দুটা জাতি সম্বন্ধে আমরা কি করতে পারি সে দিকটা একটু ভাববেন? এরা জাতিতে হিন্দু, অধিকাংশই শৈব; কিন্তু এরা এখন খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। এদের ভেতরে এখন থেকে যদি গঠন-কার্য্য আরম্ভ না করা হয়, তবে কিছু দিন পরে এরা সকলেই খৃষ্টান হয়ে যাবে। এদুটী জাতি বাংলার একটা মস্তবড় শক্তি। তাই আপনি ঐ দিকটায় একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন, এই আমার প্রার্থনা।

সন্ন্যাসী। ও দিকটা আমার চোখে পড়েছে বলেই আমি ওদের ভেতরে থাকা স্থির করেছি। শুধু গাড়ো খাসিয়াই নয় নমঃশূদ্র ভাইদের দিকেও চাইতে হবে। ঐ জাতিটাও বাংলার একটা মস্তবড় শক্তি।

সতীশ। তা হ'লে প্রোজেও ফিরে যাবে সন্দেহ নাই। কারণ ওরা একজন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকই চায়। আচ্ছা আমরা যে ভাবের মিত্র জাতির কাছে হয়ে আসছি, তা কার্য্যে পরিণত করতে আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ মনে করেন?

সন্ন্যাসী। ভেতর থেকেই আমাদের মুক্তির বাতাস বইবে। বাইরের উৎপীড়ন আমাদের ততদিনই সহ্য করতে হবে, যতদিন আমরা ভেতর থেকে শুদ্ধ হয়ে না উঠবো।

সতীশ। আমারও মনে হয় তাই। দারিদ্র্য লাঞ্ছনা সকল রকম ক্লেশ আমাদের নীরবে সহ্য করে যেতে হবে। কারণ ঐগুলিই হচ্ছে আমাদের জীবনের অগ্নিপরীক্ষা।

সন্ন্যাসী। হাঁ সতীশ! তাই বটে। যেদিন আমরা আগুনের মত শুদ্ধ হয়ে উঠবো, সে দিনই আমাদের বাইরের দাবানল নির্ব্বাপিত হবে। আকাশের মেঘ যেমন চিরদিন সূর্য্যকে আবৃত করে

রাখতে পারে না, সেইরূপ আমাদের প্রকাশের পথেও কোন বাধাই চিরস্থায়ী হবে না।

সতীশ। বাইরের উৎকট বিঘ্নে যে আমাদের গতির পথ রুদ্ধ হবে না, তা আমি জানি। যারা স্বর্গের অমৃত আহরণ করার স্পর্দ্ধা রাখে, এই মরজগৎকেই আবার স্বর্গের ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ করে তুলতে চায়, তারা অসাধ্য সাধন করবেই। কারণ তাদের প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে ভগবৎ বিশ্বাস। সে বিশ্বাস অজেয়, জগতের যুক্তি-তর্কের ঘোরতর শরবর্ষণেও উহা অভেদ্য।

সন্ন্যাসী। হাঁ সতীশ, তাই বটে। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর" সহায়হীন সম্বলহীন আমরা একমাত্র বিশ্বাসের বলেই নূতন সৃষ্টি গড়ে তুলতে উদ্যত হয়েছি। এতে চাই সাহস, এতে চাই ধৈর্য্য।

সতীশ। তা আমি বুঝতে পেরেছি, তাইত আমার পল্লী-সেবকদের দিয়ে এ কথা প্রচার কচ্ছি।

সন্ন্যাসী। সতীশ! আজ গতির পথে বাধা বলে যে সব চিত্র দেখছো, বস্তুতঃ ওগুলি বাধা নয়, মনে রেখে—চাই বিরাট স্পর্দ্ধা, চাই বাধার সম্মুখে বুক উঁচু করে দাঁড়ানো, তা হলেই দেখবে বাধা বলে কোন বস্তুরই তোমার গতির পথকে রুদ্ধ করে নাই; বরং ওগুলি তোমার পরম সহায়ক। তাইত নূতন সাধককে সর্ব্বাগ্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও দৃঢ় করে তুলতে হবে। কারো দানের উপরে বা অনুগ্রহের উপরে নির্ভর ক'রে যেন তিনি দাঁড়াবার সঙ্কল্প না করেন। যাঁর সৃষ্টি-সামর্থ্য নাই, আপনার আহারের সংস্থান তার সমাজের উপরে চাপিয়ে, সমাজ-সেবায় অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁর দ্বারা আপাততঃ কিছু কাজ হতে পারে; কিন্তু এই সকল লোকের দ্বারা সমাজ দিন দিন ভারগ্রস্ত হয়ে দুর্ব্বল হবে, সন্দেহ নাই। সতীশ, তাই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিশক্তি হবে স্বাধীন, স্বাবলম্বী এবং প্রত্যেকেই আপনাকে জানবেন এবং আপনার সংসারটী গুছিয়ে নেবেন। পরে এইরূপ ব্যক্তিশক্তি নিয়েই গড়ে তুলতে হবে সমষ্টিকে, এই সমষ্টিই হবে বাংলার নূতন জাতি।

সতীশ। হাঁ এই তো আমাদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায় হবে জগতের আসুরিক শক্তি, তার সাথে বিরোধ করতে বিরত হবে কারা, যারা সংসারে মরতে এসেছে। আমরা যে অমর, ভগবান্ দেব রাজ্য গড়ে তুলবার ভার যে আমাদের উপরেই ন্যস্ত করেছেন। আমরাই যে জগতের ব্রাহ্মণ; জগতকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত যে আমাদেরই করতে হবে।

সন্ন্যাসী। সতীশ! আজ আমি আনন্দে ভরপুর, যে তোর মত সাধক কর্ম্মী পেয়েছি। তুমি যখন ইচ্ছা করবে তখনই আমার দেখা পাবে। তোমার ভয় নেই, নির্ভয়ে কাজ করে যাও।

[প্রস্থান।

সতীশ। চরণ-ধূলি যখন পেয়েছি, তখন আর আমার ভয় কি? আমি নির্ভয়েই কাজ করবো। এস ভাই বাঙ্গালী! জগতের অহিত সাধন করা তো তোমাদের ব্রত নয়, মানুষকে দেবতা করে তুলবার আকাঙ্ক্ষা তোমাদের; একটু সাহসে ভর করে দাঁড়াও। নানা স্বার্থে পার্থিব মোহে জাতিটে দিশেহারা, তার হৃদয়ে নূতন শক্তি দিতে হলে একদল সনাতন-পন্থী সন্তানকে দাঁড়াতে হবে সকলের সামনে। তাই আমি আজ মুক্ত-কণ্ঠে তোমাদের সকলকে আহ্বান করছি।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—বালিয়াজোয়ার।

(দরিদ্র প্রজাগণ, শরৎ বাবু, রাজেন, দেওয়ান, প্যাদা, মাড়োয়াড়ী, নিতাই)

প্রজাগণ। (গীত)

পেটের জ্বিলায় অইলা গো মইলাম,
উপায় কি করি?
ওকি দারুণ আকাল পড়িয়াছে রে ভাই,
ধান টাকায় বিকায় এক পশারী।
আড়াই কুড় টাকা গো দেনা,
কর্জ্জ হাওলাত পাওয়া যায় না,
মহাজনে ক্রোক দিছে জমি আর বাড়ী,
আবার চৌক দারী টেক্স গো নিল,
আমার থালা লোটা নিলাম করি।
পাটের টাকায় দিলাম গো কিন্যা,
বিবিরে জারমণির গয়না,
আর হাওয়ার চুড়ী।
জারমণির গয়না কেউ বন্ধক নেয় না রে
ভাইঙ্গা গেছে ঠুনকো চুড়ী।
মনের দুঃখ কইমু বা কারে
ছাইলা মাইয়া কাইন্দা মরে।

পরিবার হায় তাজ বেশয়ে
হইয়াছে পাটখার।
আমার ছাতী ফাটিয়া যায় রে দেখিয়া
আয়া আমি কেন না মরি ॥
মুকুন্দ বলে কবি গো মানা,
ভাতের দুঃখ আর রবে না।
বিদেশী চিজ, আর কিনব না,
কও কসম করি।
তবে দেশের টাকা রইবে রে দেশে
লক্ষ্মী ঘরে আসবে রে ফি'রি ॥

(সেবকগণের প্রবেশ)

১ম সেবক। আপনাদের জন্য আমরা খাবার এনেছি; আপনারা সব এক জায়গায় বসুন। আমরা আপনাদের খাবার দি'চ্ছি।

ভিখারী। দেও, দেও, পেট জ্বলে গেল, আজ সাতদিন খাই না—সাতদিন খাই না।

২য় সেবক। এই নিন্। (খাবার দেওয়া) (একটী বালক হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খেলো)।

ভিখারী। হারে করলি কি ? কর্‌লি কি ? আমি যে আজ সাত দিন খাই না।

পুত্র। আমিও যে আজ পাঁ'চ দিন খাই না।

২য় সেবক। আপনারা স্থির হয়ে বসুন, আমরা সকলকেই খাবার দেবো।

ভিখারিণী। স্থির হয়ে বসবার কি আর শক্তি আছে বাবা! মৃত্যু-যন্ত্রণা হচ্ছে, মরতে চলেছি। আচ্ছা দেও, এই আমি বসলুম।

(১ম সেবক সকলের হাতে খাবার দিল)

(ভিখারিণী ছেলের হাত থেকে নিয়ে খেলো)

২য় সেবক। এ করলেন কি ? এ যে আপনারই ছেলে

ভিখারিণী। হউক না ছেলে, আমি আগে বাঁচি, তারপরে দেখবো ছেলে। আমাদের ফজলু খেতে না পেয়ে ছেলে-মেয়ে কেটে নিজে গলায় দড়ি দিয়েছে।

১ম সেবক। পেটের জ্বালা মানুষকে পশুতে পরিণত ক'রে দেয়। হায়রে দেশ, শেষে তোর কপালে এই ছিল!

(প্যাদা ও বাণিয়ার প্রবেশ)

১ম সেবক। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?

প্যাদা। আমরা রহমত উল্লার জমিগুলি সব ক্রোক দিতে এসেছি।

বাণিয়া। রহমত উল্লা টাকা দেবে কি না বলো ? তা না হ'লে আমি তোমার জমি ক্রোক দিব।

২য় সেবক। এ রাক্ষস, না পিশাচ! এ অবস্থায়ও কি কেউ ক্রোক নিয়ে আসে ? তুমি কার জমি ক্রোক দিতে এসেছ ?

বাণিয়া। ঐ রহমত উল্লার।

১ম সেবক। দেখতে পাচ্ছ না ওর অবস্থা ? এমন অবস্থায়ও কেউ কখনো মালক্রোক নিয়ে আসে ?

বাণিয়া। ওর যথেষ্ট জমি আছে, সেগুলি আমায় ছেড়ে দিলেই তো হয়। আমি আরো কিছু টাকা দিতেও প্রস্তুত আ'ছি।

(শরৎ বাবু, নিত্যানন্দ, রাজেন, সতীশ ও দেওয়ানের প্রবেশ)

নিতাই। ঐ দেখুন, আপনার প্রজার অবস্থা, তার উপরে বাণিয়া'র অত্যাচার।

শরৎ। এই কি আমার বাণিয়াজোয়ার ? যার খেয়ে আমি মানুষ ?

নিতাই। এর উপরে আবার দেওয়ান দক্ষিণে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ লিখে নিয়েছেন।

রাজেন। উপযুক্ত কর্মচারী বটে, ওকেও সর্বস্বান্ত ক'রে ঐ চাষার দান পত্র করল এ পাতকীর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়।

শরৎ। অপেক্ষা কর রাজেন, আমায় ভাল ক'রে দেখতে দেও। আমাকেও আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে; প্রজা সুখে আছে কি দুঃখে আছে, এ চিন্তা তো ভুলেও কখনো করিনি তাই আমি অপরাধী।

রাজেন। শুধু আপনি নন, বাংলার সকল জমিদারই প্রজার কাছে অপরাধী। একদিন সকলেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কারো কারো প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভও হয়েছে।

শরৎ। আমার প্রজার সম্পত্তিতে বাণিয়া ক্রোক এনেছে কেন ? এরা দেশের কে ?

সতীশ। এই বাণিয়া জাতিই বর্তমানে বাংলা গ্রাস করে বসেছে। এদের হাত থেকে কারোই নিস্তার নাই; এরা এখন শুধু বণিক নয়, জমিদার হ'তে চলেছে। সদর মধ্যে ভেতরে এরা দু-তিনখানা জমিদারী কিনেও ফেলেছে। আস্তে আস্তে বাংলার সকল জমিদারই এদের হাতে বিকোতে বাধ্য হবেন। শুনতে পাই, বাংলার অনেক জমিদারই এদের কাছে দেনাদার হয়ে পড়েছেন।

শরৎ। আমি তো আর দেনাদার হইনি? ওরা আমার এখানে কেন?

রাজেন। এ দেওয়ান মহাশয়ের কর্ম্ম, ইনিই এদের এখানে এনে মাজার মিজিয়েছেন। এরা একজন নয়, বাণিয়াজোয়ারদার এই বাণিয়ার দল। বর্ত্তমানে এরাই ত দেশের জমিদার, আপনি তো খাজানা পান মাত্র।

সতীশ। গত বছর এ অজন্মার দিনেও এরা এখান থেকে এক লক্ষ মণ ধান চালান দিয়েছে।

শরৎ। দেওয়ান, তুমি এ. কি জবাব দিতে চাও?

দেওয়ান। এরা হুজুরে যথেষ্ট টাকা নজর দিয়ে জমি পত্তন নিয়েছে।

শরৎ। কার হুকুমে তুমি বিদেশী লোকের কাছে জমি পত্তন করলে?

দেওয়ান। আজ্ঞে, এরা'—আ্যা, আ্যা।

রাজেন। নিমকহারাম!

নিতাই। রাজেন, স্থির হও, টাকায় মানুষে সবই করতে পারে: ইনিও নজর কম পান নি।

শরৎ। নিতাই, তুমি এখন কি করতে বলো?

সতীশ। সবটা শুনে নিন্। এই বাণিয়ার দল চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিয়ে, জমি রেহাণ রেখে, অনেকের জমিই এরা হাতে এনেছে। শস্য জন্মাবার পূর্ব্বেই এরা কৃষকদের দাদন করে। তাই অতি কম টাকায় এরা কৃষকদের থেকে শস্য খরিদ করে নেয়। পরে কলকাতা চালান করে, অর্থাৎ বিদেশের জাহাজে ওঠে তাইত দেশে দুর্ভিক্ষ হয়।

শরৎ। এখন উপায়?

নিতাই। উপায় হচ্ছে, প্রত্যেক ডিহি কাছারীতে Estate থেকে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া। প্রজাদের বলে দিতে হবে, তাদের যখন যার টাকার প্রয়োজন, তা যেন ঐ ব্যাঙ্ক থেকে নেয়। দাদন করে ঐ বাণিয়াদের মত শস্যগুলি সব কাজে করা। সর্ব্বসাধারণকে জানিয়ে দিতে হবে, বাণিয়াদের কাছ থেকে কেউ টাকা ধার না নেয়, ওদের কাছে কেউ শস্য বিক্রী না করে। তা হ'লেই তারা আস্তে আস্তে দেশ থেকে স'রে পড়বে। তা না হলে ওদের সরাবার আর কোন পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না।

শরৎ। উত্তম পরামর্শ বটে।

রাজেন। যে টাকার খৎ নেওয়া হয়েছে তার কি করা যাবে?

শরৎ। হাঁ, দেওয়ান তুমি সে দলিলগুলি সব নিয়ে এসো।

[দেওয়ানের প্রস্থান।

শরৎ। আমি একেবারে অবাক হয়েছি।

সতীশ। আপনি সময় থাকতে টের পেয়েছেন। তা না হ'লে আপনারও বাণিয়ার হাতে বিকাতে হতো। বাংলার জমিদারগণ কর্ম্মচারীর হাতেই খান, নিজেরা অলস, কিছুই দেখেন না। তাই ত আজ সকল জমিদারেরই ভেতরে ভেতরে একটা হাহাকার চল্‌ছে।

রাজেন। মোকদ্দমার সংখ্যাও প্রত্যেক জমিদারের সরকারে বেড়ে গেছে বলে শুনা যাচ্ছে।

নিতাই। বেড়েছে কি একটু? সেদিন বরিশালের কোন ভদ্রলোক বল্লেন, কোন এক জমিদারের ষোল হাজার টাকার মহলে এক বছরে বিশ হাজার টাকা মোকদ্দমা খরচই করেছে।

শরৎ। এ ব্যাপারটা কিন্তু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

নিতাই। জমিদারদের প্রজা সম্বন্ধে ঔদাসিন্য। তার পরে মোকদ্দমা না বাধলে কর্ম্মচারীদেরই বা পেট চলে কি করে? যে টাকা তাদের মাইনে দেওয়া হয়, তাতে তাদের সংসার চলে না। ওদের মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিলে বোধ হয়, মোকদ্দমার সংখ্যাও কিছু কমে যায়।

রাজেন। প্রত্যেক জমিদারেরই এ দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য

সতীশ। তা না হ'লে কোন জমিদারই বাংলায় দাঁড়াতে পারবেন না। প্রজার সাথে মোকদ্দমা করে আজ পর্য্যন্ত কোন জমিদারই জয়ী হতে পারেন নি।

শরৎ। এর কি কোন প্রতিকার হতে পারে না?

নিতাই। সহজ পন্থাই হচ্ছে যখন কোন মহলে গোল বাধে, তখন সেখানে কর্ম্মচারীদের না পাঠিয়ে জমিদারের নিজে গিয়ে প্রজাদের সাথে আপোষ করে ফেলা।

শরৎ। জমিদার নিজে গেলেই কি গোল মিটে যায়?

নিতাই। নিশ্চয়! প্রজারা মনিবকেই চায়। আপনারা প্রজাদের থেকে যতই দূরে থাকবেন, তারাও দিন দিন ততই পর পর হয়ে পড়বে।

(দেওয়ানের খৎ নিয়ে প্রবেশ)

শরৎ। নিতাই, কি করতে হবে?

রাজেন। আমার হাতে দিন। (খৎ নিয়ে ছিঁড়ে ফেলা) ভাই সকল, আজ থেকে তোমরা মুক্ত।

প্রজাগণ। কর্ত্তার জয় হউক, কর্ত্তার জয় হউক। মনিব নয় তো আমাদের বাপ!

শরৎ। বেশ করেছিস্ রাজেন! আমারও ঐ ইচ্ছাই ছিল।

নিতাই। গীত।

সাধে কি বলি—
মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী,
যে'দিন ডুবে যাবে রে।
সেদিন রবি চন্দ্র গ্রহ তারা
তারাও ডুবে যাবে রে॥
নব ভাবের নবীন তরী
মাকেই করেছি কাণ্ডারী।
হউক না কেন তুফান ভারী
আর কি তরী ডোবে রে॥
বহুদিন পরে আবার
মরা গাঙে পেয়ে জোয়ার।
জোয়ারে ধরেছি পাড়ি
আর কি পাড়ি ঠেকে রে॥
মুকুন্দদাসে ভনে
উজানেও ভয় করি নে।
মায়ের নায়ের বাদাম টেনে
উজান ব'য়ে যাবো রে॥

শরৎ। দারোয়ান এদের যেতে দেও। কাছারী থেকে তোমরা টাকা নিয়ে যেও। দেওয়ান, আমি তোমায় চাকুরী থেকে অবসর দিলাম।

নিতাই। ছেলেদের জন্যও চারটী বিদ্যালয় করতে হবে। কৃষক ছেলেরা সকলেই যাতে একটু লেখাপড়া শিখতে পারে, সে দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সর্ব্বসাধারণের ভেতরে শিক্ষা বিস্তার করাই হচ্ছে বর্ত্তমানে সবচেয়ে বড় কাজ।

রাজেন। তাতো করতেই হবে। পল্লী-সংস্কার করতে হ'লে শিক্ষা বিস্তারই হচ্ছে তার একটা মস্তবড় দিক।

নিতাই। চারটী করতে হবে ধর্ম্মসভা, প্রত্যেক গৃহস্থকে ব'লে দিতে হবে, সন্ধ্যার পরে সকলে যেন ঐ সভায় উপস্থিত থাকেন। চারটী বক্তা আমাদের নিযুক্ত করতে হবে, তারা ধর্ম্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাস তাদের শোনাবে।

রাজেন। এতে কি উপকার হবে মনে করেন?

নিতাই। আমার একজন জাপানী বন্ধু আমায় বলেছিলেন, তারা এ ভাবে ধর্ম্মসভা করেই সর্ব্বসাধারণের ভিতরে জাতীয় ভাবটাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বর্ত্তমানেও তাদের দেশে এমন ধর্ম্মসভা আছে।

শরৎ। সুন্দর প্রস্তাব, দেশের কথা সর্ব্বসাধারণের ভেতরে প্রচার করার এ অতি প্রশস্ত পথই বটে। তবে অনেক জমিদা'রেরই বিশ্বাস লেখাপড়া শিখলেই প্রজারা মনিবকে মানতে চায় না।

নিতাই। ঐটেই হচ্ছে জমিদারদের মস্তবড় ভুল। প্রজা শিক্ষিত হ'লে যে, মনিবের যথেষ্ট লাভ। কারণ শিক্ষায় মানুষের দায়িত্বজ্ঞান জন্মায়; খাজনা তহশীলের জন্যও তখন এত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হয় না। তবে শিক্ষা পেলে মানুষকে দাবিয়ে কাজ করার সুবিধে থাকে না। তা নাই বা থাকলো, তাতে ক্ষতি কি? আমিও মানুষ, আমি কারো চেয়ে ছোট নই, এ জ্ঞানটা সকলের ভেতরে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই তো আমাদের সাধনা সিদ্ধ হবে। দেশের কল্যাণই যখন আপনার ব্রত, তখন যে পথে তা হতে পারে, সে পথই আপনি মুক্ত রাখতে বাধ্য।

শরৎ। তা তোমরা যা ভাল মনে কর করো। আমার প্রজা সব আনন্দে আছে এ জা'নতে পারলেই আমি তৃপ্ত হবো। তাদের কল্যাণের জন্য অজস্র খরচ করতে রাজী আছি। আমি আজই রাজেন্দ্রপুরে যাব, তোমরা এ জায়গার কাজ শেষ করে এসো।

[প্রস্থান।

নিতাই। আমাকেও আজই যেতে হবে, মৌলবী আবদুল কাদের আমাদের কার্য্যে যোগ দিয়েছেন। তাঁকে দিয়েই আমি মুসলমানদের ভেতরে গঠনকার্য্য আরম্ভ করতে চাই।

রাজেন। তার সাথে আমারও মাঝে মাঝে দেখা হয়, লোকটী বেশ মিষ্টি এবং স্বদেশ-প্রাণ।

নিতাই। রাজেন, আনন্দে ভরপুর হয়েই যাচ্ছি, মনে হয় আমাদের সুদিন অতি নিকটে। চলো ভাই, তোমরাও চল, ঠাকুর তোমাদের সাধনা অপূর্ণ রাখবেন না।

সেবকদের। (গীত)

জাগরে ভাই সবে, স্মরিয়ে কেশবে।
জয় জয় রবে, কাঁপায়ে মেদিনী॥
দুঃখ-নিশা মোদের হল অবসান,
উদিত পূরবে সুখ দিনমণি॥

এ নব উষাতে জাগিয়ে দিলে প্রাণ,
ঘুমাবেনা কভু আর ভারত-সন্তান।
দেখিলে মায়ের দশা কেঁদে উঠিবে প্রাণ,
করম-সিন্ধু-নীরে ভাসাবে তরণী॥
জাগিল যুগের জাতি নবীন আলোকে,
জাগিল ক্ষুদ্র আপান নবীন পুলকে।
ভারত জাগিলে এ নব আলোকে,
পলকে জিনিতে পারে রে ধরণী॥
মুকুন্দদাসে কয় আর কারে করিস ভয়,
অভয়দায়িনী কুণ্ডলিনী দিয়াছেন অভয়
ত্রিশকোটী কণ্ঠে বল মাইকি জয়।
বাজাও বিজয় ডঙ্কা কাপুরুষ রে ধরণী॥

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

স্থান—শিবরাম পণ্ডিতের বাড়ী।

(পণ্ডিত, নিতাই, নিত্যকালী সেবক ও আবদুল কাদের)

পণ্ডিত। গিন্নি, নিতাইর অসাধ্য কিছুই নেই। শরৎ বাবুকেও মাতিয়ে তুলেছে।

নিত্যকালী। উনি যে শক্তিশালী ও ভগবৎ বিশ্বাসী, তা ওকে যেদিন দেখেছি, সেদিনই বুঝতে পেরেছি।

পণ্ডিত। সকলেই বলেন, এটা গঠন করার যুগ, নিতাই সে গঠনকার্য্যে প্রাণ ঢেলে দিয়েছে। পল্লী-সেবকরা তার কথায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে।

নিত্যকালী। তা দেবে বই কি। ওর গঠন-কার্য্যের বিশেষত্বই এই যে, সে ভারতের পুরাতনকেই আবার নূতন ক'রে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই তার কথায় সকলে সাড়া দেয়।

পণ্ডিত। বর্ত্তমান গঠন-কর্ম্মীদের সকলেরই ঐ মত।

নিত্যকালী। কে বলে? গঠন-কর্ম্মীদের ভেতরে মতানৈক্য যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কেউ সমাজকে ইউরোপের ছাঁচে ঢেলে গঠন করতে চাচ্ছেন, কিন্তু নিতাই বাবু সমাজ গঠন করার জন্য ইউরোপ থেকে কিছুই আনতে প্রস্তুত নন্। ভারত যা ছিল, সেই পুরাতন ভারতকেই আবার তিনি নূতন ক'রে আনতে চান।

পণ্ডিত। বিদেশের যেটুকুন ভাল, তা আমাদের আনতেই হবে, তা না হ'লে চলবে কেন?

নিত্যকালী। সে বিদেশের জড়বিজ্ঞান আনতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু সমাজকে ইউরোপের ছাঁচে ঢেলে তৈয়রী করতে সে একেবারেই অনিচ্ছুক। সে মুক্তকণ্ঠেই বলে, সমাজ গঠন করতে বিদেশ থেকে আনবার মত আমাদের কিছুই নেই। কারণ সমাজ বলতে সে দেশে কিছুই নাই।

পণ্ডিত। সে দেশে সমাজ নাই। এ নিতাই বলে কি?

নিত্যকালী। ইউরোপের সমাজকে সে বলে উচ্ছৃঙ্খল সমাজ। শৃঙ্খলা যে সমাজের নাই সে সমাজের ধ্বংস হবেই, সে জাতির পতনও অবশ্যম্ভাবী।

পণ্ডিত। আমাদের সমাজেরই বা শৃঙ্খলা কোথায়?

নিত্যকালী। বাঁধন একটু শিথিল হয়েছে বটে, কিন্তু ইউরোপের মতন ভারতবর্ষ তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারায় নাই।

পণ্ডিত। এ কথা কি ক'রে বলো?

নিত্যকালী। ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ না? ইটালী সেই ইটালী নাই, রোম সে রোম নাই, গ্রীস সে গ্রীস নাই, কিন্তু ভারত যা ছিল এখনো ঠিক তাই আছে। ইহা সেই পুরাতন যুগের সমাজ-সংস্কারক বা ঋষিদের দূরদর্শিতার ফল। শক্ত করে বাঁধন না দিলে ভারতবর্ষও আজ ইউ-রোপের মতন নিজকে হারিয়ে ফেলতো।

পণ্ডিত। নিতাই দেখছি তোমায়ও মাতিয়ে তুলেছে। আত্মবিশ্বাসী কর্ম্মী বটে।

নিত্যকালী। কিছুদিন পরে তুমিও মেতে উঠবে। ঐ যে গান শোনা যাচ্ছে, বোধ হয় তিনি এসেছেন।

(নিতাইর প্রবেশ ও গীত)

রবি পূরব দিক্ বিভাগে,
জাগে অরুণ তরুণ রাগে।
জাগে ধরণী নবানুরাগে, অরুণ বরণী
জাগ জাগ ব্রহ্মবিদ্যা জননী।
আয়াহি বরদে দেবী ওঁ,
অক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী॥
হাসি সুহাসি ভাষসি নাশি,
বিতরি বিশ্বে কিরণরাশি।

পূর্ব্ব তোরণ হইতে বাহিরা,
দিব্য আলোক-তরণী ॥
প্রথম জগতে প্রথম ঋষির
আহ্বানভূতা জননী ॥

পণ্ডিত। কি ভায়া! আজ যে বড় আনন্দ দেখছি?

নিতাই। আনন্দ করবো না, আনন্দই যে আমার সাধনা।

পণ্ডিত। ভক্ত কি আনন্দেরই সাধনা করে?

নিতাই। আর কার সাধনা করবে? আনন্দই তো ভগবানের স্বরূপ। আনন্দের সাধনা যে করে, সেই তো প্রকৃত ভক্ত।

(সেবকের প্রবেশ)

সেবক। আপনি শীগ্‌গির চলুন, শীগ্‌গির চলুন!

নিতাই। কি হয়েছে?

সেবক। দামোদর বাবুর ছেলে সমিতিতে খবর দিয়েছে, তার মেয়েকে কাল সন্ধ্যার সময় কা'রা জোর ক'রে নিয়ে গেছে।

নিতাই। খবর পেয়ে তোমরা কি করেছ?

সেবক। সেবকদের চারদিকে অনুসন্ধান করতে পাঠিয়েছি, কেউ এখন পর্য্যন্ত ফেরেনি।

নিতাই। আচ্ছা তুমি যাও, আমি কিছু সময় পরে সমিতিতে যাবো। তুমি যাবার সময় সন্তোষকে খবর দিয়ে যাও।

[সেবকের প্রস্থান।

পণ্ডিত। নিতাই! গাঁয়ে আর থাকা পোষাচ্ছে না দেখছি। অমুকের স্ত্রীকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেল, অমুকের বোনকে বেইজ্জৎ করলে, দেশের এ হলো কি?

নিতাই। দুর্ব্বলের যা হওয়া উচিৎ, তাই হচ্ছে।

পণ্ডিত। এ তুমি বলো কি?

নিতাই। সাধে কি আর বলি তাই? দেশের কর্ম্মীরা হয়েছেন সব বিশ্বপ্রেমিক, প্রচার করছেন তাঁরা সত্যের বারতা। অথচ এদিকে যে বিশাল জাতিটা পড়ে রয়েছে তমঃ গুণেরও নীচের স্তরে, সেইটে বোধ হয় তাঁরা ভাববার অবসর পাননি।

পণ্ডিত। তুমি যে ধান ভানতে রামের গীত সুরু করে দিলে।

নিতাই। তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে হলে ঐ রামের গীত যে আপনা থেকেই এসে পড়ে। আচ্ছা পণ্ডিতজি বলতো, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, না তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব।

পণ্ডিত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।

নিতাই। কি করে হয়?

পণ্ডিত। পুরাকাল থেকেতো এ কথাই শুনে আসছি।

নিতাই। এ ত্রিগুণের কথা হতে পারে, কিন্তু ইহাই কি সোপান? মানুষ কি সত্ত্ব পেড়িয়ে রজঃতে আসে, না রজঃ পেড়িয়ে সত্ত্বে যায়, এর কোন্‌টা বলতে চাও?

পণ্ডিত। রজঃ পেড়িয়েই সত্ত্বে যায়।

নিতাই। যদি তাই হয়, তবেই বলো তমঃ পেড়িয়ে রজঃ, তারপরে সত্ত্ব।

পণ্ডিত। এ কথায় তুমি কি বোঝাতে চাও?

নিতাই। এই বোঝাতে চাই যে, বিশাল জাতিটা পড়ে রয়েছে তমঃগুণেরও নীচের স্তরে।

পণ্ডিত। এ কথা তুমি কি করে বলো?

নিতাই। কি করে বলি শুনবে? তমঃগুণী যারা, তাদের ভেতরেও একটু স্পন্দন দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের যে সে স্পন্দনটুকুও নেই, আমরা যে একেবারে জড়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি। তাই এ জাতির কাছে এখন সত্ত্বের বারতা প্রচার করায় কি সত্যের অপলাপ করা হচ্ছে না?

পণ্ডিত। তা এক রকম হচ্ছে বই কি।

নিতাই। বই কি কেন? হচ্ছে বলনা, ন্যাকা সাজো কেন?

নিতাই। তাইতো বলি পণ্ডিতজি, এখন আমাদের রজঃগুণটাই জাগিয়ে তুলতে হবে, দেশময় এখন সেই আলোচনাই হওয়া উচিত। আমাদের দুর্দ্দশা দেখেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ওরে তোরা বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে কিছু দিন শিকেয় তুলে রাখ্। যদি কৃষ্ণ ভজনই করতে চাস্, তবে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে ডাক, জাতিটা একটু গা ঝাড়া দিয়ে উঠুক। যে জাতির ভাত জোটেতো ডাল জোটেনা, ডাল জোটেতো ভাত জোটেনা, তার কাছে প্রেমের কথা বলায় কোন ফল হবে কি? রজঃগুণের কথা বলো, জাতিটা উঠে দাঁড়াক। পেট ভরে খাক, খেতে পারলেই গায়ে একটু বল পাবে। তখন তার মা-বোনের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য তাকে সংবাদপত্রে চোখের জল ফেলতে হবে না। মনে রেখো, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা দুর্ব্বলের জন্য নয়, তাইতো আমি ঠাকুরকে বলি—

(গীত)

ঠাকুর, বাজাও তোমার বিজয়-শঙ্খ,
উদ্যত কর খড়্গ।
প্রলয়-পেষণে কর বিচূর্ণ,
পাপ দনুজ-বর্গ॥
ভ্রুকুটী-কুটিল করাল ভীম ভৈরব ভয়াল,
রাজ সমারোহে এস মহারাজ
কাঁপায়ে মর্ত্ত স্বর্গ॥
নমঃ নমঃ নমঃ বিকট ভীষণতম,
এস বজ্র-নিনাদে রথ-ঘর্ঘরে
কাঁপায়ে মর্ত্ত স্বর্গ॥

পণ্ডিত। তোমার কথাগুলি খুবই মূল্যবান। বিশেষ ভাবে এ কথা জনসমাজে প্রচার করা প্রয়োজন। হিন্দু মুসলমানের যাতে মিলন হয়, সেজন্য কত সভা কত বক্তৃতা হচ্ছে, কিন্তু তথাপি দেশের এই অবস্থা—এ বড়ই লজ্জার কথা কিন্তু।

নিতাই। পণ্ডিতজি। দুর্বলে সবলে কখনো বন্ধুত্ব হয় কি? কাগজে লেখাপড়া করেও মিলনের সত্ত্ব বলা নেই। মিলন হবে শক্তির ভিতর দিয়ে। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই যেদিন শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সেদিনই হবে প্রকৃত মিলন। শক্তির ভিতর দিয়েই সে মিলন আসবে। আমি তারতে সে মিলনই দেখতে চাই।

(আবদুল কাদেরের প্রবেশ)

নিতাই। এই যে আবদুল কাদের এসেছে।

আবদুল। আদাব—আদাব।

নিতাই। আদাব; তোমার কথা বার বার মনে পড়ছিল। তোমার কাজ কেমন চল্‌ছে?

আবদুল। গ্রাম্য মৌলবীরা সব কাজ পণ্ড ক'রে দিচ্ছে। বোধ হয় শীঘ্রই হিন্দু মুসলমানে বিরোধ বাধবে।

নিতাই। নূতন করে আর বাধবে কি, বেধেই ত আছে। আমি অনেক দিনই বলেছি, তোমাদের আ, জে, বে, পড়া মৌলবী আর আমাদের ভট্টাচার্য্যি পুরোহিতের দল থাকতে দুই জাতির মিলন হবে না। মৌলবীরা বলেন কি?

আবদুল। হিন্দু মুসলমানের যাতে মিলন হয়, গরু যাতে কোরবানী না হয়, সেজন্য আমি অনেক স্থানে বক্তৃতা করেছিলাম, কিন্তু মৌলবীরা তার ঘোর প্রতিবাদ করলেন। বল্লেন যে, এতে কোরাণের সম্মান ক্ষুণ্ণ করা হয়, চাষা লোক তাদের কথাই মেনে নিলে।

নিতাই। তুমিও যে একজন মৌলবী, ইংরেজী পড়ুয়া, এ কথা তাদের কাছে বলেছিলে কি?

আবদুল। না, সে কথা তো বলিনি।

নিতাই। ঐটেই মস্তবড় ভুল করেছ। আবার কোথাও বক্তৃতা করতে গেলে ও কথাটা ব'লে দিও, ডিক্রীর সম্মান এ দেশে যথেষ্ট আছে, চিরদিন থাকবেও।

পণ্ডিত। সেরূপ যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত।

নিতাই। তারপরে কোরবানী শুধু বক্তৃতায়ই বন্ধ হবে না। গো-মাতা জিনিষটা কি, তার প্রয়োজনীয়তা কত, সে কথা কৃষকদের খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে।

আবদুল। কি করতে হবে বলে দিন। আমি সর্ব্বসাধারণের ভেতরে সে কথা বিশেষ ভাবে প্রচার করবো।

নিতাই। কোরবানীর জন্য যে শুধু মুসলমানই দায়ী তা নয়, হিন্দুও এজন্য যথেষ্ট দায়ী। বাংলার হিন্দু জমিদারদের প্রত্যেকেরই গোচারণ-ভূমি ছিল। মায়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সে সকল জমিতে এখন প্রজা পত্তন করে জমিদারের আয় বৃদ্ধি করেছেন। তাই কৃষক এখন আর মায়ের আহার যোগাতে পাচ্ছে না। পশ্চিম বাংলায় তো অনেক হিন্দু কসাইদের কাছেই গরু বিক্রী করেন। তাঁদেরও সতর্ক ক'রে দেবে, তাঁরা যেন কসাইদের কাছে গরু বিক্রী না করেন। কসাইদের কাছে গরু বিক্রী করাও যা, কোরবানী করাও ঠিক তাই।

পণ্ডিত। এটে কিন্তু আমি জানতুম না।

নিতাই। "There are many things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy." দেশের অনেক খবরই অনেকে রাখেন না। যাক্ যা বলতে যাচ্ছিলাম। বক্তৃতার সময় আমাদের দেশের সাথে ইউরোপের একটু তুলনা ক'রে দেখিয়ে দিও।

আবদুল। কি বলতে হবে ব'লে দিন।

নিতাই। আমি একটা হিসাব তোমায় ব'লে দিচ্ছি, সর্ব্বসাধারণকে শুনিয়ে দিও, তা হ'লেই তাদের একটু চৈতন্য হবে।

আবদুল। আমি আনন্দের সহিত প্রচার করবো; আমায় ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন।

নিতাই। ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান স্থান। তাই গরুই এ দেশের প্রাণ, এ দেশে পূর্ব্বে শস্যকরা তিন

শত গাভী ছিল, এখন আমাদের দেশ থেকে ইউরোপে গাভীর সংখ্যা অনেক বেশী। ভারতের শক্তিহীনতার এবং পতনের এও একটা মস্তবড় দিক। কারণ কথায় বলে পেটে না পেলে পিঠে সয় না। আমরা পুষ্টিকর খাদ্য কি এখন আর কিছু পাই? যদি সামান্য কিছু পাই, তাও কি কিনে খাবার মত পয়সা আমাদের আছে? তাই দুর্ব্বল হয়ে গেছে প্রাণ; শক্তিহীন হয়ে গেছে জাতি। অষ্ট্রেলিয়ায় শতকরা ১৬০টী গাভী, নিউজিল্যাণ্ডে ১৫০, কেপকলোনীতে ১২০, ডেনেডায় ৮০, আমেরিকায় ৭৯, ডেনমার্কে ৫০, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেও ৩০০ শতের স্থলে ৫০এ এসে দাঁড়িয়েছে, এখন ভেবে দেখো আমরা মরণের কোন্ প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছি।

আবদুল। ইয়া আল্লা!

পণ্ডিত। নিতাই, আমার মাথা ঘুরছে।

নিতাই। পণ্ডিতজি, গো-মাতাই হচ্ছে শক্তির উৎস, অথচ, সে মায়ের দিকে আমাদের কারোরই লক্ষ্য নাই। আমাদের পতন কি অবশ্যম্ভাবী নয়?

আবদুল—আমি ভাবতে পারি না, আমাদের ভবিষ্যৎ কি?

নিতাই। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যদি উজ্জল করতে চাও, তবে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকে গো-মাতার দিকে লক্ষ্য করতে বলো। ভাই ভাই দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে উভয়ে গলাগলি হও। নিজের স্বার্থ নিজেরা বুঝে নিয়ে একটা বিরাট জাতি গড়ে তোল, ছাড়ুক তারা মিলিতকণ্ঠে হুঙ্কার, জগৎ জুড়ে উঠুক একটা বিরাট কম্পন, জগৎ বিস্মিত হউক, দেখে এই ত্রিশকোটী নরনারীর স্বদেশপ্রেম।

আবদুল। নেতারা বলেন, হিন্দু মুসলমানে মিলন না হলে কিছুই হবে না। সে মিলন কি হবে মনে করেন?

নিতাই। তুমি আসার পূর্ব্বে আমাদের এ সম্বন্ধ আলোচনা হয়েছে। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই, সবই হতে পারে। তবে মিলন শুধু দুর্ব্বলতায় হবে না, মিলন হবে শক্তিতে শক্তিতে। আমাদের উভয় জাতির ভেতরে এমন কয়েকজন সন্তান চাই, যাদের কার্য্যই হবে উভয় জাতিকে সজ্যবদ্ধ করে তোলা। তখন ঐ শক্তির ভেতর দিয়ে যে মিলন হবে, সে মিলনই হবে মধুর।

আবদুল। আমারও মনে হয় তাই। দুর্ব্বলে সবলে বন্ধুত্ব হলেও সে ক্ষণস্থায়ী। আচ্ছা আমি এখন যাই, আপনার আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করতে চেষ্টা করবো।

নিতাই। ভয় কি? উপরে খোদা আছেন।

[আবদুলের প্রস্থান।

পণ্ডিত। বেশ ছেলেটী তো।

নিতাই। ভাল মন্দ সকল জাতির ভিতরেই আছে। আমি একে দিয়েই মুসলমান সমাজে গঠনকার্য্য আরম্ভ করেছি। তার কথা তার মুখেই মানায় ভালো। আচ্ছা, আমি এখন যাই, সন্ন্যাসীর কাছে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

নিত্যকালী। দেখলে তো ওর কার্য্যের ধারা?

পণ্ডিত। নিতাই ই আমাদের দেশ উজ্জ্বল করবে। আশীর্ব্বাদ করছি, মা ওর সাধনা পূর্ণ করুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

স্থান—সতীশের বাড়ী।

(সতীশ, গোপীনাথ, সেবক)

গোপী। সতীশ বাড়ী আছ? সতীশ!

সতীশ। কে, গোপী! এত রাত্রে কি মনে ক'রে?

গোপী। জরুরী কিছু না থাকলে কি আর গোপী শর্ম্মা এত রাত্রে বেড়ায়?

সতীশ। গিন্নীর কোন অসুখ হয়নি তো?

গোপী। হাঁ—সে অসুখের জন্য কি আর আমি ভাবি! আর এত সোহাগও আমার নেই।

সতীশ। থাকবে কি ক'রে? পুনার মাকে যেদিন থেকে সেবাদাসী করেছ, সেদিন থেকে বোধ হয় সোহাগ কমে গেছে, তা না হ'লে পূর্ব্বে তো সোহাগ কম দেখিনি! আচ্ছা গোপী, ঐ বিধবাটার সর্ব্বনাশ ক'রে নরকের দ্বার পরিষ্কার করলে কেন? আর এই সুন্দর পল্লীটাকেই বা উজাড় দিতে বসেছ কেন, বলতে পারো?

গোপী। এ কথা তোমায় কে বল্লে যে, আমি পুনার মার সর্ব্বনাশ করেছি। বরং সে-ই আমার একশত টাকা নিয়ে আর দিলে না।

সতীশ। দিলে না কি? তার স্বামীর শ্রাদ্ধের সময় সে তার ভিটে বাড়ী মর্টগেজ রেখে টাকা ধার

নেয়। টাকার দায়ে তার বাড়ীখানা নিয়ে নিয়েছ। সে এখন পরের বাড়ীতে দাসীপনা ক'রে খায়।

গোপী। সে বাড়ীখানা যে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি, তা বুঝি শোননি? কেবল দোষটাই দেখো।

সতীশ। কথা বাড়িও না, অনেক শুনতে হবে। আমি এ গাঁয়ের সব খবর রাখি এবং যার যা কথা তা সবই আমি শুনি। কৃপা ক'রে তাকে বাড়ী ফিরিয়ে দাওনি, তার সতীত্বের বিনিময়ে হতভাগিনী বাড়ী ফিরে পেয়েছে।

গোপী। তুমি দেখছি আমায় ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে আরম্ভ করলে. সতীশ, অত বাড়াবাড়ি ভাল মনে হয় না।

সতীশ। আক্রমণ তোমায় মোটেই করিনি, তা হ'লে তুমি এতক্ষণ মাটির সাথে মিশে যেতে। আমার কাণে আজই এ কথা এসেছে, তা না হ'লে এতদিনে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলতাম। থাক তোমার সাথে কথা কইতেও এখন আমার ঘৃণা বোধ হয়। আমি তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি, ভবিষ্যতের জন্য তুমি সতর্ক হও। আমি জীবন পল্লী-সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করেছি। পল্লী সংস্কার করাই এখন আমার জীবনের লক্ষ্য। পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য এ পল্লীতে আর হতেই পারবে না।

গোপী। বটে, আচ্ছা দেখি কেমন, মনে রেখ আমি তোমার ভাতে কাপড়ে নই, আমার যা খুশী তাই করবো, তোমার শক্তি থাকে তো তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রো।

সতীশ। উত্তম তোমার যা খুশী তাই তুমি ক'রে যাও, বাবা কয়েকটা টাকা রেখে গেছেন, তার গরমাই হয়েছে বুঝি? পুনঃপুনঃ তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি, কোন ত্রুটী পেলে কাহ্ কখনাও থাকবে না।

গোপী। এতদূর? আচ্ছা, দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

(সেবকদের প্রবেশ)

১ম সেবক। এত জায়গা অনুসন্ধান করলুম, কিন্তু মেয়েটার কোন খোঁজই পাচ্ছি না।

সতীশ। কোন খোঁজই পেলে না? কোথায় কোথায় খুঁজলে?

২য় সেবক। এ পল্লী তো তন্ন তন্ন করা হয়েছেই, আশেপাশের পল্লীগুলিও খোঁজ করা হয়েছে

সতীশ। আমার মনে হয়, এ গাঁয়েই কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে আছে। এ কোন গরীব লোকের দ্বারা হয়নি। গ্রামে যারা অর্থশালী লোক, তারাই অত্যাচারী অনেক বেশী।

১ম সেবক। মেয়েটার মা বল্লেন গোপী বাবু মাঝে মাঝে সে বাড়ীতে যেয়ে আড্ডা মারেন।

সতীশ। বটে! তবে আর যাবে কোথায়? এইমাত্র সে বদমাইসটা আমার কাছে এসেছিল। এই দিকেই গেছে, ওকে follow করো, দেখো কোথায় যায়। এত রাত্রে যখন বেড়িয়েছে, তখন নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে। আর বিলম্ব করা ঠিক নয়, এসো আমরা বেরিয়ে পড়ি।

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য

স্থান—গোপী বাবুর বাসা বাড়ী।

(গোপী, ঊর্মিলা, সেবকগণ ও সতীশ)

ঊর্মিলা। গোপী বাবু, আজ তিন চার দিন আমায় ধরে এনেছেন এখন আমায় ত্যাগ করুন, আমার সতীত্ব নষ্ট করবেন না। আমার বাপ-দাদার নাম কলঙ্কিত করবেন না।

গোপী। শিকার পেয়ে বাঘে কখনো শিকার ছেড়ে দেয়? তোমার জন্য যে আমায় অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে ঊর্মিলা। তোমায় যেদিন দেখেছি, সেদিন থেকেই আমি অস্থির হয়েছি। তুমি যা চাইবে আমি তোমায় তাই দিতে প্রস্তুত আছি, আমার কথা মত কাজ করো।

ঊর্মিলা। গোপী বাবু, আমি তোমার প্রলোভনে ভুলে যাবো, এত দুর্বল আমায় তুমি মনে করো না। আমি সতী, আমার সম্মান আমি নিজেই রক্ষা করতে জানি।

গোপী। ও বীরত্ব এখন রেখে দেও, এখন তুমি আমার মুঠোর মধ্যে এখন আমি তোমায় যা ইচ্ছা তা করতে পারি। এতদিন তোমায় বুঝিয়ে দেখলুম, যখন তুমি কিছুতেই আমায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত হচ্ছোনা, তখন আমি জোর করে যা হয় করবো। দেখি তোমায় কে রক্ষা করে?

ঊর্মিলা। চন্দ্র সূর্য্য যখন এখনো পূর্ব্বের মতই উদিত হচ্ছেন, তখন নিশ্চয়ই ভগবান আছেন।

তোমার যা খুসী তুমি করতে পারো, কিন্তু মনে রেখো ভগবানই সতীর মান রক্ষা করবেন।

(ঊর্ম্মিলাকে ধরিতে যাওয়া)

ঊর্ম্মিলা। হাঁ ভগবান্! (মূর্চ্ছা)

(সতীশ ও সেবকগণের প্রবেশ)

সতীশ। মাভৈঃ মাভৈঃ ভয় নাই মা—সতীর মান ভগবানই রক্ষা করেন। সেবকগণ, কুকুরকে এমনভাবে পিটাবে যেন কিছুদিন স্মরণ থাকে যে এই কর্ম্মের এই ফল।

(সেবকগণের প্রহার)

সতীশ। কি হে, তোমায় যে সতর্ক করেছিলাম, তা আজই ভুলে গেছ? এখন তোমায় কে রক্ষা করে?

গোপী। সতীশ, আমি তোমার বাল্যবন্ধু, আমায় ক্ষমা করো; আর আমায় মেরো না। আমি আর কখনো এমন কাজ করবো না।

সতীশ। আমাদের গাঁয়ে তুমিই একটা কুলাঙ্গার জন্মেছ, তোমায় আজ এমন করে তৈরী করে দিতে হবে, যেন ভবিষ্যতে আর কখনো এমন অসৎ কার্য্যে হাত না দেও। কুলাঙ্গার! ভদ্রবংশে জন্ম নিয়ে বাপ-দাদার নাম কলঙ্কিত করতে বসেছ? তোমার ক্ষমা নাই।

গোপী। আজ তোমরা আমায় ছেড়ে দেও, প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, আর কখনো এমন কাজ করবো না।

সতীশ। তোমার প্রায়শ্চিত্ত এখনো হয়নি। মা ওঠ! আর ভয় নাই, ভগবানই তোমায় রক্ষা করেছেন। পিশাচ! মায়ের চরণ ধরে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে বিদায় নে। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও, মনে রেখো আবার কখনো এমন কাজ করলে তোমার প্রাণ নিতেও আমি কুণ্ঠা বোধ করবো না।

গোপী। (ঊর্ম্মিলার পায় ধ'রে) মা, আমার অপরাধ ক্ষমা করো।

সতীশ। সেবকগণ, কুলাঙ্গারকে যেতে দাও।

[গোপীর প্রস্থান।

ঊর্ম্মিলা। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনারা দেবতা, আমায় বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিন।

সতীশ। সেবকগণ, তোমরা একে বাড়ীতে দিয়ে এসো। এর বাবা মাকে ব'লো, এ নিয়ে সমাজে এখনই কিছু কিছু আলোচনা হচ্ছে, বোধ হয় কর্ত্তারা কেউ কেউ এদের সমাজচ্যুত করবারও পরামর্শ কচ্ছেন। তারা যেন সে আন্দোলনে ভীত না হন। তার মেয়ে যে সতী, সে প্রমাণ আমরাই করবো। আমি নেতার কাছে যাচ্ছি, তিনি বোধ হয় খুবই ব্যস্ত আছেন। এ সংবাদে তিনি খুবই প্রীত হবেন, সন্দেহ নাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য

স্থান—আনন্দময়ীর বাড়ী।

(নিতাই, রাজেন, সতীশ ও সেবকগণ)

নিতাই। আজ তোমরা কি কাজ করেছ?

১ম সেবক। বড়াইল গ্রামের জলাশয়গুলি সব পরিষ্কার ক'রে দিয়ে এলুম। আর জঙ্গলগুলি সব আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছি।

২য় সেবক। মায়ের অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়, কারো ঘরেই কিছু নেই, ভেতরে ভেতরে একটা হাহাকার চলেছে; দু'বেলা ভাত অনেকেরই জোটে না, ভদ্র অভদ্র সব সমান হয়ে উঠেছে।

নিতাই। এর কারণ কিছু নির্দ্দেশ করতে পেরেছ কি?

সতীশ। অলসতাই এর প্রধান কারণ ব'লে আমার মনে হয়।

নিতাই। আমারও মনে হয় তাই, কাজ দেশে অনেকই আছে সে কাজ ক'রে পেট ভরাচ্ছে অন্য দেশী লোক। আমরা কচ্ছি উপোস; চোখ থাকতে আমরা অন্ধ।

(রাজেনের প্রবেশ)

নিতাই। এসো ভায়া! ছেলেদের কাছে পল্লীর অবস্থাটা শোন।

রাজেন। শুনবো আর কি? নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। এখন কি উপায় অবলম্বন করলে জাতিটা বাঁচে, তাই বলুন।

নিতাই। উপায় ব'লে দেওয়া সহজ, কিন্তু সে পথে কি কেউ চলবে মনে করো?

সতীশ। বলুন, চেষ্টা ক'রে দেখবো।

নিতাই। কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম।

রাজেন। কি কাজে লাগতে বলেন? কাজ কি এখন দেশে আছে?

নিতাই। ঐ জায়গায়ই ত আমাদের মস্তবড় ভুল। বাংলা দেশে কাজের অভাব কি? তবে বলবে যে, ওটা আমাদের চোখে পড়েও পড়ে না। কারণ তাতে রাতারাতি বড় মানুষ হওয়া যায় না। কেউ কখনো রাতারাতি বড় মানুষ হতেও পারে নাই। যারা বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ধনী বলে পরিচিত, তারা পূর্ব্বে সকলেই আমাদের মতন গরীব ছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের বলেই আজ তারা অর্থশালী হয়েছেন। আমাদের যে, ও দুটীরই অভাব। তা না হ'লে আজ আমাদেরই বাংলা, অথচ তা লুঠে নিচ্ছে মারোয়াড়ী, ভাটীয়া, দিল্লীওয়ালা, ইংরেজ। কুলী মজুর সব উড়ে, বাসার চাকর বামনও উড়ে। ত্রিশ টাকার চাকুরীর জন্য মাথার ঘাম পায় ফেলছ কেন? যাও না ঐ নারায়ণগঞ্জের ঘাটে গিয়ে কুলীর কাজ করো না কেন, মাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা পাবে, কারো তোষামুদির প্রয়োজন হবে না। কেউ যাবে কি? মান খসে যাবে, এ কথা বল তো লাঠি নিয়ে মারতে আসবে। ভিক্ষায় মান যায় না, কাজ ক'রে খাবে তাতে মান যাবে, এ জাতির কল্যাণ নাই, কল্যাণ হ'তে পারে না।

রাজেন। সকলে বলেন—বাঙ্গালী বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকলের অগ্রণী, কিন্তু বুদ্ধির তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

নিতাই। দেখবে কি! একমাত্র অন্ন সমস্যার সমাধান করতে না পেরে বাঙ্গালী আজ মরতে বসেছে।

সতীশ। এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিটাকে বাঁচাবার কি কোন পথই নেই?

নিতাই। থাকবে না কেন, অভিমানী হয়ে গেছে জাতি, বিলাসে ব্যসনে হয়ে গেছে আত্মহারা, নাম নিয়েছেন বাবু। যদি এ জাতিকে বাঁচাতে চাও, তবে অভিমানকে পদদলিত ক'রে যে, যে কাজের যোগ্য, তাকে সে কাজে লেগে যেতে বলো।

রাজেন। হাঁ, ইহাই একমাত্র পথ বটে।

নিতাই। রাজেন, কি বলবো দুঃখের কথা, আজ বাঙ্গালী সকল ব্যবসা বাণিজ্য হ'তে বিতাড়িত, তার কারণ সে সততা হারিয়েছে, যেইটে বাঙ্গালী জাতির বিশেষত্ব ছিল। কলকাতার দিকে চেয়ে দেখো, বাঙ্গালী ধুতি চাদরে বাবু, কেরাণীর দল, টাকা দেয়। কিন্তু যারা কুড়িয়ে নিচ্ছে, তারা সবই বিদেশী। চৌতালায় বসে তারা বাঙ্গালীর দুর্দ্দশা দেখে খিলখিল্ ক'রে হাসছে।—গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানগুলি পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। আর দু'চার বছর পরে এ কলকাতায় তোমরা একটী বাঙ্গালীকেও দেখতে পাবে কিনা, সে বিষয় আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

সতীশ। এবার কলকাতায় অবস্থা যা দেখে এলাম, তাতে মনে হয় তাই। খাবার দোকানগুলিও এখন আর বাঙ্গালীর নেই।

রাজেন। এখন উপায় কি?

নিতাই। উপায়—মায়ের পায়।

(গীত)

মায়ের নামের বাদাম উড়িয়ে দে রে,
উজান বাইতে বাদাম চাই;
বাংলা-দরিয়ার মাঝে,
বড় জোরের কাটাল পড়ছে ভাই।
এমন তুফান লাগছে গাঙ্গে,
এপার ওপার দু'পার ভাঙ্গে,
তার উপরে কাল বোশেখির,
ঘন ঘটা দেখতে পাই।
হুঁসিয়ার থাকিস দমকা হাওয়ায়,
তোদের পালের দড়ি ছিঁড়ে না যায়,
লক্ষ্য রাখিস মায়ের চরণ,
ভয় কি পারের ভাবনা নাই।
এই ঝড় বাদলে নৌকা ছাড়ি,
জমিয়ে দিতে পারলে পাড়ি,
এই বাঙ্গালীর জয়ের সারি
গাইবে জগৎ শুনবি ভাই।

রাজেন। যা বল্লেন, তার প্রতি বর্ণই সত্য। আচ্ছা বলুন তো বাংলার বর্ত্তমান জাগরণ কি সত্য? যদি সত্য হয়, তবে মানুষ এমন হতাশ অন্তমনে ব'সে আছে কেন? যারা সংগ্রাম কচ্ছেন, তাঁদের সহিত আত্মশক্তি নিয়োগ ক'রে দুর্গম যা, তা সুগম ও সহজ ক'রে তোলে না কেন?

নিতাই। জাগরণ যে সত্য, তার কোনই সন্দেহ নাই রাজেন।

রাজেন। যদি তা-ই হয় তবে মানুষ উঠে দাঁড়ায় না কেন?

নিতাই। পথ কই? পথ তৈরী ক'রে দেবেন নেতারা, কিন্তু তাঁরা কি তা কচ্ছেন? বক্তৃতা বা একটা কাঁচা আমির লড়াই হচ্ছে মাত্র। আন্দোলনের মনে আন্দোলন চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁদের Constructive work এর Programme আজও All India Congress committeeর

File এই ঘুমাচ্ছে। গঠনকার্য্য শুধু বক্তৃতায় হয় না, ক্ষেত্রে নাম্‌তে হয়।

সতীশ। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যা দেখতে পাচ্ছি তাতে ভয় হয়, মস্তবড় একটা দলাদলি আরম্ভ হয়ে গেছে।

নিতাই। হউক না, ও যত হবে ততই ভাল, ওতে একটা দলের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোন দলই ব্যর্থ নয় সতীশ! ভগবানের ইচ্ছায়ই যখন সব হচ্ছে, তখন এ দলাদলিরও একটা সার্থকতা আছে। তোমরা কারো ইঙ্গিত বা নিন্দে না ক'রে যে পথ তোমাদের ভাল লাগে সেই পথেই চল্‌তে থাকো।

রাজেন। মনকে বোঝাতে পারি কই।

নিতাই। ঐ তো দোষ। আমি শ্রেষ্ঠ, জাতির মুকুটমণি, কেন না আমার মতন কবি আমার মতন সাহিত্যিক, আমার মতন নেতা, আমার মতন দেশপ্রেমিক কে আছে? এই অভিমানেই বাঙ্গালীর পতন। মনে রেখো শক্তি নাই একজনের। মানুষ মাত্র সকলেরই শক্তি আছে, মানুষ অশক্ত হ'তেই পারে না। অভিমানকে চূর্ণ করে দিতে না পার্‌লে হাজার আন্দোলন করো না কেন, এ দেশে মিলন আস্‌বে না।

রাজেন। অভিমানেই যে আমাদের পতন তা স্বীকার কর্‌তে বাধ্য। এখন কি ক'রে অভিমানকে চূর্ণ কর্‌বো, তাই ব'লে দিন, আমরা সে কথা প্রচার করি।

নিতাই। রাজেন! তুমি সমাজের মুকুটমণি হও, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যারা তোমায় মুকুটমণি করেছেন, তাদের দিকে তাকাও কি? ঐ যে শ্রাবণের অজস্র বারিধারায় মাথা পেতে, এক হাটু কর্দ্দমে দাঁড়িয়ে কৃষক বাংলার মাটি চষে আহার্য্য যোগাড় ক'রে দিচ্ছেন তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁদের মহত্বের কথা ভুলে যাও কেন?

সতীশ। ঐ জায়গায়ই ত আমাদের মস্তবড় ভুল হ'য়ে যাচ্ছে।

নিতাই। যদি ভুল বুঝে থাকো, সতীশ! তবে সে ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করো, নচেৎ জাতির কল্যাণ নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। তাই ধনীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলো—বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে অসংখ্য সংগ্রহকারীকে দরিদ্রতার কঠোর বন্ধনে নিবদ্ধ ক'রে রেখো না; তাঁদের মুক্ত ক'রে দাও, দেখবে তাঁদের মুক্তির সাথে সাথে তোমাদেরও সকল বন্ধন খসে পড়ে গেছে।

রাজেন। যা বল্লেন, তা সত্য। প্রকৃতির নির্ম্মম আঘাতে যখন চৈতন্য ফিরে পাই তখন চীৎকার করি, সাত কোটী ভাই বোন্ এক কথার রাগিণী আলাপ করি।

নিতাই। ও আলাপেই কি জাতি জাগবে? অহঙ্কারের দীপ্ত মুকুট মাথা থেকে খসিয়ে, জন-শক্তির স্কন্ধদেশ থেকে নেবে, তাঁদের সাথে পদব্রজে মহাতীর্থে ছুটে যেতে না পারলে এ জাতির উত্থান সুদূরপরাহত।

রাজেন। শ্রেষ্ঠ আমি, মহৎ আমি, নেতা আমি, আমার পায়ের ধূলায় অপরে কৃতার্থ হয়ে যায়; এ ভুল কি ভাঙ্গবে না? বাংলার সাধনা কি শুধু মন আর বুদ্ধিগত হয়েই থাকবে? বিধাতার অজস্র অমৃত বর্ষণে সবখানি নূতন হবে, মুক্তির আনন্দে, বিশ্বের দেউলে বাঙ্গালী কি আর বিজয় সঙ্গীত গাইবে না?

নিতাই। রাজেন! হতাশ হয়ো না, বাঙ্গালী আবার বিশ্বকে কম্পিত ক'রে তার বিজয় সঙ্গীত গাইবেই গাইবে, কারণ এ শ্রীচৈতন্যের বাংলা, তাই প্রেমের বাণী জগৎকে বাঙ্গালীরই শুনাতে হবে।

(সেবকদের প্রবেশ)

নিতাই। তোমরা এখন কোথায় গিয়েছিলে?

১ম সেবক। চুরি ডাকাতি না হয় সেজন্য রাত্রে আমাদের পল্লীতে পাহাড়া দিতে হয়, তাই ঘুরে দেখে এলাম।

২য় সেবক। প্রসাদ পেতে চাই ক্ষুধা পেয়েছে।

নিতাই। একটু অপেক্ষা করো, মায়ের ভোগ এখনো হয়নি। রাজেন! ইউরোপের জনশক্তি ভেঙ্গে দিতে চায় ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণপ্রাচীর, সম্পদ রাখতে চায় বিশ্বের এক কোণে স্তূপীকৃত কিন্তু তা হবে না, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে সাথে তা জনসাধারণে বিতরিত হবেই। বাহিরকে নিয়ে যে টানাটানি এর ফল বিপ্লব, রক্তারক্তি আভিজাত্য শ্রেণীর সহিত শ্রমজীবীর তুমুল সংগ্রাম। এ সংগ্রাম যাতে না বাধে সেইজন্যেই মহাত্মার বর্ত্তমান আন্দোলন।

রাজেন। আজ আমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন হলো। এখন আমাদের কার্য্য কি তা নির্দ্দেশ ক'রে দিন।

নিতাই। আমাদের এখন অন্তর পরিবর্ত্তনের বিপুল শিক্ষা বিস্তার কর্‌তে হবে। আমাদের সাধনা শুধু ভাব-সাহিত্যের বাক্য-বিন্যাসই নয়,

বিজ্ঞানালোকের অলৌকিক স্বপ্নগুলিকে মর্ত্ত্যের বুকে সত্য ক'রে ফুটিয়ে তোলা।

সতীশ। তা হ'লে এখন আমাদের অদম্য উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে নাবা কর্ত্তব্য।

নিতাই। তা তো বটেই, ব'সে থাকার সময় এখন নাই। বাংলার নবীনকে এখন কর্ম্মের মাঝেই দেখ্‌তে চাই। কথা তো অনেক দিনই শেষ হ'য়ে গেছে। আমি বর্ত্তমানে সকল শ্রেণীর কর্ম্মীদের ভেতরে একটা অন্তরগত মিলন দেখতে চাই।

রাজেন। তা হ'লে জনসাধারণের সাথে আমাদের একেবারে গলাগলি হয়ে পড়তে হবে, তা না হ'লে তাঁদের প্রাণের সাড়া পাওয়া যাবে না।

নিতাই। তাই তো আমি নেতাদের বলি, যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভই করতে চান, তবে টাউনে Reception পাওয়া বন্ধ করুন, পল্লীতে জনসাধারণের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ান, জাতীয় জীবনের প্রাণ কোথায়, তার সন্ধান মিলে যাবে। তাই আজ ভাঙ্গা বুক নিয়ে সকলের কাছে সাধনা জানাচ্ছি, সাড়া পাবো কি? হে বাংলার ধর্ম্মপুরোহিতগণ! যদি বিজ্ঞানের মণিকোঠায় ব'সে আপন ধর্ম্মকে নিবিড় ভাবে পেয়ে থাকো, তবে এ মিলনে তোমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য বা নেতৃত্বের সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে না, বরং অহঙ্কারই ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। কার প্রাণ আছে? কে আজ মিলন প্রত্যাশায় আপনার গণ্ডী ছেড়ে বিশ্বের মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াতে প্রস্তুত; সিদ্ধপীঠ সোনার বাংলায় আজ যে লীলা সংগঠনের সূচনা দেখা যাচ্ছে এ মহা লীলার সহতীর্থ কে আছ? কার হৃদয় আজ মহা কালীর পদতলে অবলুণ্ঠিত রাখতে পারবে, সে ছুটে এসো! আমি আমার সমস্তখানি প্রাণ দিয়ে তোমায় আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হই।

(গীত)

আয় রে বাঙ্গালী আয় বেগে আয়
আয় জেগে যাই মায়ের কাজে;
দেখাই জগতে তেতো বাঙ্গালী
দাঁড়াতে জানে বীর সমাজে।
বহু দিন পরে ডাক এসেছে আজ,
ওরে বাঙ্গালী সাজ তোর সাজ,
এখনো নীরবে নাহি কিরে লাজ,
বিকরে তোদের কাজতেজে।
কোটিকণ্ঠে আজি জয় মা বলিয়া,
দ্বেষ হিংসা আদি চরণে দলিয়া,
দাঁড়া রে বাঙ্গালী আপনা ভুলিয়া,
সাজাই বাংলা নূতন সাজে।
মাভৈঃ ওঠরে ও বাঙ্গালী বীর,
কত কাল রবি নত করি শির,
শুনেছি রে জয় বাঙ্গালী জাতির
অনাহত শব্দধ্বনির মাঝে।

রাজেন (পদধূলি নিয়ে) আজ থেকে আপনি আমার দাদা নন, গুরু। আপনায় অনন্ত প্রণাম।

নিতাই। এই তো সব মাটি ক'রে দিলি ভাই, দাদাই ত ভাল ছিলাম। পরাধীনতার নিবিড় বন্ধন তোমার আত্মাকেও স্পর্শ করেছে দেখতে পাচ্ছি। স্বাবলম্বন স্বাধীনতা যদি তোমার অন্তর থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়ে থাকে, তবে তোমার মুক্তি সুদূর-পরাহত। কেবল অন্নবস্ত্র, সংগ্রহের জন্যই যে তুমি দাসখৎ সই করেছ এমন নয়, নিজের অন্তর উদ্বুদ্ধ করার জন্যও তুমি পরের পায়ে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছ, এ তোমার মস্তবড় ভুল রাজেন।

রাজেন। এ যে অতি পুরাতন বিধি, একে উপেক্ষা ক'রে চলি কি করে?

নিতাই। সে যুগে আর এ যুগে যে অনেক ব্যবধান রাজেন। নূতন বাংলাকে যখন নূতন করেই গড়ে তুলতে চাচ্ছ তখন আর পুরাতনকে নিয়ে টানাটানি কেন? সবই নূতন হয়ে গড়ে উঠুক।

রাজেন। অতীতকে উপেক্ষা ক'রে চলাই কি আপনার উদ্দেশ্য?

নিতাই। আমি কারোই উপেক্ষা ক'রে চলতে প্রস্তুত নই, বাহিরের অবস্থা যে আমাদের অন্তরকেও আশ্রয় ক'রেছে। পরের দাসত্ব না ক'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যেমন আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আত্মাকে পেতে হ'লেও পরের পায়ে লুটিয়ে পড়াও তেমনি অনন্যগতি হয়ে পড়েছে। ওগো প্রভু! তুমি আমায় মুক্তি দাও, তোমার চরণতলায় আমায় কৃতার্থ করো। ধর্ম্ম সাধনার পথে এরূপ দাস্য ভাবই চরম সিদ্ধির লক্ষণ ব'লে অনেকে মনে করেন। রাজেন। ইহাই কি মুক্তি? অন্তরে বাহিরে যে জাতি এমন ক'রে বাঁধা পড়েছে, সে জাতির কি মুক্তি হ'তে পারে ভাই।

রাজেন। আপনার এ কথায় ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে বড়ই বাজবে বলে মনে হয়। এতে একটা মস্তবড় ধর্ম্ম বিপ্লবও উপস্থিত হ'তে পারে।

নিতাই। তা হ'লে তো ভালই হতো, কিন্তু তা হয় কই? তুমি ভয় করো না, আমার কথায় প্রকৃত ভক্তদের প্রাণে বাজবার কোন কারণ নেই। যে

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সত্যই গুরুবাদ দেশে ফুটে উঠেছিল, আমি সেই সত্য গুরুবাদকে দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ত্তমান দাসত্ব আনয়নকারী গুরুবাদকে নির্ম্মম ভাবেই দেশ থেকে দূর করে দিতে চাই। মানুষের চরণে মানুষ বাঁধা পড়ে, যদি তার আত্ম-বিকাশের পথে অন্তরায় হয়, তবে যে বিশাল জাতিটা মরণের দিকেই ছুটে চলবে। যদি জীবন আনতে চাও তবে প্রতি মানবের আত্মমর্য্যাদা পরিপূর্ণ ভাবে ফুটিয়ে তোল, প্রতি মানব আপনাকে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ উপলব্ধি করুক। ইহাই বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম বলে আমি মনে করি।

সতীশ। তা হ'লে আমরা এ কথাই প্রচার করবো?

নিতাই। হাঁ, আমি বর্ত্তমান বাংলায় এরূপ ধর্ম্মের বা সাধনারই প্রবর্ত্তন দেখতে চাই। একজনকে ভগবানের অবতার বোধে সহস্র জনের পূজা করা জাতির কল্যাণ-সূচক নয়? যিনি অবতার তারও কর্ত্তব্য শিষ্যদের অবতার করে তোলা। বর্ত্তমানে তা হচ্ছে কি? গুরু তা করতে না পারলেই ভারতের অতীত ধর্ম্মপ্রবাহের মত বর্ত্তমান যুগধর্ম্মও জাতির জীবনে কোন স্থায়ী শক্তি দিয়ে যেতে পারবেন না। অবতারের অন্তর্দ্ধানের সাথে সাথে শিষ্য প্রশিষ্য নেড়া নেড়ী বা ঘণ্টা নাড়ার দলে পর্য্যবসিত হবেনই। তাই নূতন বাংলাকে সাবধান করে দাও, তারা যেন ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে কারো পায়ে লুটিয়ে না পড়েন। নিজের আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তারা শক্তিমান হউন। যেমন মহাত্মা তাঁর আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেই আজ জগতে শ্রেষ্ঠ মানবের আসন গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ হয়েছেন। তাইত বলছি রাজেন, সাধনা কার, সাধনা তো আমার।

রাজেন। তাই নাকি?

নিতাই। হাঁ রাজেন ভাই।

"কবিতা"

আমার ভেতর আসল আমি
যখন আমার জাগে,
আমিই তখন বিশ্বময়
ভিক্ষা তখন বিশ্ববাসী
আমার কাছেই মাগে।
আমিই তখন বিশ্বগুরু
আমার বীণাই বাজে,
আমার ইচ্ছায়ই লেগে আছে,
যে যার আপন কাজে।
আমার আদেশ মাত্র করেই
চলছে সবেই ভাই,
তাইতো আমার সেই "আমিটা"
জাগিয়ে তোলা চাই॥

[প্রস্থান।

রাজেন। কৃতার্থোঽস্মি, চল ভাই; তোমাদের প্রসাদ বিতরণ করে দেই গে।

(সকলে মিলিত-কণ্ঠে)

কালী মাইকী জয়।

[সকলের প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

স্থান—নৈশবিদ্যালয় গৃহ।

(সতীশ, আব্দুল কাদের ও ছাত্রগণ)

ছাত্রগণ— (গীত)

মলু। আমরা মানুষ হ'তে চাই,
মানুষ যদি হবি ম সুখের
সঙ্গ নে রে ভাই।
মুসলমানের ছেলে হবো
খাঁটি মুসলমান;
ধরব লাঙ্গল চষবো জমি
গোলায় তুলবো ধান;
লেখাপড়া শিখতেই হবে,
হজরতের দোহাই।

বিহারী। ওরে ভাই জোলা তাঁতি
ছাড়রে হিংসা দ্বেষ,
কাপড়ে যাট কোটী টাকা
নিয়ে যায় বিদেশ;
চালা মাকু দেশের টাকা
দেশেই রাখা চাই।

টোনা। মাছের বংশ কমে গেছে
পড়ছি বড় ফেরে,
বাংলার বাজার ভরে দিত
মোদের জগৎ যেড়ে;
আমার কেবল শিখতে হবে
মাছের চাষটা ভাই।

লালা। মুচীর ছেলে আমার কর্ম্ম
জুতা তৈয়ারী,
কিসের চীনা কিসের বিল্লী

কিসের টেনারী ;
হস্ত-শিল্পের উন্নতি বই
এদেশের মুক্তি নাই।

ধলু। আজ মাষ্টারমশায় এতক্ষণ আসছেন না কেন?

টোনা। বোধ হয় কারো বাড়ী অসুখ হয়েছে, সেখানে ঔষধ নিয়ে গেছেন। ইনি আসাবধি এ পল্লীতে ডাক্তারের ডাক বন্ধ হ'য়ে গেছে।

লালা। তা হ'লে কি তিনি আমাদের একটা খবরও দিতেন না?

বিহারী। হয় তো সে সময় তিনি ক'রে উঠতে পারেন নি।

ধলু। আমাদের শিক্ষার জন্য তিনি ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ আনতে দিয়েছেন, তা দিয়ে আমাদের দেশের স্বাস্থ্য কি ভাবে নষ্ট হচ্ছে এবং কি উপায়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়, তাই তিনি দেখাবেন।

টোনা। আমাদের জন্য তিনি সর্ব্বস্বান্ত হ'তে বসেছেন, কিন্তু তবুও আমাদের দেশের লোকের চোখ ফুটছে না।

লালা। চোখ ফুটছে না কি ক'রে বলো?

বিহারী। যদি ফুটতো, তবে যারা অর্থ ব্যয় ক'রে ছেলে পড়াতে পারে না, তাদের ছেলেগুলি এখানে পাঠায় না কেন?

ধলু। সবে মাত্র বিদ্যালয় হয়েছে, এর উপকারিতা আজ পর্য্যন্ত সকলে বুঝতে পারে নি। আস্তে আস্তে ছেলে হবে।

টোনা। তা হবে বই কি। ক্রমেই ত ছেলে বাড়ছে। রাস্তা দিয়ে যখন বই নিয়ে যাই, তখন আমাদের পাড়ার ছেলেরা কত কথাই না জিজ্ঞেস করে, আমাদের পড়াশুনার কথা শুনে তারা কতই না আনন্দ প্রকাশ করে।

বিহারী। তাদের মুখের দিকে চাইলে তখন বোঝা যায়, যে তাদের ভেতরটাও যেন আমাদের ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে আসছে।

ধলু। হাবে! বিদ্যার্জ্জনের ইচ্ছা কার না হয়? চোখ থাকতে যে আমরা অন্ধ, এ কথা সকলেই প্রাণে প্রাণে বেশ বোঝে। আমি এ চা'র মাসে বোধোদয় পড়ছি, কি আনন্দ!

লালা। আমার তো বোধোদয় প্রায় শেষ হয়ে এলো, এর পরে আমি তুলসীদাসের রামায়ণ পড়বো, বাংলা ভাষায় নাকি সে বই বেড়িয়েছে।

টোনা। আরো কিছু প'ড়ে নিতে হবে, তা না হ'লে তুমি সে দোহার বুঝবে কি?

লালা। তা তো পড়তেই হবে। আমরা জাতিতে মুচী, বাবার কাছে সে দোহা মাঝে মাঝে শুনি; বড্ডই মিষ্টি লাগে। নিজে যদি পড়তেই পারি, তবে কতই না আনন্দ হবে।

টোনা। আমি জেলে, মাছের বংশ দিন দিনই কমে যাচ্ছে, কিসে তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়, সেজন্য মাষ্টার মশাই নাকি আমায় মাছের চাষ শেখাবেন।

ধলু। হাঁ, যার যার জাতীয় ব্যবসা যাতে আমরা ভাল ক'রে করতে পারি, আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই নাকি তাই।

বিহারী। তা বই কি? চাকুরী তো আমাদের কেউ দেবেন না, আর সে বিদ্যা হবার সম্ভাবনাও আমাদের নেই। জাতব্যবসার সুবিধে হয় এমন কিছু লেখাপড়া শিখতে পারলেই নিজকে ধন্য মনে করি।

লালা। হাবে! আমাদের জাতব্যবসার কাছে কি আর চাকুরী লাগে রে? স্বাধীন ভাবে থেকে একবেলা খেলেও তাতে পূর্ণানন্দ।

বিহারী। তার আর সন্দেহ কি! দশ টাকা চালের বাজারে বাবুদের হাহাকার লেগে যায়; কিন্তু বাবা দু'খানা তাঁত চালিয়েই আমাদের খাইয়ে রেখেছেন। এই দুর্ম্মূল্যের সময়ও আমরা কখনও একবেলা খাইনি।

ধলু। আমি মুসলমান, লাঙ্গলই আমার সম্বল, আমার শিখতে হবে কত রকম চাষ হ'তে পারে, আর জমিতে কোন্ ফসলে কোন্ সার দিতে হয়।

বিহারী। লেখাপড়া শিখাও তো জাতব্যবসার উন্নতির জন্য। মাষ্টারমহাশয় বলেন—অন্ততঃ মাসিকপত্রগুলি তোমরা পড়তে পারো এতটুকুন বিদ্যে তোমাদের হ'লেই হবে, এর বেশী প'ড়ে প্রয়োজন নাই।

(আবদুল কাদেরের প্রবেশ)

ধলু। ঐ যে তিনি এসেছেন।

সকলে। আদাব—আদাব—আদাব।

আবদুল। তোমাদের আর সকল কোথা? আর কি কথা হলো এতক্ষণ?

ধলু। অনেকেই আজ আসেন নি। কথা অনেকই হয়েছে, শেষে মাসিকপত্রগুলি আমরা ভাল ক'রে পড়তে পারি এতটুকুন লেখাপড়া আমাদের সকলেরই করতে হবে, এ পর্য্যন্ত এসে আলোচনা দাঁড়িয়েছে, আর আপনি এসে উপস্থিত হয়েছেন।

আবদুল। বেশ বেশ এই তো চাই। এ ভাবে যদি তোমরা আলোচনা কর, তবেই তোমাদের পথ অনেক পরিষ্কার হয়ে যাবে। মাসিকপত্রগুলি যদি রীতিমত অধ্যয়ন কর্‌তে পারো, তবেই হবে, এর বেশী প'ড়ে তোমাদের প্রয়োজন নেই। মাসিকপত্র যদি একটা লোক রীতিমত পড়ে যায়, তবে সে একজন নেই। মাসিকপত্র যদি একটা লোক রীতিমত পড়ে যায়, তবে সে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব'লে সমাজে পূজিত হ'তে পারেন।

বিহারী। তাই নাকি মাষ্টার মহাশয়!

আবদুল। হাঁ বাবা তাই। ওতে অনেক সংবাদ থাকে, শুধু ভারতের নয়, বিভিন্ন দেশের ইতিহাসও বর্ত্তমান লিখকরা সংক্ষেপে দিচ্ছেন। মনে রেখো বাবা, ইতিহাসই পড়বার জিনিষ।

মনু। হুঁ, আপনি আর একদিনও এই ইতিহাস সম্বন্ধে বলেছেন। ইতিহাসে বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে এবং তাদের দেশের নূতন নূতন আবিষ্কার দেখে আমাদেরও প্রাণে নূতনের একটা আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়ে ওঠে।

আবদুল। আকাঙ্ক্ষা জন্মিলেই ত হলোরে! আকাঙ্ক্ষা জন্মে না বলেই ত বাঙ্গালী যুবকদের কোন কার্য্যেই উৎসাহ নাই। ঐটে থাকলে বাঙ্গালী যুবক জগতে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌তো, যা দেখে জগৎ বিস্মিত হতো। ভগবান বাঙ্গালীর মাথায় অনেক কিছু দিয়েছিলেন, কিন্তু দেননি অধ্যবসায়, দেননি উৎসাহ আর কর্ম্মের জন্য পিপাসা। ছেলেদের বিশেষ কিছু দোষ নেই, বর্ত্তমান শিক্ষালয়গুলিই হচ্ছে কেরাণী তৈরী করার যন্ত্র, বাপ-দাদা ঐ যন্ত্রে ফেলে ছেলেগুলিকে কেরাণী তৈরী ক'রে নিচ্ছেন, তাই তো আজ দেশে এই হাহাকার!

বিহারী। মাষ্টার মহাশয়! ওদেশের লোক কি ক'রে এত নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করে?

আবদুল। করে সাধনায়। বাপ সাধনা ক'রে যদি সিদ্ধ হতে না পারে তবে তার ছেলে আবার সেই সাধনায় ব্রতী হয়। আমাদের দেশে হয় ধর্ম্মের সাধনা, আর তারা করে কর্ম্মের সাধনা। ইংরেজ আর আমাদের মধ্যে মাত্র এইটুকুই প্রভেদ। তা না হ'লে তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ।

(সতীশের প্রবেশ)

সতীশ। মাষ্টার! ছেলেদের সাথে কি আলোচনা হচ্ছে?

আবদুল। ছেলেদের সাথে আলোচনায় আজ বেশ আনন্দ পাচ্ছি। ওদের ভেতরে যে একটা পিপাসা জেগেছে, তাতেই আমার পরিশ্রম আজ আমি সার্থক মনে কচ্ছি।

সতীশ। বাইরে থেকে আমি সবই শুনেছি। ছেলেদের ভেতরে এ আলোচনাটুকু শুনলেও ভবিষ্যতের জন্য একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌তুম। কিন্তু ছেলেদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে Foot Ball.

আবদুল। হবে না! ছেলেদের দোষ কি? সে মাষ্টার কই, যে ছেলেদের মনুষ্যত্বের দিকটা ফুটিয়ে তোলে। সে মাষ্টার এবং সে শিক্ষা কোন দিন বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ছিল, যখন অশ্বিনী বাবুর কার্য্যকরী শক্তি ছিল।

সতীশ। সে কথা আর বলতে! আমিও তো সে বিদ্যালয়েরই ছাত্র। তিনি ছাত্রদের জীবনে একটা নূতন ভাব জাগিয়ে দিতেন, ইহাই ছিল সে বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। মাষ্টার যাঁরা ছিলেন তাঁদের দেখলে মনে হ'তো যেন বাবার কোলে ব'সে তাঁরি স্নেহে ভরপুর হয়ে যাচ্ছি। খেলা ধূলার সাথে কত গভীর তত্ত্বই না তাঁরা আমাদের শুনাতেন।

আবদুল। অশ্বিনী বাবু দেবতা, তাঁর কথা ছেড়ে দেও। তাঁর পায়ের ধূলা না পেলে কি আমরাই আজ এ কাজে আসতুম! আজকাল মাষ্টারদের ছেলেদের উপরে স্নেহ কত, তা শুনবে? ছেলেরা মাষ্টার দেখে মনে করে, ওটা একটা বাঘ; আর মাষ্টাররাও ছেলেদের দেখে মনে করে, ওটা একটা বাঁদর। সতীশ! গুরুশিষ্যে এ সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে তুমি কি আশা কর্‌তে পারো?

সতীশ। আশা তো ছেড়েই দিয়েছি। তবে স্কুল-কমিটী আর কলেজ-কমিটীকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে দেখবো মনে করেছি; তারা যেন শিক্ষক নিযুক্ত করার সময় তাঁদের একটু পরীক্ষা ক'রে নেন। শুধু First Class ডিগ্রী দেখেই তাঁরা ভুলে না যান। হয় তো Third Class M. A. এর ভেতরে ছেলেদের শিক্ষোপযোগী এমন সব জিনিষ আছে, যা ঐ First Classএ নাই। তাই কমিটীর কর্ত্তব্য ঐ First Classএর স্থানে Third Classকে নেয়া। এ না হ'লে University সংস্কার হবার আর কোনই পন্থা নাই।

আবদুল। মাষ্টারদের মাইনেও কিছু বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন, ঐটেও তাঁদের কাজের একটা

মস্তবড় অন্তরায়, কারণ ষোল আনা প্রাণ দিয়ে অনেকেই কাজ করতে পারেন না।

সতীশ। সে আশা আর ক'রো না, বাড়ানো ত দূরের কথা বরং কমাবারই চেষ্টা হচ্ছে।

আবদুল। তাই যদি হয়ে থাকে, তবে মাষ্টারগুলি সব বেড়িয়ে আসে না কেন?

সতীশ। তারা কেরাণী বইত নয়, সকলের একমত হবারও সম্ভাবনা নেই। বেড়িয়ে এলে খাবে কি এই ভয়।

আবদুল। ভয়! মাষ্টারদের আবার ভয় কি? শিক্ষা বিভাগে যিনি জীবন কাটাতে চান, তার জন্যতো সমস্ত পথই পড়ে রয়েছে। প্রতি পল্লীতে এখন আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, পাঁচটী পল্লী নিয়ে একটী বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে যদি মাষ্টারটী কৃষক বালকদের শিক্ষায় আত্ম-নিয়োগ করেন, তবে তার অন্নের অভাব কি? তবে প্রথম একটু বেগ পেতে হবে, সেও এক মাসের বেশী নয়, পরে অবস্থা স্বচ্ছল হবে সন্দেহ নাই। এখন কথা হচ্ছে এই, ওরা সহরের লোভটা ছাড়তে পারবে কিনা সে বিষয়ই আমার সন্দেহ হচ্ছে।

সতীশ। নিতাই দাদা বলেন সহরের লোভ ছাড়তেই হবে, তা না হ'লে বাংলার অন্ন-সমস্যার সমাধান কিছুতেই হবে না। সহরমুখো হয়ে গেছে জাতি, তাকে আবার পল্লীমুখো করতে হবে। পল্লীতে ঐ চাষার কাছে রয়েছে বাংলার প্রাণ, তাদের সাথে আমরা যতই গলাগলি হবো ততই আমাদের হাহাকার দূর হবে; জাতিও শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে। তাই ত বলি, শিক্ষিত যুবক! হতাশ ভগ্নমনে বসে আছ কেন? এসো আমাদের সাথে পল্লী-বৃন্দাবনে ছুটে এসো, শান্তি পাবে, একমুঠো অন্নের জন্য পরের দ্বারস্থ হ'তে হবে না।

আবদুল। নিতাই দাদা এ সম্বন্ধে ছেলেদের একটা গান শিখিয়ে গেছেন। ওরে তোরা সেই গানটা গা দেখিনি।

ছেলেদের গীত।

চল্‌রে পল্লী ব্রজে চলে যাই
সহরে কুব্জারাণী,
ইট পাথরে সহর বোঝাই।
কুটীলতা কপটতা
নাই সেখানে সরলতা,
ভাইকে সেথা পর ক'রে দেয়
গৃহলক্ষ্মী যায় রে পালাই।
কারো নাই এক ছটাক জমি
* এমন আগার পায়ে নমি;
খেতে পায় না দুটি বেগুণ
দুটি বেগুণ-চাড়া লাগাই।
ফুরিয়ে গেলে বাজার খরচ
বাবুরা, হাওলাত কিম্বা করেন করজ;
আমরা সে দিন পল্লীবাসী,
শাক সজ্‌তে দিন্‌টা কাটাই।
বাবুরা সহরের মায়া ছেড়ে,
পল্লীতে না এলে ফিরে,
বাজবে না হৃদয়ের বিষাণ,
ঘুচবে না এ দেশের বালাই।

সতীশ। তোমার বিদ্যালয় দেখে বড়ই প্রীত হলেম। আমাদের ভেতরে তুমিই প্রকৃত কর্ম্মবীর।

আবদুল। যাক সন্তোষ হ'য়ে উঠলো বুঝি, আর কিছুদিন পরে একটা মলওয়ালা উপাধী বসিয়ে দিও। এ দেশে অবতার হতে বড় বেশী বেগ পেতে হয় না, কলকটা বড় কথ আওড়াতে পারলেই হলো। কথায় কথায় যে দেশে অবতার সৃষ্টি হয়, সে দেশের মুক্তি বড় সহজে হতে চায় না। যাক্ চলো এখন অন্য কাজে যাই।

সতীশ। চলো ভাই। তোমার নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

স্থান—গাছো পাহাড়।

(সন্ন্যাসী ও সতীশ)

সন্ন্যাসী। দিনের পর দিন সাধনা কঠোর হ'তে কঠোরতর হ'য়ে উঠছে; তরুণ ভারত তার জীবনের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত ক'রে দিতে কৃতসঙ্কল্প। জীবনের পরপারে যে সচ্চিদানন্দ সাগর আছে, সে অমৃতের সাথে ইহজীবনের সংযোগ তারা চায়। জীবনের এই অনন্ত স্বপ্ন তাদের মায়া নয়, মিথ্যাও নয় দ্বন্দ্ব কোলাহলপূর্ণ হীন জীবন যাপনের পুতি-গন্ধময় নরকে আজ যে সত্যের বিমল কিরণ থেকে থেকে ঝিলিক মেরে যাচ্ছে, সে ক্ষীণ সংকেতে ভারত এই জীবনেই অমৃতের আভাষ পেয়েছে। তাই

ভারতের প্রাণ-শক্তি আজ আপনাকে অনন্তভাবে পাবার জন্য অন্তর বাহিরের অন্তরায় সব পদদলিত ক'রে সত্যের সন্ধানে ছুটেছে। মরণকে যদি বার বার আলিঙ্গন করতে হয়, তাও সে করবে। ধর্ম্ম-সাধনার ভেতর দিয়েই ভারত আজ জগৎকে সত্যরূপে পেতে চায়; তাই ভারতের জাতীয় পতাকা আজ ত্যাগ-বৈরাগ্য দ্যোতক ত্রিরঙ্গে রঞ্জিত।

(সতীশের প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। কে, সতীশ? এস বাবা, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সতীশ। আজ আপনায় একটু চিন্তিত ব'লে মনে হচ্ছে। কোন নূতন খবর পেয়েছেন কি?

সন্ন্যাসী। না সতীশ, গঠনকার্য্যে মন প্রাণ ঢেলে দাও, ভারতের ভবিষ্যৎ বড়ই উজ্জ্বল দেখতে পাচ্ছি। মনকে স্থির করো, পবিত্র করো, উজ্জ্বল করো, অনন্ত প্রসারিত ক'রে ধর, বিশ্বময়ের বিশ্বরূপে জীবন ধন্য হবে, কৃষ্ণময় হবে।

সতীশ। হাঁ, ভারতবাসীর প্রাণে সত্যের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এ সাড়া শুধু ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে পড়েনি, জাতিগত জীবনেও জাগরণের সমুদ্র-গর্জ্জন শুনা যাচ্ছে। কেবল রাজনীতিকে লক্ষ্য করেই যে জাগরণের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে এমন নয়, সাহিত্যে, সমাজে, প্রতি গৃহস্থের জীবনেই জাগরণের রক্ত-কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে।

সন্ন্যাসী। কি ক'রে তা বুঝলে?

সতীশ। ভারতের সর্ব্বত্রই আজ একটা মহোৎসবের কোলাহলে পূর্ণ। কোথাও ত্যাগ, কোথাও সেবা, কোন জায়গায় শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের স্রোতও বইতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ বাংলার তরুণ জীবনে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ দেখা যাচ্ছে, দলে দলে ছেলেরা এসে কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ কচ্ছেন; ইহা আশার কথা, এবং ইহাই পূর্ণ জাগরণের লক্ষণ সন্দেহ নাই।

সন্ন্যাসী। হাঁ সতীশ, সকল দিক থেকেই যে জাগরণের লক্ষণ মূর্ত্ত হয়ে উঠছে তা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে মনে রেখো ভারতবাসীর জীবন সমুচ্চের পথে উঠিয়ে ধরার জন্যই আজ আমাদের এই বিরাট সাধনার আয়োজন। অন্তরের ডাক শোনা মানুষেরই এখন চাই। আমাদের মিলন যেন উন্নত জীবনের মূর্ত্ত প্রতীক হয়।

সতীশ। মার্জ্জিত বুদ্ধি আভিজাত্য শ্রেণীর লোক নিয়ে সভা-সমিতি করে, বিশেষ কিছু লাভ হচ্ছে বা হবে বলে আমার মনে হয় না। যদি হতো তবে প্রাণের তারে সকলের কণ্ঠে শিবের বিষাণ গর্জ্জিয়' ওঠে না কেন? তাই জীবনের মূল উৎস খুঁজে বের করতে না পারলে অজস্র পূত সঞ্জীবনীর ধারা-প্রপাতেও এ মরা দেশকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

সন্ন্যাসী। হবে, সতীশ হবে,—অমৃতত্ব ও অমরত্বের কথা জাতিকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও। অন্তর্দ্দৃষ্টিহারা হয়ে যদি কোন মহৎ আদর্শে পা বাড়ান হয়, তবে জীবন যজ্ঞ সার্থক হবে না বরং আদর্শ ম্লান হয়ে পড়বে। ভগবানের সহিত জীবনের যদি নিত্য সম্বন্ধ না থাকে, তবে জগতের কোন আদর্শই ভারতবর্ষকে বাঁধতে পারবেনা। ভগবানের জন্যই ভারত বার বার সর্ব্বত্যাগী হয়েছে, ধনমান ঐশ্বর্য্য রাজ্য কিছুতেই তো ভারতের বন্ধন সৃষ্টি করতে পারেনি, আজ কিসের বন্ধনে জাতির জীবন বাঁধতে চাও সতীশ?

সতীশ। ভগবানকে ছেড়ে জীবনের কোন রসেই যে জাতি মাতোয়ারা হবে না, তা আমি জানি। ফাঁকি দিয়ে এ জাতিকে সাময়িক মাতানো খুবই সহজসাধ্য, কিন্তু তাতে যে শক্তি ক্ষয় হবে, তাতে দুর্দ্দশা ক্রমে বেড়েই যাবে। তাই এই ভাগবত-ধর্ম্মী বিশাল জাতিটাকে গড়ে তুলতে হবে ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে

সন্ন্যাসী। হুঁ—হুঁ—সতীশ। ত্যাগ—ত্যাগ, কিন্তু ত্যাগ করবে কি? সবখানিই যে বাকী রয়ে গেছে। নগ্ন হ'য়ে মাটীর বুকে দাঁড়াতে পারলেই ত্যাগী হওয়া যায় না; সংসার সমাজ ত্যাগ করলেও ত্যাগ ব্রত সম্পন্ন হয় না, নৈষ্কর্ম্মও ত্যাগের লক্ষণ নয়। ত্যাগ করতে হবে অহঙ্কার। ভারতের ধন-ঐশ্বর্য্য, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য, বলবীর্য্য সবই গেছে, আছে কেবল দারুণ অহঙ্কার। এই অহঙ্কার দেহ প্রাণ মনকে নিয়ে, তাই এবার কৃষ্ণসাগরে ডুব দিয়েই ভারতের নবজন্ম লাভ করতে হবে।

সতীশ। ইহা কি সম্ভব? বুকভরা এই অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ের সবখানি নিয়ে ঘর করা কি সহজ কথা?

সন্ন্যাসী। সহজ কথা নয় বটে, কিন্তু তাই করতে হবে। সকলকে যদি ভাগবতময় ক'রে তুলতে না পারো, তবে সৌরভহীন কুসুমের মতন জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। জীবনকে আচ্ছন্ন করে

যদি ভগবান বাস না করেন, এ আবাস যদি তাঁরি কেলীকুঞ্জ না হয়, তা হ'লে তোমরা কোন্ আশায়, কোন্ সুখের কামনায় এই নিদারুণ দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে চল্‌ছ তা আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

সতীশ। এই দুঃখের ভেতর দিয়েই পাবো আমরা অমৃতের সন্ধান। ভারত অনেক ভোগ করেছে কোন ভোগেই তাঁর আর স্পৃহা নাই, কেবল বাকী আছে তার সচ্চিদানন্দময়ের অনির্ব্বচনীয় ভোগ। সে ভোগ ভারতের নিত্য হচ্ছে, কিন্তু জীবন দিয়ে নয়; জীবনের চেতনায় সে আস্বাদ মূর্ত্ত হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু জীবনের তলে সেই গোপন সুরে এই মহাভোগের মেলা চলেছে, সেই মহোৎসবের উল্লাসধ্বনি মনের তারে মাঝে মাঝে মধুর মূর্চ্ছনা তুলে আবার নীরব হয়ে যাচ্ছে, এ যেন সেই আড়াল থেকে শ্যামের বাঁশী বাজার মত। অনন্তোপায় ভারত উন্মাদ হয়ে তাই জীবনের তলে ডুব দিয়েছে, কিন্তু সেই অগাধ রস সাগরের তলা সে পায় নি; তা বলে হতাশের কিছু নেই, বর্ত্তমান ভারত রুদ্রসাগরের তলা না পেয়ে ফিরবে না।

সন্ন্যাসী। সতীশ, নিতাই আমার বেঁচে থাক; তোদের বুকভরা আশা দেখে আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই। এমন বুকভরা আশা নিয়ে রুদ্র-সাগরে ঝাঁপ না দিলে কি আর কুল পাবার যো আছে? তবে মনে রেখো, যে মন দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়, সে নীচের মন নয়; কাজেই বাসনার স্পর্শ সেখানে পৌঁছাতে পারে না। এই মনই হচ্ছে ভাগবত মন, ইহাই বিজ্ঞান। বিশ্বের আনন্দ এখানে অনাবিল তরঙ্গে নৃত্য-চঞ্চল। এই পরমানন্দে আজ ভারতকে সবখানি দিয়ে আত্মাকে অমৃতময় করে তুলতে হবে। ইহাই যে ভগবানের পূর্ণ স্বরূপ তা নয়, তবে এই পথ ধরেই ভারতকে তাঁর দিকে অগ্রসর হ'তে হবে। ভারত আজ এই অধ্যাত্ম সাধনায় উদ্বুদ্ধ, স্বরাজের পথে ভারত শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছে, এ আনন্দ নিয়েই আমি চির বিদায় গ্রহণ করতে পারবো। সতীশ তোমরা কর্ম্ম করে যাও, মাভৈঃ—

[প্রস্থান।

সতীশ। আর একটু দাড়াও—আমি তোমায় ভাল করে দেখে নি। চরণ-ধূলা নেবার সময়টুকুও আমায় দিলে না। আচ্ছা যাও প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। হে ভারতের তরুণ! শুনলে তো যুগ-প্রবর্ত্তকের কথা, তোমাদের এক নূতন জগৎ রচনা করতে হবে। সে জগৎ এমন দ্বন্দ্বায় নয়— সে জগৎ শান্তি ও সমতার জগৎ। সে জগৎ আনন্দ দিয়ে গড়া, আলো দিয়ে ছাওয়া। ভারতের পূর্ব্ব সৃষ্টির বনিয়াদ পর্য্যন্ত উপড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, বাধা দিওনা, পুরাতনের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হ'তে দাও। অতীতের স্মৃতি পর্য্যন্ত নূতন পথে বাধা জন্মায়। তোমরা পুরোভাগে দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হও, পিছনের করুণ আহ্বানে মুখ ফিরিওনা, মৃত যে সে মুছে যাক, নূতন গড়ে উঠুক। পৃথিবীকে দানে দানে ছেয়ে ফেল। ত্যাগী তপস্বী হয়েই ভারতের তৃপ্তি আমাদের সকলকেই তা হ'তে হবে; ইহাই বর্ত্তমান যুগ-প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধীর বাণী।

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। হঁ—হাঁ—সতীশ, ইহাই মহাত্মার বাণী, জগৎকে ব্রহ্মমন্ত্রে আমাদেরই দীক্ষিত করতে হবে। জগৎবাসী শোন, যুগ-প্রবর্ত্তকের বাণী শোন—

(গীত)

এসেছে ভারতে নব জাগরণ,
পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ।
মাতৃমায় লয়েছে দীক্ষা
জগতে শিক্ষা করিবে দান
স্তম্ভিত ক'রে বিশ্ব মানব
শিষ্য করিবে জগৎ খান
কাঁদছে সে আজ পূর্ণ বারতা
শোনায়ে সকলে পাতিয়া কাণ।
বিরাট ব্যোম ছত্রতলে
রবি শশী ঐ তাঁর আঁখি জলে
ইঙ্গিতে যাঁর ত্রিভুবন টলে
এ মরজগতে তিনিই গরীয়ান
অমৃত তিনি শাশ্বত তিনি
তাঁরেই অর্ঘ্য করিবে দান।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চদশ দৃশ্য

স্থান—শরৎ বাবুর বাড়ী।

(শরৎ, পঞ্চানন, সতীশ, নিতাই)

পঞ্চানন। শরৎ, আমায় ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

শরৎ। বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লেই ডেকেছি। নিশি গাঙ্গুলী মহাশয়কে সাথে নিয়ে আসতে বলেছিলাম, তিনি আসেন নি?

পঞ্চানন। তাঁর বাড়ী হয়েই এলুম, তিনি ব'লে দিলেন শরৎ বাবু আমায় যে জন্য ডেকেছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি; আপনি শরৎ বাবুকে বলবেন, তিনি যে ব্যবস্থা করবেন আমি তাই মেনে নেবো।

শরৎ। যাক, তা হ'লে না আসায় কোন ক্ষতি হবে না। শুনলুম আপনারা দামোদর বাবুকে সমাজচ্যুত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন? তাঁর অপরাধ কি?

পঞ্চানন। এ তুমি বলো কি? সে দিন তার মেয়েটা বের হয়ে গেল, তিন দিন পরে সে ঘরে এসেছে, তাকে আবার তিনি ঘরে স্থান দিয়েছেন, এ অপরাধ কি তাঁর কম হলো?

শরৎ। মেয়েটী বের হ'য়ে যায় নি। যতদূর খবর পেয়েছি, তাকে আপনাদের কুটুম্ব এ গাঁয়ের কুলাঙ্গার গোপী বাবু পথ থেকে জোর করে টেনে নিয়ে গেছেন। অথচ তারি বাড়ীতে সেদিন আপনারা আনন্দে ফলার মেরে এলেন। বলি তার অপরাধটা কি ঐ মেয়ের চেয়ে বেশী নয়?

পঞ্চানন। শত হ'লেও সে মেয়ে মানুষ পুরুষের পক্ষে কি এ কথা সাজে?

শরৎ। ঐ জায়গায়ই ত গোল; পুরুষের কিছুতেই দোষ হয়না, তারা শুদ্ধ গঙ্গাজল কিনা? মেয়েরা তাঁদের আত্মীয়ের সাথে একটু কথা বল্লেও তার সতীত্বের অবমাননা হয়। সাধে কি আর সমাজ উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। মেয়েদের অভিসম্পাত আর চোখের জলে সমাজ জ্বলে গেল, সমাজ জ্বলে গেল।

পঞ্চানন। তুমি কি মনে করো দামোদর বাবু তার মেয়েকে ঘরে নিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন?

শরৎ। শুধু বুদ্ধিমানের কাজই করেন নি, মেয়েটীর ভবিষ্যতের পথ নিরাপদ করেছেন। আজ যদি তিনি মেয়েটীকে ঘরে স্থান না দিতেন, তবে কাল তাকে পথে দাঁড়াতে হতো। সমাজকে ভার-গ্রস্ত করে সে এই বাংলার শ্মশানে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্যে আত্মহারা হয়ে একটী পিশাচিনী সাজতো, যাকে দেখে কাল আপনিও নাসিকা কুঞ্চিত করতেন।

পঞ্চানন। যেমন কাজ তেমনই তার প্রায়শ্চিত্ত।

শরৎ। আমরাই যে সে পিশাচের দল। কই, আমাদের প্রায়শ্চিত্তের তো কোন ব্যবস্থাই সমাজ-পতিরা করেন নি? করলে কি আর এই বিশাল জাতিটা আজ এমন করে ধ্বংসের পথে ছুটে চলতো? আমরা মেয়েদের প্রায়শ্চিত্ত কচ্ছি, ও প্রায়শ্চিত্ত নয়—সহস্র সহস্র সতীলক্ষ্মী মায়ের সর্ব্বনাশ করা কচ্ছে মাত্র। আজ বাংলায় যাদের আমরা পতিতা বলে ঘৃণা কচ্ছি, তার অধিকাংশই ভদ্র ঘরের মেয়ে, এবং তাদের ভেতরে নির্দ্দোষের সংখ্যাই বেশী। এ সর্ব্বনাশ কি সমাজের ধুরন্ধরদের অজ্ঞতার ফল নয়?

পঞ্চানন। তুমি এই জন্যই আমায় ডেকেছিলে?

শরৎ। হাঁ, আপনাদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আপনারা এ ব্যাপার নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না; তা হ'লে পরিণামে আপনাদের বড়ই অশান্তি ভোগ করতে হবে। পল্লীসংস্কার আর জাতি-সংগঠনই বর্ত্তমানে আমার ব্রত। আমি আমার রাজেন্দ্রপুরকে নূতন ভাবে গড়ে তুলতে চাই; আপনাদের পুরাতন সমাজকে ভেঙ্গে চুরমার করে আমি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবো। প্রকৃত অপরাধী যে, তাকেই দণ্ড পেতে হবে। আমি আপনাদের গোপীনাথকেই এ জন্যে সম্পূর্ণ অপরাধী মনে করি, এবং তাকে এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সমাজচ্যুত হয়ে থাকতে হবে, যতদিন পর্য্যন্ত আমি তার চরিত্র সম্বন্ধে সন্তোষজনক Report না পাই।

পঞ্চানন। গোপী আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাকে বাদ দিয়ে আমি থাকি কি ক'রে?

শরৎ। তা হ'লে আপনারও ঐ কুলাঙ্গারের সাথে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, কারণ মনে করবো আপনিও ঐ পাতকীর একজন প্রশ্রয়দাতা।

পঞ্চানন। তা যা ভাল বোঝ তা করতে পারো; কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাতে গোপী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, অন্য কোন লোকের দ্বারা এ কাজ হয়েছে।

সতীশ। নির্দ্দোষ কি করে বলেন? আমি নিজে তার বাগানবাড়ী থেকে মেয়েটীকে উদ্ধার করেছি।

শরৎ। এখন আপনি কি বলতে চান?

পঞ্চানন। এর কথার উপরে বিশ্বাস ক'রে কি তুমি তাকে শাস্তি দিতে চাও? এর দ্বারাই যে সে কাজ হয়নি, তা তুমি কি করে বুঝলে? আজ দু'দিন সেবক সেজেই এ নির্দ্দোষ হয়ে গেল? এর

চরিত্র সম্বন্ধেও কারো অভিজ্ঞতা কম নেই। রাইকিশোর বাবুর বাড়ীতে একে নিয়ে কেলেঙ্কারী কি কম হয়েছিল?

শরৎ। সেইটে হয়েছিল এই সেবক-সমিতিটাকে ভাঙ্গবার জন্য, একে জব্দ করার জন্য, কিন্তু যে সে ঘটনমূলে একেবারেই ভিত্তিহীন, তা সকলেই এক-বাক্যে মেনে নিয়েছিলেন। যাক্‌, তা ব'লে আপনারা বাড়াবাড়ি না ক'রে ছাড়ছেন না? তবে এইটুকুন আপনি জেনে যেতে পারেন, যে দামোদর বাবুর বাড়ীতে কোন ব্যাপারে ভুরী ভোজনে ব্রাহ্মণের অভাব হবে না।

পঞ্চানন। তা যা হয় হবে। শুধু ভোজ'নর কাঙ্গালী হয়েই তার বাড়ীতে যেতাম না। সমাজকে উপেক্ষা ক'রে এ বৃদ্ধ বয়সে চলবার আর ইচ্ছা নাই; জাতি ধর্ম্ম দেখতেই হবে।

(নিতাইর প্রবেশ)

নিতাই। হাঁ, ব্রাহ্মণ। জাতি ধর্ম্ম দেখতেই হবে।

(গীত)

জাতের নামে বজ্জাতি সব,
জাত্‌-জালিয়া খেলছ জুয়া;
ছুঁলে পরেই জাত যাবে,
জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাড়ী;
ভাব্‌লি এতে জাতির জান্‌;
তাই তো বেকুব কর্‌লি তেরো
এক জাতিকে একশখান;
এখন দেখিস ভারত জোড়া,
প'ড়ে আছিস বাসী মরা,
জাত নাই আজ আছে শুধু,
জাত শেয়ালের হুকা হুয়া।

পঞ্চানন। বলি, ধর্ম্ম কর্ম্ম এ সব তো দেখতে হবে?

নিতাই। জানিস না কি ধর্ম্ম সে যে,
ধর্ম্ম সম সহনশীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে,
ছোঁয়া ছুঁইর ছোট্ট ঢিল;
যে জাত ধর্ম্ম ঠুন্‌কো এত,
আজ নয় কাল ভাঙবে সেতো,
যাক্‌ না সে জাত জাহান্নামে,
রইবে মানুষ নাই পরোয়া।
বল্‌তে পারিস বিশ্বপিতা
ভগবানের কোন্‌ সে জাত,
কোন্‌ ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁয়া,
অশুচী হন জগন্নাথ,
নারায়ণের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই,
ছেলের মুখে থুথু দিয়ে,
মা'র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া।
ভগবানের ফৌজদারী কোর্ট,
নাই সেখানে জাত বিচার,
পৈতা টীকি টুপি টোপর,
সব সেথা তাই একাকার;
জাত যে শিকেয় তোলা রবে,
কর্ম্ম নিয়েই বিচার হবে।

পঞ্চানন। তারপর?

নিতাই। বামন চাঁড়াল এক গোয়ালে,
নরক কিম্বা স্বর্গে যাওয়া।

[প্রস্থান।

পঞ্চানন। যত সব বিধর্ম্মী জুটে সমাজটাকে উচ্ছন দিতে বসেছে।

[প্রস্থান।

শরৎ। সতীশ! তুমিও যাও, দামোদর বাবুকে বল্‌বে, তিনি যেন তাঁর বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের আয়োজন করেন, আমি নিজে উপস্থিত থেকে কার্য্য সমাধা কর্‌বো। আর রাজেন্দ্রপুরে প্রচার ক'রে দাও, গোপীকে দিয়ে কেউ না খায়, এবং তার সাথে কেউ কথা না বলে, হয় সে তার চরিত্র সংশোধন কর্‌বে, না হয় তাকে এ পল্লী থেকে চির বিদায় গ্রহণ কর্‌তে হবে। দামোদর বাবুকে আরো বলো, তিনি যেন সকলকেই নিমন্ত্রণ করেন, যার খুসী তিনি আসবেন, তার কর্ত্তব্যের যেন ত্রুটী না হয়। তোমরাও গোপীকে সংশোধনের চেষ্টা ক'রো।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষোড়শ দৃশ্য

স্থান—বিদ্যালয়।

(বিমলা, সুলতা, নির্ম্মলা, ছাত্রীগণ, সেবক, নিতাই)

নির্ম্মলা। দিদি! তুমি আজ আমাদের সেই মারাঠা বীরের কবিতাটী একবার শোনাও।

সুলতা। "কবিতা"

শুনিয়া জননী পুত্র তাঁহার
হারিয়া এসেছে রণে
দুঃখে বিষাদে দশ হু' ফোটা
ফেলিলা সংগোপনে।
অঞ্চলে মুছে আঁখি
পুত্রে কহিলা ডাকি,
ক্রোধ কম্পিত-কণ্ঠ তাঁহার;
ক'রে হতভাগা হারে,
যুদ্ধক্ষেত্রে তুচ্ছ এ প্রাণ
রাখিতে পারিলি নারে?
লাজে অবনত শিরে
ফিরিয়া এ লিলি ঘরে,
আপন জীবন দিতে পারিলি না,
আপদ বাঁইত চুকে;
মারাঠা বীরের জনম হইয়া,
ফিরে এলি কোন্ মুখে?
রাজপুতগণ সনে,
যুঝিতে যুঝিতে রণে,
একদিন তোর স্বর্গীয় পিতা
প্রাণ দেন অবহেলে;
হায় হতভাগা কুল-কণ্টক,
তুই না তাঁহারি ছেলে?
পুত্র কিছু না কহে,
স্তব্ধ মৌন রহে,
জল্ জল্ জল্ অগ্নির সম,
জ্বলে উঠে আঁখি দুটী;
মুক্ত কৃপাণ টানি লয়ে করে,
বাহিরে আসিলা ছুটি।
রণ ভেরী ওঠে বাজি,
বাহির হইলা সাজি,
শত শত বীর সামরিক সাজে,
বম্ বম্ হর রবে;
হেরেছে হেরেছে সেবার,
কিন্তু এবার জিতিতে হবে।
পুণ্য বিপাশা-তীরে,
সন্ধ্যা নামিছে ধীরে,
মিলিত তখন মারাঠা সৈন্য,
পুনঃ যুঝিবার তরে;
চলিল যুদ্ধ মারাঠা মোগলে,
সপ্ত দিবস ধ'রে।
এ দিকে মারাঠা-পুরে,
শত শত ক্রোশ দূরে,
মারাঠা বীরের মহিষী,
উদাসীনা উন্মনা;
পুত্রের লাগি ইষ্টদেবের,
করিছেন আরাধনা।
সপ্তাহকাল পরে,
ফিরিল আপন ঘরে,
যুদ্ধ বিজয়ী মারাঠা সৈন্য,
মত্ত বিজয়-নাদে;
উড়ায়ে নিশান বাজায়ে বিষাণ,
হুঙ্কারী আহ্লাদে।
পুত্র আসিছে ফিরে,
বিজয় মাল্য শিরে,
জননী ত তার চন্দন ফুল,
কুমকুম নিয়ে করে;
শুভ্র বসনে মধুর কান্তে
দাঁড়ায়ে দুয়ার পরে।
পুত্রের লাগি তাঁহার,
সবুর সহে না আর,
সহসা সেথ বীর সেনাপতি
কুর্নিস ক'রে আসি,
নয়নে অশ্রু ঘর্ম ললাটে,
অধরে শুষ্ক হাসি;
পুত্র রহিল কোথা,
জননীর ব্যাকুলতা,
হেরি সেনাপতি ফুকারি ওঠে;
করপুটে মুখ ঢাকি,
জিতিয়া এসেছি আমরা,
কিন্তু তাঁহারে এসেছি রাখি।

নির্ম্মলা। বীর জননীর বীর সন্তানই বটে, এমন মা-ই আমরা এখন চাই।

বিমলা—ইনি কে, সুলতা।

সুলতা। ইনি এই রাজেন্দ্রপুরের জমিদার শরৎ বাবুর পুত্রবধূ। ইনিই এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ বহন করেন। আদর্শ গৃহলক্ষ্মী তোমায় দেখাবো বলেই আজ আমি এঁকে খবর দিয়ে এখানে এনেছি।

নির্ম্মলা। (নমস্কার ক'রে) দিদি, ইনি কে? একে তো আমি আর কখনো দেখিনি।

সুলতা। ইনি আমার একজন বাল্যবন্ধু, আমাদের বিষ্ণুপুর গ্রামের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নলিনীকান্ত রায় মহাশয়ের কন্যা। ইনি বর্ত্তমানে বেথুন কলেজে Third year এ পড়েন। আমাদের

উৎসব দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছিলুম, তাই আমাদের উৎসব দেখতে এসেছেন।

নির্ম্মলা। বেশ, বেশ, এঁরা এসে যদি আমাদের একটু উৎসাহিত করেন তবেও আমরা কতকটা বল পাই। দিদি, আজ কাগজে অনেক ভারত মহিলার নাম দেখলাম, তাঁদের লেখা হয়েছে এঁরা অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী ভারত-মহিলা।

বিমলা। শুধু কি তাই! তাঁরা স্বদেশ-প্রেমিকা, স্বদেশ-মাতা, সর্বজন পূজিতা, দেশ-কর্ম্মিণী ভারতবাসীর গৌরব।

নির্ম্মলা। যে শিক্ষা পেয়ে তাঁরা আজ এ আসনে দাঁড়িয়েছেন, আমরা সে শিক্ষা পেলে কি তাঁদের মতন হ'তে পারি না?

সুলতা। কে বলে পারো না? শিক্ষা পেলে ভারত-মহিলা অঘটন ঘটাতে পারে।

বিমলা। বর্ত্তমান ভারতে অনেক মেয়ে আছেন, যাঁরা জননায়কত্বের দাবী ক'চ্ছেন এবং তাঁরা তা করতেও পারেন।

সুলতা। তা পারেন বটে, কিন্তু মনে রেখো বিমলা, মেয়েদের মাতৃত্বের সম্মান বড় উচ্চে। যে সকল মেয়েরা জননায়কত্বের দাবী করেন, তাঁদের ভেতরে মাতৃত্ব ঠিক ঠিক ভাবে ফুটে উঠেছে কি না, সেইটেই হচ্ছে ভাববার বিষয়। আমাদের দেশে প্রচলিত কথা এই যে, মাতৃত্ব নারীকে দেবীর আসনে উন্নীত করে।

বিমলা। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় সমস্ত ইংরেজ ঘরের মেয়েরা ভোগ-বিলাস তুচ্ছ ক'রে রণক্ষেত্রে আহতের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, ইহা কি মাতৃত্বের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত নয়?

সুলতা। ইহা রমণীর ধর্ম্ম; দয়া, কোমলতা, পরসেবা, পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গের ইচ্ছা—এ সব রমণীর রক্তমাংসের সহিত বিজড়িত।

বিমলা। তা হ'লে মনে হয়, তোমরা মেয়েদের উচ্চশিক্ষা সমর্থন করো না?

সুলতা। উচ্চশিক্ষার বিরোধী আমরা নই, কারণ উচ্চশিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা এ দেশের মেয়েদের ভেতরেই ছিল, এখনো আছে। সীতা সাবিত্রী যে উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন, তা বোধ হয় অস্বীকার করতে পারবে না।

বিমলা। তা কি ক'রে হয়? তাঁরাই যে আমাদের আদর্শ।

সুলতা। যদি তা-ই হয় তবে রামায়ণে সীতাদেবী বার বার বলেছেন, আমি ঋষিদের মুখে শুনেছি, আমি গুরুজনের কাছে উপদেশ পেয়েছি।

বিমলা। এ কথায় তুমি আমাকে কি বুঝাতে চাও?

সুলতা। এ কথায় আমি তোমাকে এই বোঝাতে চাই যে, তাঁরা পুথীর তাড়া বগলে ক'রে মটর হাঁকিয়ে কখনো কলেজে যান নি।

বিমলা। তুমি বর্ত্তমান শিক্ষার যতই ত্রুটী দেখাও না কেন, কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষায় যে মেয়েদের কর্ম্মকুশল ও স্বাবলম্বী ক'রে দেয়, তার কোনই সন্দেহ নাই।

সুলতা। তা বটে, কিন্তু উহাতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ ক'রে নারী সুস্থ ও সবল হয়ে সংসার-যাত্রা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন, এ কথা বোধ হয় কোন সমাজ-সেবকই জোর ক'রে বলতে পারেন না।

বিমলা। কলেজে মেয়েদের আর কিছু হউক না হউক, একটা এই হয় যে, তাঁরা নানা শ্রেণীর লোকদের সাথে মেলামেশা ক'রে ব্যায়াম ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

সুলতা। তখনকার মেয়েরা আধুনিক শিক্ষা পেতেন না বটে কিন্তু তাঁরা রণক্ষেত্রে স্বামীর রথের অশ্ব চালনা করতেন। স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা যুদ্ধে জানতেন, আধুনিক মেয়েদের মতন তাঁরা কথায় কথায় মূর্চ্ছা যেতেন না।

নির্ম্মলা। হাঁ দিদি, এটা কিন্তু ঠিক বলেছ। আজকালকার মেয়েদের কথায় কথায়ই ফিট্ হয়; এ যেন একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুলতা। তারে তা আবার যারা বেশী সুন্দরী তাদেরই বেশী হয়। গ্রাম্য ভাষায় ওকে বলে সেকুলা; আর সাহিত্যিকের ভাষায় ওকে বলে দুর্ব্বলতা। প্রাচীন ভারতের মেয়েরা অল্প বয়সে বিয়ে বসতেন, বহু সন্তানের মা হবেন এই আশায়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা সন্তান প্রসব করার কথা মনে ক'রে বিয়েই বসতে চান না। দেশ-প্রেমিকগণ নারীর এই সন্তান ধারণের বিতৃষ্ণা দেখে দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তাকুল হয়ে পড়েছেন। এখন বুঝে দেখ বিমলা, যে শিক্ষায় নারীকে মাতৃত্বের ভার নিতে ভীতা হ'তে হয়, সে শিক্ষাকে আমি কিরূপে প্রকৃত শিক্ষা ব'লে গ্রহণ করতে পারি?

নির্ম্মলা। এই জন্যই নিতাই বাবু মেয়েদের বিদ্যালয়গুলিকে পুরাতন আদর্শ নিয়ে গড়াতে চাচ্ছেন।

সুলতা। জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কর্‌তে হ'লে মেয়েদের বর্ত্তমান শিক্ষালয়গুলির আমূল সংস্কার কর্‌তেই হবে। দাদা সেদিন বল্লেন—একটা বিজ্ঞাপনে দেখলুম সুলতা, বছরে ষোল লক্ষ লোকের বেশী মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ছয় লক্ষের উপরে মরে যাদের বয়স দশ বছরের কম, আর প্রায় চার লক্ষ শিশু বছর না পুরতেই জননীর বুক খালি ক'রে চলে যায়।

নির্ম্মলা। দিদি! এ তুমি বলো কি? দেশের লোক কি সব ঘুমিয়ে আছে নাকি?

সুলতা। ঘুমিয়ে আছে বলেই ত দাদা সর্ব্বদা মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন।

(ছাত্রীদের গীত)

জাগ গো জাগো জননী, (ওমা শ্যামা)
তুই না জাগিলে শ্যামা,
কেউ জাগিবে না গো মা,
তুই না নাচালে কারো,
নাচিবে না ধমনী।
ডেকে ডেকে হনু সারা,
কেউ সাড়া দিলে না মা,
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ,
কারো প্রাণ কাঁদে না মা;
তুই না জাগালে প্রাণ,
কাঁদিবে কি কারো প্রাণ;
না জাগিলে সবার প্রাণ,
পোহাবে কি রজনী।
নাম ধর দয়াময়ী,
দয়া কি মা আছে তোর,
দয়া থাকলে মরে কি আজ,
ত্রিশ কোটী ছেলে তোর;
মরি তাতে ক্ষতি নাই,
বাসনা মা দেখে যাই,
ভারতের ভাগ্যাকাশে,
উঠেছে দিনমণি।
নিবেদিলাম তব পায়,
ঠেল না পায় তারিণী,
ছেলের কথা চিরকাল,
রাখে জানি জননী;
মুকুন্দের কথা রাখ,
করুণা-নয়নে দেখো,
অকূলে পড়েছি মোরা,
তার দীন তারিণী।

বিমলা। (স্বগত) অপূর্ব্ব আলোচনা। ক্রমেই যেন শিক্ষার অভিমান চূর্ণ হ'য়ে আস্‌ছে।

সুলতা। কলিকাতায় গত বছরে ছ'হাজার শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বিমলা। এ মৃত্যুর কারণ কিছু নির্দ্দেশ হয়েছে কি?

সুলতা। দাদা তো বলেন, গৃহিণী ও ধাত্রীদের অজ্ঞতা। এ বিষয়ে মুসলমানদের দুর্দ্দশাই বেশী। কল্‌কাতায় মুসলমানদের শতকরা পচাত্তরটী শিশুর মৃত্যু হয়।

বিমলা। দেশে এমন ভাবে আন্দোলনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে অথচ এ দিকে কারো লক্ষ্য নেই, আশ্চর্য্য!

সুলতা। তাই তো দাদা বলেন—শিশুর মৃত্যুর আধিক্যে জাতির যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, তা ভাবলেও বুক কেঁপে ওঠে। যাঁরা রাজনীতি অধিকার লাভের জন্য ব্যাকুল এবং সেজন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁরা যে, জাতির এই ধ্বংসের দিকে কেন লক্ষ্য কচ্ছেন না, তাই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

বিমলা। তাই বটে, কাগজে দেখেছিলাম, পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে ধাত্রী ও জননীদিগকে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা প্রদানের উপযোগিতা অনুভব হয়েছিল।

সুলতা। তাইতো আজ অত্যন্ত পরিতাপের সহিত বল্‌তে হচ্ছে বোন! পঞ্চাশ বছর পরে আজ দেশের লোক রাজনীতির আন্দোলনে যত ব্যস্ত, এদিকে তত মনোযোগী নন। দেশে যদি মানুষ না থাকে, তবে আন্দোলন চালাবে কে? তাই বল্‌ছি আগে অকাল মৃত্যুর সংখ্যাটা কমাও তারপরে তোমরা অন্য কার্য্যে হাত দেও, কাজ হবে সুন্দর।

নির্ম্মলা। শ্বশুর বাড়ীতে প্রসূতির সেবা-শুশ্রূষার অনেক সময় ত্রুটী হয়, এ জন্য দায়ী কে?

সুলতা। দায়ী বর্ত্তমান সমাজ। মেয়ে জন্ম-গ্রহণ করলেই বাড়ীর লোকের মুখ অন্ধকার হয়, মা আপনাকে নিতান্ত অপরাধী মনে করেন। তারপর যদি মেয়েটার অসুখ হয়, তবে বাড়ীর লোকে তাচ্ছিল্যের ভাবে বলেন, এ মেয়ে মরবে না। সে যে অনাদরের, সেই বিশ্বাস বালিকার মনে বাল্যকাল থেকেই বদ্ধমূল হয়। তারপরে শ্বশুর বাড়ীতে সে "পরের মেয়ে" অধিকাংশ ঘরেই শাশুড়ী মা নন্, শাশুড়ী মাত্র। এসব কারণেই প্রসবের পূর্ব্বে জননীর দেহ দুর্ব্বল হয়, তার ফলে

শিশুও দুর্ব্বল হয়। ঐ দৌর্ব্বল্যই অনেক শিশুর মৃত্যুর কারণ।

নির্ম্মলা। আমাদের বিদ্যালয়ের মেয়েদের এসব কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদের মাতৃত্ব যাতে ফুটে ওঠে, সে দিকেই এখন আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

সুলতা। হাঁ মেয়েদের ঐ দিকটায়ই বেশী লক্ষ্য রাখবে। আমাদের সব অবজ্ঞা ও কুসংস্কার ঐ আতুর ঘরেই ফুটে ওঠে, তা যাতে না হয়, সে দিকটায়ই বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘরখানাই যেন আতুর ঘরের জন্য দেওয়া না হয়। ছেলেদের যদি শক্তিশালী করে তুলতে চাও, তবে ঐ আতুর ঘরই সর্ব্বপ্রথম সংস্কার ক'রে তুলতে হবে।

(গোবর ছড়া দিতে দিতে একটী বালিকার প্রবেশ)

সুলতা। প্রফুল্ল ? ও কি কচ্চ ?

প্রফুল্ল। দেখতেই ত পাচ্চ গোবর ছড়া দিচ্ছি। ভোর হয়ে গেছে যে।

বিমলা। এতে কি হয় ?

প্রফুল্ল। এতে গৃহস্থের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। গোবরে যেমন করে দুর্গন্ধ নাশ, তেমন করে ম্যালেরিয়া দূর, তার পরে গোবরের গন্ধ মনের পবিত্রতা আনয়ন করে।

বিমলা। গোবরের এত গুণ, তা জানতুম না, একটা জ্ঞান হলো।

প্রফুল্ল। গৃহস্থের মেয়ে, এই টুকুনই জানলা, কেবল সাজ পোষাকেরই পরিপাটী। প্রত্যেক সকল মেয়েদেরই গোবর ছড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গোবর ছড়া দিয়ে শ্বশুর শাশুড়ীর পাদোদক নিয়ে গৃহকার্য্য আরম্ভ করতে হয়। বুড়োরা বলেন এ না করলে নাকি প্রাণ সরস হয় না।

[প্রস্থান।

সুলতা। বিমলা কে এর একটু পরিচয় দিচ্ছি। এ নমঃশূদ্রের মেয়ে, ধাত্রী বিদ্যেটা বেশ আয়ত্ত করেছেন।

বিমলা। সে কাজ একে শেখালে কে ?

সুলতা। কেন ? আমাদের বিদ্যালয়েই শিখেছে। আমরা যে সবই জানি লো, সবই জানি ; আমরা আমাদের জাতীয় আদর্শ ম্লান করিনি, বরং উজ্জ্বল ক'রে তুলবার চেষ্টা কচ্ছি।

(দূরে সেবকের গান)

জাগো ভারতবাসীরে
কত ঘুমে রবেরে,
বল সবে হয়ে একমন,
বন্দে মাতরম্।

বিমলা। ও কে গান গাচ্ছে ?

সুলতা। বোধ হয় পল্লী-সেবকেরা প্রভাতি গাচ্ছে, এদিক দিয়েই যাবে, এস আমরা একটু বসি।

ভাই রে ভাই—
জননী আর জন্মভূমি
স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ জানিরে,
হ'য়ে ভক্তি নাহি যার,
নরকে নিবাস তার,
পুরাণে লিখেছেন মুনিগণ,
বন্দে মাতরম।

ভাই রে ভাই—
হিন্দু আর মুসলমান
এক মায়েরই দু'টী সন্তান রে,
একত্র হইবে সবে,
মায়ের পূজা কর তবে,
ধন্য হবে মানব জীবন,
বন্দে মাতরম্।

ভাই রে ভাই—
কামার কুমার জোলা তাঁতি,
হায় হায় করে দিবারাতি রে,
বিদেশী শিক্ষার গুণে,
সকলে বিদেশী কিনে,
কি খাইয়ে রাখিব জীবন,
বন্দে মাতরম।

ভাই রে ভাই—
ভারতের সুসন্তান,
কর সবে অবধান রে,
বিদেশী লবণ চিনি,
অপবিত্র শাস্ত্রে শুনি,
ছুঁয়ো না ভাই চিনি আর লবণ ;
বন্দে মাতরম্।

ভাই রে ভাই—
একটী সুপুত্র হ'লে
মা সুখী হন ভুবনতলে রে,
ত্রিশ কোটী সন্তান যার,
আজ কি দুর্দ্দশা তাঁর,

দেখ সবে মোদিরে নয়ন,
বন্দে মাতরম্।
ভাই রে ভাই—
মেড়ারে মারিলে ঢুস্
সেও ফিরে করে রোষ রে,
আমরা এমন ভাত,
খাইয়ে পরের লাথি,
ধূলা ঝেড়ে চ'লে যাই ভবন,
বন্দে মাতরম্।

[প্রস্থান।

বিমলা। (স্বগত) এ কি শুন্‌ছি, এ কি দেখছি? যতই দেখছি ততই ত আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। কি শিক্ষার গৌরবে আত্মহারা হ'য়ে এদের অশিক্ষিতা মনে করেছিলাম, আজ সকল গর্ব্ব চূর্ণ হয়ে আমার গর্ব্বিত মস্তক যে আপনা হ'তেই ওদের চরণে লুটিয়ে প'ড়তে চাচ্ছে এদের পাণ্ডিত্যের কাছে যে আমি এখনো শিশু বলে মনে হয়।

সুলতা। বিমলা! ভাব্‌ছ কি?

বিমলা। ভাবছি অনেক, সুলতা, বোন্! আজ আমি একটা নূতন রাজ্যে নূতন হয়ে জন্ম নিয়েছি ব'লে মনে হচ্ছে। তুমি আজ আমায় কৃতার্থ করলে, তোমাদের উৎসবে এসে আজ আমার বিজয় উৎসব হয়ে গেল। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি, তুমি আমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে দাও।

সুলতা। আনন্দময়! কর্ত্তব্য মহাত্মা'র আদেশ, চরকা ধর, খদ্দর পরো। গৃহ শিল্পের দিকেই এখন আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। মনে রেখো আমাদের কাজ বাইরে কিছুই নেই, ভেতরে। মহাত্মা যে সকলকেই চরকা কাটিতে বলেছেন, ও সকলের কথা নয়; মেয়েদের হাতেই কোন দিন চরকা ছিল, আবার আমাদেরই ঐটে ধরতে হবে। ছেলেদের কাজ বাইরে যথেষ্ট আছে; চরকা কাটার চেয়েও অনেক বড় বড় কাজ তাদের করতে হবে, এবং সে জন্য ঘরে বসেই আমাদের তাঁদের সাহায্য করতে হবে।

বিমলা। তবে দাও দাও আমারও খদ্দর দেও। এ পোষাকগুলি এখন আমায় বড়ই জ্বালা দিচ্ছে।

(বাহিরে ফেরিওয়ালা)

"চাই দেশী কাপড় খদ্দর"

সুলতা। ওদিকে নিয়ে এসো, ঐ ফেরিওয়ালা আসছে, আমি এখনই তোমায় খদ্দর দিচ্ছি।

(ফেরিওয়ালার গীত)

আমরা নেহাৎ গরীব
আমরা নেহাৎ ছোট
তবু আছি ত্রিশ কোটী
জেগে ওঠ।
জুড়ে দে ঘরে তাঁত,
সাজা দোকান,
বিদেশে না যায় ভাই
গোলারি ধান;
মোটা খাবো
ভাই'রে পরবো মোটা,
আমরা মাখবো না ল্যাভেণ্ডার
চাইনা অটো।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দূরে
উপোস রাখে ঘরে ছেলে,
দেখ্ বিদেশী আমরা বুঝেছি সব
ফেলনা দরে মোদের সোণা জোট।

সুলতা। ভাই, আমায় একখানা খদ্দরের শাড়ী দেওনা।

ফেরী। (শাড়ী দিয়ে) এই নেন দিদি

সুলতা। দাম কত?

ফেরী। তিন টাকা পাঁচ আনা।

বিমলা। আমার বাবু কাল এসে টাকা নিয়ে যাবেন।

ফেরী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

সুলতা। এই নেও বোন্, এখানা আমি তোমায় Present করলুম, আশা করি, খুব যত্ন ক'রেই পরবে। আর এই চরকাটী নেও, গৃহশিল্প শিক্ষা ক'রে আদর্শ গৃহিণী হও, দেবতার কাছে আমি এই প্রার্থনাই করবো।

বিমলা। আমার লক্ষ্য কি তা বলে দাও।

সুলতা। উত্তম, আমি দুইটী আদর্শ তোমার সামনে উপস্থিত ক'চ্ছি, এর যেটী তোমার মনোনীত হয়, সেইটী তুমি নিজেই বেছে নিও। যদি গৃহিণী হ'তে চাও, তবে সীতা সাবিত্রী বা দময়ন্তীর পদাঙ্কানুসরণ ক'রে চলো। আর যদি ব্রহ্মবাদিনী হ'তে চাও, তবে গার্গী ও সুলভার পথ অনুসরণ ক'রে চলো, ধন্য হবে, কৃতার্থ হয়ে যাবে।

বিমলা। সত্য সত্যই আজ তুমি আমায় কৃতার্থ করলে বোন্, এসো তোমায় আলিঙ্গন করে ধন্য হই।

(আলিঙ্গন)

নিতাই। সুলতা, মায়ের কৃপায় তোমার উৎসব আজ সার্থকই হয়েছে। ওরে তোরা মায়ের নাম কীর্ত্তন কর।

(মেয়েদের গান)

বল ভাই মেতে যাই বন্দে মাতরম্
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।
ভারত সন্তান, নিয়ে মায়ের নাম,
হও আগুয়ান, নাচ্‌বে এ প্রাণ,
এ যে মধুরম্;
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।
নাম গানে, এ মরা প্রাণে,
জ্বলেছে আগুন, জ্বলবে দ্বিগুণ,
নাহিক কম্;
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।
এ সুরে প্রাণে বল, মায়ের নাম কর সম্বল,
দেশজু দরিয়ায় উঠ্‌বে তুফান,
মহা গম্ভীরম্;
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।

"কালী মাইকী জয়"।

যবনিকা পতন।

ব্রহ্মচারিণী

মুকুন্দদাস প্রণীত

নায়ক

প্রেমানন্দ	...	জনৈক ব্রহ্মচারী।
ব্রজেশ্বর	...	জমিদার।
ধীরেশ্বর	...	ঐ পুত্র।
হরগোবিন্দ	...	ঐ দেওয়ান।
দীনবন্ধু	...	ঐ গৃহস্থ প্রজা।
সুধীর	...	দীনবন্ধুর পুত্র।
কালাচাঁদ	...	ঐ পুরাতন ভৃত্য।
রাজীব দত্ত	...	সুদখোর।
জগন্নাথ	...	ঐ পুত্র।
মতি দত্ত	...	ব্রজেশ্বরের কর্ম্মচারী।
নিতাই দাস	..	দরিদ্র গৃহস্থ।

ভোলা, গোয়ালা, তাস্কর, দারোগা, চৌকিদার, কৃষকবালকগণ,
শিবদাস, উকীল, গুরুদেব ইত্যাদি।

নায়িকা

আনন্দময়ী	...	ব্রজেশ্বরের কাকিমা।
তারামণি	...	মতি দত্তের বিধবা ভগ্নি
রাইমণি	...	ঐ মাতা
জ্ঞানদা	...	রাজীব দত্তের স্ত্রী।

ব্রহ্মচারিণী, ছদ্মবেশী মা।

ব্রহ্মচারিণী

—:*:—

প্রস্তাবনা

স্থান—কৈলাশের উপবন।

(ব্রহ্মচারিণীগণ, প্রেমানন্দ ও মা)

ব্রহ্মচারিণীগণ। গীত

জাগরে জাগরে ডাকরে ডাকরে,
মাতরে মায়ের নাম গানে;
প্রেমানন্দময়ী প্রেমানন্দ দানে,
তুষিবেন আপন সন্তানে।
ঘুচিবে আঁধার আজিকে আলোকে,
নাচিবে জগত নাচিবে পুলকে,
আবার ফুটিবে পারিজাত মল্লিকে,
ভারত-নন্দন কাননে।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি মায়ের কৃপায়,
অঘটন ঘটে যদি মা ঘটায়,
রতি মতি ভক্তি থাকিলে সে পায়,
ভয় কি অকূল তুফানে॥

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। তোরা উপবনে বসে কি কচ্ছিস্?

ব্রহ্মচারিণীগণ। আমরা মায়ের পূজার ফুল তুলছি।

প্রেমানন্দ। মা তো আমায় কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাচ্ছেন তোরাও কি আমার সঙ্গে যাবি?

ব্রহ্মচারিণীগণ। হাঁ—আমরাও যাবো।

প্রেমানন্দ। ঐ যে মা এসেছেন।

(মায়ের প্রবেশ)

মা। প্রেমানন্দ! এখানে বসে কি ভাবছ? যাও সমাজে যাও, গিয়ে আমার মাতৃ-শক্তিকে জাগ্রত করো।

প্রেমা। আমি কি তা পারবো মা?

মা। ভয় কি? আমিই তোমায় রক্ষা করবো। ধর এই বিজয় ত্রিশূল, এই ত্রিশূলই তোমায় রক্ষা করবে। (ত্রিশূল প্রদান)

প্রেমা। (গ্রহণ করে) আনন্দম্! গাও দিদিরা মায়ের জয়গীতি গান করো।

ব্রহ্মচারিণীগণ। গীত।

জয় জয় সনাতনী, জগত পালিনী
বিশ্ব বিহারিণী ত্বং,
দুর্গতি হারিণী, বিপদ বারিণী
প্রেম মধু দায়িনী ত্বং
গাওত নাচত, বোলত তোলো,
মন প্রাণ প্রমাদিনী ত্বং।
ডুবত ত্রিভুবন, প্রেম সলিলে,
প্রেম প্রবাহিনী ত্বং,
শিহরত তরুতরু, চিত প্রমোদিত,
ঘোর বিধারিণী ত্বং।
যাচত দীনজন, শ্রীপদ কমলে,
দীনজন জননী ত্বং,
দেহিমে বুদ্ধি—প্রেম, গাওরে—গাওরে—
পতিত জন তারিণী ত্বং।

প্রেমা। কালী মাইকী জয়।

[প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দীনবন্ধু রায়ের বাড়ী।

(দীনবন্ধু, রাজীব দত্ত, সুধীর, রাইমণি, কালাচাঁদ, প্রেমানন্দ)

রাজীব। আপনারই ত হক্ মামলা, অথচ আপনি হেরে গেলেন?

দীনবন্ধু। হক্ বিহক্ বিচারকর্ত্তার হাতে, তুমি আমি কি জানি ভাই!

রাজীব। আপনার সাত পুরুষের তালুক—জমিদার খাস ক'রে নিলে?

দীনবন্ধু। হয়তো এই সাত পুরুষের মিয়াদী পাট্টাই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

রাজীব। তা ব'লে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা ঠিক নয়; একবার আপীল ক'রে দেখ্‌লে পারতেন।

দীনবন্ধু। আমি প্রথম আদালতে মোকদ্দমা কর্‌তেই রাজী ছিলাম না। জমিদার বাবুদের প্রবল ধন-বল, তাঁর সাথে মামলা করা আমার সাজে না, মামলায় হারা জেতা টাকার উপর নির্ভর করে।

রাজীব। তাই যদি বোঝেন, তবে তো জমিদারের সাথে রফা ক'রে চল্লেই ভাল ছিল, ব্রজেশ্বর বাবুর সাথে আপোষ কর্‌লে আপনার সম্পত্তি আপনি ফিরে পেতেন।

দীনবন্ধু। তা হয় না দত্ত মশায়, রায় মহাশয়ের সাথে আপোষ করার অর্থ তাঁর সাথে আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজী হওয়া, গরীব চাষা প্রজাদের উপর অত্যাচার পীড়ন করবার জন্য তাঁর সাথে লাঠি নিয়ে ধাওয়া সতীর সতীত্ব নাশে সাহায্য করা, মানীর মান নাশে যোগ দেওয়া, এ সকল কার্য্যে আমি নিতান্ত অসমর্থ।

রাজীব। তা হ'লে তো আপনার বড় বিপদ দেখ্‌ছি, ব্রজেশ্বর বাবুর ছলনায় আপনি যে ভিটায় থাক্‌তে পারেন, এমন সম্ভব আমি দেখছি না।

দীনবন্ধু। তাতো আমি জানি, হয় তো আমায় গাছতলায় আশ্রয় নিতে হবে। মায়ের ইচ্ছা থাকে তো তাই হবে; অট্টালিকা আর গাছতলা তফাৎই বা কি? দু'দশ দিনের জন্য একটা বিশ্রামের স্থান বই ত নয়?

রাজীব। তা—বটে—মহাশয় ব্যক্তি কিনা, ক'দিনেরই বা ঘর-বাড়ী, ক'দিনের জন্যই বা সংসার! তবে কি জানেন, আপনার একটা বুনিয়াদি ঘর এমন ভাবে উচ্ছন্ন যাচ্ছে দেখে প্রাণে বড় কষ্ট হয়, একবার আপীল ক'রে দেখ্‌লে পার্‌তেন, টাকার জন্য ভাবনা আপনার ছিল না, যত টাকা লাগে আমি দিচ্ছি। আপনাকে রক্ষা কর্‌তে আমি সর্ব্বদার জন্যই প্রস্তুত আছি।

দীনবন্ধু। টাকাটা কি আপনি আমায় দান করবেন?

রাজীব। দান করবার সাধ্য কি আমার আছে?

দীনবন্ধু। তবে বিনা সুদে হাওলাত দেবেন?

রাজীব। তাই বা কি ক'রে হয়? অল্প কিছু সুদ না পেলে আমিই বা খাই কি ক'রে?

দীনবন্ধু। তবে সু-খতে দেবেন?

রাজীব। দেখুন, আপনাকে টাকা দেওয়া এ বেশী কথাই বা কি? তবে কি না সু-খত আর মর্টগেজ একি কথা, আপনার খামার জমি ক'খানা মর্টগেজ রাখলেই ত হ'লো।

দীনবন্ধু। আমায় মাপ করুন, আমি টাকাও ধার নেবো না—মামলাও করবো না, আপনি বৃথা কষ্ট ক'রে এখানে এসেছেন।

(সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। ও পাড়ার মতি দত্তের মা আপনার কাছে এসেছেন।

দীনবন্ধু। কে মতি দত্তের মা—রামলোচন দাদার স্ত্রী? কেন, কি জন্য? মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ ক'রে এখন অন্যত্র যান, আমার কাছে বোধ হয় আপনার অন্য কোন কাজ নেই।

[রাজীবের প্রস্থান।

দীনবন্ধু। মতির মাকে আসতে বলো।

(রাইমণির প্রবেশ)

এসো এসো বউ ঠাকুরুণ! কি মনে করে?

রাইমণি। গোটাকত দুঃখের কথা জানাতে এসেছি; আর তো জানাবার জায়গা নেই।

দীনবন্ধু। তোমার এমন কি দুঃখ, মতি ভাল আছে তো? বউমাটী ভাল আছেন তো?

রাইমণি। সবই তো ভাল, তবে আমি আজ দু'দিন উপোস করে আছি।

দীনবন্ধু। সে কি? তাই ত দেখ্‌ছি! তোমার চেহারাখানা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে, ব্যাপারটা কি? মতি তো এখন চাকুরিতে দু'পয়সা পাচ্ছে!

রাইমণি। তা কি জানি ঠাকুরপো, সেই চাকুরীই ত এখন আমার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, তুমিইত সুপারিশ ক'রে চাকুরী দিয়েছিলে, এখন তার উন্নতিও হয়েছে, বউমাকে নিয়ে বাসা করেছে, আজ দু'মাসের ভেতরে আমাকে একটী পয়সাও দেয় না, চিঠিখানা লিখলেও তার উত্তর দেয় না, যদিও কালে ভদ্রে দেয় তাতেও লিখে, আমার নিজেরই এখন আর খরচে কুলোয় না।

দীনবন্ধু। মাগো তারা! তুমি ছেলের বাসায় চলে যাও না কেন? তোমায় বুঝি নিতেও চায় না?

রাইমণি। আমাকে নিতে চায়, কিন্তু একটী বিধবা মেয়ে আমার সংসারে আছে, তার সে কুলে কেউ নাই; তাকে কোথায় ফেলে যাবো? সে

সংসারটা বলে, আমি পরের বোঝা বইতে পারবো না।

দীনবন্ধু। তা তো বটেই! মা বোনের চেয়ে পর কেই বা আছে? এতদিন আমায় জানাওনি কেন? সে যাই হউক, তোমাকে যদি তোমার ছেলের বাসায় নিতে চায় তবে তুমি চলে যাও; আর তোমার মেয়েটীকে আমার এখানে রেখে যাও, মনে কিছু ভেব না, রামলোচন দাদা আমার পর নন, তাঁর মেয়ে আর আমার মেয়ে একই, আমার মেয়ে ছেলে যদি খায়, তবে সেও দুটী খাবে; আপন বাড়ী ঘরের মতন থাকবে। এখন বাড়ীর ভেতরে যাও, স্নানাদি করগে। সুধীর, তোর জেঠাইমাকে ভেতরে দিয়ে আবার আসিস।

[সুধীর ও রাইমণির প্রস্থান।

দীনবন্ধু। মা আনন্দময়ী, সংসারটাকে কি ক'রে তুললি মা? মানুষ অর্থ উপার্জ্জন ক'রে মা বোনকে খেতে দেয় না, এর চেয়ে অধঃপতন আর কি হ'তে পারে?

(সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। এই মতির মাকে চেন? রামলোচন দত্ত আমাদের একজন গোমস্তা ছিলেন, আমরা তাকে দাদা ব'লে ডেকেছি, তিনিও আমাদের ছোট ভাইর অধিক ভালবাসতেন, সেই রামলোচন দাদার স্ত্রী এই মতির মা, সম্পর্কে তোমাদের জেঠাইমা হ'ন। দেখো, যেন ওর যত্ন আদরের ত্রুটী না হয়।

সুধীর। মতি আমাদের মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল।

দীনবন্ধু। সে কথা ভুলে যাও। যে মাকে খেতে দেয় না, সে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে তার আর আশ্চর্য্য কি? শোন যা বলি, আমার একজোড়া নূতন কাপড় কাল এনে রেখেছি জানো তো? সে কাপড় জোড়া তোমার জেঠাইমাকে দিয়ে দিও। বউমাকে দিয়ে প্রণামি ব'লে দিও, যেন গরীব ব'লে দিচ্ছ তা জানতে না পারে। আর গোলা থেকে একমণ ধান বের ক'রে ওর বাড়ীতে পঁহুছিয়ে দিও। ওরে কালাচাঁদ! একবার এই দিকে আয়তো বাবা!

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালাচাঁদ। কেন ডাকছেন কর্ত্তা?

দীনবন্ধু। শোন্, গোলা থেকে একমণ ধান বের ক'রে আজই মতি দত্তের বাড়ীতে দিয়ে আয়।

কালাচাঁদ। তার বাড়ীতে আমি ধান ব'য়ে নিয়ে যাবো কেন?

দীনবন্ধু। দুটী বিধবা খেতে পায় না, ওরা আমাদের আত্মীয়া, খেতে না পেলে দিতে হয় না?

কালাচাঁদ। ভারিতো আত্মীয়া দেখছি, শালার বেটা শালা মতি দত্ত তোমার মেয়ে মানুষ, আবার তোমারই মোকদ্দমায় জমিদারের টাকা খেয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে এলো। পরমেশ্বর বাঁচিয়েছেন, তা না হ'লে সেই মোকদ্দমায়ই তোমার জেল হতো। আমি তার বাড়ী ধান নিয়ে যেতে পারবো না, সে বেটা চাকুরী করে, মাসে তার শ টাকা কামাই— তার মা বোন খেতে না পায়, মরুক, তাতে আমাদের কি? দেখো কর্ত্তা, রাজ্যি সমেত লোক তোমায় একটা বোকা পেয়েছে, দুঃখ কষ্ট থাক্ আর না থাক, তোমার কাছে এসে বল্লেই হ'লো।

দীনবন্ধু। দেখো কালাচাঁদ, ও সব কথা বলতে নেই, ওদের যথার্থই কষ্ট, তুমি ধান ক'টা দিয়ে এসো। আমার গোলায় ধান থাকতে যারা স্বজন, তারা যদি অনাচারে থাকে, তা হ'লে মা লক্ষ্মী যে কুপিতা হবেন।

সুধীর। আর অধিক দিন গোলায় ধান উঠবার সম্ভাবনা দেখছি না, জমিদার যেরূপ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে, তাতে আমার জমিগুলি দখল ক'রে নিতে আর বেশী সময় লাগবে না, আর সেই জন্যে কোন মামলা বাঁধলে মতি দত্ত দেবে মিথ্যা সাক্ষ্য সবার আগে।

দীনবন্ধু। সুধীর তুমিও যেন বিরক্ত হচ্ছ? এ কি শিখেছ বাবা! তোমাকে তো আমার সুশিক্ষিত বলে বিশ্বাস ছিল, আমার জমি জমিদারে যখন নেবে,—নেবে যাবে—। নিজেও খাবো না, আত্মীয় স্বজনেও খাবে না। যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আপনিও খাচ্ছি, স্বজন বান্ধবেও খাক্। কালাচাঁদ! ধান কটা দিয়ে আসিস্ বাবা।

কালাচাঁদ। কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম, এই লোকটার যে কি ভাব, তা এখনও বুঝতে পারলাম না।

[প্রস্থান।

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। জয় মা আনন্দময়ী!

দীনবন্ধু। এ—কে ব্রহ্মচারী ঠাকুর যে—প্রণাম। আপনি দেশে এলেন কবে?

প্রেমানন্দ। সদ্যই এসেছি, এখন প্রবাস ছেড়ে স্ববাস আশ্রয় করবো স্থির করেছি।

দীনবন্ধু। সে কি! সারা জীবন ব্রহ্মচারী থেকে, বহু তীর্থ পর্য্যটন করে, এ বৃদ্ধ বয়সে গৃহবাসী হবেন, এ কেমন কথা? আর গৃহই বা আপনার কোথায়?

প্রেমানন্দ। গৃহ আমার সর্ব্বত্রই, ঐ যে নীল-গগনতলে স্নিগ্ধ শ্যাম শোভায়-শোভিতা ধরণী তাঁর স্নেহময় বিশাল বক্ষ পেতে রেখেছেন, ওর সর্ব্বত্রই আমার গৃহ, সর্ব্বত্রই আমার আশ্রয়।

দীনবন্ধু। এ যে দেখ্‌ছি বড় রকমের গৃহবাস, ও সকল দার্শনিক কথার আমরা কি বুঝি!

প্রেমানন্দ। দার্শনিক কথা নয়, শোন রায় মহাশয়, এই দীর্ঘ জীবন মুক্তি-কামনায় বহু তীর্থ পর্য্যটন করেছি, অসংখ্য যতি-ব্রহ্মচারীর সাথে তর্ক মীমাংসা করেছি, মুক্তির সন্ধান পেলুম না, আনন্দের আস্বাদ পেলুম না, কেবল কঠোর নীরস তর্কে প্রাণটা মরুভূমি করে তুলেছি। তর্কে কি আনন্দ মিলিয়ে দিতে পারে? শাস্ত্রে কি আনন্দ ধরিয়ে দিতে পারে? আনন্দময় যেচে না দিলে নাকি আনন্দ কারো ভাগ্যে ঘটে না, তাই আমার গুরুদেব বল্‌তেন—

(গীত)

তর্ক ছাড় তর্কে কি তাঁর পাবে মূল?
তর্ক সুখের প্রতিকূল।
ঐ দেখ মলয় লাগে গায়,
কেমন কোকিল শ্যামা গায়॥
বাগান জোড়া গন্ধে ভরা,
ফোটে কত রঙ্গের ফুল॥
সে যে তৃষ্ণায় যোগায় জল,
ক্ষুধার বেলায় ফল।
তাঁর চাঁদের আলো রবির কিরণ,
কিন্‌তে হয় কি দিয়ে মূল॥
সে আছে কি না আছে,
ভাবলে সরে যায় পিছে।
আছে বল্‌লে প্রাণের কাছে,
দাঁড়ায় হয়ে প্রেমাকুল॥
যদি তাঁর প্রেমটি প্রাণে পায়,
শত শাস্ত্র ভেসে যায়।
তাঁরে পেলে ভাসাই জলে,
তন্ত্র মন্ত্র সকল ভুল॥

দীনবন্ধু। এ যে ভক্তির গান, বেদান্ত দর্শনের কথা তো নয়!

প্রেমানন্দ। তার জন্যই ত তোমার কাছে ছুটে এসেছি ভাই, অনেক দিন পূর্ব্বে তোমার কাছে শুনেছিলাম তারা মা আনন্দময়ী, সেইরূপ ডাক শুন্‌তে তীর্থ ছেড়ে ছুটে এসেছি, একবার শোনাও তো ভাই! হৃদয়ে আনন্দের ধারা ঢেলে দিয়ে দয়াময়ী মায়ের নাম শোনাও তো!

দীনবন্ধু। এ কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন?

প্রেমানন্দ। ঘোর পরিবর্ত্তন, দয়াময়ী মায়ের দয়া, যখন নানা স্থান ঘুরে ঘুরে তর্ক ক'রে ক'রে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, আমার পরম ভাগ্য, গুরুদেব এসে উপস্থিত, তিনি জ্ঞানাঞ্জন দিয়ে আমার নয়নের আঁধার ঘুচিয়ে দিলেন, ভক্তিমন্ত্র কাণে দিয়ে আমায় আনন্দের পথে তুলে নিলেন, গুরুর কৃপায় আমি আনন্দসুধা পান করেছি, আমি অমর হয়েছি।

দীনবন্ধু। তবে আবার এ গৃহবাসে ফিরে এলেন কেন?

প্রেমানন্দ। কর্ম্ম করতে এসেছি।

দীনবন্ধু। আপনার আবার কর্ম্ম কি?

প্রেমানন্দ। কর্ম্ম লোক-সেবা, মায়ের অনন্ত কোটী সন্তান, আমার অনন্ত কোটী ভাই হিন্দু-মুসলমান, এই ভ্রাতৃগণের সেবাই আমার মায়ের সেবা, গুরুদেবের এইরূপই আদেশ।

দীনবন্ধু পবিত্র তীর্থধামে শত শত মুনি, ঋষি, ব্রহ্মচারীর সেবা পরিত্যাগ ক'রে এ পল্লীবাসে ছুটে আসবার কারণ কি?

প্রেমানন্দ। পল্লীগ্রামই সেবাব্রতের যোগ্যক্ষেত্র, নিগৃহীত, পীড়িত, অভাবগ্রস্তের স্থান এই পল্লী-গ্রামেই; যারা রোগী, তাদেরই ঔষধ চাই, আমার গুরুদেবের এইরূপই আদেশ।

দীনবন্ধু। বেশ, তবে আপনি আমার এখানেই থাকুন, আপনার গৃহবাস কোথাও নেই, আপন শিষ্যের গৃহের ন্যায় আমার গৃহে থাকলে আমি কৃতার্থ হবো।

প্রেমানন্দ। কে বলেছে—আমার গৃহ নাই, আশ্রয় নাই?

গীত।

মা আমার বিশ্বরাণী
আমি তাঁর আদরের ছেলে,
এই রতন মাণিক হীরে সোণা,
সবই মায়ের পদতলে।
মা, সবাই দেছেন কোঠা গাড়া,
আমার গাছতলাতে বাড়ী,
এ ঘর ভাঙবে নাকো টুটবে নাকো,
ক্ষয় হবে না কোন কালে।

মায়ের খাস তালুকে বসত করি,
জমিদারের কি ধার ধারি,
এর ভিক্রী নাইকো নিলাম নাইকো,
বিশ্ব ডুবুক না প্রলয়ের জলে।
শ্রীগুরুর কৃপা পেয়েছি,
খাঁটি সোণা হয়ে গেছি,
তাই মুকুন্দ আনন্দে নাচে,
জয় তারা জয় তারা ব'লে॥

[প্রস্থান।

দীনবন্ধু। কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! এত বড় দার্শনিক পণ্ডিত, এখন যেন ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়েছে। মা আনন্দময়ী, তুমি কখন যে কাকে কি ভাবে চালাও, তা মা তুমিই জানো। জয় মা তারা —জয় মা তারা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ব্রজেশ্বর রায়ের বাড়ী।

(ব্রজেশ্বর, হরগোবিন্দ, উকীল, রাজীব দত্ত, প্রেমানন্দ, গুরুদেব)

হরগোবিন্দ। হা—হা—হা—কি স্ফূর্ত্তি, বুকের উপর দিয়ে যেন একটা পাহাড় নেবে গেল। বলি কর্ত্তা, আজ বাইজী আন্‌বার হুকুম কর্‌তে হবে।

ব্রজেশ্বর। কিহে, তোমার যে দেখ্‌ছি আজ বেজায় স্ফূর্ত্তি।

হরগোবিন্দ। স্ফূর্ত্তি করবো না, বলি কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেল। সবাই ব'লে ছিল এ অসম্ভব, কিন্তু আমি বলেছিলাম যে টাকায় অসম্ভব কাজ জগতে কিছুই নাই। আর ব্রজেশ্বর রায়ের পক্ষে কোন্ কর্ম্মই বা অসম্ভব হ'তে পারে? সাক্ষাৎ ভাগ্য-দেবতা লক্ষ্মী যাঁর ঘরে বাঁধা, তাঁর কি কোন কার্য্যে পরাজয় হ'তে পারে?

উকীল। হা—হা—তাই বটে, রায় মহাশয়ের মতন লোক এদেশে—হারে এ দেশেই বা বলি কেন, এ জগতে ক'জন আছে? স্বনামধন্য পুরুষ, যথার্থই Self-made man.

ব্রজেশ্বর। তোমাদের দশ জনের সাহায্যেই মোকদ্দমাটা জিতেছি, তা না হ'লে আমি একনই বা একটা কি?

হরগোবিন্দ। বলো কি? এ কি যে সে মোকদ্দমা? আমূল মিথ্যা, দলিল দস্তাবেজ সব ঘর-গড়া, হারে এমন না করলে কি আর শত্রু জব্দ হয়? যাঁরা নিতান্ত ধর্ম্মের ষাঁড়, তারা হয় তো বলবেন বড় অন্যায় কাজ, ঘোর অধর্ম্ম। হারে শত্রুদমন কর্‌তে হ'লে কি আর ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখ্‌লে চলে? ধর্ম্মাধর্ম্ম—ও সব ছোটলোকে ভাব্‌তে পারে, বড়লোকের শুধু ধর্ম্ম নিয়ে ব'সে থাকলে চল্‌বে কেন? বিষয়-কর্ম্ম, মান-ইজ্জত এ সব বাঁচিয়ে তো চল্‌তে হবে? হারে যুধিষ্ঠিরের মতন এমন ধার্ম্মিকতো কেউ ছিল না কর্ত্তা, তিনি কি করেছিলেন, অশ্বত্থামা হত ইতি গজ।

ব্রজেশ্বর। দাদা যে একেবারে পুরাণ পাঠ আরম্ভ ক'রে দিলে? ও সব এখন রেখে দাও, শুনছি দীনবন্ধু রায় নাকি এতেও পথে আসছে না? এখনো আমার সাথে আপোষ কর্‌বে না, চাষা প্রজাদের নিয়ে দল পাকিয়ে বসে আছে। দীনবন্ধু রায়ের ছেলে সুধীরটা নাকি গুণ্ডার দলের সরদার হয়েছে, এ সব জব্দ কর্‌তে না পারলে, আমি যা করেছি তা সবই মিথ্যা।

হরগোবিন্দ। বসো ভায়া, সব ঠিক হবে, দীনবন্ধু রায়কে পথের ফকীর হ'তে হবে। তবে কি না কিছু টাকার প্রয়োজন।

ব্রজেশ্বর। টাকা যত লাগে নেও, মালখানায় না থাকে রাজীব দত্তের কাছ থেকে ধার করো, দীনবন্ধু রায়কে ভিটে ছাড়া করা চাই-ই, আর সেই বেয়াদব ছেলেটাকে জেলে পাঠাতে হবে। পুত্রবধূটাকে নিয়ে দীনবন্ধু রায় ভিক্ষা মেগে খাবে, দেখে আমার প্রাণ শান্ত হবে। হয় এই হবে, নচেৎ আমি জমিদারী বিক্রী করে সন্ন্যাসী হবো।

হরগোবিন্দ। আহা—আহা—বালাই—বালাই, এ সকল কথা কি বলতে আছে? সব হবে—ভায়া সব হবে। তোমার মুখ দিয়ে যা বেরুবে তা বেদ-বাক্য, কার সাধ্য আছে তা লঙ্ঘন করে?

ব্রজেশ্বর। দেখো দাদা! আর একটা শত্রু আমার ঘরে রয়েছে, সেটাকে সরাতে না পারলে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সেই বিধবাটাই যে আমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো!

হরগোবিন্দ। কে? তোমার কাকি মা? সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার গুরুদেব সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টা কচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছি তাঁর কাশী যাওয়া নাকি স্থির হয়ে গেছে। আর না ই বা হ'লো কাশী যাওয়া, একটা উইল ক'রে

বস্‌লেই ত হলো, সেজন্যই ত এই উকীল বাবুকে ডেকে আনা হয়েছে।

ব্রজেশ্বর। ইনিই কি আমাদের ঘরের উকীল?

উকীল। আজ্ঞে না, এখনো আমায় খাঁটী ভাবে নিযুক্ত করা হয়নি।

হরগোবিন্দ। হা—হা—দীনবন্ধু রায়ের মোকদ্দমায় ইনিই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আর এঁর সাক্ষ্যতেই আমাদের জয়। আইনের বাজার আদালত কি না, তাই কর্ত্তা এদের সেখানে বড় দর।

ব্রজেশ্বর। বাবুকে ক'টাকা Fee দেওয়া হয়েছিল?

উকীল। আজ্ঞে চার টাকা।

ব্রজেশ্বর। বাবুকে আর গোটা চার টাকা বক্‌সিস্ দিয়ে দাও।

উকীল। মহাশয়ের Estate এর উকীল হবার আশায় এসেছি।

ব্রজেশ্বর। B. L. না P. L.?

উকীল। আজ্ঞে B. L. Second place occupy করেছিলাম।

ব্রজেশ্বর। নূতন উকীল?

উকীল। আজ্ঞে তিন বছর Practice কচ্ছি।

ব্রজেশ্বর। Fee কত?

হরগোবিন্দ। সে বড় সস্তা—বড় উদার অন্তঃকরণ, যে যা দেন তাতেই রাজী।

ব্রজেশ্বর। দেখুন উকীল বাবু! আপাততঃ আমায় একটা উইল করতে হবে। উইলটা আমার কাকা মৃত্যুকালে ক'রে গিয়েছিলেন, সে উইলে আপনাকে একটা সাক্ষী হ'তে হবে।

উকীল। মহাশয়ের হুকুম অমান্য করতে পারি না, তবে কি জানেন, আমরা Educated man অতটা করতে গেলে আমাদের Prestise থাকে না।

ব্রজেশ্বর। তা Prestise এর উচিত মূল্য পাবেন, আমার এই ষোল আনা Estate এর আপনিই একমাত্র উকীল হবেন।

উকীল। আজ্ঞে, তা হ'লে কখন আস্‌তে হবে?

ব্রজেশ্বর। দু' একদিনের মধ্যেই খবর করবো, আপনি এখন আস্‌তে পারেন।

উকীল। তা হ'লে এখন আমি আসি—Good Bye. হরগোবিন্দ বাবু, আপনি একটা কথা শুনুন।

(ঘুরে গিয়ে)

দেখুন, আপনিই আমার মুরুব্বি, আমায় যেন ভুলে না যান, আমা দ্বারা আপনার অনেক কিছু হবে।

হরগোবিন্দ। তার ভাবনা নেই, তোমারই সব হয়ে যাবে।

উকীল। তবে এখন আমি—

[করমর্দ্দন ক'রে প্রস্থান।

(গুরুদেবের প্রবেশ)

গুরু। নারায়ণ—নারায়ণ—গোবিন্দ ভরসা।

ব্রজেশ্বর। আসুন, আসুন গুরুদেব! এ দাসের আপনার চরণই একমাত্র ভরসা।

গুরু। তাতো বটেই, শিষ্যের পক্ষে গুরুদেবই নারায়ণ। তোমার তো আর গুরুভক্তির সীমা নাই বাবা!

ব্রজেশ্বর। এখন বলুন তো কাকিমা'র মত কি?

গুরু। তার কি আর অমত হ'তে পারে? আমার আজ্ঞা, গুরুদেবের আজ্ঞা কি হিন্দুর বিধবায় লঙ্ঘন করতে পারে? সব ঠিক।

ব্রজেশ্বর। কিরূপ ঠিক হলো?

গুরু। তোমার খুল্লতাত পত্নী আনন্দময়ী কাশীবাস ইচ্ছা করেছেন। তাঁর জমিদারীর হিস্যে তোমাকে ইজারা দিয়ে যাচ্ছেন। তুমি তাকে ত্রিশ টাকা করে মাসে মাসে মোসাহারা দেবে। নারায়ণ—নারায়ণ।

হরগোবিন্দ। বেশ বেশ, না হবে কেন? দেবতা কিনা, দেবের অসাধ্য কাজ কি আছে? তা হবে যাওয়া স্থির হলো?

ব্রজেশ্বর। তা হ'লো বটে, কিন্তু একটা বড়ই অন্যায় হ'লো।

হরগোবিন্দ। অন্যায় আবার কি হ'লো?

ব্রজেশ্বর। ত্রিশ টাকা মোসাহারা বড়ই বেশী।

গুরু। সেজন্য চিন্তা করো না বৎস, এখন যা হয় একটা স্থির হয়ে যাক্, পরে যখন দেবে, তখন একটা স্থির ক'রে নিও।

হরগোবিন্দ। তাও তো বটে, কাগজে লেখা-পড়া বই ত নয়! ত্রিশকে তিন করতেই বা কতক্ষণ! শূন্যটা পুছে ফেল্লেই ত বাস্ হয়ে গেল।

ব্রজেশ্বর। যাক্ বাঁচা গেল। গুরুদেব! তা হ'লে এখন আপনি সন্ধ্যা আহ্নিকে যেতে পারেন।

গুরু। একটা কথা বলছিলাম কি বাবা

ব্রজেশ্বর। আমি তো দু'একদিনের মধ্যেই গৃহে প্রত্যাগমন করবো মনে করেছি। ছেলেটার উপনয়ন আগামী মার্গশীর্ষে দেবো মনন করেছি। আর তোমার মা ঠাকুরাণী বলে দিয়েছেন, তার বড় পুত্রবধুটীর সোণার বালা দু'গাছা ভগ্ন হয়ে

গিয়েছে, তাঁর পরণের তসরের কাপড়খানা বড়ই জীর্ণ হয়ে পড়েছে, আমার দুগ্ধপানের বাটিটীও নাই, দুগ্ধবতী গাভীটীও এখন বৃদ্ধা, সকলের মধ্যে তোমার গুরুভক্তি বাবা।

ব্রজেশ্বর—আচ্ছা, তা যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাবে। আপনি এখন সন্ধ্যা আহ্নিকে যান।

গুরু। কল্যাণ হউক, কল্যাণ হউক।

[প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। বেটা একটা লম্ব ফর্দ্দ হেঁকে গেল, আমি যেন ওর কর্ত্তা প্রজা আর কি? কেবল সেই বিধবাটাকে হাত করবার জন্য তোমার যা কিছু তোষামোদ, তার পরে তুমিও যেমন গুরু, আমিও তেমনি শিষ্য। এই যে দত্ত মশায়, সংবাদ কি?

(রাজীব দত্তের প্রবেশ)

রাজীব। সংবাদ ভাল নয়। আমি হার মেনে গিয়েছি।

হরগোবিন্দ। হ্যাঁরে কি হয়েছে বলো না?

রাজীব। হ্যাঁরে একেবারে কেঁচো হয়ে গেছে, তেজ বীর্য্য কিছুই নেই; প্রথমে আপীল করার কথা বলুলুম, সেষে টাকা ধার দিতে চাইলুম, বেটা কিছুতেই শুনলে না। বলে, আমি জমিদারের সাথে মামলা করবো না।

হরগোবিন্দ। না হয় যাক্। তুমি এক কাজ করো, উকীল সাক্ষ্য রেখে আমি একখানা হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি; তুমি নালিশ করে দাও। অগ্রিম ক্রোক জারী ক'রে জমিগুলি সব বেচে আন্‌তে হবে, তার পরে অস্থাবর।

ব্রজেশ্বর। দেখো দাদা! এখনো অনেক কাজ বাকী; দীনবন্ধু রায়কে তো ভিটে ছাড়া করতেই হবে, আর তার দলে যে সব চাষা প্রজারা মিলেছে, তাদের ঘর জ্বালিয়ে উচ্ছন্ন ক'রে দিতে হবে। আর সেই মতি দত্তের বোন্‌টাকে যে-কোন উপায়ে হউক, বের করে আনতেই হবে। এ যদি না পারো, তবে জানবো তোমরা কোন কাজেরই নও।

হরগোবিন্দ। ম'ত্তের বোন্ ছুড়ীতো বড় চালাক দেখ্‌ছি। খেতে পায় না, ম'ত্তে একটী পয়সা খরচও দেয় না, আর দেবেই বা কোথা হ'তে? কুড়ি টাকা মাইনের চাকুরী, মাগ পুষতেই কুলায় না, আর বোন্‌কে সে খেতে দেবে কি? আমি সে দিন ম'ত্তের কাছে একটা প্রস্তাব করলুম, তোমার বোন্‌টাকে আমাদের বাড়ীর ঠাকুরুণদের পরিচারিকা করে দাও, ভদ্রলোকের মেয়েকে কোন ইতর কাজ করতে হবে না। শুধু রাণীদের চুল বেঁধে দেবে, গয়না পরিয়ে দেবে। হ্যাঁরে, রাণীদের যেমন সহচরী থাকে না, তেমনি ভাবে থাকবে। তা—ম'ত্তে ছেলে ভাল, সে এক কথায়ই রাজী, কিন্তু ছুড়ীটাও থাকতে চায় না, আর বুড়ীটাও তাকে দিতে চায় না, বলে কি না জাৎ যাবে; উঃ কি বড় মানুষের জাৎ গো, খেতে পায় না আবার জাৎ যাবে। সে দিন থেকে বুদ্ধিমান ছেলে ম'ত্তে রেগে আটখানা হ'য়ে মা-বোনের খরচ একদম বন্ধ করে দিয়েছে। মাগী দুটো খেতে পায় না, তবু নেড়ামী ছাড়ছে না।

রাজীব দত্ত। ও—তবে শোন ব্যাপারটা। আমি সে দিন দীনবন্ধু রায়ের বাড়ী উপস্থিত থাকতেই ঐ মতির মা মাগী সেখানে গিয়ে উপস্থিত। দীনবন্ধু আমায় বাহিরে যেতে বললে, মাগীটাকে কাছে ডেকে নিলে। দীনবন্ধু আমায় যেতে বল্লে বটে, কিন্তু আমি তো আর তেমন হাবা নই, একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনে যাই না কেন মাগীটা আর দীনবন্ধু কি কথা কয়। মাগীটা খেতে পায় না, সে কথাই বললে, পরে বিধবা মেয়েটার কথাও বললে। দীনবন্ধু বললে মেয়েটাকে আমার বাড়ীতে এনে রাখো। বোধ হয় সে, সে বাড়ীতেই আছে।

ব্রজেশ্বর। বটে। আবার রাঢ় পোষারও সক আছে দেখ্‌ছি। দেখো হরগোবিন্দ দাদা! দীনবন্ধু রায়ের উপর আমার এত আক্রোষ কেন, তা জান? বেটার সব কাজেই আমার সাথে আড়ি। সহজে না হয় টাকা দেও, টাকায় না হয় জবরদস্তি করো, মোদ্দাৎ—এ কার্য্যে অপারগ হ'লে জানবো, তোমরা আমার কোন কাজেরই নও।

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। তাতো বটেই—! একটা বিধবার সর্ব্বনাশ না করলে চলবে কেন? তুমি জমিদার!

(গীত)

জ্বাল জ্বাল জ্বাল কামনা-অনল,
পড়্‌বি যে দিন পুড়্‌বি সে দিন,
এম্‌নি মজার কল।
বুকের মাঝে মেটে চিতা,
কাঠ করে দে হাড়,
সকল শিরার রক্ত দিয়ে,
আহুতি কর সার;
আগুণ যখন জ্বলবে—
গগন ছেয়ে উঠবে,

নিবাতে পার্‌বি না দিয়ে,
সাত সাগরের জল।
আপন ঘরে আগুণ জ্বেলে,
বসে দেখ্‌ছিস তোরা,
ফড়িং ভাবে আগুণ মিষ্টি,
এমনি কপাল পোড়া?
যখন পাখা দুটী পুড়্‌বে,
অবশ হয়ে পড়্‌বে,
প্রাণ জলুনি ছট্‌ফটানি,
কে জুড়াবে বল।

ব্রজেশ্বর। এটা আবার কে হে বীজঘুটে?

হরগোবিন্দ। কে জানে কোথাকার এক ভণ্ড যোগী। কি হে সন্ন্যাসী গোসাঞি, তোমার এখানে কি প্রয়োজন?

প্রেমানন্দ। হারে বড় মানুষের বাড়ী, জমিদারের বাড়ী, এখানে কার প্রয়োজন না আছে? খোষামুদের প্রয়োজন আছে, সুদখোরের প্রয়োজন আছে, মদের প্রয়োজন আছে, বেশ্যার প্রয়োজন আছে, একটা ভিখারীর প্রয়োজন নেই?

ব্রজেশ্বর। সেজন্ম এখানে কেন? কাছারীতে যাও, সেখানে বরাদ্দ করা আছে।

প্রেমানন্দ। আমি তোমার কাছে কোন ভিক্ষার জন্ম আসিনি, আমায় চিনে দেখো আমি সে প্রেমানন্দ ঠাকুর—।

ব্রজেশ্বর। ও—তুমি সে প্রেমানন্দ ঠাকুর! তুমি না বহুদিন হয় তীর্থবাসী হয়েছিলে?

প্রেমানন্দ। সকল তীর্থ ঘুরে এখন এই জন্মভূমি-তীর্থে মর্‌তে এসেছি বাবা।

ব্রজেশ্বর। তা বেশ, কাছারিতে যাও, খোরাকি পাবে।

প্রেমানন্দ। আমি তোমার কাছে খোরাকি ভিক্ষার জন্য আসিনি, এক ভিক্ষার জন্য এসেছি, তা তুমি আমায় দেও, আমি চলে যাচ্ছি।

ব্রজেশ্বর। কি চাও বলো?

প্রেমানন্দ। দেখো ব্রজেশ্বর! আমি তোমার পিতার বন্ধু, তোমার সর্ব্বনাশ হ'তে চলেছে, তুমি তা দেখ্‌তে পাচ্ছ না; আমি তোমায় দেখিয়ে দিতে এসেছি, প্রজা-পীড়ন, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, সতীর সর্ব্বনাশ, এ সব ত্যাগ করো, আর আত্ম-সর্ব্বনাশ করো না বাবা।

ব্রজেশ্বর। বটে, এই মুরুব্বিয়ানা কর্‌তে এসেছ? কে বলেছে আমি প্রজা পীড়ন করেছি, কোন্ সতীর সর্ব্বনাশ করেছি, হারে রেখে দাও ঐ পর্য্যন্ত।

প্রেমানন্দ। দীনবন্ধু রায়ের উপরে অত্যাচার কি ধর্ম্মসঙ্গত হয়েছে, আপন খুল্লতাত পত্নীর প্রতি ষড়যন্ত্র এ কি ন্যায়সঙ্গত? গরীব রামলোচন দত্তের বিধবা কন্যার উপরে অসদ্ অভিপ্রায়, এ কি মানুষের উচিত কর্ম্ম? তোমার ঐশ্বর্য্য আছে, সম্পদ আছে, এরূপ ভাবে সে সবার অপব্যয় করো না, মনে রেখো ব্রজেশ্বর, ন্যায়ের দণ্ড যাঁর হাতে, তাঁর কাছে উকীল সাক্ষীর প্রয়োজন করে না।

(গীত)

মানস নয়ন, করি উন্মিলন,
চেয়ে দেখ, শিরে খাড়া,
ন্যায়েরি দণ্ড।
বিদ্যুৎ চমকে ঐ ঝলসে কীরানল,
অসনি গরজে কালরুদ্র প্রচণ্ড॥
বিষয়-বৈভব-দম্ভ, ধন জন,
দলিত চূর্ণিত পলকে বিলীন,
কুটতর্ক ছল সেথ অকারণ,
সত্য দীপে জলে অখিল ব্রহ্মাণ্ড॥
ঐশ্বর্য্য সম্পদ পেয়েছ যাহারি দান,
দলিছ চরণে আজ তাঁহারি সন্তান;
রুদ্র ক্রোধে তাঁর জ্বলিলে নয়ন,
কটাক্ষে ভস্ম যথা অনলে তৃণখণ্ড॥
এখনো কেটে দেরে মোহঘোর তন্দ্রা,
এখনো জেগে ওঠ্‌রে ছেড়ে কালনিদ্রা;
পাইয়ে গোটাকত রজত মুদ্রা,
ভেবনা করগত বিশ্ব অখণ্ড॥

প্রেমানন্দ। শুন্‌লে তো বাবা ব্রজেশ্বর! ধন পেয়েছ, সম্পদ পেয়েছ; যাঁর ধন-সম্পদ তাঁরি কাজে লাগাও, যাঁর সৃষ্ট ফুল তাই দিয়ে তাঁরি পূজা করো। ঘি, দুধ দিয়ে কতকগুলি কুকুর পুষছ বাবা! ভাগ্যবান তুমি, দুর্ব্বলের সাহায্য করো, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করো, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য আরো বেড়ে যাবে, এরূপ ভাবে দিন দিন আর ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইও না।

ব্রজেশ্বর। হারে ঠাকুর, রেখে দাও ঐ পর্য্যন্ত। ও সকল উপদেশ তুমি গরীব লোকের উপরে খাটাতে পারো, বড় মানুষের ও সব শুন্‌লে চলে না; এ রাজনীতির সাথে তোমার ধর্ম্মনীতি টিক্‌বে না বাবা! মনে করো না, আমি ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই করি না। প্রতি বৎসর আমি হাজার হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন

করাই; নারায়ণ-সেবায় আমার বছরে হাজার টাকার উপরে বরাদ্দ, সাধারণ কাজ কর্ম্ম—স্কুল, সভা-সমিতি, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, খেম্‌টা প্রভৃতিতে বছরে আমি দশ হাজার টাকার উপরে খরচ দিচ্ছি; বাড়ীতে একটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ কর্ম্মে লুচী মণ্ডার বন্যা ব'য়ে যায়। তুমি তো দেখ্‌ছো, আমি সবই অপকর্ম্ম করছি? সন্ন্যাসী মানুষ বিষয় কর্ম্মের কি জানো?

প্রেমানন্দ। ধ্বংসের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে পড়েছ, সহজে ফিরবে না বাবা! শুন্‌লাম তুমি নাকি সাত লাখ্ টাকার দেনাদার হয়ে পড়েছ?

ব্রজেশ্বর। আ—মলো—? বলি অত খবরে তোমার কি প্রয়োজন? বড় মানুষের ও সব হয়েই থাকে। জানো আমার জমিদারীতে দু'লাখের উপর আয় হয়?

প্রেমানন্দ। তা জানি বই কি? তোমার আর পথের ফকীর হ'তে বেশী দেরী নাই। আচ্ছা আমি চল্‌লুম, যাবার বেলায় যা বলে যাচ্ছি, শুনে রাখো। আজ থেকে তোমার সাথে আমার আড়ী, অনেক বুনিয়াদী ঘর তুমি ধ্বংস করেছ, কিন্তু আজ থেকে তোমার সাথে আমার আড়ী, আমি তোমার সকল কার্য্যে বাধা দেবো, তোমার খুল্লতাত পত্নী আনন্দময়ীকে আমি কিছুতেই কাশী যেতে দেবো না, সেই অনাথা সতীর সর্ব্বনাশ করা তোমার শক্তিতে কুলাবে না। আজ থেকে তুমি সাবধান থেকো, আমি তোমার সকল কার্য্যে বাধা দেবো; দেখে নিও তুমি কেমন জমিদার, আমি কেমন ভিখারী!

[প্রস্থান।

হরগোবিন্দ। হারে—বেটা যেন ব্যাস মুনি।

ব্রজেশ্বর। গ্রাম থেকে ঝাটিয়ে তাড়াতে হবে। কি—এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার সম্বন্ধে বাধা দেবে? দেখো দাদা, তুমি আর বিলম্ব ক'রো না, কাকিমা যাতে কালই সরে পড়েন, তার ব্যবস্থা করে দেও। হারে, কাকিমা যাবার বেলা কিন্তু দু'ফোটা চখের জল ফেল্‌তে হবে।

হরগোবিন্দ। সেজন্য চিন্তা নেই। দু'ফোটা কেন, কেঁদে মাটি ভিজিয়ে দেবো। চলো, এখন একবার বাগান বাড়ীর দিকে যাওয়া যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আনন্দময়ীর বাড়ী।

(আনন্দময়ী, প্রেমানন্দ, কৃষকবালকগণ)

আনন্দময়ী। সংসারে সকল সুখ জলাঞ্জলি দিয়েছি। যে দিন বিধবা হয়েছি, সে দিন হ'তেই আমি সংসার থেকে বিদায় নিয়েছি। সে দিন থেকেই আমার আকাশের চাঁদ ডুবে গেছে, তারাগুলি নিভে গেছে, সংসার মরুভূমি হ'য়ে পড়েছে। হায়—আমার মতন ভাগ্য কার ছিল, রাজার ঐশ্বর্য্য ছিল, দেবতার মতন স্বামী পেয়েছিলাম, কিন্তু কপালে সইলো না। তাঁর প্রেম, তাঁর ভালবাসা মনে পড়লে বুক ফেটে যায়। এত দিন এত চেষ্টা করলুম, কই, তাঁকেতো ভুলতে পারলুম না? বুঝি এ জীবনে সে স্মৃতি মুছবে না, দেখি পুণ্যতীর্থে কাশীতে বিশ্বনাথের পাদপদ্মে গিয়ে জ্বালা জুড়ায় কি না!

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। তা'তো জুড়োবে না মা—বিশ্বনাথের পাদপদ্মে গিয়ে জ্বালা জুড়োবে না—

(গীত)

আবার যখন গান ধরেছি
গাবো গো সেই গান;
বুকটা যাচ্ছে ফুলে ও'ঠে,
শিরায় যাচ্ছে অগ্নি ছোটে,
তন্দ্রা যাচ্ছে বায়গো ছুটে,
মাতায় যাচ্ছে প্রাণ।
অগ্নিগিরির গর্ভ মাঝে,
সাগর গর্জ্জনে,
সিংহনাদে ঝড়ের বুকে,
মেঘের তর্জ্জনে,
এদের ভেতর ওতঃপ্রোত,
রয়েছে যে সুরের স্রোত,
আজ্‌কে সে যে হবে বাহির
করবে প্রলয় অভিযান।
ধূমপ সম ঊর্দ্ধে উঠে,
আকাশ জুটে নেবে,
চন্দ্র সূর্য্য অবাক হয়ে,
থাকবে চেয়ে সবে,
পাখা মেলে পাখীর মতন,
বিদারিয়া ঊর্দ্ধ গগন,

বিশ্বরাজের চরণতলে,
লভিবে নির্ব্বাণ।
গান গেয়েছি অনেক বটে,
তারে কি কয় গান,
আকাশ পৃথ্বী হলো না যায়,
টলটলায়মান,
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস,
উঠ্‌লো না যায় ঘূর্ণিবাতাস,
লক্ষ প্রাণের সমুদ্রে যায়,
ডাকলো না কো বান।

আনন্দময়ী। কে আপনি?

প্রেমানন্দ—আমি সন্তান।

আনন্দময়ী। কি চান?

প্রেমানন্দ। সন্তানে আর চায় কি মা, মায়ের স্নেহ চাই।

আনন্দময়ী। দাঁড়ান, ভিক্ষা এনে দিচ্ছি।

প্রেমানন্দ। কি দেবে মা, এক মুষ্টি চাল?

আনন্দময়ী। না, দু'টী টাকা দিচ্ছি নিয়ে যান।

প্রেমানন্দ। আমি টাকা ভিক্ষার জন্য আসি নি, আমায় চিনে দেখো, আমি সেই প্রেমানন্দ ঠাকুর।

আনন্দময়ী। আপনি সেই ব্রহ্মচারী ঠাকুর? এসেছেন? ভালই হয়েছে। আমিতো সব ত্যাগ করে যাচ্ছি; আপনি সু-ব্রাহ্মণ, সাধু উদাসীন, আপনাকে কিছু দান ক'রে যাবো।

প্রেমানন্দ। তুমি নাকি কাশীবাসী হবে?

আনন্দময়ী। সেরূপই ইচ্ছা, বাবা বিশ্বেশ্বর দয়া করলে হয়।

প্রেমানন্দ। কাশী যাওয়া এতো তাড়াতাড়ি কেন মা?

আনন্দময়ী। আর কোন্ সুখের আশায় গৃহে থাকবো? হিন্দু-রমণী বিধবা হ'লে তার সংসার-বাসের প্রয়োজন কি?

প্রেমানন্দ। তোমার এত বড় ঐশ্বর্য্য, এত বড় জমিদারী?

আনন্দময়ী। তাইত আরো দুঃখ, হিন্দুরমণী বিধবা হ'লে তাঁর ঐশ্বর্য্য-সম্পদ ভোগে কি অধিকার আছে? কেবল প্রাণে জ্বালা বাড়ে মাত্র।

প্রেমানন্দ। তাই বুঝি জ্বালা জুড়াতে তীর্থে যাচ্ছ?

আনন্দময়ী। তাই মনে করেছি। কিছুদিন কাশীতে থেকে পরে বৃন্দাবনে গিয়ে রাধা-শ্যামের পাদপদ্ম সার করবো, তাতেও যদি প্রাণে শান্তি পাই।

প্রেমানন্দ। কেন, এ দেশের আগুন বুঝি সে দেশে জ্বলে না? তোমার বুক-ভরা আগুনের কুণ্ড, তীর্থে সে আগুন নিভবে না।

আনন্দময়ী। তাতো জানি, মৃত্যু ব্যতীত এ আগুণ নিভ্‌বার নয়। তবে যদি কিছু পুণ্য সঞ্চয় ক'রে পরকালে শান্তি পাই।

প্রেমানন্দ। তাতো হবে না মা—কামনার অগ্নিশিখা হৃদয়ে জ্বলছে; সে আগুণ আপনি না নিভলে তীর্থে সে আগুন নিভাতে পারবে না। শোন বলি মা, তুমি স্ব-ইচ্ছায় তীর্থবাসী হতে যাচ্ছ না, তোমার ভাসুরপুত্র ব্রজেশ্বর আর তোমার কুলগুরুর প্ররোচনায় আজ তুমি তীর্থবাসী হ'তে চলেছ। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমার যদি কোন সন্তান থাকতো, তা হ'লে কি তুমি এমন সময় তীর্থবাসী হ'তে?

আনন্দময়ী। জানেনইত সংসারে আমার কোন বন্ধনই নাই।

প্রেমানন্দ। কে বলেছে তোমার কেউ নাই? তোমার এতবড় জমিদারীতে বিশ হাজার প্রজা, এরা তোমার কেউ নয়? বড় ভুল বুঝেছ মা, তুমি তীর্থে পুণ্য সঞ্চার করতে গিয়ে যে কি মহাপাপের অনুসন্ধানে যাচ্ছ, তা তুমি এখনো বুঝতে পারনি। তোমার সন্তানসম প্রজাদিগকে কাকে দিয়ে যাচ্ছ? ব্রজেশ্বরকে তো? সন্তান সম প্রজাদিগকে রাক্ষসের মুখে বলি দিয়ে তীর্থে পুণ্য সঞ্চয় করতে যাচ্ছ? তোমার পরলোকগত পুণ্যাত্মা স্বামীর গচ্ছিত সম্পদ শুয়োরকে দিয়ে যাচ্ছ, সতীর সতীত্ব নাশের জন্য একটা লম্পটকে বলিয়ান ক'রে দিয়ে যাচ্ছ, এ সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হবে মা।

আনন্দময়ী। আমি কাছে থেকেও তো প্রজা পীড়ন নিবারণ করতে পাচ্ছি না, আমি স্ত্রীলোক, সর্ব্ব-বিষয়ে অবলা, ব্রজেশ্বরের দুষ্কর্ম্মের প্রতিরোধ ত আমি করতে পাচ্ছি না; যে সংসারে এত পাপ সে সংসারে অন্ন জল গ্রহণ করতেও আর আমি ইচ্ছা করি না। আমার গৃহ-ত্যাগের ইহাও একটী কারণ।

প্রেমানন্দ। কে বলেছে স্ত্রীলোক, অবলা, কার কাছে শুনেছ স্ত্রীলোক শক্তিহীনা? স্ত্রীলোক মহা-শক্তির অংশ, সে শক্তি নিয়ে তোমাকে এখানে রাণী হয়ে বসতে হবে, দুর্ব্বল প্রজাদের পালন করতে হবে, শ্বশুরকুলের গৌরব রক্ষা করতে হবে, ব্রজেশ্বর উচ্ছন্ন যাচ্ছে, তাকে উদ্ধারের পথে আনতে হবে।

আনন্দময়ী। আমি অবলা, আমার সে শক্তি কই?

প্রেমানন্দ। শক্তি আছে মা, নিদ্রিতা আছেন কি না, তাই টের পাচ্ছ না। আমি মাকে জাগাবার পন্থা বলে দিতে পারি।

আনন্দময়ী। কৃপা ক'রে বলে দিন।

প্রেমানন্দ। গীত।

মাকে ডাক দেখি, তোরা সবে বদন ভরে,
দেখি কাণ খেয়ে বেটী, ক'দিন থাকতে পারে।
ত্রিশ কোটী কণ্ঠে যদি, ডাক আজ নিরবধি,
ঠিক দাঁড়াবে ক্ষেপা মাগী, অসি লয়ে করে।
ক্ষেপী যদি উঠে দাঁড়ায়, দেখে পাপ ভয়েই পলায়,
মুকুন্দ বগল বাজায়, বোম্ বোম্ বোম্ হরে হরে।

(কৃষক-বালকদের শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি নিয়ে প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। এই শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গঠাম মূর্ত্তিটীর পানে চেয়ে দেখোতো, তার পরে বল দেখি, তোমার প্রাণের বেদনাটী কি? নীরব রইলে যে, বলতে পাচ্ছ না, আচ্ছা আমি বলি—তুমি বিধবা হয়েছ, এইটীই তোমার প্রাণের বড় দুঃখ নয় কি?

আনন্দময়ী। আপনি অন্তর্য্যামী।

প্রেমানন্দ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে, সম্পদ আছে, রূপ আছে, যৌবন আছে, নাই কেবল স্বামী। এইত তোমার প্রাণের বড় দুঃখ! এই দুঃখেইত তোমার সকল সুখ মলিন হয়ে গেছে কিন্তু এই যে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিখান দেখছ, এর পানে চেয়ে দেখো, ইনি স্বামীর স্বামী, প্রেমের পারাবার, রূপের আধার, এই রূপেই গোকুল কামিনীরা মজেছিলেন, এই রূপ দেখেই রাই রঙ্গিনী কলঙ্ক সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। একটা তুচ্ছ মেদমাংসময় নশ্বর দেহের উপরে প্রেম করেছিলে, যে দেহ আগুণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু এ রূপ, এ প্রেম অনন্ত অক্ষয়। শোন বলি মা, স্বামীকে যথার্থ প্রেম করতে শিখনি। যদি শিখতে, তবে তাঁর নশ্বর দেহের অন্তর্দ্ধানে এত শোকাকুল হয়ে পড়বে কেন? সে মাংসপিণ্ডটার উপরে কামনা জন্মেছিল মাত্র। যে নারী স্বামীর প্রেম দিয়ে ঐ জগৎ-স্বামীকে প্রেম করতে না শিখবে, সে প্রেমময়ী নয়, কামময়ী। রূপ চাও, প্রেম চাও, কৌতুক চাও, আনন্দ চাও, ঐ সচ্চিদানন্দকে বরণ করো মা, পূর্ণানন্দ পাবে। দেখছো না কত মধুর, কত মিষ্টি।

কৃষক-বালকগণ। (গীত)

কিবা সজল দসন অঙ্গ,
ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে,
হেরিলে হয়ে জ্ঞান মন,
প্রাণ পড়ে ঐ পদতলে।
নবীন নটরাজ কে বিরাজ ব্রজমণ্ডলে,
সাজ হেরি লাজ দ্বিজরাজ নভোমণ্ডলে,
এমন মনোহর মাধুরী না হেরি মহিমণ্ডলে,
যেন প্রখর প্রভাকর কিরণ মকর কর কুণ্ডলে।
উচ্চ শিখি-পুচ্ছ সহ,
উচ্চ চূড়া বামে হেলে,
তুচ্ছ শিখি-পুচ্ছ দেখে,
মূর্চ্ছা পায় নারীকুলে;
ভুবন করেছে আলো,
বনমালা শোভে ভালো,
বাস প'ড়ে রাস করে,
ভাষ করে হেলেদুলে।
মধু অমৃত হাস,
সুধা রাশি রাশি ঝরিতে পারে,
বংশী বাদ্য শুনে মনোদাসী,
দাসের দাসী করিতে পারে,
নীলকণ্ঠে শুনে ক্ষণে ক্ষণে,
অচেনারে চিনিতে পারে,
চিনিতে পারে জিনিতে পারে,
কিনিতে পারে বিনা মূলে।

আনন্দময়ী। এ সব ছেলেরা কারা ঠাকুর?

প্রেমানন্দ। ব্রজেশ্বর কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত পীড়িত প্রজা এরা। এদের বাস্তুভিটা খামার জমি যা কিছু ছিল, ব্রজেশ্বর তা কেড়ে নিয়ে এদের পথের ফকীর করেছে, এমন আরো অনেক দেখতে পাবে।

আনন্দময়ী। এখন আমায় কি করতে বলেন?

প্রেমানন্দ। রাণী হয়ে বসে রাণীর কর্ত্তব্য পালন করতে বলি। ঠাকুর শ্যামসুন্দরের মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে একটী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যারা রুগ্ন, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, যারা অন্নহীন তাদের অন্নের সংস্থান করতে হবে, যারা আশ্রয়হীন, তাদের আশ্রয় দিতে হবে। সকলের উপরে মনে রাখতে হবে—যা কিছু কচ্ছি, তা সকলই ঠাকুর শ্যামসুন্দরের কাজ কচ্ছি। দেখবে মা, ভগবানের প্রীত্যর্থে কাজ করলে সে কার্য্যে কত আনন্দ, কত সুখ।

আনন্দময়ী। এ সকল কার্য্যে ব্রজেশ্বর বড়ই বিরোধী হবে।

প্রেমানন্দ। তাতো হবেই মা, ব্রজেশ্বরের সাথে বিরোধ কর্‌তেই হবে। হয়তো তার সাথে লাঠি ধ'রে নাম্‌তে হবে, কিন্তু মনে রেখো, আমরা যার কাজ কচ্ছি, তিনি ব্রজবালাগণের নবনীও ভিক্ষা ক'রে খেয়েছেন, আবার রণভূমে পাঞ্চজন্য নাদে দিক্‌দিগন্ত কম্পিত ক'রে ভীষণ দর্শন সুদর্শন সঞ্চালনও করেছেন। সবই বুঝ্‌তে হবে মা, এখন ভক্তি বিশুদ্ধ অন্তরে আপন পুরীতে শ্যামসুন্দর দেবের প্রতিষ্ঠা ক'রে নেও, সঙ্কল্প করো, এ স্থান মধুময় বৃন্দাবনে পরিণত কর্‌তে হবে, জগৎকে মধুময় ক'রে তুল্‌তে হবে। হয় মা যশোদা হয়ে গোপালকে কোলে তুলে নেও, না হয় প্রেমময়ী রাই রঙ্গিনী হ'য়ে ঠাকুরের সেবা করো। মনে রেখো, যদি ঘরের শ্যামসুন্দর উপেক্ষা ক'রে চলে যাও, তবে বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দর অনেক পর হয়ে পড়বে।

আনন্দময়ী। আপনার আদেশই শিরোধার্য্য।

(প্রণাম করা)

প্রেমানন্দ। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, ঠাকুর তোমার মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত করুন। আজ থেকে তুমি ব্রহ্মচারিণী।

[প্রস্থান।

আনন্দময়ী (শ্যামসুন্দর বুকে ক'রে—প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রাজীব দত্তের বাড়ী।

(রাজীব, জগবন্ধু, নিতাই দাস, গোয়ালা)

রাজীব। হারে জগা! রাস্তায় দু'দিনের গোময় জমে রয়েছে, ঘুটে দেওয়াটা কি বন্ধ করে বসা হলো না কিরে?

জগা। তা কি কর্‌বে, মা যে রাস্তায় বেড়ুতে পারেন না, তার পরবার কাপড়খানা যে একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

রাজীব। কাল যে বাজার খরচের পয়সা দেওয়া হলো কাপড় আনিস নি?

জগা। মাত্র দু'আনা বাজার খরচ দেওয়া হয়েছে, বাজার খরচ দিয়ে যা রইল তাতে কাপড় হলো না, কাপড়ের বাজার বড় চড়া।

রাজীব। দু'আনাই বাজার খরচ গেল? একি রাজার খরচ পেয়েছিস্? আচ্ছা কি কি সদায় কর্‌লি বল দেখি নি।

জগা। দু'পয়সার তেল, আর এক পয়সার নুন।

রাজীব। দু'পয়সার তেল? এ যে কালীয়া পোলাউর বাজার। ও—তেল বুঝি আবার মাথায় মাখা হয়েছিল? কতখানি তেল মাথায় দিয়েছিলরে হারামজাদা?

জগা। আমি বাড়ীতে তেল মাখিনি, মাসীমার বাড়ী গিয়েছিলাম, সেখান থেকে তেল মেখে এসেছি।

রাজীব। রোজ তো আর মাসীমার বাড়ীর তেলে হবে না? বেতর অভ্যাস করে ফেল্‌ছিস্, ডাক-ডাক নাপিত ডাক, সব চুল কামিয়ে ফেল্, লোকে জিজ্ঞেস কর্‌লে বলবি আমরা মাথাছোলা গোসাইর শিষ্য হয়েছি। যাক, এতো গেল তিন পয়সার হিসাব, আর কি কি সদায় কর্‌লি?

জগা। দু'পয়সার মাছ।

রাজীব। দু'পয়সার মাছ? হারে এক হাটে দু'পয়সার মাছ?

জগা। মাছ খুব সস্তা হয়েছিল, দু'পয়সায় একটা ইলিশ মাছ এনেছি।

রাজীব। হারে বেটা, ইলিশ মাছ খেতে খেতে যদি ঐ ইলিশ মাছেরই নেশা হয়ে যায়, তবে উপায়? যাক আর কি কি খরচ কর্‌লি?

জগা। এক পয়সার পান, আর এক পয়সার চূণ।

রাজীব। পান—আবার চূণ? এ কিন্‌তে তোকে কে বলেছেরে? ও শিন্নি বুঝি? আচ্ছা রসো, নোড়া দিয়ে দাঁত ভাঙ্গবো, তবে ছাড়বো—পান আবার—চূণ? সেইতো এক বছর হলো এক পয়সার চূণ কিনে দেওয়া হয়েছে? পান আবার চূণ!

(গোয়ালার প্রবেশ)

গোয়ালা। দত্ত মশায়, আমার পাওনাটা চুকিয়ে দিন।

রাজীব। (পীড়িতের ভান করিয়া) বাবা রামধন! আহা—হা, যাই আর কি? যেমন ভেদ, তেমন বমি, বাবা এবার বুঝি আর বাঁচব না।

গোয়ালা। মশায়, এ সকল বিট্‌কেলেপানা রেখে দিন। দেড় বছর হলো বাবার শ্রাদ্ধের সময় একখানা দু'গণ্ডা পয়সার দই এনেছিলেন, একশ

দিন তাগিদ করেও তা পেলাম না। আজ পয়সা দিতেই হবে, তা নৈলে অপমানী হ'তে হবে।

রাজীব। বাবা রামধন। আর দুটো দিন সবুর কর বাবা, হাতে একটীও পয়সা নেই, আসছে হাটের দিন পয়সা পাবিই পাবি।

গোয়ালা। সে হবে না মশায়। যে লাখ্ টাকায় ফিরে না তার দু'গণ্ডা পয়সা জোটে না? মশাই পয়সা দিয়ে দাও, তা নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

রাজীব। বাবা রামধন। তোর ঠাকুর দাদা আমার জেঠামশায় হতেন, তুই আপন জন, অভাবে পড়েছি বাবা, আর দুটো দিন সবুর কর, বাবার শ্রাদ্ধে দই এনেছিলাম, না—গুড় এনেছিলাম।

গোয়ালা। বুঝলাম সহজ কথায় হবে না। কাল যখন রাস্তায় বেরোবে তখন কাণ ম'লে পয়সা আদায় ক'রে নেবো; বেটা পাজী ছোট লোক।

[প্রস্থান।

জগা। ওর পয়সা বাকী রাখা কেন? কালকার বাজার খরচ ফেরৎ দু'আনা ছিল তা দিয়ে দিলেই হতো।

রাজীব। দিয়ে দিলেই হতো? যেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির? হারে বেটা, দু'আনার পয়সা সোজা হলো? মাসে দু'পয়সা ক'রে টাকায় সুদ, দু'আনায় প্রায় এক পয়সা হবে, বারো মাসে তিন আনা। কোন রকমে গোটা দুই বছর ঘুরিয়ে রাখতে পারলে ওরই সুদের পয়সায় ওর পয়সা শোধ হয়ে যাবে। ছুটো বড়া কথায় চড়া হ'লে চল্‌বে কেন?

(নিতাই দাসের প্রবেশ)

নিতাই। প্রণাম বাবু।

রাজীব। নিতাই যে? কেন এসেছিস্?

নিতাই। বড় দায়ে ঠেকেছি বাবু। আজ তিন দিন খাই না।

রাজীব। কেন? জন খাটলেইত রোজ এক-সিকি মেলে। এতে আর অভাব হবে কেন রে?

নিতাই। একসিকিতে তো আর তিন জনের দিন চলে না? তাতে না খেয়ে না খেয়ে রোগা হয়ে পড়েছি, খাটতে যে আর পারি না। দুটী টাকা আমায় ধার দিতে হবে বাবু। আমি পেটে দুটী অন্ন দিয়ে বল পেলেই জন খেটে সুদ সমেত শোধ ক'রে দেবো।

রাজীব। না, না, সে হবে না, টাকা আমি ধার দিতে পারবো না, অন্যত্র চেষ্টা করো।

নিতাই। অন্যত্র আর কোথায় যাবো? ছেলেটা আজ তিন দিন না খেতে পেয়ে মরার মত হয়ে পড়েছে, আমার আর উপায় নাই, দোহাই বাবা, এই দুগাছা বালা এনেছি, এই রেখে আমায় দুটী টাকা ধার দাও, আমার জান বাঁচাও, মাসে তোমায় টাকায় চা'র পয়সা ক'রে সুদ দেবো। কাঙ্গালের প্রাণ বাঁচাও তোমার একগুণে হাজার গুণ হবে।

রাজীব। বালা এনেছিস্? দেখি?

নিতাই। এই নিন্ (বালা প্রদান)।

রাজীব। এতে ভরি তিন রূপা হবে, এর দাম এক টাকা না হয় আঠার আনা, এতে দু'টাকা চাচ্ছিস—আমায় বোকা পেয়েছিস্ বেটা?

নিতাই। আজ্ঞে, ওতে সারে চা'র ভরি রূপা আছে, এর দাম চার টাকা, আমি দু'টাকা চাচ্ছি।

রাজীব। হাঁ, ভাল কথা। তুই যে সেবারে টাকা নিয়েছিলি, তার চার আনা বাকী ছিল না?

নিতাই। আজ্ঞে না, আমিতো সুদে আসলে সবই দিয়ে গিয়েছি।

রাজীব। আরে না, সুদের সুদটা বাকী ছিল।

নিতাই। সেতো আপনি রেয়াৎ করেছিলেন।

রাজীব। রেয়াৎ করেছিলাম অমনি? আমার বুঝি মনে নেই? সেই যে একখানা খেজুরী গুড় দেবার কথা ছিল, আর একটি বড় কাঁঠাল।

নিতাই। আজ্ঞে, খেজুর গাছ এবার আমি কাটতে পারিনি, আর এ'সবে মাত্র চৈত্র মাস, কাঁঠালও এখন গাছে নেই।

রাজীব। ভারী বজ্জাৎ বেটা তুই। যা চ'লে, এই বালা রেখে দিলাম, সেই বাকী চার আনা আর তার সুদ চার আনা, এই আট আনা দিয়ে তবে বালা নিতে পারবি।

নিতাই। বলেন কি দত্ত মশাই? আমার যে আর কিছু নাই। কচি ছেলে আমার তিন দিন না খেয়ে মর্‌তে চলেছে। দোহাই বাবা, তোমার পায়ে পড়ি। আমার আর কিছু নাই, পাতায় ভাত খাই, নারিকেলের মালায় জল খাই, ছেলের হাতে দু'গাছা বালা ছিল, তাই কেড়ে নিয়ে এসেছি; আজ দুটী ভাত না পেলে ছেলেটা আমার মারা যাবে, বাবা, দয়া করো, দু'টী না হয় একটী টাকা আমায় দাও।

রাজীব। হাঁ, আমি কল্পতরু হয়ে বসেছি কি না? চ'লে যা বেট। নিতে জান্‌বে দিতে জান্‌বে না, ছোট লোকের বজ্জাতি।

নিতাই। বাবা, তুমি আমার ধর্ম্মের বাবা, আমায় বাঁচাও। আমায় অন্ততঃ আট গণ্ডা পয়সা দাও, আজকের দিনটা আমার চালিয়ে দাও, পায়ে পড়ি তোমার।

রাজীব। বাবা বলো, আর বাবার বাবা ঠাকুরদাদা বলো, একটী পয়সাও আর বেরোবেনা বাপু।

নিতাই। আমার কচি ছেলেটা যে তবে মারা যাবে বাবু! (ক্রন্দন)

রাজীব। তার আমি কি করবো রে? তোর গুষ্টি মরলে তাতে আমার কি?

নিতাই। বাবা, গরীবের মুখের দিকে তাকাও, টাকা না দেও, আমার বালা দু'গাছি দেও, আমি আরেক মহাজনের দুয়ারে যাই।

রাজীব। এই দেখো, বোকা ভেবে ধোকা দিয়ে আবার পয়সা বের করবার চেষ্টা হচ্ছে? সেবার বড় বিশ্বাস ক'রে চার আনা বাকী রেখেছিলাম, এবার আরো বিশ্বাস ছোট লোককে ছেড়ে দেওয়া, নগদ আট আনা পয়সা আন্‌বি তবে এই বালা পাবি।

নিতাই। তবে একগাছা তুমি রাখো আর একগাছা আমায় দেও, আমার আর উপায় নাই।

রাজীব। সে হবে না। যা বেটা পাজী মর— কান্না আরম্ভ করে দিলে! আমি তোর কান্না দেখে ভুলে যাবো তাই মনে করিস নাকি? হারে বেটা, যে মাগ্ ছেলেকে খাওয়াতে পারে না, তার আবার বিয়ে কেনরে পাজী বেটা?

নিতাই। হা ধর্ম্ম! এই কি বিচার? দত্ত মশাই! প্রাণটা কি তোমার পাষাণের চেয়েও শক্ত? লাখ টাকা তোমার ঘরে, না হয় একটী টাকা আমায় ভিক্ষা দাও; আমি আটদিন তোমার বাড়ীতে কিষাণ খেটে দেবো, আমার মাগ্ ছেলের প্রাণ বাঁচাও, পায়ে পড়ি তোমার।

রাজীব। যা ব্যাটা জ্বালাতন করলে।

[প্রস্থান।

নিতাই। হা অদৃষ্ট, হা ধর্ম্ম, এই কি বিচার? আর যে আমার কিছুই নাই। হায় মা অন্নপূর্ণা, অন্নের রাণী, তুই নাকি মা সারা দুনিয়ার অন্ন যোগাস্? দুনিয়ার সকল জীবই নাকি তোর সন্তান? কেবল আমার জন্যই দুটী পেটের ভাত জুটলো না? এখন উপায় কি? কোথায় যাবো? কে দয়া করবে? সংসারে দয়া নেই, যার ঘরে অন্ন আছে, সে আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়, তবু গরীবকে দেয় না; যার ঘরে টাকা আছে, সে টাকা দিয়ে মদ খায়, বাই নাচায়, বাছা বাছা লোক নিমন্ত্রণ ক'রে মণ্ডা-মিঠাই ছড়িয়ে দেয়, ছেলের বিয়েতে বাজী পোড়ায়; কিন্তু যার ভাত নাই, সে ভাত পায় না। অবিচারের সংসার, দুনিয়ার মালিক যে, তাঁরও অবিচার, তা না হ'লে রাজীব দত্তের লাখ টাকা, আর আমি খেতে পাই না কেন? রাজীব দত্ত যথার্থই বলেছে, যে খেতে দিতে পারে না, তার আবার মাগ্ ছেলে কেন? না আর মাগ্ ছেলে রাখবো না, খুন করবো, স্ত্রী-হত্যা করবো, পুত্র হত্যা করবো, বাঁচিয়ে রেখে ভাতের জ্বালায় দগ্ধে দগ্ধে মারছি, তার চেয়ে এক ঘায়ে বলি দিয়ে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবো। এই ঠিক করেছি, এই প্রতিজ্ঞা। ধারাল রামদা আছে, ঘরে গিয়েই সব শেষ করবো, এ সংসারে গরীবের থাকতে নেই, যারা বড় মানুষ তারাই থাক, তারাই আমোদ করুক, স্ফূর্ত্তি করুক, বেশ্যা নাচাক,—জয় মা কালী, আজ তোকে স্ত্রী-পুত্র বলি দেবো।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ব্রহ্মচারীর আশ্রম।

(প্রেমানন্দ, শিবদাস, নিতাইদাস, চৌকীদার)

শিবদাস। গুরুদেব! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

প্রেমানন্দ। কি সংবাদ শিবু?

শিবদাস। ভয়ঙ্কর সংবাদ, নিতাইদাস তিন দিন অনাহারে থেকে স্ত্রী পুত্র খুন করেছে।

প্রেমানন্দ। সে কি —তোমরা তার উপরে দৃষ্টি রাখনি?

শিবদাস। আমরা পূর্ব্বে জান্‌তে পারিনি, দেশময় দুর্ভিক্ষ, ঘরে ঘরে লোক অন্ন কষ্ট পাচ্ছে, আমরা ক'জনই বা লোক, আমাদের শক্তিইবা কি? বিশেষতঃ নিতাই দাসের যে এতদূর অন্ন-কষ্ট, তা— আমরা জানতে পারিনি। সে কোন দিনই কষ্টের কথা আমাদের জানায় নি। ছেলের হাতের বালা নিয়ে রাজীব দত্তের কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিল, রাজীব টাকা দেয় নি, উপরন্তু আগেকার দেনা ছিল ব'লে বালা দু'গাছিও কেড়ে রেখেছে।

প্রেমানন্দ। শিবদাস! আমি নিতাইদাসের বাড়ীর দিকেই চল্লুম, পার ত আমার সাহায্যে একবার এসো।

শিবদাস। গুরুদেব! ঐ যে নিতাইকে নিয়ে চৌকীদার এ দিকেই আস্‌ছে।

(নিতাইকে নিয়ে চৌকীদারের প্রবেশ)

নিতাই। বেশ করেছি—! ছেলে খুন করেছি, স্ত্রী খুন করেছি, বেশ করেছি, তাদের পেটের আগুন জন্মের মত নিভিয়ে দিয়েছি।

প্রেমানন্দ। হতভাগার বুক দিয়ে রক্ত পড়ছে বোধ হয়, আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল।

নিতাই। ছেলের রক্ত খেয়েছি, স্ত্রীর রক্ত খেয়েছি, তারপর নিজের রক্ত খাচ্ছিলাম। খাবো না?—পেটে যে বড় ক্ষুধা। তিন দিন পর্য্যন্ত কিছুই খাইনা, হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটে এক গোলা ধান পেয়েছিলাম, তা কতক মনিব, আর কতক মহাজনে বেচে নিলে। পরের দুয়ারে জন খাটতে লাগলাম, দেশেও দুর্মূল্য বাড়তে লাগল, দিন খেটে দিন চালাতে পারলুম না,—ধার করলাম, ঘটি, বাটি, বিছানা পর্য্যন্ত বিক্রয় করলাম, তারপর বড় মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য হাত পাতলাম, কিন্তু বড় মানুষ গরীবকে ভিক্ষা দেয় না; আপনার মত বড় মানুষ ডেকে ফলার দেয়, পোলাউ খাওয়ায়, কিন্তু গরীবের মুখের দিকেও চায় না। যাক, বেশ করেছি, যোগ্য কাজ করেছি, যাদের প্রাণের চেয়েও ভালবেসে সংসার পাতিয়েছিলাম, এতকাল বুকের রক্ত দিয়ে পুষেছিলাম, তাদের রক্ত পান করেছি,—তারপর,—তারপর এই দেখ, আমি ছিন্নমস্তা সেজেছি,—হাঃ—হাঃ—হাঃ।

প্রেমানন্দ। কি ভয়ঙ্কর!

নিতাই। ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর দেখছো? আমি ভয়ঙ্কর, না রাজীব দত্ত ভয়ঙ্কর? মা-বাপের চোখের সম্মুখে ছেলে অনাহারে মরে যায়, সেই ছেলের হাতের বালা নিয়ে মহাজনের দুয়ারে যায়, মহাজন টাকা ধার দেয় না, বালা কেড়ে নেয়; এর চেয়ে আমি ভয়ঙ্কর কি করেছি? যাও—ঘরে ঘরে গিয়ে দেখো; সবাই আমার মত আপনার রক্ত আপনি পান কচ্ছে। সংসার এখন ছিন্নমস্তার অধিকারে।—

প্রেমানন্দ। মা আনন্দময়ী! এ কি দেখাচ্ছ?

নিতাই। চৌকীদার! আমায় ধরেছিস্ কেন? আমি তো মানুষ খুন করিনি, খুন করেছে রাজীব দত্ত সুদখোর, খুন করেছে আমাদের মনিব ব্রজেশ্বর রায়। আমায় ছেড়ে দে! না—ছাড়বি কেন? নিয়ে চল্। খুনে খুন যাবে। আমার ফাঁসী হবে, তা হলেই আমার এ জ্বালা জুড়াবে। ও হো—যারা আমার প্রাণের চেয়েও বড়,—স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী, পুত্র বংশের দুলাল, ও—হো, আমি আপন হাতে তাদের মাথা কেটেছি। চলো, শীঘ্র আমায় হাকিমের কাছে নিয়ে চলো, আমার ফাঁসী হবে, তা হ'লেই সকল জ্বালার নির্ব্বাণ হবে। সন্ন্যাসী ঠাকুর! এসো সাক্ষী দেবে। আমি খুন করেছি, যথার্থই আমি খুন করেছি।

[চৌকীদারসহ প্রস্থান।

প্রেমানন্দ। গীত।

এ সব দেখে শুনে ধাঁ ধাঁ লাগে,
বুঝে ওঠা দায়।
এর কোন্‌টা যে ঠিক,
কোন্‌টা বেঠিক
ঠিক করতে না পারি তায়॥
কেউ সত্য পথে চলে,
ভাসে শুধু নয়ন জলে,
কত পাপী ভূয় গুলে,
হেসে নেচে চলে যায়॥
কেউ সারাদিন খেটে খেটে,
দিনান্তে তাই পায় না খেতে,
কারো খাবার দিনে রাতে,
জোটে কত কেবা খায়॥
(বাউল)

(দৌড়ে সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। গুরুদেব—গুরুদেব, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

প্রেমানন্দ। আবার কি হলো?

সুধীর। ব্রজেশ্বরের অত্যাচার আর তো সহ্য করতে পারি না; জানেনিতো, মতি দত্তের বিধবা ভগ্নী তারামণি আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল, অনাথার জগতে আর কেউ নাই, ভাইটা নচ্ছার, বোনটাকে দু'টো ভাত দিলে না। বাবা তাকে আপন মেয়ের মতন ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। ব্রজেশ্বর ঘাটের পথ থেকে তাকে জোর করে নিয়ে গেছে। কি ভয়ানক ব্যাপার মশাই, স্ত্রীলোকের মান-ইজ্জৎ বজায় রেখে চলা যাবে না? বাবা আপনার কাছে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি কিন্তু আর সহ্য করতে পাচ্ছি না।—পিতার নিষেধ, নতুবা এতক্ষণ আমি ব্রজেশ্বর রায়ের মাথাটা গুড়ো করে ফেলতুম। বিধবা তারা, ভদ্রলোকের মেয়ে, সাধ্বী সতী, আমাদের আশ্রয়ে ছিল, আমরা তাকে রক্ষা করতে পারলাম না? যদি আশ্রিতা অবলার ধর্ম্ম রক্ষা করতে নাই পারলাম, তবে এ প্রাণ রেখে আর ফল কি? আপনি আমায় আদেশ করুন, আমি ব্রজেশ্বরকে মেরে ফাঁসীর কাঠে ঝুলবো।

প্রেমানন্দ। তাইত—এ যে অসুরেরই অবতার বটে, মা অসুর-মর্দ্দিনীর অবতীর্ণ হবার সময় হয়েছে। সুধীর, স্থির হও, আমি যাচ্ছি, মা মহাশক্তির কৃপায় সতী-ধর্ম্ম রক্ষা হবে। শিবদাস। দেও আমার ত্রিশূল দেও— জয় মা কালী—জয় মা কালী।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—ব্রজেশ্বর রায়ের বাগানবাড়ী।

(ব্রজেশ্বর, তারামণি, প্রেমানন্দ, ছদ্মবেশী মা)

তারামণি। বাবু—বাবু—আমি অনাথা, অবলা, হিন্দুর বিধবা, আমার প্রতি এ অত্যাচার কেন? ছেড়ে দিন আমায়।

ব্রজেশ্বর। তোমায় আমি কত ভালবাসি, তা জান সুন্দরী? তোমায় রাজরাণী করবো।

তারা। আমি হিন্দুর বিধবা, সতী-ধর্ম্ম রক্ষা করতে পারি, আমায় ত্যাগ করুন।

ব্রজেশ্বর। তোমায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করবো, তোমার গোলাম হয়ে থাকবো, আমার কাছে এস —প্রেমময়ী।

তারা। সাবধান রায় মশাই। জেন, আমি সতী নারী,—জ্বলন্ত আগুণ, পুড়ে ছাই হবে, ধন-জন-জমিদারী পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে যাবে; তুমি জমিদার, আমি তোমার প্রজা, প্রজা সন্তানস্বরূপ, আমার প্রতি তোমার এ কি অত্যাচার?—

ব্রজেশ্বর। তাইত, আমি জমিদার, তুমি আমার প্রজা, তোমার উপর আমার ষোল আনা অধিকার। তোমার ভাই খেতে দেয় না, তুমি দীনবন্ধু রায়ের বাড়ী দাসীপনা ক'রে দুটি অন্ন পাচ্ছ, তা হ'তে দেবো না, আমার ঘরে আমার হ'য়ে রাজ-সুখে থাকবে। এই যে দেখছো এমন সুন্দর বাগান-বাড়ী, এ বাড়ীর তুমিই একমাত্র অধিশ্বরী, এ রাজ্যের রাণী। লজ্জা করো না লজ্জাবতী, এসো আমার কাছে এসো।

তারা। সাবধান কুকুর! দুষ্প্রবৃত্তি দমন করো, জেন আমি সতী নারী, ভদ্রঘরের মেয়ে আমি। তোমার ধন-দৌলত, বাগানবাড়ী দেখে ভুলবো না। ছিছেছিছি তুমি মহাপাপ কচ্ছ, আমার অকলঙ্ক কুলে কালী দিয়েছ, এই পাপে তোমার সর্ব্বনাশ হবে; ছাড়, আমি যাই।

ব্রজেশ্বর। যাবে কোথা চাঁদ, আর কি যাবার যো আছে? ও সব সতীপনা এখন রেখে দাও।

(হস্তধারণ)

তারা। ছাড়্ দুরাত্মা, সর্ব্বনাশ হবে, মাথায় বাজ পড়বে, আমি অনাথা কুলের কুলবধূ, আমার উপর অত্যাচার ধর্ম্মে সইবে না।

ব্রজেশ্বর। রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম, ধোকা দিয়ে চলে যাবে, এমন বোকা আমায় ভেবো না।

তারা। দোহাই ধর্ম্মের, অবলার সর্ব্বনাশ করো না। কোথায় তুমি মা-কালী, আমি দস্যুর হাতে পতিত, আমায় রক্ষা করো।

প্রেমানন্দ। মাভৈঃ—মাভৈঃ—সাবধান—নর-পিশাচ। কে মা তুই, নিজেই এসেছিস্।

(গীত)

কে—ও রণরঙ্গিণী, প্রেম তরঙ্গিণী,
নাচিছে উলঙ্গিনী, আসব আবেশে হায়।
কুন্তল দল দল, চন্দ্রে চরণতল,
মধুব্রত চঞ্চল, ঝঙ্কারে পায় পায়॥
তুঙ্গ পয়োধরা, রঙ্গে লাস্য পরা,
সঙ্গে কাঙ্খধুরা, কোটী যোগিনী ধায়,
হুঙ্কারে ঘন ঘন, কম্পিত ত্রিভুবন,
শঙ্কিত দেবগণ, শঙ্কর লোটে পায়॥
লাস্যে সমুল্লাসে, চন্দ্র সূর্য্য খসে,
কক্ষ ভ্রষ্টাকাশে, গ্রহ তারা নিভে যায়,
গভীর অন্ধকারে, বিশ্ব ব্যাপ্ত করে,
সপ্ত সাগর ন'রে, মুগ্ধ ধরণী ডুবায়॥
বধ বধ হন হন, প্রহরণ ঝঞ্ঝন,
প্রবল প্রভঞ্জন, বুঝি প্রলয় ঘটায়,
কোটী বিজলী হাসি, বিম্বিত ভীম অসি,
নিশুম্ভে রণে নাশি, শোণিত তৃষা মিটায়॥
ভীষণাদাপ ভীষণা, প্রেম-ফুল্লাননা,
হেরি নিরভয়মনা, ইন্দুপদে বিকায়;
কালী করুণা বশে, শমনে জয়ী অনায়াসে,
কাটিয়া অষ্টপাশে, মহা শিবে সে মিলায়॥

ব্রজেশ্বর। দারোয়ান—দারোয়ান!

প্রেমানন্দ। দারোয়ানের সাধ্য কি মূর্খ, ধর্ম্মের গতি রোধ করে! এসো মা, আমার সঙ্গে এসো। এ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্য্যন্ত কার সাধ্য সতীর অঙ্গ স্পর্শ করে, বেকুব!

[তারাকে নিয়ে প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। কি আশ্চর্য্য! বামুনটার কত বড় গোস্তাকী! ভেল্কি দিয়ে নিয়ে চ'লে গেল? এই

বামুনটাই আমার পরম শত্রু। বাকিমাটা কাশী যাবে স্থির করেছিল, এরি কথায় এখন ফিরে বসেছে। আরো বলছে, আমার বিষয় আমায় ভাগ ক'রে দেও। উইলের মামলা রুজু করেছে, এই বেটাই তার সাক্ষী-সাবুদ সব যোগাড় ক'রে দিয়েছে। একে পথ থেকে সরাতেই হবে। টুকরো টুকরো ক'রে কেটে নদীতে ভাসাতে হবে থাকো প্রেমানন্দ! শীঘ্রই বুঝতে পারবে, ব্রজেশ্বরের সাথে লড়াই করার কি ভীষণ পরিণাম!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মতি দত্তের বাড়ী

(মতি দত্ত রাইমণি, হরগোবিন্দ, তারামণি, প্রেমানন্দ)

রাইমণি। মতি, কি ভয়ানক খবর দেখ দেখি?

মতি। কি আর ভয়ানক! যেতে দেও ও সব, যার যার কপালের কথা ভেবে নেও।

রাইমণি। বলিস্ কি? বোন্‌টার এমন ভাবে অপমান করলে, তার কি কিছুই করা হবে না? এ অপমানে কি তারা আর প্রাণে বাঁচবে? বিষ খেয়ে মরবে।

মতি। তা মরে মরুক! সেখানে থাকলে সুখে থাকতো, তা হলো না, গরীব দীনবন্ধুর বাড়ীতে যাওয়া হলো, সেই অপমানে অপমানী হয়েইত ব্রজেশ্বর বাবু এমন করেছেন। এতে ব্রজেশ্বর বাবুর কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। কেবল দীনবন্ধুর উপরে আক্রোশে, মান বাঁচাতে এমন করেছেন, যাক্, মা যাও তো, তুমি আমার জন্যে এক পেয়ালা চা জাল দিয়ে নিয়ে এসো, যাও, শীঘ্র যাও।

(বাহির হইতে হরগোবিন্দ বাবু) মতি বাড়ী আছ, মতি?

মতি। কে ডাকছেন, বড় বাবু! এ দিকে আসুন, এ দিকে আসুন।

(হরগোবিন্দের প্রবেশ)

হরগোবিন্দ। মতি ভাল আছতো, বউমাটী ভাল আছেন তো? বেড়াতে বেড়াতে আজ তোমার বাড়ীর দিকে এসে পড়লুম।

মতি। আনন্দের কথা, আমার সৌভাগ্য। মা' ঠাকুরাণী ভাল আছেন তো? খোকা বাবু ভাল আছেন তো?

হরগোবিন্দ। সবইত ভাল মতি, তবে একটা মুস্কিলে পড়েছি।

মতি। কি সে হুজুর, অনুমতি করুন!

হরগোবিন্দ। বাসার বামুনটা আজ দু'দিন চ'লে গেছে, খাওয়া-দাওয়ার বড়ই অসুবিধা হচ্ছে।

মতি। দু'দিন বামুন নাই? তবে রান্না করে কে?

হরগোবিন্দ। করবে আর কে, ওরা নিজেরাই করেন, অনভ্যাস, কষ্টের একশেষ।

মতি। আহা হা, মা-ঠাকুরুণ নিজেই রান্না করেন আমায় বলেন'নি কেন? আমাদের বাড়ীর মেয়েরাই না হয় রান্না ক'রে দিয়ে আসতো। আমার মা ঠাকুরুণ হাত পুড়িয়ে রান্না কচ্ছেন, আমায় এতদিন বলেননি কেন?

হরগোবিন্দ। দেখ মতি! বামুন রাখতে আর আমার ইচ্ছা নেই, একটা রাঁধুনী পেলে ভাল হয়। বেটাছেলে প্রায়ই চোর বদমাস হয়, ভদ্র ঘরে ও সব রাখতে নেই। দেখ দেখি একটা রাঁধুনী পাওয়া যায় কি না।

মতি। পাওয়া যাবে না কেন? নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে; কাল সকালেই আমি লোক দেবো।

হরগোবিন্দ। আচ্ছা, তবে এখন আমি আসি, তোমার জন্য তো ব্রজেশ্বর বাবুকে বলা হয়েছে, বোধ হয় হয়ে যাবে।

মতি। সে হুজুরের দয়া, হুজুর গরীবের মা-বাপ।

হরগোবিন্দ। আচ্ছা, তবে এখন আসি।

[হরগোবিন্দের প্রস্থান।

মতি। ও মা—মাগো—একবার এ'দিকে এসো তো।

রাইমণি। কেন ডাকছ বাবা?

মতি। মা—বড় একটা সুবিধে পাওয়া গেছে, এতে তোমারও সুবিধে, আমারও সুবিধে।

রাইমণি। ব্যাপার কি? বড় বাবু বুঝি ব'লে গেলেন, তোমার চাকুরীর উন্নতি হবে?

মতি। হবে কি হয়েছে! এখন তোমায় একটী কাজ করতে হবে, শোন বলছি। তোমারও এতে সুবিধা আছে। বাসায় থেকে বউয়ের সাথে তোমার মিল খায় না, বউ তোমায় একটু কাজ করতে বল্লেই তোমার মুখ ভার হ'য়ে ওঠে। সে

যাক্, তোমার আর বাসায় থেকে কাজ নেই। এই যে আমাদের বড় বাবু এসেছিলেন, এর বাড়ীতে একটী রাঁধুনীর প্রয়োজন হয়েছে, খুব ছোট সংসার—কর্ত্তা, গিন্নি আর একটী খোকা। বড় মানুষ, অনেকগুলি ঝি-চাকর আছে, তুমি কেবল দুটী দুটী রাঁধবে, আর সারাদিন তোমার মালা জপ, সন্ধ্যা আহ্নিক চল্‌বে। কর্ত্তা তোমায় খেতে পড়তে তো দেবেনই, আরো কালে কালে কিছু মাইনেও বোধ হয় দেবেন। সেই সঙ্গে আমার সুবিধাটা কি জানো? তুমি রাঁধ খুব ভাল, তাতো আমার জানাই আছে। তোমার রান্না খেয়ে বড় বাবু খুবই খুসী হবেন, তার আর সন্দেহ নাই। আর আমি এমন ভাল পাচিকার যোগাড় ক'রে দিয়েছি, আমার চাকুরীর প্রমশনটা খুবই তাড়াতাড়ি হ'য়ে যাবে। কালই কাজে বহাল হ'তে হবে, এতে অমত ক'রো না কিন্তু—।

রাইমণি। বলিস্ কি মতি? আমি এখন পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করতে যাবো?

মতি। এই দেখো, আবার মানের বস্তা এলিয়ে নিয়ে বস্‌লো। এ আবার দাসীবৃত্তি কি? ভদ্রলোকের ঘরে দুটী রান্না করবে।

রাইমণি। ছি—বাবা—অমন কথা বলিস্ না। আমি ভদ্রলোকের মেয়ে, আমার যোগ্য ছেলে, আমি কি পরের ঘরে চাকুরী করতে যেতে পারি?

মতি। ঐ তো মা—তোমাদের দোষ। ভদ্রলোকের মেয়ে, কত বড় ভদ্রলোকের মেয়ে তুমি? উচিত কথা বল্লে মা কষ্ট হবে। আপনার মানের মাত্রাটা একবার ভেবে দেখ্‌লেই পারো। তোমার বাবা তো ক্ষেতে প'ড়ে খামার টামার ক'রেই খেতো; আর তোমার স্বামী, যিনি আমার বাবা ছিলেন, বাবা হ'লে কি হয়—উচিত কথা বল্‌তে হয়, তিনি তো পাটারীগিরী ক'রেই দিন চালিয়ে গেছেন। এখন ভেবেই দেখ, তুমি চাষার মেয়ে, পাটারীর বউ, তোমার আবার মান কতটুকু? তবে যা মান, সে আমার মা ব'লে, লোকে বলে, মতি বাবুর মা। তবে সেখানে তা তুমি ব'লো না। লোকে যদি জিজ্ঞেস করে, তবে ব'লো, যে মতি বাবুর দূরসম্পর্কীয়া একজন আত্মীয়া, বাস্, চুকে যাবে।

রাইমণি। এমন বুদ্ধি মতি তোর হয়েছে? সে বড় বাবু নাকি জাতিতে ছোট, প্যাজ, মুরগী খায়, আমি কি এখন ছোটর দাসী হ'য়ে মুরগী রাঁধতে যাবো?

মতি। এই দেখো, আবার কুলীনপনা আস্‌লো। Dam, জাতি-ভেদ, ওসব রেখে দাও। তুমি যাবে কি না?

রাইমণি। না বাবা। আমি ও পারবো না।

মতি। আমার চাকুরীটার উন্নতির খাতিরেও পারবে না?

রাইমণি। না বাবা—আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

মতি। তুমি নিতান্তই কু-মাতা, আমার উপরে তোমার ভালবাসা মোটেই নেই। যে মা' ছেলের চাকুরীর জন্ত এতটুকুন্ করতে না পারে, সে আবার—মা—সে তো রাক্ষসী।

রাইমণি। হা—নারায়ণ—।

মতি। এই আবার কাঁদতে বস্‌লে? দেখো, কাঁদলে চল্‌বে না। আমি বড় বাবুকে কথা দিয়ে ফেলেছি, কথা রাখ্‌তে না পারলে আমার মহাবিপদ, তাই বুঝে কাজ করো।

রাইমণি। আর একজন লোক দেখে শুনে দাও।

মতি। কেন, তুমি পারবে না? দেখো, মাসে পাঁচ টাকা মাইনে পাবে, ছ' মাসের মাইনে হ'লে গয়া কাশী অনেক তীর্থ ক'রে আস্‌তে পারবে।

রাইমণি। না বাছা, অমন গয়া কাশী আমার উপরে থাক্। আমি ম্লেচ্ছের দাসীপনা করতে পারবো না।

মতি। পারবে না, তবে খাবার আস্‌বে কোথা থেকে?

রাইমণি। তা তুই দুটী ভাত দিতে না পারলে আমি ভিক্ষা মেগে খাবো।

মতি। তবে বের হও আমার বাড়ী থেকে, এ ভূতের বোঝা আমি বইতে পারবো না।

রাইমণি। মতি, এ তোর কি হয়েছে, তুই কি পাগল হয়েছিস্? সেই তিন বছরের তোকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছি। মা ছাড়া জান্‌তিস্ না। বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমার কোলছাড়া তোর ঘুম হতো না, আর আজ তোর এ কি হলো, ঠাকুর, এ কি করলে। আমার সোণার ছেলে কেন এমন বিগড়ে গেল? নারায়ণ, তুমি শুধ্‌রে দেও, আমার বাছার মঙ্গল করো।

মতি। যাও, দিন থাকতে সরে পড়ো, এ বাড়ীতে তোমার ভাত-জল উঠে গেছে।

রাই। মতি! আমি যে তোর মা!

মতি। অমন ঢের মা দেখা গেছে, যে মা ছেলের ভাল বোঝে না, সে আবার—মা?—

(প্রেমানন্দের তারাকে নিয়া প্রবেশ)

(গীত)

ঘোর কলিকাল যা দেখি সব উল্টো তোর,
নৈলে মা করবেন দাসীপনা,
গিন্নি উঠ্‌ছেন মাথার 'পর॥
হয়েছে দুনিয়ার কি দোষ
সবে খোঁজে পরের দোষ,
দেখে আমার পাচ্ছে হাসি
বাবুদের কি জ্ঞানের জোর॥
যে জন সদা খাচ্ছে মদ,
বেশ্যা যার পরম সম্পদ,
সে নয় দোষী,—তার উচ্চপদ,
যে না খায় সে মদখোর॥
সদা অসতের আদর,
সতের যে কচ্ছে অনাদর,
বেদ কোরাণ ফক্কিকারী,
(বাবুরা) নভেল পড়ে প্রেমে ভোর॥
দেখে শুনে ভবের ভাব,
মুকুন্দের পুরিল অভাব,
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখিয়ে,
ভাঙ্গলো আমার বুকের ঘোর॥

মতি। কে হে—তুমি? গান করতে করতে ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়লে?

প্রেমা। হাঁরে ভাই,—আমি বোনকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়ী এসে উপস্থিত হয়েছি। (তারাকে সামনে নিয়ে) বল মতি বাবু, এটি তোমার কে হয়?

মতি। (তারাকে দেখে) তারা যে? তুই আবার কোথা হ'তে এলি?

প্রেমা। তারা কোথায় ছিল, তা জানো?

মতি। মা'তো বলেছিলেন, দীনবন্ধু রায়ের বাড়ীতে আছে।

প্রেমা। ভাই থাকতে বোন পরের বাড়ী থাকবে কেন পাজী?

মতি। ও, তুমি বুঝি মুরুব্বিয়ানা করতে এসেছ? বামুন জাত কিনা, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি!

প্রেমা—বামুন জাতের উপরে এত আক্রমণ কেন?

মতি। ভারি পাজি জাত। মন্ত্র পড়েই টাকা উড়িয়ে নিতে চায়। ছেলেমেয়ে বিয়ে দাও, ঠাকুরকে দশ টাকা না দিলে চলবে না। মা-বাপ যদি মরে যায়, অমনি লম্বা চওড়া ফর্দ্দ—চাল, কলা, গামছা, গাই, ষাঁড়, তারপর মাসে মাসে সপিণ্ডকরণ, তর্পণ—এই বামুন জাতে ভেল্‌কী দিয়ে দেশটাকে গোল্লায় দিলে।

প্রেমা। হাঁরে, সে জন্য আর ভাবনা কি?

মতি। ভাবনা নেই, এখনো মা'টা ঘাড়ের উপরে পড়ে আছে।

প্রেমা। আচ্ছা—হা, মা বেঁচে থাকতেই তোর যে আদর, মলে পরে তুই একটা দয়াসাগর করবি আর কি? হায় ব্রাহ্মণ! দেখো, দেশের লোক তোমার একটা কি ঘৃণিত ছবি এঁকে নিয়েছে? তোর জগত-পূজ্য দেব-প্রকৃতির উপরে কেমন ক'রে কলঙ্কের অখ্যাতি আরোপ কচ্ছে। ব্রাহ্মণ, তুমি ভূদেবতা, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর যিনি, সেই সম্রাটের রত্ন-মুকুট একদিন তোমাদের পায়ে লুণ্ঠিত ছিল। তোমাদের মুখ হ'তেই বেদ, বেদান্ত, দর্শন-উপনিষদ, এই সকল মহাসত্য নিঃসৃত হয়েছিল, আজ তোমাদের সেই মুখে ধনবানের তোষামোদগাথাই গীত হচ্ছে। শাস্ত্রের সরল অর্থ ছেড়ে দিয়ে, কূটতর্কে অপ্রাসঙ্গিক প্রকাশের টিকা রচনা কচ্ছে। ব্রাহ্মণ, তুমি ত ধনে বড় ছিলে না, জ্ঞানে বড় ছিলে। আজ তুমি জ্ঞান ছেড়ে ধনের সেবায় বড় হীন হয়ে পড়েছ। তাই বলি, ব্রাহ্মণ যুবক যদি কেউ থাকো, সমাজের জন্য যদি কারো প্রাণ কাঁদে, তবে ব্রাহ্মণের দ্বারে দ্বারে যাও,—যেয়ে গাও—

(গীত)

আমরা কেন ভোগে ভুলিব,
আমরা যে ভাই ত্যাগীর ছেলে,
এখন ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে,
অমূল্য নিধি তা গেছি ভুলে।
মনে নাইরে মোদের পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতি,
কেহ দণ্ডী ব্রহ্মচারী, কেহ সন্ন্যাসী, কেহ যতি,
যোগাসনে ব'সে কাটাতো কাল কুতূহলে,
মনে করলে হ'তো তারা,
এ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি,
তা না হয়ে নিবিড় বনে,
নীরবে রইতো দিবারাতি,
কত রাজরাজেশ্বর আসি,
তাঁদের চরণ-তলে বসি,
কৃপাবিন্দু লাভের তরে,
পা ধোয়াতো আঁখি জলে॥

এখন দেখছি কাল-স্রোতে,
বইছে তার বিপরীত ধারা,
ত্যাগীর ছেলে ভোগীর পায়ে,
ঢালছে কত অশ্রুধারা,
পাপ উদর, আর স্বার্থের লাগি,
আত্ম-গৌরব হারালে ?
এখনো সময় আছে,
ব'সে যারে গভীর ধ্যানে,
ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে,
বাধ্য কর সে ভগবানে,
পুনঃ য'দি তা পারিস হ'তে,
তবেই দেখবি এ ভারতে,
বইবে আবার উ'টো স্রোত,
ভাসিবি সুখের হিল্লোলে ॥

যাও না পুনঃ গুরু-গৃহে,
ধর না ব্রহ্মচারীর বেশ,
করো উচ্চ বেদধ্বনি,
শ্যাম-গানে জাগাও না দেশ ;
হও না পুনঃ সর্ব্বত্যাগী,
রও না জগত-মঙ্গলে ;
পুনঃ যদি সাধনাতে
একটি ব্রাহ্মণ হ'তে পারো,
তবে কটাক্ষেতে কোটী কোটী,
ত্যাগী ছেলে সৃজিতে পারো ;
তবেই যাবে এ দুর্গতি,
নৈলে রে ভাই অধোগতি,
এতেই ডুবে যাবে রে ভাই,
মোহ-সিন্ধুর অতল জলে ॥

দেখো মতি বাবু! তোমার তো বুঝি আর মা'বোনকে খেতে দেওয়া পোষায় না ? আমি বড় মা-কাঙ্গাল, এ মাকে আমায় দেও, আমি নিয়ে যাচ্ছি ; আর তোমার বোনকেত আমি ব্রজেশ্বরের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি, ওতো আমার কাছেই থাকবে ; আমি তোমার সব গোল মিটিয়ে দিচ্ছি।

রাই। তাই হউক, বাবা, আমি তোমার সাথেই যাবো, তারা, তুইও চল, এই সাধুর সঙ্গে চল।

তারা। যাবো মা, যাবার পূর্ব্বে দাদাকে দু' একটা কথা বলে যাবো। দাদা, তুমি আমার ভাই, আমি তোমার বোন, তোমারই রক্ষণীয়া। দুরাত্মা ব্রজেশ্বর আমার অঙ্গ স্পর্শ করেছে, আমার অকলঙ্ক-কুলে কালি দিয়েছে, এ অপমানে আমার বুকে তুষানল জ্বলছে, এর প্রতিকার করো। আমি তোমার কাছে অন্নবস্ত্র চাই না, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খাবো, কিন্তু যতদিন দুরাত্মা ব্রজেশ্বরের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে না পাচ্ছি, ততদিন আমার প্রাণের আগুন নিভবে না। তুমি ভাই, বোনের এই অপমানের প্রতিশোধ নাও।

মতি। সে দেখা যাবে,—ব্রজেশ্বর রায় বড় মানুষ, তার উপর প্রতিহিংসা লওয়া কি যে-সে কথা! ওসব আর মনে ক'রো না, ভুলে যাও।

তারা। কি বল্লে ? ভুলে যাব ? না, এ প্রতি-হিংসা ভুলবার নয়। বুঝি নরাধম ব্রজেশ্বরের বুক চিরে রক্ত পান করতে পারলে, এ প্রতিহিংসা ভুলতে পারবো। তুমি নচ্ছার, ইতর, মা'বোনের অপমান তুমি ভুলতে পার, নচেৎ আমার দশা এমন হবে কেন ? তবে যাই দাদা, চির দিনের জন্য বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, তারা সতী মায়ের সতী কন্যা, তারা এ অপমানের প্রতিশোধ নেবে, দুরাত্মা ব্রজেশ্বরের বুক চিরে রক্ত খাবে।

মতি। যা—যা—চলে যা এখান থেকে।

প্রেমা। চলো মা, চলো। যেটা মা'বোনকে খেতে দিতে পারে না, আবার একটা সোনার চশমা দিয়েছেন!

[রাইমণি ও তারাকে নিয়া প্রেমানন্দের প্রস্থান।

মতি। যাক্, বাঁচা গেল।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—আনন্দময়ীর ঠাকুরবাড়ী।

(আনন্দময়ী, তারা, ব্রজেশ্বর, প্রেমানন্দ, কৃষক বালকগণ)

তারা। (স্বগত) আ—মরি—মরি! কি সুন্দর প্রেমের ছবি! রাণী আনন্দময়ীর জীবনই সার্থক। ঠাকুর যথার্থই ওঁর সনে কথা বলেন, ওঁর সঙ্গে লীলা করেন। এখানে এলেই যেন প্রাণ শীতল হয়। আজ ক'দিন মাত্র এখানে এসেছি, সব জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেছে। ভাইয়ের অনাদর, অনাথা বিধবা ব'লে প্রাণের ভিতর যে যাতনা, যে যাতনা আমি মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারি নাই, এইখানে এসে গুরুদেবের কৃপায় সবই যেন ভুলে গেছি। কিন্তু একটা জ্বালা এখনও প্রাণ থেকে সরাতে পাচ্ছিনা।

দুরাত্মা ব্রজেশ্বর আমার অঙ্গ স্পর্শ করেছে, আমার অকলঙ্ক জীবনে কলঙ্ক মেখেছে, এর প্রতিহিংসা আমার নিতেই হবে। গুরুদেব বলেন, ক্ষমা করো, আনন্দময়ীও বলেন ক্ষমা করো,—ভুলে যাও। কিন্তু আমিতো ভুলতে পাচ্ছিনা, বুঝি ব্রজেশ্বরের রক্ত পান করতে না পারলে, এ জ্বালার অবসান হবে না। ঠাকুর! বুঝে দেখো, আমার মর্ম্মে কি যাতনা!

আনন্দময়ী। এসেছ তারা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? ঠাকুরের পূজার ফুল এনেছ? এস না পূজা করি।

তারা। এই নেও মা ফুল, তুমি পূজা করো।

আনন্দময়ী। আমি একলা কেন পূজা করব, এস না দু'জনেই পূজা করি!

তারা। না মা, আমি এখনও ঠাকুরের পায়ে ফুল দেবার যোগ্য হইনি। গুরুদেব বলেছেন, নিষ্পাপ পবিত্র অন্তরে ঠাকুরের পূজা করতে হয়। আমার মনে এখনও অনেক পাপ, অনেক ময়লা।

আনন্দময়ী। আচ্ছা তারা, তুমি ঠাকুরকে কি ভাবে ভাবো?

তারা। গোপাল ভাবে ভাবি। গুরুদেব বলেছেন, তাঁকে যে যে ভাবে ভাবে, তিনি তাকে সেই ভাবেই দর্শন দেন। তাঁর কাছে যে যা চায়, সেই তা পায়। আমি আর কিছুই চাই না ননীচোরা গোপাল নেচে নেচে ননী খাবে,—আরও চাইবে, মা, এমন দিন কি আমার হবে?

আনন্দময়ী। কেন হবে না মা? তুমি মা যশোদা, তোমার গোপাল তোমার কোলে বসে মা বলে ডাকবে। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হলো। তুমি আমার মা—আমার শাশুড়ী মা। মা, তোমার গোপালকে যে আমি মালা পড়িয়েছি।

তারা। গুরুদেব কি তোমায় তাই বলে দিয়েছেন?

আনন্দময়ী। হা মা, আমি পতি-পাগলিনী বলে, গুরুদেব আমায় শ্যাম-স্বামী দিয়েছেন।

তারা। গুরুদেব আমার অন্তর্য্যামী, আমি ছেলে ভালবাসি, তাই তিনি গোপালকে আমার ছেলে করে দিয়েছেন।

(ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

ব্রজেশ্বর। বিটলে প্রেমানন্দ বামুনটা কি একটা বিদঘুটে কাণ্ডই না করে তুলেছে। গ্রামের যত মায়ে-তাড়ানো, বাপে খেদানো লোক নিয়ে একটা নেড়া নেড়ির আখরা করে তুলেছে। বলি কাকীমা, এসব কাণ্ড কি?

আনন্দময়ী। এসব লীলাময়ের লীলা; আমি আনন্দ রাজ্যে রাজত্ব পাতিয়েছি।

ব্রজেশ্বর। কোথায় তুমি তীর্থবাসী হবে, পরকালের পথ দেখবে; তা না করে বিষয় কর্ম্মে মন দিলে?

আনন্দময়ী। আমার বড় ভাগ্যি বাবা, আমি ঘরে বসেই বৃন্দাবন বিহারীর দর্শন পেয়েছি। ঠাকুর গুরুবেশে এসে আমায় চরিতার্থ করেছেন। ঐ দেখ বৃন্দাবন বিহারী বনমালী, করে বাঁশী, অধরে মধুর হাসি, বাঁকা শিখি পাখা শিরে, মদন মোহন আমার কেমন সুন্দর!

ব্রজেশ্বর। রেখে দাও ওসব। আমি ও ধর্ম্ম-কথা শুনতে আসিনি, আমি জানতে এসেছি, তুমি আমার উইলের মোকদ্দমায় জবাব দিয়েছ?

আনন্দময়ী। তোমার মিথ্যা উইল, গুরুদেবের আদেশে আমি তা রদ করার চেষ্টাই কচ্ছি।

ব্রজেশ্বর। তোমার গুরুদেব কে, ঐ প্রেমানন্দ?

আনন্দময়ী। হা, তিনিই আমার গুরু।

ব্রজেশ্বর। তুমি কুলগুরুর অপমান করেছ, তুমি গুরুত্যাগিনী মহা পাপিষ্ঠা।

আনন্দময়ী। যার প্রতি বিশ্বগুরু নারায়ণ কৃপা করেন, তার গুরু তিনিই মিলিয়ে দেন; আমার যিনি গুরু, তিনিই স্বয়ং নারায়ণ।

ব্রজেশ্বর। আমি তোমার ঐ ভণ্ডামী দেখতে আসিনি, আমি জানতে এসেছি তুমি আমার উইল মঞ্জুর করে দেবে—কি—না?

আনন্দময়ী। না।

ব্রজেশ্বর। এত বড় জমিদারীতে তোমার কি প্রয়োজন?

আনন্দময়ী। আমার বড় প্রয়োজন বাবা, আমি বিশ্বপতিকে বরণ করেছি, বিশ্ব জুড়ে সংসার পাতিয়েছি; আমার জমিদারী, টাকাকড়ির খুব প্রয়োজন, আমি তোমায় অনুরোধ কচ্ছি, আমার সম্পদ আমায় ফিরিয়ে দাও।

ব্রজেশ্বর। তুমি স্ত্রীলোক, ভেবেছ আমার সঙ্গে বিসম্বাদে জয়ী হবে?

আনন্দময়ী। সত্য স্বরূপ নারায়ণের কার্য্য, আমায় পরাজয় করে কে?

ব্রজেশ্বর। একটা বিটলে প্রেমানন্দ তোমার সহায় মাত্র, তার সাথে দীনবন্ধু রায়। আর তার

ছেলে সুধীর, কএকটা রাস্তার লোক কুড়িয়ে ভাবছ, তুমি আমার সাথে আঁটবে? দীনবন্ধুকে তো আমি উচ্ছন্ন করেছি, আর কিছু দিন পরে দেখবে, দীনবন্ধু ভিক্ষা মেগে খাচ্ছে, আর প্রেমানন্দের শব শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। সে দিন অতি নিকটে।

আনন্দময়ী। সে য' হয় হবে, ব্রজেশ্বর! তুমি এখান থেকে যাও।

ব্রজেশ্বর। কাকীমা! এ কাণ্ডে তোমার কি দুর্নাম হচ্ছে, কি কলঙ্ক হচ্ছে, তা তুমি জানো?

আনন্দময়ী। সুনাম দুর্নামকে আমার ভয় নাই বাবা।

ব্রজেশ্বর। ছি ছি ছি, এমনভাবে গোল্লায় গেছো? এত বড় গোস্তাকি তোমার? তুমি ভেবেছ, তোমার শাসনকর্ত্তা কেউ নাই? শেষকালে তোমার কপাল পুড়লো একটা বুড়ো বামুন নিয়ে ......তুমি আমার রায়বংশে কলঙ্ক দিয়েছ, তোমায় কেটে টুক্‌রো টুকরো ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবো।

আনন্দময়ী। ব্রজেশ্বর! এখান থেকে চলে যা বাবা।

ব্রজেশ্বর। চ'লে যাবো? আমি চ'লে যাবো? কাকীমা ব'লে এতদিন কিছুই বলা হয় নাই, কিন্তু আমি তো আর সহ্য করতে পাচ্ছি না। প্রেমানন্দ সন্ন্যাসী সেজে এ দেশটাকে মজাতে বসেছে। ঐ তো আর একটী কোন্ ভদ্রলোকের মেয়েকে ঘরের বের করে এনে, সেবা-দাসী করেছে।

তারা। এ ভদ্র লোকের মেয়েকে তুমি চেন না ব্রজেশ্বর? দাঁড়াও, আজ চিনিয়ে দিচ্ছি, (বস্ত্র হইতে ছুরি বাহির করিয়া) এই দেখো, এখন আর আমি অনাথা অবলা নই। প্রতিহিংসা! দারুণ প্রতিহিংসা! গভীর প্রতিহিংসা! নরাধম, তোর রক্ত ব্যতীত সে প্রতিহিংসা যাবার নয়; তোর মুণ্ড গলায় ঝুলিয়ে আজ আমি মুণ্ড মালিনী হব।

(ছুরি প্রহারে উদ্যত)

ব্রজে। (ভীতভাবে) ও বাবা, এরা সব কেমন মেয়ে মানুষ গা, সব যেন ডাকিনী!

তারা। ডাকিনী, তোর রক্ত-পিয়াসী ডাকিনী। ভীম যেমন দুঃশাসনের রক্ত পান করে রাক্ষস হয়েছিল, আমি আজ তোর রক্ত পান করে রাক্ষসী হব।

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমা। কি কচ্ছ তারা?

তারা। গুরুদেব! আমি পারলুম না, প্রতিহিংসা দমন করতে পারলুম না।

প্রেমা। না পারলে যে তুমি গোপাল পাবে না দিদি।

তারা। কি করব গুরুদেব! এই দুরাত্মা এসে আমার সম্মুখে রাণীমাকে কটুক্তি কচ্ছে, আপনাকে গাল দিচ্ছে, আমি যে আর সইতে পারলুম না গুরুদেব!

ব্রজে। এ কে? প্রেমানন্দ? তুমি আবার এখানে?

প্রেমা। আসবো না? তোমাকে দিয়ে আমার কত কাজ! তুমি জমিদার, দেশে কত টাকার প্রয়োজন, কত কলকারখানা করতে হবে, আরো কত কি—

(গীত)

হারে বান এসেছে মরা গাঙ্গে,
খুলতে হবে নাও।
তোমরা এখনো ঘুমাও॥
কত যুগ গেছে কেটে, দেখেছ কত স্বপন,
বদর বলে ধর বৈঠা, জীবন মরণ পণ,
দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে,
ফাগুন বইছে পাল খাটাও॥
অবহেলে থাকলে বসে, কাঁদতে হবে সারা জীবন,
যুগ যুগান্তের তপস্যাতে, মিলেছে এমন লগন,
পারের মাঝি হাল ধরেছে,
মিছে পরের মুখ তাকাও॥

ব্রজে। আচ্ছা থাকো প্রেমানন্দ, কিছু দিনের ভিতরেই বুঝতে পারবে, আমি কেমন ব্রজেশ্বর রায়!

[প্রস্থান।

প্রেমা। কি বললে ব্রজেশ্বর, রাণীমা?

আনন্দময়ী। গুরুদেব, ব্রজেশ্বর উইলের মোকদ্দমা করেছে, আমি তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছি, ব্রজেশ্বর আমায় ভয় দেখাতে এসেছিল। গুরুদেব, ব্রজেশ্বর অতি ভয়ঙ্কর লোক, একটা কিছু অত্যাচার করতে পারে।

প্রেমা। ব্রজেশ্বরের ইচ্ছা, সে আমায় খুন করবে।

আনন্দময়ী। ও দুরাত্মার অসাধ্য কাজ কিছুই নাই।

প্রেমা। তবে তুমি এখন কি করতে চাও?

আনন্দময়ী। গুরুদেব! আমাদের জমীদারীতে কি প্রয়োজন? জমিদারী ব্রজেশ্বর নিয়ে যাক্।

আমার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে, তাই দিয়ে ঠাকুর সেবা ও সেবাশ্রমের কাজ চলবে।

প্রেমানন্দ। কেন? বিসম্বাদ দেখে ভয় পেলে নাকি?

আনন্দময়ী। বিসম্বাদে ভয় করি না, কিন্তু ব্রজেশ্বর সহজে ছাড়বে না, এ নিয়ে লড়াই, দাঙ্গা, খুন, জখম হবে। রক্তারক্তি নরহত্যা এসব তো ভাল লাগে না।

প্রেমানন্দ। রক্তারক্তি নরহত্যায় আমাদের ভয় কি? ওতো হবেই। ব্রজেশ্বর যদি সাধু চরিত্র জমিদার হতো, তবে তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া অন্যায় হ'তো না। এখন আমাদের কি কর্‌তে হবে জানো? তোমার অর্দ্ধেক জমিদারীতো ভাগ ক'রে নিতেই হবে, অধিকন্তু ব্রজেশ্বরের জমিদারীও আমাদের হস্তগত কর্‌তে হবে। ওকে নিঃস্ব ফকির ক'রে তুল্‌তে না পারলে ও মহাপাপীর পরিত্রাণ হবে না। জেনে রেখো, যে মহাপাপী, তার উদ্ধার সাধন করাই হচ্ছে নারায়ণের অ'ত প্রিয় কার্য্য। তুমি কোন চিন্তা করো না, যদি ঠাকুরের কৃপা থাকে, তবে এই ব্রজেশ্বর দু'দিন পরে এসে তোমার চরণ ধ'রে বল্‌বে—মা আমায় ক্ষমা করো। যাক্, বড় বাজে কথা বল্‌ছি, তোরা কে আছিস্‌রে—, ঠাকুরের আরতির সময় হয়েছে, একট্‌ আরতি গান করতো।

(কৃষক বালকদের গান)

গীত

একি আরতি তব বিশ্বপতি
তোমারি বিশ্ব মন্দিরে।
ওঠে অযুত কণ্ঠে উদার গীতি,
তোমার পানে গম্ভীরে॥
বাজে শঙ্খ ঘোর শননে,
চন্দ্র তারকা কাঁপে গগনে,
জলদ মন্দ্রে প্রচারে পবনে,
ভুবনে ভুবনে অধীরে॥
নিষাদ ঋিষাভ গান্ধার তান,
মূর্ত্ত রাগিনী লভিল প্রাণ,
দিক দিগন্ত কম্পমান,
শিহরে ধরণী—রে—
জয় জয় জয় মহিমাময়,
চির সুন্দর মঙ্গলালয়,
মুরতি ধরিয়া উঠুক আরতি,
মন-প্রাণ শরীরে॥

প্রেমা। যাও মা, যাও তারা, ঠাকুরের ভোগের যোগাড় করগে।

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

স্থান—মাঠের ভেতরে ধানের ক্ষেতে।

(কৃষকবালকগণ, রাজীব দত্ত, দীনবন্ধু, ভোলা, প্রেমানন্দ, কালাচাঁদ)

বালকগণ— (গীত)

নে চষে নে চষে ভুঁই!
এই লাঙলে গাঁথা গাড়ী,
এই লাঙলে গোলা বাড়ী,
শিকের উপর উঠ্‌বে হাড়ি,
যদি লাঙল থুই॥
জানি নাকো বাবুয়ানা,
চিনি নাকো সোণা দানা,
নাইকো মোদের খাট বিছানা
মাটির উপর শুই॥
চাইনাকো ভাই মোণ্ডা মিঠাই,
চিঁড়া মুড়ির অভাব কি ভাই,
ঘরে আছে লক্ষ্মী গাই,
যোগায় দুধ দই॥
গোলা ভরে তুল্‌বো ধান,
অতিথ সাধুর রাখবো মান,
দয়াল ঠাকুর ভগবান,
ভক্তিবলে জয়ী॥

(রাজীব দত্তের প্রবেশ)

রাজীব। বেটাদের যে ভারি ফ্‌র্ত্তি দেখতে পাচ্ছি, এবার জমি চাষের টাকা পেলি কোথায় রে? একটী ছেলেও এবার আমার ঘরে এল না, একটী টাকাও এবার দাদন হলো না। হারে ভোলা, ভাল আছিসতো বাবা।

ভোলা। আজ্ঞে ভাল আছি, নমস্কার।

রাজীব। চাষ বাস চল্‌ছে কেমন রে?

ভোলা। খুব ভাল চলছে, ভগবানের কৃপায় এমন ভাল আর কোন বছরই চলে নি। এবার স্বয়ং মা লক্ষ্মী মোদের জান বাঁচাবার জন্ত দুনিয়ায় এসে জন্ম নিয়েছেন।

রাজীব। মোষ কিনেছিস্?

ভোলা। হাঁ—এবার জন প্রতি জোড়া বলদ কিনেছি। চাষের কাজতো প্রায় সারা।

রাজীব। টাকা পেলি কোথায় রে?

ভোলা। রাণী আনন্দময়ী এবার সবাইকে টাকা ধার দিয়েছেন।

রাজীব। বটে, সুদ কত করে?

ভোলা। সুদ নেই, বিনা সুদে।

রাজীব। হা—বিনা সুদে, তাও কি কখনো হয় রে? চাষা কিনা বুঝ্‌তে পারিস নি, দলীলে দেড়া সুদ লিখে নিয়েছে।

ভোলা। দলীল আবার কি? এ টাকার কোন দলীল পত্র নেই, রাণীতো আর তোমার মত সুদখোর নন্। তিনি বলেন, টাকা আমার নয়, এ শ্যামসুন্দরের টাকা, তোমরা ঐ ঠাকুরের টাকা ঠাকুর সাক্ষী ক'রে নিয়ে যাও—আমরাও তাই এনেছি। স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ মানুষের বেশে গরীবের প্রাণ বাঁচাতে এসেছেন, রাণী স্বয়ং লক্ষ্মী, আর সেই ব্রহ্মচারী ঠাকুর নারায়ণ। কত লোক ঠাকুর বাড়ীতে যাচ্ছে, কত অন্ধ, আতুর, রোগা, শোকা সেখানে পড়ে আছে; যে যে ব্যারাম নিয়ে যাচ্ছে, সেই ভাল হচ্ছে।

রাজীব। হা বুঝেছি, বেটারা বড়ই নিমক-হারাম। আজ একটু সুবিধা পেয়েছে, আর পুরোণো মহাজনের কথা ভুলে গেছে। আচ্ছা থাক্, আবার যেতে হবে।

(দীনবন্ধুর প্রবেশ)

দীনবন্ধু। আ—হা—হা—কি আনন্দ! মা আনন্দময়ী অকাতরে সন্তানগণকে আনন্দ বিলাচ্ছেন। শ্যামাবরণী শ্যামাভরণী মা আমার অন্নপূর্ণা রূপে কি শোভাই না বিকশিত কচ্ছেন! গত বছর অজন্মায় অন্নকষ্টের পর দীন প্রজারা আবার ক্ষেত্রময় হরিৎ শোভা দেখে নেচে উঠেছে। যে মা করাল ক্ষয়ঙ্করী রূপে দীন দুঃখীর দুয়ারে দারুণ দুর্ভিক্ষ মূর্ত্তিতে ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন, আজ আবার সেই মা শান্ত করুণাময়ী ক্ষেমঙ্করী কমলারূপে দীনের কুটীরে হাসির লহরী তুলছেন। লীলাময়ী মায়ের সন্তানের সঙ্গে কি রহস্যময়ী লীলা! মা কখনো রুদ্র বেশে সন্তানদের ভয়ে বিব্রত কচ্ছেন, কখনো বা আদরে তাদের আনন্দে বিভোর করে দিচ্ছেন।

রাজীব। ভাল আছেন তো দীনবন্ধু বাবু?

দীনবন্ধু। হাঁ, ভালই আছি, এবার মা আনন্দ-ময়ীর রাজ্যে নিরানন্দ নাই।

রাজীব। তাইতো, আপনি মহাশয় ব্যক্তি, দেখুন আমার কোন দোষ নাই। ব্রজেশ্বর বাবু জমিদার—তার অনুরোধ না শুনে পারি না, তাই সে হ্যাণ্ডনোটখানা আমার স্বীকার করতে হয়েছে। আমি ত মহাশয়কে পূর্ব্বেই ব'লেছিলাম যে, আপনি জমিদারের সাথে একটা আপোষ করে ফেলুন। কিন্তু তা আপনি শুনলেন না, বড় মানুষের সাথে আটাআটী সাজে?

দীনবন্ধু। সে হউক দত্ত মশায়! পুরোণো কথায় আর কাজ নেই।

রাজীব। আপনি পরম সাধু। আপনার খামার জমিগুলি ব্রজবাবু কেড়ে নিলে, এ বড় অন্যায় কথাতো! দেখুন মশায়, এতে আমার এক পয়সাও লাভ হয় নাই। কেবল জমিদার বাস্তু পুরুষ, তাই তার অনুরোধে আমার মোকদ্দমায় জবানবন্দী দিতে হলো। ফল-ভোগী হলেন জমিদার বাবু, আমি কেবল বদনাম কিনে নিলুন।

দীনবন্ধু। তা আপনি জান। সে কথা তুলবার বিশেষ আবশ্যক নেই।

রাজীব। আমার উপর আপনার ক্রোধ না থাকে, এই প্রার্থনা।

দীনবন্ধু। কিছুই নয়, আপনি আমার ক্রোধের পাত্র নন।

রাজীব। তাতো বটেই, ক্ষতি আপনার যা করেছে, তা ব্রজেশ্বর বাবু আর তার দেওয়ান হরগোবিন্দ, আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র।

দীনবন্ধু। আপনি অন্যত্র কাজ থাকলে যেতে পারেন। আমি কৃষকদের নিয়ে একটু আনন্দ করতে এসেছি।

রাজীব। তা বেশ, আনন্দ করুন—আনন্দ করতে বাধা কি? হারে ভোলা, তুই তো এবার তোর বোনের বিয়ে দিতে চেয়েছিলি?

ভোলা। গত বছর এত বড় মন্বন্তর গেলো, বিয়ের টাকা পাব কোথায়?

রাজীব। টাকার অভাব ছিল কিরে? গৌর দাসের এমন সুন্দর ছেলেটা ছেড়ে দিলি? এমন ছেলে কি আর মিলবে? তোর জন্য দু'শো টাকা তুলে রেখেছিলাম, খুব কম সুদেই তোকে দিতাম। তোর সাথে একটা ধর্ম্ম সম্বন্ধও তো আছে!

ভোলা। না গো না, তোমার কাছে আর টাকা ধার কচ্ছি না, তুমি সরে পড়ো।

রাজীব। বেটারা বড় চালাক হয়েছে। আচ্ছা দেখা যাবে, দেখা যাবে। [প্রস্থান।

ভোলা। কর্ত্তা, আপনার খামার জমিগুলি কি সমস্তই ব্রজেশ্বর বাবু কেড়ে নিয়েছে? এই রাজীব দত্তই নাকি জাল খৎ করেছিল?

দীনবন্ধু। সে কথা কেন বাবা! যা হবার হয়েছে।

ভোলা। খামার জমি নাই তবে আপনার চলবে কিসে? বারো মাসে তেরো পর্ব্ব, অতিথী সেবা, ঠাকুর সেবা কি করে চলবে? ভগবানেরই বা কেমন ইচ্ছা, আদালতের বিচারই বা কেমন?

দীনবন্ধু। অবিচার কিছুই নয় হে লালাথ, এ সব পরীক্ষা। শুধু সম্পদ নিয়ে জীবন কাটানো কারো ভাগ্যে ঘটে না। সম্পদের সুখ ভোগ করবে, বিপদের ব্যথা গায়ে লাগবে না, জীবের অদৃষ্ট এরূপ ভাবে নিরোপিত করেন নাই। থাক্, আনন্দ করো, আনন্দময়ী তারার গুণগান করো। আর ভাই সব, বন্ধু সব, আমরা সকলে এক প্রাণে সেই আনন্দময়ীর নাম কীর্ত্তন করি।

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। ডাক দীনবন্ধু খুব ডাক ডাকার সময় এসেছে। আজ তুমিও ডাকো, তোমার সাথে আমিও ডাকি।

(গীত)

জাগতে হবে, উঠতে হবে,
লাগতে হবে কাজে,
জগত মাঝে কেউ ব'সে নাই,
মোদের কি ঘুম সাজে।
যেতে হবে সাগরের পার,
(এখন) ছাড়তে হবে জেতের বিচার,
শুন্‌তে হবে জগত বীণা,
কোন্ সুরেতে বাজে।
পরের খেয়ে, পরের লয়ে,
চলবে না দিন গেছে ব'য়ে,
পা থাকিতে নিছি লাঠি,
হাসে লোক সমাজে।
যাদের মা উপবাসী,
তাদের মুখে এত হাসি,
দেখে মুকুন্দ মরে যায় আজ,
ঘৃণা অভিমান লাজে [প্রস্থান।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালাচাঁদ। কর্ত্তা, আপনি এখনো মাঠে দাঁড়িয়ে? দেওয়ান হরগোবিন্দ মালক্রোকের পরোয়ানা নিয়ে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

দীনবন্ধু। জিনিষপত্র সব বের ক'রে নিয়েছে কি?

কালাচাঁদ। না, বের করতে এসেছিল, আপনি বাড়ী নেই, বড় বাবু বাড়ী ছিলেন, সে অনেক নিষেধ করলো, কিন্তু বেটারা তা শুন্‌লো না, যে ঘরে বউ মা ছিলেন, সে ঘরে ঢুকতে গেলো, আমি দোহাই দিলাম, স্ত্রীলোকের ইজ্জৎ, ভদ্রলোকের মান, কত ক'রে নিষেধ করলাম, পাজী বেটারা তাও শুন্‌লো না। যে ঘরে মা লক্ষ্মী ছিল, সে ঘরে ঢুকে পড়লো, আর আমি সইতে পারলুম না, আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো, অমনি একটা বরকন্দাজের পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিলাম, ইচ্ছা ছিল পাজী হরগোবিন্দের পা দুখানা গুড়া ক'রে ফেলি; কিন্তু কি করবো, পাজী বেটা দৌড়ে পালালো। কি ভয়ানক ব্যাপার হলো বলুন দেখি, ধর্ম্ম বলে যে জগতে কিছু আছে, তাও ওদের বিশ্বাস নেই।

দীনবন্ধু। ভাল করো নি কালাচাঁদ, জমিদারের দারোয়ানকে লাঠি মেরেছ, তার সঙ্গে আদালতের চাপরাসীও ছিল।

কালাচাঁদ। থাক্ মশায়! রক্ত-মাংসের শরীর, কত আর সইব? তুমি শিবঠাকুর, সইলে সইতে পারো, আমি অত সইতে পারবো না। এত অত্যাচার, এত অবিচার, ধর্ম্মে যে কি ক'রে স'য়ে আছেন, তাই আমি বুঝতে পাচ্ছিনা।

দীনবন্ধু। অত উতলা হচ্ছ কেন কালাচাঁদ? যাঁর হাতে জগতের বিচার, তাঁর কখনো ভুল হয় না।

কালাচাঁদ। তুমি বল কি? তোমার জমা-জমি তালুক সবই কেড়ে নিয়েছে, এমন কি তোমার বাড়ীখানা নিয়ে তোমায় রাস্তায় দাঁড় করেছে, আরো কি বাকী আছে বলোতো?

দীনবন্ধু। বাকী আছে, হয় আমার, না হয় সুধীরের জেলে যাওয়া।

কালাচাঁদ। না—না—শান কর্ত্তা। এতদিন তোমার লবণ খেয়েছি, এবার লবণের ধার শোধ দিয়ে যাবো। ব্রজেশ্বরকে খুন করবো, হরগোবিন্দ ঘোষের মাথা লাঠি মেরে ভাঙবো। এই দেখো লাঠি, এবার আমি কারো কথা শুনবো না, কেউ আমায় ফিরাতে পারবে না।

দীনবন্ধু। স্থির হও কালাচাঁদ। চল ঘরে গিয়ে দেখি, না হয় বাড়ী ঘর বিক্রী ক'রে অন্যত্র চ'লে যাবো। [সকলের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

স্থান—দীনবন্ধু রায়ের বাড়ী।

(দীনবন্ধু, প্রেমানন্দ, কালাচাঁদ, সুধীর, মৃতা স্ত্রী, মতি দত্ত, দারোগা, কনেষ্টবল, শিবদাস)

প্রেমানন্দ। কেমন হলো দীনবন্ধু বাবু, মা কি করুণাময়ী, না পাষাণী, কোন্‌টা বল্‌তে চান?

দীনবন্ধু। মা করুণাময়ীই বটেন, তবে মায়া বশে মাঝে মাঝে সন্দেহ এসে পড়ে।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালাচাঁদ। কর্ত্তা কর্ত্তা, বউমা যে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়লেন, এখন আর কথাবার্ত্তা কিছুই বলছেন না।

দীনবন্ধু। সুধীর কোথায়?

কালাচাঁদ। বড় বাবু সেখানে ব'সে ঔষধ খাওয়াচ্ছেন, আমায় কবিরাজ বাড়ীতে যেতে বল্‌লেন।

দীনবন্ধু। যাও, শীগ্‌গির কবিরাজ মহাশয়কে ডেকে নিয়ে এসো। মা আনন্দময়ী, কি কর্‌লে মা?

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

প্রেমানন্দ। কি ভাব্‌ছ দীনবন্ধু বাবু?

দীনবন্ধু। পুত্রবধূর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিষয় ভাবছি।

প্রেমানন্দ। সাথে সাথে তোমার পুত্রটীও জেলে যাচ্ছে, তার ভাবনাও ভেবে রাখো।

শিবদাস। বলেন কি গুরুদেব?

প্রেমানন্দ। কিছু নয় শিবদাস, মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'তে দাও।

(মৃতা পত্নীকে নিয়ে সুধীরের প্রবেশ)

দীনবন্ধু। এ কি? সব শেষ। রাখো সুধীর, এই ব্রহ্মচারীর পদতলে রাখ, আর তুলসী গঙ্গাজলের আবশ্যক করে না। শিবদাস, দেও আমার বউমা'র কাণে শিব নাম দেও।

শিবদাস। (কর্ণমূলে) শিব, শিব, শিব।

প্রেমানন্দ। সুধীর! প্রাণে বড় লেগেছে বুঝি?

সুধীর। গুরুদেব! এ যাতনা অসহ্য, শিক্ষা সাধনা সব ভেসে গেল, শোকানলে পুড়ে ছাই হলো। দেখুন, আমার বৃদ্ধ পিতা আজ ধন-সম্পদহীন পথের কাঙ্গাল; এই বৃদ্ধ বয়সে সেবা কর্‌তে একমাত্র পুত্রবধূ ছিল, এখন কে আমার বাবার সেবা করবে? কে তাঁর মরণকালে মুখে এক গণ্ডুষ জল দেবে? গুরুদেব। মা যদি করুণাময়ীই হবেন, তবে তাঁর ভক্তের এ দুর্গতি হয় কেন? আজ আমি বল্‌তে বাধ্য হ'লাম, মা নির্দ্দয়া পাষাণী।

দীনবন্ধু। গুরুদেব! পরিত্রাণ করো, বিশ্বাস হারিয়ে ফেল্‌ছি, শোকের আগুন যে জলে ওঠে, ঐ দেখুন, আমার বউমার চাঁদমুখ, মৃত্যুও একে বিরূপ কর্‌তে পারে নাই।

(মতি দত্ত, দারোগা, কনেষ্টবলের প্রবেশ)

মতি দত্ত। এই যে সুধীর?

দারোগা। তুমি গুরুতর মোকদ্দমার আসামী সুধীর, আমি তোমায় গ্রেপ্তার করলুম, এই দেখো ওয়ারেণ্ট। কনেষ্টবল, আসামী গ্রেপ্তার করো।

(পুলিশ সুধীরকে Hand cuff লাগালো)

শিবদাস। মতি! তুমি না দীনবন্ধু বাবুর অন্নে প্রতিপালিত? তোমার চাকুরী না দীনবন্ধু বাবুর সুপারিসে, আজ বুঝি তার প্রতিদান দিতে এসেছ?

মতি দত্ত। মুখ সাম্‌লে কথা বলো, জানো আমরা জমিদারের লোক?

শিবদাস। জানি বই কি! তুমি পশু অপেক্ষাও অধম। কিন্তু আজ পশুকে জয়ী হ'তে দেবো না, সুধীরকে ধরে নিয়ে যেতে দেবো না। প্রিয়তমা পত্নীর শব পড়ে রয়েছে, তার সৎকার করবার পর্য্যন্ত সময় দেবে না? রাক্ষসেও এমন পারে না, বোধ হয় বনের বাঘেও এমন সময় শিকার কর্‌তে সাহসী হয় না।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালাচাঁদ। একি! বউমা আমার নাই? সোনার প্রতিমা ধূলায় গড়াচ্ছে, আমি কেমন ক'রে সহ্য করি! আমি যে বাড়ীর চাকর, কিন্তু মা আমায় আপন শ্বশুরের মতন ভক্তি কর্‌তেন। বউমা, এই কালাচাঁদকে ভাত জল কে দেবে মা? একি! সুধীরের হাত বাঁধা কেন? ও—পুলিশে ধরেছে বুঝি, এমন সময়ও কি পুলিশে ধরে? কর্ত্তা, দেখ্‌ছো কি? এ সবই সেই ব্রজেশ্বরের কর্ম্ম, আর সহ্য করবো না, আগুণ জ্বালাবো, ব্রজেশ্বরের ঘরে আগুণ জ্বালাবো. চাই না কর্ত্তা তোমার হুকুম। এই পুলিশের সাম্‌নেই বল্‌ছি, আমি ব্রজেশ্বরকে খুন করবো।

প্রেমানন্দ। স্থির হও কালাচাঁদ, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'তে দেও। যাও কালাচাঁদ, সন্তান যেমন মায়ের সৎকার করে, তুমি আর শিবদাস

দু'জনে এই মহা সতীর সৎকারের আয়োজন করগে, আমরা আসছি।

[কালাচাঁদ, শিবদাসের শব নিয়ে প্রস্থান।
[দারোগা সুধীরকে নিয়ে প্রস্থান।

প্রেমানন্দ। দীনবন্ধু! চিন্তা কি? এসো, আমার সঙ্গে এসো।

গীত।

অতীত যাইবে অতীতে মিলায়ে
সম্মুখে মহা ভবিষ্যৎ
আলোকে পুলকে জ্ঞানে পুণ্যে,
দীপ্ত যেন সে ত্রিদিববৎ॥
শাসন যাঁহার অস্ত্রে নহে,
প্রেমই কেবল মাত্র,
আসিছেন হেন নব নরপতি,
যাঁহার শাসন আত্মদানে,
দেখাইবে মহা মুক্তিপথ॥
চিন্তা হবে বর্ণময়ী, কল্পনা শক্তি প্রাণ,
সমান সূত্রে হইবে মিলিত,
কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান;
কামনা হবে মূর্ত্তিমতী,
আশা হবে ফলবতী,
জীবন সাধনা হবে সুমহতী,
পূরিবে পূরিবে সে মনোরথ;
রবে না এ দিন, আসিবে সুদিন,
কর কর তাঁরে দণ্ডবৎ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য

স্থান—প্রেমানন্দের আশ্রম বাড়ী।

(প্রেমানন্দ, শিবদাস, আনন্দময়ী, দীনবন্ধু রায়)

শিবদাস। গুরুদেব! আনন্দময়ী এ দিকে আসছেন।

প্রেমানন্দ। আসবেনইত, ইনি যে বিশ্বজননীর প্রতিকৃতি।

(আনন্দময়ীর প্রবেশ)

আনন্দময়ী। গুরুদেব! বড় মর্ম্মাহত হয়ে এসেছি।

প্রেমানন্দ। কোন সন্তানের অমঙ্গল সংবাদ বুঝি মায়ের কাছে পঁহুচেছে?

আনন্দময়ী। ব্রজেশ্বর নাকি দীনবন্ধুর উপরে অমানুষিক অত্যাচার করেছে?

প্রেমানন্দ। হাঁ মা, তা করেছে।

আনন্দময়ী। তা এতক্ষণ আপনি আমায় জানাননি কেন?

প্রেমানন্দ। কোন প্রয়োজন মনে করিনি, তাই বলিনি।

আনন্দময়ী। প্রয়োজন মনে করেননি? পরম সাধু দীনবন্ধু, এমন নিগ্রহ, আমি কি এর কিছুই করতে পারতাম না?

প্রেমানন্দ। কি করতে পারতে মা?

আনন্দময়ী। আমি টাকা দিয়ে তাঁর সমস্ত দেনা পরিশোধ করে দিতুম, উকীল, বেরিষ্টার দিয়ে তাঁর ছেলে সুধীরকে খালাস করে আনতুম্।

প্রেমানন্দ। সুধীর নিজে কখনো তার দুরবস্থার কথা তোমায় জানিয়েছে?

আনন্দময়ী। না, সে বোধ হয় লজ্জায় আমায় জানায়নি, আপনার জানান উচিত ছিল; কি অন্যায় কাজ হয়েছে, পরম সাধু দীনবন্ধু, তাঁর এমন নিগ্রহ! আমি যে এদের কোনই উপকার করতে পারলুম না, আমার সেবাব্রত পালন কি করে হবে?

প্রেমানন্দ। সকলের উপকার করো ব'লে দীনবন্ধুরও উপকার করবে মনে করেছ মা! দীনবন্ধু আমাদের চেয়ে অনেক উপরে। সংসারের সুখ-দুঃখ সে সমান ক'রে নিয়েছে।

(দীনবন্ধুর প্রবেশ)

ঐ দেখো মা, বৃদ্ধ এই দিকেই আসছে; মুখের দিকে চেয়ে দেখো, আমার মনে হয়, কোন স্বর্গীয় আনন্দে ওঁর প্রাণ সর্ব্বদা নৃত্য করছে।

দীনবন্ধু। রাণী-মা যে এখানে?

আনন্দময়ী। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

দীনবন্ধু। সন্তানকে ডাকলেই ত কাছে আসতো!

আনন্দময়ী। আপনার উপরে ব্রজেশ্বর নাকি অমানুষিক অত্যাচার করেছে? মিথ্যা মোকদ্দমায় জাল দলীল তৈরী ক'রে টাকার বলে আপনায় হারিয়ে দিয়েছে?

দীনবন্ধু। হারা জেতার কথা বলা যায় না মা! তিনি হেরেছেন, কি আমি হেরেছি, তা আজ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করতে পারি নাই।

আনন্দময়ী। মৃতা পত্নীর সৎকার কর্‌বার সময় না দিয়ে সে দিন আপনার পুত্র সুধীরকে জেলে দিয়েছে ?

দীনবন্ধু। হাজতে দিয়েছে, মোকদ্দমার শেষ বিচার এখনো হয় নি।

আনন্দময়ী। এখন আপনার দিন চলে কিরূপে? কেইবা দুটী রান্না ক'রে দেয়? বহুকাল পূর্ব্বে আপনার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, পুত্রটী কারাগারে, পুত্রবধূটী মারা গেল, এ বৃদ্ধ বয়সে আপনার সেবা-শুশ্রূষাই বা কে করে ?

দীনবন্ধু। একজন আছে, সে আমার বড় বন্ধু; তার নাম কালাচাঁদ। বিশ্বজননী এখনো তাকে আমার কাছছাড়া করেন নি।

প্রেমানন্দ। দেখ্‌লে মা, দীনবন্ধু কত বড় ভাগ্যবান্! তুমি আমি এর কি উপকার কর্‌তে পারি? আমার মনে হয়, ওর পদধূলি পেলে আমরা ধন্য হবো।

দীনবন্ধু। আপনারা যদি উপকার কর্‌তে চান, তবে সে লোকের সন্ধান আমি ক'রে দিতে পারি।

প্রেমানন্দ। বলুন। নর-সেবা আমরা আমাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করি।

দীনবন্ধু। সংপ্রতি রাজীব দত্ত। কঠিন পীড়াগ্রস্ত, তার উপরে আবার টাকার শোকে পাগল হয়েছে।

প্রেমানন্দ। রাজীব দত্তের টাকার শোক হলো কেন? এত বড় সুদখোর যে, তার আবার টাকার শোক কেন ?

দীনবন্ধু। লোকটা অর্থ বড় ভালবাসে, সামান্য অবস্থা হ'তে টাকার সুদ নিয়ে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছে, তার লাখ টাকা ব্রজেশ্বর রায়কে ধার দেয়, সুদে আসলে দেড় লাখ হয়েছে। রায় মহাশয়ের জমিদারী নাকি অন্য এক মহাজনের কাছে বাঁধা পড়েছে; উকীলে বলেছে, রাজীবের টাকা আদায়ের আর পথ নেই। তার উপরে আবার ছেলেটা মাতাল হয়েছে, সে বাক্স ভেঙ্গে হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। এ দিকে রাজীব অতি বৃদ্ধ, তার উপরে আবার এই মনস্তাপ, লোকটা যেন তুষানলে জলছে, তার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়, ভাল পথ্য খেতে পায় না, কারণ টাকার প্রয়োজন, ভাল একজন ডাক্তার ডেকে দেখায় না, টাকার প্রয়োজন। এদিকে রোগের যাতনা, রোগ বাতব্যাধি। যদি উপকার করতে হয়, তবে ঐ রাজীবের উপকার করুন, হতভাগার জ্বালার শান্তি করুন।

প্রেমানন্দ। চল মা, আমরা রাজীব দত্তের বাড়ীতে যাই। রাজীবের সেবা করতে হবে। রাজীব আর ব্রজেশ্বর এই দু'জনকে যদি আমরা পথে আন্‌তে পারি, তবেই আমাদের সেবাব্রত সিদ্ধ হবে। দীনবন্ধু তুমিও আমাদের সঙ্গে এসো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য

স্থান—রাজীব দত্তের বাড়ী।

(রাজীব, জ্ঞানদা, জগন্নাথ, প্রেমানন্দ, দীনবন্ধু)

রাজীব। উঃ—ফেটে গেলরে, ফেটে গেল, একটু রায় মশাইর বাড়ী যাবো, বেটা আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে, লাখ্‌ টাকা, সুদে আসলে দেড় লাখ্‌ হয়েছে। একেবারে ভরা ডুবালেরে—ভরা ডুবালো।

জ্ঞানদা। বলি একটা ডাক্তার ডাক, এমন ক'রে রোগের যাতনা আর কতদিন সইবে ?

রাজীব। ডাক্তার ডাক, টাকা কোথায়? ডাক্তার এলেই বলে, দু'টাকা ভিজিট দেও। ঐ তো সেদিন এক বেটা এসে দু' টাকা নিয়ে গেলো, কিন্তু রোগের কি হলো ?

জ্ঞানদা। একটু রেড়ীর তেল মালিস কর্‌তে বলেছিল, তা আর তোমার জুটলো না।

রাজীব। হারে রেড়ীর তেলে কাজ নেই, রেড়ীর পাতা বেটে বেণ্ডিজ ক'রে দেও, পাতা আর ফলে এক গুণ। হারে জগা বেটা গেল কোথায়? দু'টা একটা টাকা নয়, হাজার টাকা। হারে তার মরার খবরটা কি কেউ আমায় এনে দিবে ?

জ্ঞানদা। একটী মাত্র ছেলে, সে মরবে, আর তুমি যক্ষের ধন নিয়ে ব'সে থাকবে? অমন কথা বল্‌বেতো মুখে ঝেঁটা বিঁধিয়ে দেবো।

রাজীব। হারে তুই কবে তোর পুত্রের মাথা খাবিরে ?

জ্ঞানদা। তুমি আমার পুত্রের মাথা খাবে, আর আমি তোমার শ্রাদ্ধ কর্‌বো, পারবো না।

[প্রস্থান।

রাজীব। হারে চলে গেলে নাকি? আমি যে আর চল্‌তে পাচ্ছি না, আমায় ধরে নে—ধরে নে।

(জগার প্রবেশ)

(গীত)

তনয়ে তার তারিণী
ও মা শ্যামা—
ত্রিবিধ তাপেতে তারা
হয়েছি মা দিশেহারা
বার বার অনিবার
কাঁদা'ও না মা আমার
অধম সন্তানে দুঃখ
দিও নাকো জননী।

জগন্নাথ। এ—কে—বা—বা, পথে প—ড়ে কেন? মা—তা—ল হ—য়ে——ছ বুঝি? খা—বে একটু?

(মদের বোতল দেখানো)

রাজীব। তফাৎ যা, পাজী।

জগন্নাথ। তফাৎ যাবো? তো মা—র মুণ্ড-পাত না ক'রে তফাৎ যাবো? বেটা রক্তচোষা, এক পয়সার চিংড়ি মাছ কিনে খেতে দাওনি, এখন তার সুদ তুলে নেবো।

রাজীব। জগা, দেখিস নে আমার বেমো, ডাক্তার দেখাবার পয়সা পর্য্যন্ত নাই, টাকাগুলি নিয়ে কি করলি, দু'টো একটা টাকা নয়, হাজার টাকা। না হয় দু'টা একটা টাকা রেখে বাকী টাকা আমায় ফিরিয়ে দে।

জগন্নাথ। তা দেবো বই কি? বা—বা, ব্রজেশ্বর রায়ের ছেলে থিয়েটার করবে, আমি তার Stage Manager হয়েছি, পাঁচশো টাকা চাঁদা দিতে হবে; ভাল মানুষ হওতো পাঁচশো টাকা গণে দাও।

রাজীব। ও—আবার থিয়েটার করা হবে? তফাৎ যা পাজী।

জগন্নাথ। তফাৎ যাবো, তোমার মুণ্ডপাত না করে তফাৎ যাবো? বা—বা, এতকাল টাকাই করেছ, কিন্তু কি ক'রে টাকা ব্যয় করতে হয়, তাতো শিখনি। আমার হাতে চাবির তোড়াটী দিয়ে যদি দু'টো দিন বেঁচে থেতে পারো, তবে দেখে নিও লোকে টাকা দিয়ে কি করে? দা—ও বা—বা চাবি দেও।

(কেড়ে চাবি নেওয়া)

রাজীব। ওরে জগা, তুই আমার ত্যেজ্যপুত্র।

জগন্নাথ। তুমি আমার ত্যেজ্য বাপ।

[প্রস্থান।

রাজীব। ও গিন্নি, ও পুত্র-শোকী, কবে তুই তোর পুত্রের মাথা খাবি রে—(ক্রন্দন)

জ্ঞানদা। তুমি আমার পুত্রের মাথা খাবে, আর আমি তোমার সেবা করব? এই আমরা মায়ে পোয়ে বাড়ী থেকে চল্লুম, তুমি এখানে ধরে পচে থাকো, তার পরে টেনে ফেলে দেবো।

[প্রস্থান।

(দীনবন্ধু ও প্রেমানন্দের প্রবেশ)

দীনবন্ধু। ঐ দেখুন ঠাকুর, বেচারার দুর্দ্দশা। মা শাস্তিদায়িনী, ওকে শাস্তি দাও।

প্রেমানন্দ। সুদখোরের এই অবস্থাই হয়। ওহে দত্ত মশায়, তোমার এ দুর্দ্দশা কেন?

রাজীব। ও কে ব্রহ্মচারী, দীনবন্ধু বাবু? দেখো, আমার দশা দেখো, মাথায় লাথি মারো। ওঃ কত পাপ করেছি, তার এই পরিণাম।

প্রেমানন্দ। এখন মাকে ডাকো, প্রাণের সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

রাজীব। ডাকতে পারি না, লজ্জা করে। ওই যে মা শ্মশানকালী, খাঁড়া হাতে নাচতে নাচতে আমায় খেয়ে আসছে, ঐ যে হাজার হাজার ডাকিনী আমায় তেড়ে আসছে, কে আমায় রক্ষা করবে?

প্রেমানন্দ। আমি তোমায় রক্ষা করবো। (হস্তধারণ)।

রাজীব। আ—হা—হা। কি শীতল তোমার হাত, আমার অর্দ্ধেক জ্বালা জুড়িয়েছে। ব্রহ্মচারী তুমি দেবতা, আমায় বাঁচাও।

প্রেমানন্দ। বাঁচাবো। স্ত্রী পুত্র সব ভুলে যাও, সংসার ভুলে যাও, সব ভুলে মায়ের চরণে শরণ লও, প্রাণের সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। চিন্তা কি?

(গীত)

শ্যামা নামের ডঙ্কা বাজারে।
বাজারে বাজারে বাজা,
এ দেহে ভাই তুই রাজা,
দু'জন কুজন প্রজা,
রেখে কারাগারে॥
শঙ্কা কিরে ডঙ্কা দিতে,
ব্রহ্ম পদ তুচ্ছ যাতে,
যে নামেতে বিশ্বনাথে,
বিষ পান করে;

নামের জোরে মৃত্যুঞ্জয়,
মৃত্যুকে করেছেন জয়,
অভয় পদে কি আর ভয়,
ভয় করে' তাই কারে।

প্রেমানন্দ। দীনবন্ধু! তুমি একে নিয়ে আমার আশ্রমে এসো।

[সকলের প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

স্থান—ব্রজেশ্বরের বৈঠকখানা।

(ব্রজেশ্বর, হরগোবিন্দ, ধীরেশ্বর, প্রেমানন্দ)

ব্রজেশ্বর। হরগোবিন্দ দাদা, এ হলো কি? একটা মেয়ের সঙ্গে মোকদ্দমায় হেরে গেলাম? High Court পর্য্যন্ত ঠিক এক রকমই বললে।

হরগোবিন্দ। শুধু মেয়ে বলছ কেন, মেয়ের পেছনে মিন্‌সেটা কি অবর, তা দেখছো না? ঐ যে প্রেমানন্দ ঠাকুর, ও নিশ্চয়ই কোন যাদু জানে; দেখ্‌লে না সাক্ষীগুলি কেমন বশীভূত করে ফেল্‌লে!

ব্রজেশ্বর। ওকে খুন করো, আমার প্রতিজ্ঞা প্রেমানন্দের মুণ্ড আগে চাই। তারপর না হয় Privi Council এ apeal করো।

হরগোবিন্দ। সে তো হচ্ছে পরের কথা। এদিকে কাল লাটের দিন, লাটের টাকার তো কোন যোগাড় দেখছি না।

ব্রজেশ্বর। সে কি! লাটের টাকা নেই? তবে তোমার নিজের থেকেই এবার দশ হাজার টাকা দাও, এবারকার লাট রক্ষা ক'রে দাও।

হরগোবিন্দ। আমার কাছে কোন টাকা নেই, তুমি অন্যত্র চেষ্টা করো।

ব্রজেশ্বর। হরগোবিন্দ দাদা, তোমার বিস্তর টাকা আছে, সেদিন তুমি দশ হাজার টাকা মুনাফায় জমিদারী কিনেছ, আজ আমার সম্পত্তি যায়, তুমি রক্ষা করে দাও।

হরগোবিন্দ। আমার কাছে কোন টাকা নেই, তুমি অন্যত্র চেষ্টা করো।

ব্রজেশ্বর। বল্লে কি হরগোবিন্দ! আমার টাকা নিয়েই আজ তুমি বড় মানুষ। ভেবে দেখো, আজ বিশ বছরের ভেতরে আমি তোমার কাছে নিকেষটী পর্য্যন্ত চাইনি, আজ আমার সম্পত্তি যায়, তুমি রক্ষা করবে না? তুমি এমনই নিমক-হারাম!

হরগোবিন্দ। কি বলছ হে তুমি? তোমার সম্পত্তি যায়, তা আমি কি করবো? অত কথা কেন? এই তোমার চাকুরী ইস্তাফা দিয়ে চল্লুম।

ব্রজেশ্বর। তা যাবে বৈ কি! এখন তো যাবার সময়ই হয়েছে।

(ধীরেশ্বরের প্রবেশ)

ধীরেশ্বর। বাবা, আজ দু'দিন দৈনিক খরচের টাকা পাচ্ছি না। খাজাঞ্চি-খানায় গেলেও বলে টাকা নেই, ব্যাপার কি?

ব্রজেশ্বর। ব্যাপার আর কি? এইতো সব চুকে যায়, জমিদারী এখন লাটবন্দী।

ধীরেশ্বর। সে আমি জানি না, আমার টাকা দিতেই হবে। কলিকাতায় দু'মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়েছে, আমার মটরখানাও মেরামত করতে হবে। টাকার বড় দরকার।

ব্রজেশ্বর। আর মটরে চড়তে হবে না বাবা, এখন গাছে চড়বার সময় হয়েছে।

ধীরেশ্বর। কি বল্লে, টাকা পাব না? আচ্ছা ঘরে গিয়ে দেখি, যেখানে যত সোণা-রূপা পাব, সবই নিয়ে যাবো; যৌতুক দেবে আর কি? দেখে নাও টাকা পাই কি না?

[প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। বা—এইতো আমার বড় মান্‌ষি, খুব বড় মান্‌ষি করেছি কিন্তু। যাও হরগোবিন্দ, তুমিও যাও, ছেলে হয়ত এতক্ষণে বাক্স ভেঙ্গে অলঙ্কারাদি নিয়ে পালিয়েছে। তারপর যা কিছু থাকে, তা নিয়ে তুমিও পালাও। আমিও পালাবো আমি কিছুই নিয়ে যাবো না, রিক্ত হস্তেই পালাবো ওহো—হো এই তো পরিণাম! (গমনোদ্যত)।

প্রেমানন্দ। কোথায় যাচ্ছ ব্রজেশ্বর? অনেক দিন বলেছি বাবা।—

(গীত)

এসেছ নেংটা যাইবে নেংটা,
মাঝ খানে কেন গণ্ডগোল।
কেউ বলে বাবা, কেউ বলে দাদা,
কেউ বলে ভাই, আবোল তাবোল॥
জননী জঠরে দশ মাস ছিলি,
ভূমিষ্ঠ হইয়ে মা ডাক শিখিলি,
করি স্তন পান জীবন বাঁচালি,
এখন ভুলে গেলি সে মা মা বোল॥

মণি মুক্তা আদি ধন অগণিত,
বোকা তুমি তাই যতন করো এতো,
মিছে ধন আশায় হয়ে বিচলিত,
টাকা টাকা টাকা করেছ রোল ॥
ভাই বন্ধু আদি পরিজন যত,
শেষের সাথী এরা কেউ নয়রে তো,
কালী কালী কালী বল অবিরত,
যদি অন্তে পেতে চাস্ মায়েরি কোল ॥

ব্রজেশ্বর। কে? ঠাকুর। তুমি আবার এসেছ? আমি তোমায় কেটে টুকরো টুকরো করে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দেবো।

প্রেমানন্দ। সে ভয় দেখাচ্ছ কেন বাবা?

(গীত)

এই মাটীই খাটী ভবে।
মাটীর দেহের প্রদীপ টী,
মাটীতেই লয় হবে ॥
দু'দিনের জন্যে আসা,
দু'দিনেরই ভালবাসা,
দু'দিনেই ভাঙ্গে বাসা,
স্থায়ী হয় কে কবে;
কাল-সাগরে উঠছে তুফান,
আর কত দিন রবে,
(এখনো) ভুলে যারে দলাদলি,
গলাগলি হয়ে সবে ॥
সকলি এক মায়ের ছেলে,
আছি এক মায়ের কোলে,
ভাবো একটু গোলক ধাঁধাঁর,
ধাঁধাঁ ঘুচে যাবে;
ধনী দীন রাজা প্রজা,
ঐ মাটীর কোলেই শোবে,
নেংটা আসা, নেংটা যাওয়া,
ভবের খেলা সাঙ্গ হবে।

ব্রজেশ্বর। না, কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না; কে আছিস্, এই বিটলে বামুনটার মাথাটা কেটে রাখতো।

প্রেমানন্দ। আর কেন? এখন একটু সুপথে ফেরবার চেষ্টা করো।

ব্রজেশ্বর। কি বল্লে, সুপথে ফিরবো? এত পথ হেঁটে এসে আবার ফিরে যাবো? না—না—এত পথ ফিরে যেতে আমার জীবনে কুলোবে কেন? যে পথে চলেছি, তার শেষ না দেখে ফিরবো না। কে ফিরাবে আমায়? হরগোবিন্দ আমায় ছেড়েছে, আমার ছেলে আমায় ছেড়েছে, আমি কিছুতেই ফিরবো না।

হরগোবিন্দ। মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

প্রেমানন্দ। কে? দেওয়ান মহাশয়? এখন আর বাগান-বাড়ী যান্না বাবু? মদের বোতল এখন আর আসে না বুঝি? লোকটার সর্ব্বনাশ করে এখন সাধু সাজতে বসেছিস্ বেটা? আমাদের দেশের সকল রাজা জমিদারের পেছনে এমন দু'চারটা কুত্তা লেগেই আছে। কে আছিস্রে বেটাকে বেঁধে রাখ, লাটের টাকা আদায় কর্।

[শিবদাস হরগোবিন্দকে নিয়ে প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। হাঁ—আমার মাথাই খারাপ হয়েছে হরগোবিন্দ, তবে ঔষধ করো, অন্য ঔষধে কিছুই হবে না, খুব উত্তেজক সুরা নিয়ে এসো। সুরার ঘোরে আমি ডুবে থাকি। সুরার স্রোতে আমার পূর্ব্ব-জীবনের অবসাদময়ী স্মৃতি ডুবিয়ে দাও। দাও, মদ দাও, কি—টাকা নেই? এক দিনের জন্য তুমি দু'বোতল মদের টাকা দিতে পারবে না? আমারতো অনেক খেয়েছ, আমি যে মদের গাঙ্গ বইয়ে দিয়েছিলুম, তার মাঝে তোমরা কত হাবুডুবু খেয়েছ? দাও, মদ দাও, প্রাণ যায়, কে আমায় বাঁচাবে?

প্রেমানন্দ। আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমায় বাঁচাবো।

ব্রজেশ্বর। কে, তুমি? তুমি বন্ধু? না—তুমি শত্রু, আমি তোমার অনুগ্রহ চাই না। আমি কি চাই তা জানো? আমি চাই মদ, তুমি আমায় মদ দিতে পারবে?

প্রেমানন্দ। মদে যদি তোমার কল্যাণ হয়, তবে আমি তোমায় মদই দেবো। এত দিন তুমি এক মদের নেশায় ডুবে ছিলে, আজ আমি তোমায় আর এক মদ দেবো; সে উগ্র নয়, উত্তেজক নয়, বড় শীতল, সে মদ কি, তা জানো? সে মদ পতিত-পাবনী মায়ের নাম, এ মদ যদি একবার কণ্ঠস্থ করতে পারো ব্রজেশ্বর, তবে এ জীবনে তার নেশা ছুটবে না।

(গীত)

(ডাকো) দীনে দয়া কর দেখিগো,
দীন-দয়াময়ী শ্যামা মা।
সবাই বলে দীন-তারিণী,
দেখি সে নামের মহিমা ॥

আগো কুল-কুণ্ডলিনী,
অজ্ঞানে জ্ঞানদায়িনী ;
মোহ-আঁধার যাক্ মা কেটে,
জুড়াই আঁখি রূপ দেখে মা ॥
হৃদি-পদ্ম উঠলে ফুটে,
মায়ার বাঁধন যাবে টুটে ;
আনন্দে আনন্দময়ীর,
প্রেম-সাগরে ডুব দেবো মা ॥
নাম-রসে যাই মা মজে,
নামের ভেরী উঠুক বেজে,
মুকুন্দের সাধ মিটে যাক্,
নেচে গেয়ে যাই চলে মা ॥

ব্রজেশ্বর। কি বলছো প্রেমানন্দ? তুমি আমায় ধর্ম্মের কথা শুনাচ্ছ? কাকে মা ডাকতে বলছ? কে মা? মা কালী? উঃ, কি ভীষণা কালী, কালো রুদ্রাবেশা, আলুলায়িতকেশা লোলরসনা, রক্তদশনা, লুণ্ঠিতবসনা, নৃমুণ্ডমালিনী, ভীমা ভয়ঙ্করী শ্যামা। উঃ কি ভীষণা তাঁর মূর্ত্তি, কি নির্দ্দয় দেবতা! প্রেমানন্দ! কি দেখালে? কি যাদুমন্ত্র দিলে? ঐ—ঐ—কালী করালী অট্ট হাস্তে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমার গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে। সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক আমায় বাঁচাও রক্ষা করো।

প্রেমানন্দ। আনন্দম্! এসো, আমার সঙ্গে এসো, মায়ের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখতে পাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

স্থান—দীনবন্ধু রায়ের বাড়ী।

(দীনবন্ধু রাজীব দত্ত, প্রেমানন্দ, ব্রজেশ্বর, তারা, মতি দত্ত, রাইমণি, আনন্দময়ী)

রাজীব। দীনবন্ধু বাবু. এরা কি মানুষ?

দীনবন্ধু। তোমার কি বিশ্বাস?

রাজীব। এরা দেবতা। দারুণ বাতব্যাধি, পথে প'ড়ে ছিলাম, ব্রহ্মচারী আমার গায়ে হাত দিয়ে আমার অর্দ্ধেক জ্বালা কমিয়ে দিলেন। তারপরে সেবা যা করেছেন, তা আপন মা'ও করতে পারেন না। এখানে এসে প্রাণে একটা নূতন ভাব জেগে উঠেছে। তোমায় বলেই ফেলি, টাকা করেছিলাম বিস্তর, কিন্তু সে টাকায় নিজেরও কিছু করিনি, পরেরও কিছু করিনি, বরং পরের অনিষ্ট করেছি; শিশু-ছেলে-কোলে অনাথা জননী রাস্তায় দাঁড়িয়ে, আমি তার কুঁড়ে খানা পর্য্যন্ত ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছি; তারপর তোমায় যা করেছি, তাতো তুমিই জানো।

দীনবন্ধু। এখন তো সম্পূর্ণ আরাম হয়েছ, বিষয় কর্ম্ম দেখ না কেন?

রাজীব। না রায় মশায়, আর বিষয় কর্ম্ম দেখব না, কার জন্যই বা বিষয় ভাবনা করি?

দীনবন্ধু। এখন কি টাকা পয়সা কিছুই নেই?

রাজীব। থাকবে না কেন? এখনো লাখ টাকার উপরে আমার সঞ্চিত আছে। তবে সে টাকা কেউ পাবে না, জগা মাতাল পেলে এত দিনে উড়িয়ে দিত। আরো অনেক খাতকের কাছে আমার বিস্তর টাকা পাওনা আছে।

দীনবন্ধু। সে টাকা আদায়ের চেষ্টা করো না কেন?

রাজীব। না রায় মশায় আর টাকা আদায় করবো না। তোমায় একটা কথা বলবো, কথাটা রাখবে কি?

দীনবন্ধু। বলো।

রাজীব। যত টাকা হ'লে তোমার সম্পত্তি উদ্ধার হয় তুমি নেও, আমি দিচ্ছি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি, তার পূরণ করে দিচ্ছি।

দীনবন্ধু। না ভাই, আমার কোন টাকা পয়সার প্রয়োজন নাই।

রাজীব। বলো কি? তোমার ঘর বাড়ী সব গেছে, এখন তুমি পথে দাঁড়িয়ে, তোমার টাকার প্রয়োজন নেই? তবে তুমি এ পাপীর ধন নেবে না? আমার পরিত্রাণ কিসে হবে, রায় মশায়?

দীনবন্ধু। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, তায় আবার অর্থের প্রতি অনাসক্তি জন্মেছে, তখন পরমার্থের প্রতি আসক্তি আসবেই আসবে। তাতে আবার সজ্জন সঙ্গতি, সদ্‌গুরুও মিলেছে।

(প্রেমানন্দ, তারার প্রবেশ)

তারা। এ কে, ব্রজেশ্বর? এভাবে এখানে কেন? সে দম্ভ অহঙ্কার, রূপ, যৌবন সব গিয়েছে তো? নরাধম, দেখ, পাপের শাস্তি আছে কি না? সতীর অভিশাপ সফল হয় কি না? এই দেখ ছুরি, এই ছুরি তোর বুকে বসাবো ব'লে এতদিন বুকে করে রেখেছিলাম; কিন্তু আর প্রয়োজন নেই। পাপের সহস্র ছুরি তোর বুকে বিঁধছে, তা দেখছি আর হাসছি—হাঃ—হাঃ—হাঃ।

ব্রজেশ্বর। একি! আমায় কোথায় আনলে? শক্র-পুরী, দীনবন্ধু, রাজীব দত্ত আর তারা। এই দীনবন্ধু আমার মাথায় লাঠি তুলেছিল, অপমানের প্রতিশোধ নেবে। আর তারা, ভীমা ভয়ঙ্করী রুদ্ররূপিণী খর্প ধারিণী তারা, এরা আমায় অপমান করবে। আমি জমিদার, বড় মানুষ, অপমানী হবো কেন? জমিদারী ধন-দৌলত সব যাক্, কিন্তু মান যেতে দেবো না—পালাই। (গমনোদ্যত)

তারা। কোথায় পালাবি নারকী? তোর সেই একদিন, আর আজ একদিন। অনাথিনী অবলা পেয়ে আমার ইজ্জতের উপরে আক্রমণ করেছিলি, এখন দেখ দেখি মুর্খ যে নেশায় মজেছিলি সে নেশা কতক্ষণ?

প্রেমানন্দ। চলে যাও তারা—চলে যাও।

[তারার প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। তারা! সতী, আমায় বাঁচাও, বুকে ছুরি বসিও না! ওঃ—আমার কেউ নেই—মা— (পতন ও মূর্চ্ছা)

(আনন্দময়ীর প্রবেশ ব্রজেশ্বকে কোলে নিয়ে)

আনন্দময়ী। একি ব্রজেশ্বর? কেন এত কাতর হচ্ছ? আবার তোমার সব হবে।

ব্রজেশ্বর। এ কে! মা? নৈলে কার এমন শীতল স্পর্শ, কার কণ্ঠে এমন স্নেহময় মধুর বাণী? মা তোর হতভাগ্য সন্তানের সকল অপরাধ ভুলে গেলি মা?

আনন্দময়ী। মা বই কি বাবা, আমি তোমার মা—তুমি আমার সন্তান। মা কি সন্তানের অপরাধ নিতে পারে বাবা?

প্রেমানন্দ। ব্রজেশ্বর! তোমার লাটের টাকা কাল আমরা দিয়েছি। তোমার জমিদারী আবার তুমি বুঝে নেও। আমাদের জমিদারীর কোন প্রয়োজন নেই, চরিত্রটা সংশোধন করো, এই প্রার্থনা তোমার কাছে।

(মতি দত্তের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। কে তুমি?

মতি। আমি দুর্মতি মতি।

প্রেমানন্দ। কে! মতি বাবু? তোমার এ দুর্দশা কেন?

মতি। আমার মা কোথায় বলতে পারেন?

প্রেমানন্দ। কেন? তোমার মাকে প্রয়োজন?

মতি। এখন আমার কেউ নেই, তাই আমার মাকে প্রয়োজন।

প্রেমানন্দ। কেন? তোমার প্রিয়তমা পত্নী?

মতি। যে মাকে ফেলে পত্নীর সেবা করে, তার কি পত্নী হ'তে কখনো সুখ হয়?

প্রেমানন্দ। চাকরিতে দিন দিন উন্নতি হচ্ছিল?

মতি। আমার মত নরাধমের লাট-সাহেবি পেলেও তাতে সুখ হ'তে পারে না। শোন, আমার সেই চাকরী গিয়েছে, মান, ইজ্জৎ, সর্ব্বস্ব দিয়ে যে উপরওয়ালায় মন যোগিয়ে ছিলাম, এক দিনের একটু অপরাধে সে আমায় ক্ষমা করলে না। ঘুষ খাওয়া অপরাধে সে আমায় ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করলে, তাতে আমার বিস্তর টাকার প্রয়োজন হলো, এতকাল যা করেছিলাম, তাতে নিজের কিছুই করি নাই, কেবল স্ত্রীর কতকগুলি অলঙ্কার করেছিলাম। টাকার প্রয়োজন হওয়ায় তার কতক অলঙ্কার মহাজন-বাড়ীতে বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা আনবার ইচ্ছা করলেম, কিন্তু স্ত্রী তার বাক্সের চাবী বন্ধ ক'রে বসলো। বল্লে তুমিও যাবে, আমার সোণা-রূপা টুকুও যাবে। উকীল মোক্তারে বলেছে, এ মোকদ্দমায় তোমার কিছুতেই অব্যাহতি নাই। তখনই আমার চোখ ফুটলো। তখনি বুঝলাম, মাতা আর পত্নী ত কত তফাৎ। আর মোকদ্দমা করতে প্রবৃত্ত হলোনা। বিচার-কর্ত্তার কাছে সব অপরাধ স্বীকার করলুম, ক্ষমাও চাইলাম না, তথাপি তিনি আমায় ক্ষমা করলেন, দণ্ড হ'তে মুক্ত হলেম বটে, কিন্তু এখন দাঁড়াই কোথায়? বলতে পারেন আমার মা কোথায়? যদি মায়ের কোল পাই, তবে বুঝি জুড়াতে পারবো।

প্রেমানন্দ। আনন্দময়ীর রাজ্যে এখন আর নিরানন্দ নাই। শিবদাস? ওর মা-বোনকে ডেকে দেতো।

(রাইমণি আর তারার প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। ঐ যে মতি, তোমার মা-বোন এসেছেন।

মতি। মা—মা আমায় ক্ষমা করো মা।

রাইমণি—একি মতি—কখন এলি বাবা!

তারা। দাদা—দাদা—তোমার এ অবস্থা কেন?

প্রেমানন্দ— (গীত)

এমন দিন কি আসবে মোদের
আমরা আবার মানুষ হবো।

ভুলে যাবো দলাদলি,
প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে দেবো ॥
ছোট বড় যাবো ভুলে,
প্রাণের কপাট দেবো খুলে।
বাবু এই ছুটী আখর,
নামের পেছন থেকে উঠিয়ে দেবো;
মেয়েলী ঢং দেবো ছেড়ে,
ফেসন দেবো ঝেঁটিয়ে দূরে ॥
গোঁপ রেখে চুল সমান কেটে,
বীরের মত কাজ করিব ॥
ঘুচে যাবে তম-রাশি,
মায়ের মুখে দেখবো হাসি।
আমরা আবার সকল ভুলে,
মায়ের লাগি পাগল হবো ॥

প্রেমানন্দ। ব্রজেশ্বর! যাও, তোমার জমিদারী আবার বুঝে নেওগে যাও; মতি, তুমিও তোমার মাকে নিয়ে ঘরে যাও; দীনবন্ধু, তুমিও যাও মায়ের দুর্গোৎসবের যোগাড় করগে, আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, মা তোমার পূজা গ্রহণ করবেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চদশ দৃশ্য

স্থান—দীনবন্ধু রায়ের দুর্গা-মণ্ডপ।

(দীনবন্ধু, কালাচাঁদ, ছদ্মবেশী মা, ব্রজেশ্বর, সুধীর, ভাস্কর)

দীনবন্ধু। এত সহ্য করেছি, কিন্তু আজ যে আর সহ্য হচ্ছে না। বুক ভেঙ্গে কান্না আসছে, ভেতরে আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বাইরে আজ নিরানন্দ। আনন্দের দিন আজ, তাই আনন্দের পূর্ব্ব-স্মৃতি জেগে উঠ্‌ছে। এই মণ্ডপে দশভূজা মা আমার আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হতেন। সে কি আনন্দ, চতুর্দ্দিক আনন্দ-রোলে ভেসে যেতো। শত শত ভক্ত আনন্দে মগ্ন হয়ে মণ্ডপসম্মুখে এসে দাঁড়াতো। নব নব বেশে সজ্জিত হয়ে পল্লীর নর-নারী কি আনন্দ-লীলায়ই বিভোর হয়ে পড়তো! মা, কি আনন্দময়ী তোমার সে মূর্ত্তি! মৃগেন্দ্র-বাহিনী, অসুর-মর্দ্দিনী, বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে বাণী, সিদ্ধিদাতা গণেশ, আনন্দময় বীর মূর্ত্তি কার্ত্তিক পুত্র রূপে বিরাজিত। আহা হা, সে কি আনন্দ-যাত্রা, মা দশ হস্ত প্রসারিত ক'রে ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করতেন। সেই শরৎ কাল আবার উপস্থিত, ঐতো দূরে সকলের বাড়ীতে শাঁখ ঘণ্টা বেজে উঠেছে, কিন্তু এ মণ্ডপে আর বাজবে না, সে আনন্দ আর ফিরে আসবে না।

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

কালাচাঁদ। কর্ত্তা কর্ত্তা, সারাদিনটা ব'য়ে গেল, এখনো কিছু খেলে না?

দীনবন্ধু। কি খাবো কালাচাঁদ, কিছুইত নাই।

কালাচাঁদ। আধ সের চাল, আর দুটো কাঁচা কলা ভিক্ষা করে পেয়েছি।

দীনবন্ধু। কালাচাঁদ! আবার ভিক্ষা করতে গিয়েছিলে? তুমি আমায় রেহাই দেবে না? সবাইত আমায় রেহাই দিয়েছে, তবে আর কেন কালাচাঁদ? আমায় ছেড়ে চলে যাও।

কালাচাঁদ। কেন বাবা? আমি তো তোমার ভার বোঝা নই।

দীনবন্ধু। তুমিই আমার ভার, স্নেহের ভার আর আমি বইতে পারি না। আমায় ভার-মুক্ত করো, আপন পথে চলে যাও, আমার পথ আর রোধ করো না।

কালাচাঁদ। নিশ্চয়ই করবো; যে পথে যাও, কালাচাঁদকে সাথী করতেই হবে। এই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত সাথ নিয়েছি, এখন আর তাড়িও না বাবা, চলো, কিছু খাই গে।

দীনবন্ধু। না কালাচাঁদ, ভিক্ষার অন্ন আর খাবো না! যার মা অন্নপূর্ণা, সে কেন ভিক্ষা করে খাবে?

কালাচাঁদ। তুমি খাও না খাও, আমিতো খাবো। আমায় প্রসাদ দেবে না?

দীনবন্ধু। যাও কালাচাঁদ, রান্নার যোগাড় কর গে, আমি পরে আসছি, আমায় একটু নীরবে থাকতে দাও।

[কালাচাঁদের প্রস্থান।

(ছদ্মবেশী মায়ের প্রবেশ)

মা। বসে বসে কি ভাবছ বাবা?

দীনবন্ধু। আমার ভাবনার অভাব কি মা?

মা। আজ অধিবাসের দিন, পূজার যোগাড় কই, প্রতিমা কই? এবার পূজা হবে না?

দীনবন্ধু। না, আর এ বাড়ীতে প্রতিমা আসবে না।

মা। বলো কি? তবে পূজা দেখবো কোথায়, প্রসাদ পাবো কোথায়?

দীনবন্ধু কি বলছো তুমি বালিকা? যার ক্ষুধার অন্ন ভিক্ষার চাল, সে কি কখনো দুর্গোৎসব করতে পারে?

মা। ভক্ত মায়ের পূজা করবে, তাতে আবার ধন-দৌলতের আবশ্যক কি?

দীনবন্ধু। কি বলছো বালিকা, কে তুমি?

মা। বাগান ভরা ফুল, বুক ভরা ভক্তি, পূজার আর লাগে কি বাবা?

দীনবন্ধু কে তুমি—কে তুমি

মা। আমি যেই হই, তুমি পূজা করবে।

[প্রস্থান।

দীনবন্ধু। কে এ বালিকা, কই সে? কোথায় গেল? এত ফুলের গন্ধ কোথা হ'তে আসছে? সহসা প্রাণে এত আনন্দ এল কেন? আমার আনন্দময়ী মা কি এলেন?

(ভাস্করের প্রবেশ দশভুজা মূর্ত্তি নিয়ে)

ভাস্কর। রায় মশায়, এ আপনার কেমন রীতি, প্রতিমা গড়াবার বায়না দিয়ে, আজ অধিবাসের দিন প্রতিমা আনেন নি কেন?

দীনবন্ধু। কে তোমায় বায়না দিয়েছে?

ভাস্কর। কেন? আপনার মেয়ে।

দীনবন্ধু। আমার মেয়ে! একটা মেয়ের কথায় তুমি বায়না স্বীকার করলে?

ভাস্কর। স্বীকার করবো না? নগদ পাঁচ গণ্ডা টাকা বায়না দিয়েছে, বায়না স্বীকার করবো না?

দীনবন্ধু। তাইতো, ভাস্কর! রাখো রাখো, মায়ের প্রতিমা মণ্ডপে তুলে রাখো, আমি মায়ের পূজা করবো।

[ভাস্করের প্রতিমা রেখে প্রস্থান।

দীনবন্ধু। মা—মা—কে কার পূজা করে, আপনার পূজা আপনি করতে এলি, সে বালিকা আর কেউ নয়, স্বয়ং তুমি। এত দয়া, তবে আর মাটীর প্রতিমা কেন মা?

(সুধীরকে নিয়া ব্রজেশ্বরের প্রবেশ)

ব্রজেশ্বর। দীনবন্ধু বাবু, নরদেবতা, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

দীনবন্ধু। একি, রায় মশায়, আপনি এ অবস্থায় এখানে কেন?

ব্রজেশ্বর। হে মহাপুরুষ! আপনি একবার বলুন, যে, আমায় ক্ষমা করলেন। তা হ'লেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

সুধীর। বাবা, ব্রজেশ্বর বাবু নিজেই আমাকে কারা-মুক্ত করে এনেছেন। এখন দেখুন, তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছেন।

দীনবন্ধু। ব্রজেশ্বর বাবু, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি আপনার যে প্রজা, সে প্রজাই আছি। ঐ দেখুন, মা এসেছেন। আসুন আমরা মায়ের সম্মুখে আনন্দ করি। মা, কে কার পূজা করে? আপনার পূজা আপনি করতে এলি মা? এত দয়া! সে বালিকা আর কেউ নয়—তুমি। তবে আবার মাটীর প্রতিমা কেন মা, সেই বালিকা বেশেই আয় মা, আমি বাগান থেকে ফুল কুড়িয়ে এনেছি, বুক ভরা ভক্তি দেবো, মাটী ছেড়ে খাটী হয়ে আয় মা।

(দৈব বাণী)

নেপথ্যে—বিজয়ার দিনে সাধ পূর্ণ করবে।

(প্রেমানন্দের প্রবেশ)

প্রেমানন্দ। দীনবন্ধু ধন্য তুমি, আজ যে আদর্শ তুমি দেখালে, তা জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। দেখ সংসার, ভক্তের বিজয় দেখো। আদর্শ গৃহস্থ দেখো। দীনবন্ধু, মায়ের মাটীর প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়েছ, এখন খাটী প্রতিমা দেখে জীবন ধন্য করো, ইনিই আদি বিদ্যা।

(কালী মূর্ত্তি)

গীত।

কিবা রক্ত সুরঞ্জিত পঞ্জির গুঞ্জিত,
নীল নলিনী-পদ-যুগম্।
পঙ্কজ শিব সিত হৃদয় সমাশ্রিত
মাধুত অনুপম রূপম্॥
উজ্জ্বল নীল কাদম্বিনী কুন্তল,
লুণ্ঠন বহু শোভ মগুম্,
লম্বিত নর শির কণ্ঠমাল যোহ,
করযুত খর করবালম্॥
কিবা চঞ্চলাপাঙ্গ তরঙ্গ বিরঙ্গিত,
নঙ্গ দহন হৃদি লীনং,
নব জলদোদ্যুতি কোটিল শম্ভুং,
মিন্দু কমল দল ভাস্বং॥

শেষ।

কর্ম্মক্ষেত্র

—:•:—

মুকুন্দদাস প্রণীত

নায়ক

বাউল	...	জনৈক কর্ম্মী গৃহস্থ।
নন্দলাল রায়	...	স্বর্ণপুরের জমিদার।
হরিমোহন দত্ত	...	নন্দলালের ম্যানেজার।
রমজান	..	ঐ প্রজা।
করিম	...	ঐ প্রজা।
প্রমোদ বসু	...	ঐ বন্ধু।
সুরেন সেন	...	ঐ বন্ধু।
মাণিক	...	ঐ জমাদার
কিশোরীলাল রায়	.	নন্দলালের খুড়ো।
সুরেশ	..	ঐ পুত্র।
যোগেন	...	ঐ পুত্র।
দীনেশ	...	সুরেশের বন্ধু।
হরিদাস মুখুয্যে	...	নরেনের পিতা।
পরেশ মুখুয্যে	...	নিরুপমার পিতা।

বারোয়ারী, প্যাদা, ভট্টাচার্য্য, নমঃশূদ্র বালকগণ, চাকর, মুদী ইত্যাদি—

নায়িকা

সুরমা	...	নন্দলালের স্ত্রী।
হেমলতা	...	কিশোরীলালের স্ত্রী।
কাত্যায়নী	...	ঐ পুত্র বধূ।
গার্গী	...	বাউলের কন্যা।
জ্ঞানদা	...	গার্গীর ছাত্রী।
মন্দাকিনী	...	ঐ ছাত্রী।
হেমাঙ্গিনী	...	ঐ ছাত্রী।
নিরুপমা	...	ঐ ছাত্রী।

কর্ম্মক্ষেত্র

—:*:—

প্রস্তাবনা

স্থান—ধান্যক্ষেত্র।

(কৃষক-বালকগণ)

(গীত)

মা মা ব'লে ডাক দেখি ভাই,
ডাক দেখি ভাই সবেরে।
মা মা ব'লে কাঁদলে ছেলে,
মা কি পারে রইতে রে॥
জাগিবে জননী কুলকুণ্ডলিনী
জাগিবে শক্তি জাগিবে রে;
খুলে যাবে প্রাণ দিতে পার্‌বি প্রাণ,
স্বদেশ-কল্যাণ তরে রে॥
মায়ের শ্রীচরণতরী ভরসা করি
ভাসাও দেহতরী রে;
তবে, মা হবে কাণ্ডারী সুখে যাবি তরি,
ভয় কি অকুলপাথারে রে॥
দেখ ভারতবাসী ঐ এলোকেশীর
মাণিকহারে হাত কেঁপেছে রে,
এ মুকুন্দে কয় আর কারে ভয়
জয় জয় ডঙ্কা বাজারে॥

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের বৈঠকখানা।

(নন্দলাল, কিশোরী বাবু, ম্যানেজার, বাউল ঠাকুর, মাণিকলাল)

নন্দলাল। আজ প্রায় একমাস হ'লো আমার স্বাস্থ্যটা কেমন ভেঙ্গে গেছে, গায়ে মোটেই বল পাই না, দু' পা হাঁটলেই বুকটা যেন কাঁপতে থাকে, যা খাই তার কিছুই হজম হয় না, পেটে অসুখতো লেগেই আছে। কবিরাজ মহাশয়, আর আমাদের চ্যারিটেবেল ডিস্পেন্‌ছেরীর ডাক্তার বাবু কত কি ঔষধ দিলেন, কিছুতেই ফল হচ্চে না; বরং অসুখ দিন দিন বেড়েই চলেছে, স্বাস্থ্যটার জন্য কি যে করবো, কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পার্চ্ছি না।

ম্যানেজার। শুধু বসে ভাবলেই কিছু হবে না, এর জন্য ভাল ঔষধের ব্যবস্থা করা দরকার, স্বাস্থ্যই যদি ভাল না থাকে, তবে কিসের সংসার আর কিসের পুত্র পরিজন? আপনি ভাল ডাক্তার ডেকে দেখান।

নন্দলাল। আমাদের ডাক্তার বাবু বলেন, পুরী কিম্বা বৈদ্যনাথে গিয়ে কিছুদিন থাকলে স্বাস্থ্য ভাল হ'তে পারে, কিন্তু আমার মন কিছুতেই এগুচ্ছে না। যখনই ভাবি বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে, জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে, তখনই প্রাণটা যেন চমকে ওঠে, মনে হয় ভেতর থেকে যেন বল্‌ছে—বিদেশে যেও না অকল্যাণ হবে।

ম্যানেজার। ওসব কিছু নয়। কোন দিন বিদেশে যান্‌নি কিনা, তাই মনের এ অবস্থা হয়, কিছুদিন পরে মনের এ অবস্থা থাকবে না। তবে যাবার পূর্ব্বে একটা কাজ করুন, কলিকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তার এনে দেখান, তিনি এসে যে ব্যবস্থা করবেন, সে ব্যবস্থা মত কাজ করাই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি।

নন্দলাল। আমারও ইচ্ছা তাই, একজন ডাক্তার ডাকলে হয়। কত টাকা লাগবে মনে করো?

ম্যানেজার। বড় কাউকে আন্‌তে হ'লে দৈনিক হাজার টাকার কমে হবে না। তার পরে তার যাতায়াত খরচও প্রথম শ্রেণীরই দিতে হবে, খাবার তো কথাই নেই।

নন্দলাল। যথেষ্ট খরচ। একদিনের জন্য আস্‌বেন, তাতে এত টাকা? বলি, সে আসামাত্রই আমার ব্যারাম ভাল হয়ে যাবে নাকি?

ম্যানেজার। তা না হ'তে পারে, তবে কল্‌কাতা থেকে আন্‌তে হ'লে তারা এম্‌নি ক'রেই নিয়ে থাকেন।

কিশোরীলাল। দেখো নন্দ! তোমার অসুখ এখনো এমন কিছু হয়নি, যাতে কলকাতা থেকে একজন ডাক্তার না ডাকলেই নয়; বৈদ্যনাথে যাবারও তেমন প্রয়োজন হয়েছে ব'লে আমার মনে হয় না; কিছুদিন আমাদের কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ খেয়েই দেখো না কি হয়; যদি এ কবিরাজে কিছু কর্‌তে না পারেন, তবে আমি বৈদ্য নগরের গৌরহরি সেন মহাশয়কে এনে দিচ্ছি, তিনি খুব বড় কবিরাজ এবং সুচিকিৎসক; আমার বিশ্বাস, তিনি তোমায় ভাল ক'রে দিতে পার্‌বেন।

ম্যানেজার। তিনি যদি খুব বড় কবিরাজই হবেন, তবে কি তাঁর নামটা একবারও খবরের কাগজে দেখ্‌তে পেতাম না।

নন্দলাল। হাঁ, তাওতো বটে, গৌরহরি বাবু একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ, কাগজে কিন্তু এ কখনো দেখিনি।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। দেখবে কি বাবা! সে কি তোমাদের কাগজের ধার ধারে? যে প্রকৃতই বড়, সে কি আর নাম বেচে খেতে চায়? না কাগজে নাম ছাপিয়ে সমাজের চোখে ধূলা দেবার চেষ্টা করে? গৌরহরি সেনের নাম কাগজে নেই বটে, কিন্তু এ দেশের প্রত্যেক নর-নারীর প্রাণের পাতায় পাতায় তাঁর নাম ছাপান রয়েছে। গাঁয়ে নেবে জিজ্ঞেস করো, তবেই বুঝ্‌তে পার্‌বে সে কত বড়। তারপরে এডিটারের কথা বল্‌ছো?

(গীত)

এডিটার খোঁজ রাখে ক'জনার;
আমরা ত্রিশ কোটি মায়ের ছেলে,
নাম ছাপে সে দু'চার জনার।
নামটী যার টাইটেলযুক্ত,
লেখনীটি লেখায় মুক্ত,
তা বই লেখার উপযুক্ত,
আছে কিরে তাঁহার;
রামা আজ দিল্লী যাবেন,
শ্যামা যাবেন কাছার।
ষ্টারে নাচবেন কুসুমকুমারী,
আমরি খবরের বাহার॥

এ দেশের এডিটার যত,
বুঝ্‌লে তাঁদের দায়িত্ব কত,
লেখায় তাঁরা চাল্‌তো আগুন,
আসন নিতো জেলার;
দেশের সেবক উঠ্‌তো মে'তে,
জয় দিয়ে বিধাতার।
তারা ফেল্‌তো ছিড়ে বাঁধন ছাদন,
মুক্ত তারা হ'তো আবার॥

বাউল। দেখো নন্দ! এ দেশের জল-বায়ুতে তুমি জন্মেছ, বাড়্‌ছ, তোমার পক্ষে এ দেশের উদ্ভিজ্জ ঔষধই উপকারী, আমার মতে তুমি কবিরাজী চিকিৎসাই করো, তোমার ভাল হবে।

ম্যানেজার। বাউল ঠাকুর যে, কি মনে করে? বহুদিন তো আপনায় দেখিনি, তীর্থে গিয়েছিলেন নাকি?

বাউল। না বাবা, তীর্থে যেতে আর মন এগোয় না, দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়া আর পৈতৃক ভিটা উচ্ছন্ন করা—এ একই কথা। বাপ দাদার ভিটায় না খেয়ে মর্‌লেও স্বর্গবাস।

ম্যানেজার। তীর্থযাত্রা না আপনি খুবই ভালবাসতেন?

বাউল। হাঁ, বাসতুম্ বটে, কিন্তু সে ভালবাসা এখন আর নাই, দেশের অবস্থা আর তোমাদের বাবুদের চালচাল্ দেখে সে মোহ আমার কেটে গেছে। এখন কি ভাবি তা জানো?

ম্যানেজার।—কি ক'রে জান্‌বো, একটু খুলেই বলুন না?

বাউল। কি ক'রে দেশে দু'টী অন্নের সংস্থান হবে, আমাদের সকলের সংসার আবার ধনে ধান্যে পূর্ণ হবে, সে ভাবনায়ই আমায় পাগল ক'রে তুলেছে। তীর্থ দর্শন বা দশটা দুর্গোৎসবের চেয়ে একটী ক্ষুধার্ত্ত ভাইয়ের মুখে একমুষ্টি অন্ন তুলে দিতে পার্‌লে যে বেশী পুণ্যের সঞ্চয় হয়, এইটেই এখন দেশকে বোঝাতে হবে, এ যেদিন দেশ বুঝবে, সেদিনই ভারতে প্রকৃত কার্য্যের ক্ষেত্র তৈরী হবে, এর পূর্ব্বে ক্ষেত্র তৈরীর আশা করা আমি আকাশ-কুসুম ব'লেই মনে করি।

ম্যানেজার। তা হ'লে তো দেখছি আপনি এখন খুব উচুদরের ভাবুক হয়ে পড়েছেন।

বাউল। শুধু ভাবুক নয়! তোমাদের মতন কপটাচারী বিশ্বাসঘাতক দেশের শত্রুদের ধ্বংস করাও জীবনের একটা ব্রত ক'রে নিয়েছি।

ম্যানেজার। তোমার স্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি অনেক বেড়ে গেছে, মুখ সামলে কথা ব'লো, জানো আমি ষ্টেটের ম্যানেজার, তুমি আমারই একজন নগণ্য প্রজা।

বাউল। জানি, আমি নন্দলালেরই একজন প্রজা, তোমার নয়! আর যে স্পর্দ্ধার কথা বল্‌ছো, সে তো তোমরাই বাড়িয়ে দিয়েছ। প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা সীমা আছে, তোমরা যখন সে সীমা অতিক্রম কর্‌তে পেরেছ, মনুষ্যত্বকে পদদলিত ক'রে ভারতের পুরাতন আদর্শগুলিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পাশ্চাত্যের মুখোস প'রে সমাজের নেতৃত্ব স্থান অধিকার করতে ইচ্ছুক, এতটা স্পর্দ্ধা যখন তোমাদের হ'তে পেরেছে, তখন আমরা চাষার দলই বা নীরবে থাকবো কেন? সীমা অতিক্রম কর্‌বো না কেন? যাক, তোমার সাথে আর বেশী বক্‌তে চাইনে, তবে এইটে তোমায় জানিয়ে যাচ্ছি, ম্যানেজার! তুমি যে ফাঁদ পাতবার চেষ্টা কচ্ছ, সে ফাঁদে তুমি তোমার নিজের ধ্বংসের পথই তৈরী ক'রে তুল্‌ছো মাত্র, যখন আমি টের পেয়েছি, তখন জমিদার ধ্বংস হবে না, তুমি নিজেই উচ্ছন্ন যাবে। [প্রস্থান।

ম্যানেজার। (স্বগতঃ) এই লোকটা আমার অভিসন্ধি সব টের পেয়েছে না কি,—একে দেখ্‌লেই বুকটা কেঁপে ওঠে। (প্রকাশ্যে) বাবু, আপনার সাম্‌নে আমায় এমন ক'রে অপমান ক'রে গেল, আর আপনি একেবারে নীরব রইলেন, আশ্চর্য্য!— এ ক'রেই আপনারা এ সব ছোট লোকের স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কিশোরীলাল। লোকটা নেহাৎ ছোট নয়, তবে কিনা ওকে চেনা একটু শক্ত, বৃথা কথা ও কখনো বলেনা।

নন্দলাল। যাক, তা হ'লে কি ব্যবস্থা কর্‌তে চাও?

ম্যানেজার। আজ্ঞে, আমার মতে তা হ'লে ডাক্তার আস্‌তেই লিখে দেওয়া হউক, তিনি এসে যে ব্যবস্থা কর্‌বেন, সে ব্যবস্থা মতনই কাজ করা যাবে।

কিশোরীলাল। নন্দলাল! আমার কথাটা বুঝি তোমার মোটেই ভাল লাগলো না, গৌরহরি বাবুকে দিয়ে চিকিৎসা ক'রে দেখো না, কি হয়? তারপরে না হয় কল্‌কাতা যেও।

ম্যানেজার। শরীর যখন খুবই খারাপ বল্‌ছেন, তখন যার তার হাতে চিকিৎসা করানো আমি ভাল ব'লে মনে করি না, ওসব হাতুড়ে কবিরাজী চিকিৎসা আমার বেশ জানা আছে, কোন ভদ্র-লোক ওদের উপর বিশ্বাস ক'রে অপেক্ষা কর্‌তে পারে না।

কিশোরীলাল। কবিরাজী চিকিৎসা হ'লেই যে সেইটে হাতুড়ে বা অকাজের, এমন কথা বলাটাও তেমন সঙ্গত ব'লে মনে হয় না। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি পুরাকালের ঋষি প্রবর্ত্তিত। এ দুর্ভাগ্য দেশে আজও তার শেষ স্মৃতিটুকু দেখাচ্ছে গৌরহরি সেনের মতন ঋষিতুল্য ব্যক্তি এ চিকিৎসাক্ষেত্রে রয়েছেন। বাংলা দেশে তাঁর নাম কে না জানে? শুধু বাংলা কেন, আজও বাংলার বাইরে কত স্বাধীন নৃপতি রাজা থেকে তাঁর ডাক আস্‌ছে, তাঁরা তো আর টাকার সুবিধা বা আধুনিক চিকিৎসকের অভাবে তাঁকে ডাকছেন না?

ম্যানেজার ও ডাক্তার বাজারের কথা ছেড়ে দিন, দেশে এমন সব বড় বড় লোক এখনো আছেন, যাদের কুসংস্কার দূর হ'তে এখনো অনেক পুরুষ লাগবে।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। তা হ'লো, সুসভ্যতার অর্জ্জন ক'রে দেশটা কেমন জবুথবু ক'রে উন্নতির পথে এগিয়ে চল্‌ছে, তাতো দেখতেই পাচ্ছি। তোমরা সভ্যতার ধুয়া ধ'রে যে দিকের সংস্কারের জন্য এগিয়ে চলেছ, আমি তো দেখতে পাচ্ছি সে দিকের অন্ধকারটা আরো গভীরতম হয়ে দেশের বুকে অলক্ষ্যে একটা ভীতির কম্পন স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়ে যাচ্ছে।

ম্যানেজার। এইবার কাকা-বাবুর জুটী মিলেছে, কি আশ্চর্য্য! এখনো দেশকে সভ্যতার আসনে তুল্‌তে যে কত দেরী, তাই ভেবে ঠিক পাচ্ছি না।

বাউল। তোমার ভাব্‌বার দৌড় ততদূর পৌঁছুবার বড় বেশী আশা নেই। সভ্যতা অসভ্যতা ওসব বেশী কথা তুলনা বাবা, যেদিন সভ্যতার ধুয়া ধ'রে পাশ্চাত্যের রূপ আস্তে করেছ, সেদিন থেকে দেশের শান্ত নিরাবিল আনন্দ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সব তোমাদের সভ্যতার ছেঁদো পথে চস্‌মা-পরা চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় চ'লে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই।

ম্যানেজার। আপনার ঐ কি সব কেলেঙ্কারী কথায় আমার অবাক্ হবার কিছুই নাই।

আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পারেন, যে, পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে আমরা কিছুই উপকৃত হইনি? চিকিৎসার কথাই বলি, এই ধরুন, আজ মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্য কত রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির না আবিষ্কার করেছে, ইলেকট্রিক্‌ট্রিট্‌মেণ্ট কি আশ্চর্য্য ফলই না দেখাচ্ছে। কোন্ চিকিৎসা আপনাদের দেশে ছিল, যার সাথে এর তুলনা কর্‌তে পারি?

বাউল। তা, তুলনার জন্য হেকিমি বা কবিরাজীর ভেতরে একটা ইলেকট্রিক্ মেসিন ধরে দেখাতে পার্‌ব না বটে, কিন্তু ফলের ঘরে লাভা-লাভের খতিয়ানে এইটে বেশ দেখাতে পার্‌বো যে, তোমাদের বিদেশী ডাক্তারী চিকিৎসা আর তার সহযাত্রী সভ্যতার উপকরণগুল বের হবার পর থেকে এই ভারতবর্ষে মরার মাত্রাটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আজ ঘরে ঘরে প্লেগ ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর, কত কি ব্যাধি—সব ব্যাধির নামও জানিনা। স্বাধীন দেশের চক্‌চকে সভ্যতা অনুকরণ করতে গিয়ে তোমাদের জাতের উপরে যেটা বেশী লোক্‌সানের, সেইটে মহোৎসাহে অন্ধ অনুকরণ ক'রে মজ্জায় ঢুকিয়েছ, আর যেটুকু লাভের যেটুকু গুণের, তা বিষবৎ পরিহার ক'রে যাচ্ছ।

ম্যানেজার। তা হ'লে আপনার মতে দেশটা শুদ্ধ সেই সেকেলের মত আচার ব্যবহার আঁকড়ে ধ'রে ইংরেজী না প'ড়ে নগ্নপদে আদুল গায়ে একটা টিকি ঝুলিয়ে চল্‌তে থাকলেই দেশটা ভাল হ'য়ে যাবে, কেমন?

বাউল। তা কেন, আজ জগতের সাথে চল্‌তে হবে শুধু সেই টুকুর জন্য, যে টুকুর আমাদের প্রয়োজন। মনে রাখ্‌তে হবে আমাদের জাতেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তা হাবার মতন কখনো হাটে হারিয়ে ফেলবো না। আমরা অশ্রদ্ধায় যেন আমাদের খাঁটী জিনিষগুলি না হারাই। তুমি যে কবিরাজী চিকিৎসা উড়িয়ে দিতে চাচ্ছ, মনে রেখো শাস্ত্রটা বেদেরই একটা অঙ্গ, ঋষি-কৃত। আমাদের আসক্তির অভাবে আজ অনেক কবিরাজ নিরন্ন, এই বাংলার সংস্কৃত টোলগু'ল আজ সব বন্ধ হয়ে গেছে। এত অশ্রদ্ধার ভেতরে থেকেও সে মরেনি, তার বেঁচে থাকার দৃঢ়তা দেখে আজ গুণগ্রাহী বৃটিশ জাতিরও দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে, এ দেখেও যদি তোমাদের উর্ব্বর মস্তকে একটু জ্ঞান হয়।

ম্যানেজার। যাক্ ওসব তত্ত্ব আলোচনার সময় এখন নাই, যদি কখনো তেমন উন্নতি লাভ করে, তখন দেখা যাবে।

বাউল। তাতো বটেই, বিদেশী ভট্টাচার্য্যের সার্টিফিকেট না দেখলে যে আমাদের দেশের জিনিষগুলি আমাদের কাছে মূল্যবান হবে না, তা তো আমি অনেক দিন থেকেই জানি। সাবাস দেশের শিক্ষাভিমানীর দল, হায়রে দেশ!

(গীত)

ঝড়ের মুখে, পাখীর বাসা,
যেমন টল্‌মল;
যেমন নলীনদলে জল,
ক্ষণিকের এ রঙ্গীন জীবন,
তেমনি চপল হায়রে তেমনি চপল।
আজ আছে কাল রবে কি না,
কে বলিবে বল॥
তারি লাগি ও ভোলা মন,
কেনরে এত আয়োজন,
কড়া বুলি কড়া আঁখি,
মন ভরা গরল;
ভোরের বেলায় আলোর খেলায়
শিশির উজল।
সেই আলো তার বুকের মাঝে,
শুকিয়ে তোলে জল।
সুখের দিনের এই যে নেশা,
এই আলো আর জলে মেশা,
দম্ না যেতে ফুরিয়ে যে যায়
দিনেরি সম্বল;
সুখ যে হবে দুঃখের সাথী,
নিব্‌বে প্রদীপ রাতারাতি।
ঐ তারার পানে লক্ষ্য রেখে
আপন পথে চল॥

[প্রস্থান।

ম্যানেজার। এ সব অসভ্যদের গুলি করা উচিত। যত সব ছোটলোকের স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে।

কিশোরীলাল। নন্দ, বাউল কি ব'লে গেলেন, শুনলে তো? আমার মতে কবিরাজী চিকিৎসাই করো।

ম্যানেজার। তা বাবু, আপনি কবিরাজী চিকিৎসাই করুন, আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু ফল ভাল হবে না।

কিশোরীলাল। তুমি চুপ করো, এ আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার চেয়ে তুমি ওকে বেশী জানো না, বা আমার চেয়ে তুমি ওর বেশী আত্মীয়ও নও। একে আমি নেংটাকাল থেকে প্রতিপালন ক'রে আসছি, দাদার মৃত্যুর পরে আমিই ওকে মানুষ করেছি, এর সম্বন্ধে যা কিছু করার তা আমি করবো, তুমি এর ভেতরে কথা কইতে আসো কেন?

ম্যানেজার। তা আমার কি দোষ, ইনি আমায় জিজ্ঞেস করেন, তাই উত্তর দিতে হয়। তারপরে আপনিও আমায় চোখ রাঙিয়ে কথা বলবেন না, আমি আপনার কর্মচারী নই, এইটাও স্মরণ রাখবেন।

নন্দলাল। আমি একে আমার ষ্টেটে ম্যানেজার নিযুক্ত করেছি, আমার ভাল মন্দ যা কিছু এখন এ-ই দেখবে; আপনি একে যা তা বলবেন না, তারপরে এ ভদ্রবংশের সন্তান, এটাও আপনি স্মরণ রাখবেন।

কিশোরীলাল। এ তোমার একজন কর্মচারী বই নয়। একে ভয় করেও এখন আমার কথা কইতে হবে? অবাক করলি নন্দ! বাল্যাবধি প্রতিপালনের যথেষ্ট পুরস্কার দিলি।

[প্রস্থান।

ম্যানেজার। দেখলেন তো, যা বলেছি তাই কি না? ওর ইচ্ছাই আপনায় মেরে ফেলে।

নন্দলাল। কাকার এ ইচ্ছা হবে কেন? তাতে তাঁর লাভ?

ম্যানেজার। এত বড় সম্পত্তিটা সবই আত্মসাৎ করবেন।

নন্দলাল। কাকার তো এ সম্পত্তিতে কোন অংশ নেই, বাবা তাঁকে খুব ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন, তাই যত দিন না আমি সাবালক হই ততদিন তাঁর উপরে ষ্টেটের যাবতীয় ভার অর্পণ ক'রে গিয়েছিলেন। তারপরে এখন আমিই সব বুঝে নিয়েছি। ধরলাম তিনি আমায় মেরে ফেল্লেন, কিন্তু যতদিন আমার স্ত্রী বর্ত্তমান থাকবে ততদিন কি ক'রে তিনি সম্পত্তির মালিক হবেন? তুমি যা-ই কেন বলো না, কাকার প্রাণ এত ছোট হ'তে পারে, এ আমি ভাবতেই পারি না। সকলে বলে কাকা মানুষরূপী দেবতা, তুমি তাঁকে এত ছোট মনে করো?

ম্যানেজার। আমি তো আর ইচ্ছা ক'রে মনে কচ্ছি না; ওর কার্য্যই আমায় মনে করাচ্ছে। আপনি দেখতে চান, আচ্ছা আমি এখনি তার একটা প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি।

জমাদার........জমাদার!

(জমাদারের প্রবেশ)

জমাদার। হুজুর।

ম্যানেজার। বড় কর্ত্তা সেদিন তোমায় কি বলেছিলেন?

জমাদার। সেদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, পুরোণো লোহার সিন্দুকের চাবি তুমি আমার বিনা অনুমতিতে নন্দকেও দেবে না।

নন্দলাল। আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

[জমাদারের প্রস্থান।

নন্দলাল। কাকার এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি মনে করো?

ম্যানেজার। উদ্দেশ্য, তাতে যে টাকা আছে, তা সব আত্মসাৎ করবেন, আমরা যদি দেখে ফেলি এই ভয়। তারপরে ইনি অনেক সম্পত্তি ওর নিজের নামে খরিদ করেছেন, তাতে আপনার নাম থাকা উচিত ছিল। আপনাকে মেরে ফেলবার চেষ্টাও উনি কচ্ছেন, এমন কথাও আমার কাণে এসেছে, আর একদিন আপনায় এ কথা বলেছি, বোধ হয় আপনার স্মরণ নেই।

নন্দলাল। হাঁ, তুমি বলেছিলে বটে। কিন্তু কাকা, যিনি আমায় শৈশবকাল থেকে প্রতিপালন ক'রে এসেছেন, যিনি তাঁর ছেলের থেকেও আমায় বেশী স্নেহ করেন, তাঁর প্রাণ এত ছোট, তিনি এত নিষ্ঠুর হ'তে পেরেছেন, এ ভাবলেও আমার হৃৎকম্প হয়। জানিনা বিধাতার কি ইচ্ছা। যাক্ এ সব কথা এখন থাক্, তুমি অন্য কাজে যাও।

ম্যানেজার। তবে ডাক্তার আসতে লিখে দেবো কি?

নন্দলাল। যা হয় কাছারীতে ব'সে বলবো, তুমি এখন যাও।

ম্যানেজার। আচ্ছা, আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

নন্দলাল। কি ষড়যন্ত্র! আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা কাকা কচ্ছেন, এও কি কখনো হ'তে পারে? তিনি যে আমায় তাঁর ছেলের থেকেও বেশী স্নেহ করেন। ম্যানেজার কি যে বলে, ওর মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, তা'রই বা এ কথা বলায় স্বার্থ কি? সেও তো আমার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলেই আমি জানি। কি ব্যাপার

যে হচ্ছে, তা কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। যাই দেখি একবার বাউল দাদার কাছে, তিনি যা বলবেন তাই কর্‌বো প্রাণ গেলেও তিনি কখনো সত্য গোপন কর্‌বেন না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নন্দের ভিতর-বাড়ী।

(নন্দলাল, সুরমা, বাউল, চাকর)

সুরমা। আজ নাকি কাকা-বাবুকে কি বলেছ? তিনি খুব দুঃখিত হয়েছেন। আমায় বল্‌লেন, বউমা। আমার জীবনে এমন অপমান কেউ কখনো কর্‌তে পারেনি।

নন্দলাল। হুঁ, কাকা তা বল্‌তে পারেন। কিন্তু শুন্‌তে পাচ্ছি কাকা নাকি আমায় মেরে ফেল্‌বার জন্য ষড়যন্ত্র কচ্ছেন, এ যদি সত্য হয়, তবে কি ক'রে আমি কাকার সম্মান রক্ষা কর্‌বো?

সুরমা। এ কথা তোমায় কে বলেছে? যে বলেছে, সেই তোমার শত্রু; তুমি তাকে এই মুহূর্ত্তেই দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও। কাকা মানুষ-রূপী দেবতা, তাঁর মতন নিঃস্বার্থপর স্বদেশ-প্রেমিক ভারতে দুর্লভ। সাবধান! তুমি পরের কথায় এমন দেবতার অভিসম্পাত মাথা পেতে নিও না, অকল্যাণ হবে।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। ঠিক বলেছিস্ বউমা, তিনি দেবতাই বটেন। প্রত্যেক নরনারী তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ হয়েছেন। আজ তাঁর দেব-চরিত্রে যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করার চেষ্টা হচ্ছে, যদি তা কোন রকমে বাড়ীর বাইরে পঁহুছয়, তবে এই জমিদারীতে আগুন জ্বলে উঠ্‌বে তা এমন ভাবে জ্বলবে, যে সে আগুনে তোদের সকলকে পুড়ে ছাই হতে হবে। নন্দ! আমিও তোমায় সাবধান কচ্ছি, কাকা তোমার পিতৃস্থানীয়, তিনি তোমায় নেংটোকাল থেকে প্রতিপালন ক'রে এসেছেন, তুমি তাঁকে বিশ্বাস করো।

নন্দলাল। আমি কি তাঁকে কখনো অবিশ্বাস করেছি?

বাউল। করোনি তা সত্য। কিন্তু এখন তোমায় অবিশ্বাস করাচ্ছে; তুমি যাকে ম্যানেজার রেখেছ, তাকে তুমি উঠিয়ে দাও, যতদিন ষ্টেটে ঐ ম্যানেজার না ছিল, ততদিনই ষ্টেট ভাল চলেছে, ওকে রাখাবধি নানা রকম গোলমালের সূচনা দেখা যাচ্ছে।

নন্দলাল। আপনি কি বল্‌তে চান, ম্যানেজার রাখায়ই এ সব গোল হচ্ছে?

সুরমা। আমার তো তাই মনে হয়। যেদিন থেকে তুমি সব কাজ ম্যানেজারের উপর নির্ভর করেছ, সেদিন থেকেই কাকাবাবুর মুখ গম্ভীর হয়েছে, তোমায় প্রজা মহলেও নানা রকম গোল-মালের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

বাউল। নিজের কাজ নিজে না কর্‌লে যে ভাল হয় না, এ সহজ কথাটাও কি তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে নন্দ। লেখা পড়াতো কম শেখোনি, ম্যানেজার তোমার চেয়ে বেশী বিদ্বান্‌ও নয়, তার কাজটা নিজেই কেন করো না? বসে থাকতে থাকতে যে একেবারে অকর্ম্মণ্য হ'তে চলেছ; আর কিছু দিন পরে এ দেশের রাজা জমিদারের মুখের ভাত মুখে উঠিয়ে দিতে হবে, তা না হ'লে বোধ হয় ওদের অদৃষ্টে খাওয়াই জুটবে না। নিজের কাজ নিজে করো, ম্যানেজারকে যে টাকাগুলি মাইনে দেওয় হচ্ছে তাও তহবিলে জমা হবে, নিজে বিচার কর্‌লে প্রজারাও আনন্দিত হবে।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর। বাবু! ম্যানেজার বাবু আপনাকে বাইরে ডাকছেন।

নন্দলাল। কেন, বল্‌তে পারিস্?

চাকর। আজ্ঞে না; তবে শুনে এলুম, নায়েব বাবুর সাথে ডাক্তার সম্বন্ধে কি কথা হচ্ছে।

সুরমা। তবে কি এরি মধ্যে কল্‌কাতা থেকে ডাক্তার এসে পড়্‌লো?

বাউল। ডাক্তার অসম্ভব নয় বউমা, বংশ যে এখন কল্‌কাতা-রাক্ষসীর বড় আদরের সামগ্রী, তার পেট ভরতেই হবে, দেখছ না দেশের রাজা জমিদার-গুলো কেমন দৌড়ে চলেছে তার পেট ভর্‌তে! কালের বিচিত্র গতি বউমা, প্রকৃতি ঠাকরুণ পর্য্যন্ত এখন তাঁর ভুবন-মোহন রূপটী হারিয়ে ফেলেছেন, এখন শীতে পাখা চলে, গ্রীষ্মে খোলের সরবত ছেড়ে গরম চা, মায়ের ছেলে এখন আয়ার হাতে মানুষ, শিশু এখন দেশী গো-মাতাকে ছেড়ে বিদেশী কৌট-

বিমাতার ভক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ কর্ত্তাদের নাকি কান্না এখনো থাম্‌ছে না, ঐ কল্‌কাতা না গেলে কি আর Health হেল্‌থ ভাল হয়? বড় ডাক্তার না হ'লে কি এখন আর কবিরাজে পোষায়? কল্‌কাতা যেতেই হবে, বউমা, ঐ কল্‌কাতা যেতেই হবে।

নন্দলাল। ডাক্তার এলেই কি আমায় কল্‌কাতা যেতে হবে?

বাউল। নিশ্চয়। সে এসে তোমায় যা বল্‌বে, সে কথা আমি তোমায় এখনো ব'লে দিতে পারি, তবে সে বলায় কোন কাজ হবে না, নন্দ।

সুরমা। চিকিৎসা কর্‌তে হয় এখানে বসেই করবে, ডাক্তার যদি কল্‌কাতা নিতে চায় তবে তুমি যেও না।

নন্দলাল। অচ্ছা আমি এখন যাই, কল্‌কাতা যেতে আমরাও তেমন ইচ্ছা নাই, এইটে তুমি জেনে রাখ্‌তে পারো।

[প্রস্থান।

সুরমা। বাউল দাদা। আপনি কিন্তু সবেদাই ওর কাছে থাক্‌বেন, আমার মন কেমন ভয় হচ্ছে। মা-নন্দার রাধাবিষই সংসারে কেমন একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, কারোই তেমন হাসিভরা মুখ এখন আর দেখ্‌তে পাই না।

বাউল। তুমি কোন চিন্তা ক'রো না, আমার প্রাণ থাকতে তোমাদের কোন অকল্যাণ হতে পারবে না। যাও, তুমি সংসারের কাজ করোগে, বৃথা চিন্তা ক'রে মনকে দুর্ব্বল ক'রো না, ভগবান্ আছেন, তিনি মঙ্গলময়, তিনি তোমাদের মঙ্গলই করবেন।

[প্রস্থান।

সুরমা। ঠাকুর। আমার দেবতার মঙ্গল ক'রো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ী।

(কিশোরীলাল, সুরেশ, বাউল, হেমলতা, যোগেন, গার্গি।)

সুরেশ। বাবা। আমার পাশের খবর এসেছে, নবীন টেলিগ্রাম করেছে। এই দেখুন টেলিগ্রাম।

কিশোরীলাল। বি, এল্‌ তো পাশ হলে এখন কি করতে চাও?

সুরেশ। আমার ইচ্ছা হুগলি গিয়ে Practice প্র্যাক্‌টিস্‌ আরম্ভ করি, যদি সেখানে সুবিধা না হয় তবে অন্যত্র যাবো।

কিশোরীলাল। আমি বলি কি জানো? সহরে গিয়ে ওকালতী আরম্ভ না ক'রে নিজেদের যা জায়গা জমি আছে সেগুলি রক্ষা করতে চেষ্টা করো, যোগেনও এবার বি, এ, দিয়েছে, পাশও হবে। সে না হয় বিদেশে গিয়ে টাকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করুক। বিষয়টা দেখার জন্য আমি তোমায় বাড়ীতেই থাকতে বলি।

সুরেশ। গাঁয়ে থাকলে এতদিন ব'সে যা শিখেছি, তা সবই ভুলে যা'বো, জীবনটাও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যাবে। তারপরে এতদিন সহরে থেকে মনের এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে, এক মুহূর্ত্ত আর গাঁয়ে থাকতে ইচ্ছা হয় না।

কিশোরীলাল। এখানে তোমার এমন কি অসুবিধা হচ্ছে, সেইটেই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। আমার তো মনে হয় সহর থেকে গাঁয়েই আমরা অনেক সুখে আছি এখানে যেমন খাবার মিলে, সহরের বাবুরা তা বোধ হয় চোখেও দেখেন না। তারপরে সহরে খরচও আমাদের গাঁয়ের থেকে অনেক বেশী

সুরেশ। খরচ কিছু বেশী হয় বটে, কিন্তু সহরের স্বাস্থ্য গ্রাম থেকে অনেক ভালো, খাবারও যথেষ্ট মিলে, তবে খরচ কিছু বেশী হয় বটে।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। খরচ কমানোই হচ্ছে এখন সব চেয়ে বড় কথা। নিজের খরচ কমিয়ে যাতে পরের কিছু সাহায্য করা যায়, সেইটেই এখন আমাদের দেখ্‌তে হবে। তারপরে সহরে তোমরা ভাল জিনিষ কি খাও তা বল্‌তে পারো? সরিষার তেলের বদলে খাও কলে-পেষা ভেরণ-তেল। ঘৃতের বদলে চরবী। দুধে একসেরে তিন পো জল। আর আমরা চাষা, ক্ষেতে সরিষা জন্মাই। কলু দিয়ে ঘানিতে ভেঙে খাই খাঁটী তেল, গো-লক্ষ্মী আমাদের ঘরে আছে, প্রচুর দুধ হয়। মেয়েরা দুধ মন্থন ক'রে ঘৃত তৈরী করেন, তা দেব-ভোগ্য; দুধটা যে খাঁটী খাই, তা বোধ হয় না বল্‌লেও চল্‌বে। তবে বল্‌বে যে তোমাদের হাণ্ট্‌লি পামার

বিস্কুট কিস্‌কিট্ আমরা খাই না। ও গ্রামের বাজারে পাবারও যো নেই বাবা! কিন্তু তার চেয়ে আমাদের ঘরের মেয়েদের হাতের তৈরী মুড়ি, মুড়ির মোয়া, নারিকেলের সন্দেশ, চিঁড়ের মোয়া, নিমকি, রসপুলী, পুলী—কত আমরা খাই, তোমাদের ঐ বিস্কিটের চেয়ে এর আস্বাদ বেশী বই কম ব'লে তো আমাদের মনে হয় না।

সুরেশ। সহরের মেয়েরাও ও সব তৈরী কর্‌তে জানেন।

বাউল। জান্‌লে হবে কি বাবা, তাদের সময় কই? তারা যে সকলেই এখন সাহিত্যিক হয়ে উঠ্‌লো; পড়া নিয়েই তারা ব্যস্ত, গিন্নিপনা কি এখন আর তাদের পোষায় রে বাবা?

সুরেশ। বিস্কিটের চেয়ে মুড়ির মোয়াতে আস্বাদ বেশী, এ আপনি কি বলেন?

বাউল। বেশী কি আর একটু বেশী বাবা! অনেক বেশী। ঐ মুড়ির মোয়ার সাথে যদি একটু নারিকেল কোরা হয়, তবে তো আর কথা নেই, একেবারে স্বর্গসুখ। তবে কিনা এর আস্বাদ বাবুদের ভাগ্যে জুটে ওঠা বড় কষ্ট, কারণ সকল বাবুরই এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি সাহেবদের মতন বাঁধানো দাঁত হয়ে পড়েছে। এ খেতে হ'লে আসল দাঁত চাই, মেকি দাঁতে এর মজা পাওয়া যায় না বাবা!

সুরেশ। মতি মার্কা সরিষার তেল এখন বেশ ভাল বেরিয়েছে।

বাউল। তাতেও ভেজাল যথেষ্টই আছে, তবে কি না তা তোমাদের বুঝবার সাধ্যি নেই। কারণ তোমরা ত আর খাঁটী জিনিষ খাও না, আমরা খাঁটী জিনিষ খাই, তাই আমাদের কাছে ভেজাল দিয়ে সারবার যো নেই। মিলগুলি এদেশে আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌তেই এসেছে, মিলের কর্ত্তারা বসেছেন ব্যবসা করতে, দেশের টাকা লুঠ করা আর আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করা—এ দু'টোই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য। খাবার জিনিষে যে দিন থেকে ভেজাল আরম্ভ হয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতবর্ষে নূতন নূতন ব্যাধির আমদানী হয়েছে। খাবার ভেতরে বেশী প্রয়োজনীয়ই হচ্ছে ঘৃত আর তেল। তবে গরিবের এখন আর ঘৃত খাওয়া পুষিয়ে উঠ্‌ছে না, অল্পই হউক আর বেশীই হউক তেল একটু সকলেরই চাই। অন্ততঃ এই তেলটা ইচ্ছা কর্‌লে সকলেই কুলু দিয়ে ঘানিতে ভেঙ্গে খেতে পারেন। এতে অর্থের দিক দিয়ে চাইলেও বাবুদের অনেক লাভ, আট আনা দশ আনা সেরের জায়গায় পাঁচ আনা ছ' আনায় পেতে পারেন।

সুরেশ। দেশে যত তেলের প্রয়োজন, তা কুলুতে ভেঙ্গে দিতে পারে, এত কুলু কোথায়?

বাউল। কুলু এ দেশে কম নেই, ও জাতিটা এ দেশের একটা শক্তি। কাজ পায় না ব'লে তারা ঘানি ছেড়ে অন্য পথ ধর্‌তে বাধ্য হয়েছে, কাজই যদি দিতে পারো তবে দেখ্‌বে সহর বন্দর ভ'রে যাবে। কাজ অভাবে জাতটা মরতে বসেছে। বাবুরা এই জাতিটাকে একটু বাঁচিয়ে তুলুন না, এতে তেলের কলের মূলধনের জন্য বাড়ী বাড়ী দৌড়াবার প্রয়োজন হবে না; সকলের মিলিত ইচ্ছা হ'লেই হবে। দেশের অকাল মৃত্যুর সংখ্যাটাও বোধ হয় কমে যাবে। হারে, নিজের যা জায়গা জমি আছে, সেগুলি যাতে নিজের হাতে রক্ষা কর্‌তে পারিস্ তাই কর; কাজের সময় এসেছে, কাজে লেগে যা।

গীত।

পণ ক'রে সব পরের কাজে,
খাটবো মোরা দিন রাত্।
সংজ্ঞা যখন পরের হাতে
তখন কিসের মান আর
কিসের জাত॥
মাড়োয়ারী দিল্লীওয়ালা
উড়ে পাশি ভাটিয়ারা,
তারা মটোর হাঁকে,
চৌতালায় থাকে,
আমাদের নাই
পেটে ভাত॥
যে দিকে যাই বাংলা দেশের,
সকল দিকই কর্‌ছে গ্রাস;
তোরাই শুধু কেরাণীর দল,
একটা ব'ড়ের চালেই
হলি মাৎ॥
এমন ক'রে পরের হাতে,
বিকিয়ে দিলি সোনার দেশ,
ধিক্ বাঙ্গালী নীরব রইলি
থাকতে চৌদ্দ কোটী হাত॥

বাউল। ভিখোরী বাবু, অনেক বক্‌লুম, এখন যাই। ছেলে সহরের নেশায় ভরপুর, এ নেশা ছোটানো বড় সহজ নয়, তবু চেষ্টা ক'রে দেখো, যদি বাছার নেশা ছোটে। [প্রস্থান।

কিশোরীলাল। যাদের চাকুরী না কর্‌লেই নয়, তারা না হয় চাকুরী করুক, সহরে থাক, তোমার তো চাকুরী না কর্‌লেও চলে, তুমি কেন দেশে থেকে তোমার নিজের যা আছে সেইটে রক্ষা করো না?

সুরেশ। আমি সহরে না গিয়ে পার্‌বো না, সহরে আমার যেতেই হবে, যোগেন না হয়, বাড়ী থেকে বিষয় দেখুক।

কিশোরীলাল। তুমি হ'লে তার বড় ভাই, আমার এখন বৃদ্ধাবস্থা, যোগেনকে এখন তোমারই চালিয়ে নিতে হবে। আমি এখন আর তেমন ক'রে খাটতে পারি না, সে শক্তিও আমার নেই। আমি আমার খামারের আয় থেকেই তোমাদের দু'জনকে সহরে রেখে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়েছি, এই খামারই হচ্ছে তোমাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, এর প্রতি যদি তোমরা লক্ষ্য না করো, তবে তোমাদের ভবিষ্যৎ ভাল হবে ব'লে আমার মনে হয় না। তারপর তুমি যাচ্ছ ওকালতী কর্‌তে। শুন্‌তে পাচ্ছি উকীলদের এখন আর পূর্ব্বের মত পসার নাই।

সুরেশ। ওসব বাজে লোকের কথা। যাঁরা পাকাপোক্ত উকীল, তাঁদের পসার অভাব কি?

কিশোরীলাল। তুমি নূতন উকীল, শুনেছি পুরোনো উকীলদেরও অনেককে এখন বাড়ী থেকে টাকা এনে খেতে হয়। যাঁর বাড়ীতে কিছু নেই, তিনি ঋণের উপরেই আছেন। তাই আমি তোমার নিজের যা আছে সেইটেই রক্ষা কর্‌তে বল্‌ছি, আর এতেই তোমার কল্যাণ হবে। বৃদ্ধের কথা উপেক্ষা ক'রে সহরে গেলে তোমার মঙ্গল হবেই সে আশা আমার নাই। আমার যা বল্‌বার তা বল্লুম। এখন তুমি যা ভাল মনে করো, তাই কর্‌তে পারো।

সুরেশ। সহরে আমি যাবোই, গাঁয়ে পচে মর্‌তে আমি পার্‌বো না। এ ক'দিন মাত্র গাঁয়ে এসেছি, আমার স্বাস্থ্যটা কেমন ভেঙ্গে গেছে।

কিশোরীলাল। আমরা সারা জীবন এই গাঁয়েই কাটালেম, কই তোমাদের সহরে বাবুদের চেয়ে আমাদের স্বাস্থ্য তো মোটেই খারাপ মনে কচ্ছি না। তবে বল্‌বে যে ওটা আমাদের সয়ে গেছে, তা তোমারও কিছুদিন পরে স'য়ে যাবে; গাঁয়েই থাকো সে।

সুরেশ। কি ক'রে থাক্‌বো, এখানে দশজন শিক্ষিত লোকের দেখা পাবার যো আছে কি? অসুখ হ'লে ভাল ডাক্তার মেলে না, খাবারও যথেষ্ট অভাব।

কিশোরীলাল। খাবার সবই মেলে, সবই আমরা খাই, তবে ঐ চা আর সিগারেট যা তোমার খুব বেশী প্রিয়, তার কিছু অভাব আছে বটে।

সুরেশ। চা তো আমার না হ'লেই নয়, ঐটে আমার চাই-ই।

কিশোরীলাল। সহরে গিয়ে ঐ একটা ব্যাধি নিয়ে এসেছ বাবা! তোমরা বলো চাতে শরীর ভাল হয়, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি যারা ও না খায় তারা তোমাদের চেয়ে সবল এবং সুস্থ শরীরে আছে। চা তো বিষ, ওতে নেশাও যথেষ্ট, আফিং থেকে চার নেশা কোন অংশেই কম নয়। যাঁরা আফিং খান্ তাঁদের যেমন আফিং না হ'লে চলে না, চা যারা খান্ তাদেরও চা না হলে চলে না। ওসব খেয়ে খেয়েই মাথাটা খারাপ ক'রে এসেছিস্, তাই ভাল কথা এখন আর মাথায় ধর্‌ছে না। তা সহরে যেতে চাও যাও, কিন্তু মনে রেখো তোমার ভবিষ্যৎ জীবন বড়ই দুঃখময় হবে।

সুরেশ। আমি এখন একেবারে ছেলে মানুষ নই, বি, এল্ পাশ করেছি, নিজের কিসে ভাল হবে তা বুঝ্‌বার শক্তিটা অন্ততঃ হয়েছে।

কিশোরীলাল। তা বেশ, নিজের পথ নিজেই বেছে নও, আমার বাধা দেবার কোনই প্রয়োজন নাই। লেখা পড়া শেখার পরিণাম যে এই হয়, তা যদি পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পার্‌তাম, তা হ'লে তোদের সহরে পাঠিয়ে এ বিদ্যা না শিখিয়ে আমাদের মতন চাষা মূর্খ ক'রে রাখ্‌বারই ব্যবস্থা ক'রে দিতাম। আজ তোর সাথে কথা ব'লে এই জ্ঞানটা বেশ হ'লো যে, আজকাল স্কুল কলেজে ছেলেদের পিতা মাতার অবাধ্য হ'তে হবে এই শিক্ষাটাই বোধ হয় খুব ভাল ক'রে দেওয়া হয়;—ভগবান্ করুন, এই স্কুল কলেজ ভেঙ্গে নূতন ক'রে গড়ে উঠুক, তা না হ'লে বোধ হয় এ দেশে মানুষ জন্মাবে না।

সুরেশ। এইটে কি আপনি বুদ্ধিমানের মতন কথা বল্লেন? এই স্কুল কলেজে দেশের কত উপকার করেছে, আজ আমরা সভ্য সমাজে মিশ্‌বার যোগ্য হয়েছি।

কিশোরীলাল। তোদের সভ্যসমাজে মিশ্‌বার বালাই ল'য়ে মরি! যাদের পেটে ভাত নাই, পরবার কাপড় নাই, পরের মুখের দিকে চেয়ে দিন কাটানোই যাদের শিক্ষা, সে সভ্যদের চেয়ে অসভ্য চাষারা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তারা

তাদের নিজের কাজ নিজেরাই ক'রে লয়, আপন পায় দাঁড়িয়ে দুঃখ দরিদ্রতার সঙ্গে চিরজীবন সংগ্রাম ক'রেও নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করে, স্বাধীন চিন্তা করবারও তারা একটু অবসর পায়।

সুরেশ। আমি আপনার সাথে আর তর্ক করতে চাই না; আমার সহরে যাওয়াই ঠিক। আমি গাঁয়ে থেকে চাষার দলে মিশে চাষা সাজতে পারবো না।

কিশোরীলাল। এই চাষার দল আছে বলেই তোদের সহরে বাবুরা বেঁচে আছেন। এই চাষারাই সহর বাঁচিয়ে রাখে, দেশ বাঁচিয়ে রাখে এদের পদধূলি যতদিন না বাবুরা মাথায় তুলে নিচ্ছেন, ততদিন সহস্র আন্দোলনেও এ দেশের হাহাকার দূর হবে না, এ চাষার শক্তি যে কত, তা কিছুদিন পরে এই সংগ্রে জগৎ টের পাবে।

[প্রস্থান।

(হেমলতার প্রবেশ)

হেমলতা। কি রে সুরেশ! তুই নাকি সহরে যাচ্ছিস্ কর্ত্তা তোকে যেতে নিষেধ কচ্ছেন, তাঁর অবাধ্য হওয়াটা কি ভালো?

সুরেশ। সহরে না গেলে ওকালতী করবো কি গাঁয়ে ব'সে? যখন ওকালতী পাশ করেছি, তখন সহরে আমার যেতেই হবে।

হেমলতা। কর্ত্তা তোদের সহরে যাবার জন্য লেখাপড়া শেখান নি, লেখাপড়া শিখিয়েছেন আনের জন্য। এখন গাঁয়ে ব'সে যারা অশিক্ষিত, তাদের শিক্ষা দেওয়াই হলো তোদের কাজ। কর্ত্তা তোদের এই কার্য্যের জন্যই উচ্চ শিক্ষা দিয়ে দেশে এনেছেন। পাড়ার লোক তোদের কাছে কত আশা করে, তাদের ফেলে কোথায় যাবি? যারা অর্থ ব্যয় ক'রে সহরে ছেলে পড়াতে অক্ষম, তাদের ছেলেপিলেগুলি যাতে মানুষ হয় তাই কর, তা হ'লে কর্ত্তা খুব খুসী হবেন, কারণ তিনি এই লোকসেবাই চান্।

সুরেশ। আমি বাবাকে ব'লে দিয়েছি, আমার সহরে যেতেই হবে।

হেমলতা। কর্ত্তার অমতে সহরে গেলে তোর ভাল হবে ব'লে আমার মনে হয় না। আমি যতদূর জানি তাতে তিনি চাকুরী করাটাকে খুবই অপছন্দ করেন। তিনি নিজেও একজন উচ্চ-শিক্ষিত, ইচ্ছা করলে অনেক বড় কাজই তিনি করতে পারতেন, কিন্তু তা না ক'রে পাড়ার ছেলে-পিলেগুলি যাতে মানুষ হয় তাই কচ্ছেন, আমাদের স্কুলটীতে পণ্ডিত না রেখে তিনি নিজেই ছেলেদের পড়ান। আমি আজ ত্রিশ বছর এ সংসারে এসেছি, এ গাঁয়ের অবস্থা যা দেখেছি, তার চেয়ে আজ এই স্বর্ণপুর সহস্রগুণে উন্নত হয়েছে; যেমন লেখাপড়ায় তেমনি শিল্পে, তেমনি লোকসেবায়। স্বর্ণপুরের মরা প্রাণে ত্রিশ বছরে যেন একটা নূতন জাগরণ এসেছে। তিনি এখন বৃদ্ধ, তাঁর যাবতীয় কাজ এখন তোর নিজের হাতে নেওয়াই কর্ত্তব্য। তা হ'লে তিনি খুব আনন্দিতও হবেন, বৃদ্ধ একটু বিশ্রাম করারও অবসর পাবেন।

সুরেশ। তিনি বিশ্রাম করলেই ত পারেন, তাঁকে তো কেউ কাজের জন্য ডাকে না, তিনি নিজেই গায়ে প'ড়ে লোকদের নিয়ে এমন ভাবে মাতামাতি কচ্ছেন!

হেমলতা। তারে ওই তো তাঁর মহত্ত্ব। তিনি ঘরে ব'সেই তাঁর সংসার বেশ চালিয়ে যেতে পারেন, কারো কাছে তাঁর এক পয়সার জন্যও যাবার প্রয়োজন করে না। কিন্তু পরের দুঃখে যাঁর প্রাণ অস্থ কাঁদে সে কি আর নিজের নিয়ে ব'সে থাকতে পারে? তাই সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে কার সংসার কি ভাবে চলছে, ছেলেরা কি রকম লেখাপড়া কচ্ছে, কার ব্যারামের ঔষধের প্রয়োজন, কার ঘরে কাপড় নেই, এই সব দেখছেন, আর যার যা প্রয়োজন, তাকে তাই দিয়ে তার সেবা কচ্ছেন। এর জন্যই আজ এই স্বর্ণপুরে তিনি দেবতার মতন পূজা পাচ্ছেন। তাই বলছি, এ দেবতার কথা অগ্রাহ্য করলে অকল্যাণ হবে।

সুরেশ। ওকালতী না করলে পয়সা আসবে কোথেকে?

হেমলতা। আমাদের খামার খুবই বড়, এতে যা আয় হয় তা তোর মতন দশজন উকীলেও উপার্জ্জন করতে পারে না। কর্ত্তার শরীরের রক্ত এই জমির পেছনে জল করেছেন। শিক্ষিত লোক যে এত পরিশ্রম করতে পারে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। নিজের জমা জমি যা আছে, তা কর্ত্তার থেকে বুঝে নিয়ে সে খামার আরো বড় করতে পারিস্ তার চেষ্টা কর, এতে তোর ওকালতীর চেয়ে অনেক বেশী আয় হবে।

সুরেশ। তা এখন আমি চলুম ভেবে চিন্তে যা হয় তোমায় আমি পরে বলবো।

[প্রস্থান।

হেমলতা। একেই কি বলে উচ্চ শিক্ষা? পিতামাতার অবাধ্য হওয়াই যে শিক্ষার ফল, মানুষ যে কেন সে শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্যে ছেলেদের দলে দলে স্কুলে পাঠাচ্ছেন, তাই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। যাই দেখি কর্ত্তার কাছে তিনি কি ব্যবস্থা করেছেন। ছেলের যা অবস্থা দেখতে পাচ্ছি তাতে আবার বউমাই বা কি বলেন, তাই বা কে জানে?

(যোগেনের প্রবেশ)

যোগেন। মা, দাদা নাকি সহরে যাচ্ছেন?

হেমলতা। হাঁ বাবা সে কারো কথা ত শুনলে না। কর্ত্তা তাকে বিষয় দেখতে বলেছিলেন, তা নাকি তার ভাল লাগে না, সে সহরেই যাবে। তা যাক্, তুমি না হয় এখন বিষয় দেখো, কর্ত্তাকে একটু বিশ্রাম দাও।

যোগেন। দাদা যদি বিষয় না দেখেন, তবে আমিই বিষয় দেখবো। দাদা সহরে যেতে চাচ্ছেন, বাবা তাঁকে যেতে দিচ্ছেন না কেন? তিনি যদি ওকালতী করাই ভাল মনে করেন, তবে তাই করুন না, তাতে ক্ষতি কি?

(গার্গীর প্রবেশ)

গার্গী। ক্ষতি আছে বৈ কি, যথেষ্ট ক্ষতি আছে। সহরে গেলেই যে দাদা আর ঘরের থাকে না, পর হয়ে যায় রে, সে পর হয়ে যায়। বাংলা উচ্ছন্ন গেল, তাই তাই ঠিক ঠাই এ সহরেই করলে রে, সহরেই করলে

যোগেন। সহরেই কি বাংলার সর্ব্বনাশ করেছে মা?

গার্গী। হাঁ বাবা তাই। সোণার সংসার ছারখার এই সহরেই করলে রে, এই সহরেই করলে। বাপ দাদার নাম লোপ হচ্ছে, পিতৃপুরুষের বাস্তু-ভিটাখানি পর্য্যন্ত উচ্ছন্ন হ'য়ে যাচ্ছে ভবিষ্যদ্বংশধরগণ হা অন্ন, হা অন্ন ক'রে চীৎকার ক'রে মারা যাচ্ছে, বাংলা ফকির হবার একমাত্র কারণ গ্রাম ছেড়ে সহরে যাওয়া।

হেমলতা। মা এসেছ। এদের একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে যাও, আমরা এদের বোঝাতে পারলেম না।

গার্গী। সে দোষ তো মা তোমাদেরই, কোলের ছেলে কোল ছাড়া ক'রে দাও কেন? যদি বুকে ক'রে রাখতে, তবে কি আজ আর ছেলে অবাধ্য হ'তে পারতো? শুধু লেখাপড়া শিখলেই ছেলে মানুষ হয় না, তার সাথে আরো অনেক চাই, তা শেখাবার ভার পিতামাতার উপরে, তা তো করোনি, তাই আজ ছেলের অবাধ্যতার যাতনা ভোগ করতে হচ্ছে।

হেমলতা। সে ভুল মা বেশ বুঝতে পেরেছি, বর্ত্তমান শিক্ষার পরিণাম যে এই, তা পূর্ব্বে বুঝতে পারলে কি আজ এমন হয়?

গার্গী। কতদিন থেকেই ত বাবা তোমাদের সকলের দ্বারে দ্বারে এ কথা চীৎকার ক'রে ব'লে বেড়াচ্ছেন, কই কেউ তো সে কথা শুনেও শুনছেন না, অনেকে হয়তো বাতুল ব'লেই তাঁকে উপহাস করছেন।

হেমলতা। হাঁ তিনি কর্ত্তার সাথে অনেক সময় এই বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

গার্গী। আপনার কর্ত্তা তো বাবারই একজন প্রিয় শিষ্য, তাই তিনি ছেলেকে সহরে যেতে নিষেধ করছেন। তিনি আমাদের আশ্রমে অনেক সময় যান, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা কিসে পরিবর্ত্তন হবে, বাবার সাথে এ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়।

যোগেন। আমার বাবা কি আপনার বাবার শিষ্য?

গার্গী। হাঁ, অবাক হ'লে নাকি? শুধু তোমার বাবা নয়, এ দেশের কর্ম্মী প্রায় সকলেই তাঁর শিষ্য। আজ এই স্বর্ণপুরে যা কিছু দেখতে পাচ্ছ, এ সকল তাঁরই উপদেশে হচ্ছে। একবার দেখা কর, মনের অনেক সন্দেহ কেটে যাবে।

যোগেন। অনেক দিন থেকেই ভাবছি একবার দেখা করবো, কিন্তু সময়ই ক'রে উঠতে পাচ্ছি না।

গার্গী। তোমাদের সকলের মুখেই ঐ এক কথা। সময় তো যথেষ্টই খরচ হয়ে যাচ্ছে, কেবল কাজের বেলাই তোমাদের সময় হয়ে ওঠে না। সময় ক'রে একবার যেও, স্কুল কলেজে যা শিখেছ তার চেয়ে অনেক বেশী শিখবার সেখানে আছে। ঐ যে দেখছো পাগলের মতন যা তা ব'লে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, উনি হচ্ছেন একটী রত্নের খনি, ওকে চেনা বড় সহজ নয় তাই বাবা অনেক সময় গেয়ে থাকেন—

গীত।

এ ভবে পাগল চেনা বিষম দায়।
পাগলের তত্ত্ব ভবে ক'জন পায়?

ছিল পাগল গৌরাঙ্গ,
নিতাই তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গ,
ব'লে গেলেন সাধনার কি
মধুর প্রসঙ্গ ;
আজ নেড়া নেড়ি সে প্রসঙ্গ,
উল্টো ক'রে উল্টো ধায় ॥
আর একটা শ্মশান শয্যায়,
সঙ্গে রেখে মাগীর পায়,
গুরু নন্দদাতা জ্ঞান দিচ্ছেন
জীব তারে সবায় ;
বোঝে কি দীন ভারতবাসী,
শক্ত মহাশক্তির পায় ॥

[প্রস্থান।

যোগেন। মা, ইনি কে ? এমন তেজস্বিনী মেয়ে তো আমি আর কখনো দেখিনি। ইনি কি দেবী ?

হেমলতা। হাঁ বাবা, ইনি দেবী বটেন, যে মহাপুরুষের নাম ইনি ক'রে গেলেন, ইনি তাঁরি মেয়ে, নাম গার্গী—। বাউল ঠাকুর আদর্শ গৃহিণী তৈরী করার জন্য একটী মেয়েবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই গার্গীর উপরেই তিনি মেয়েদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করেছেন।

যোগেন। এ আশ্রমে আমায় একদিন যেতেই হবে।

হেমলতা। আমায়ও সাথে নিয়ে যাস্। আমি মাঝে মাঝে সেখানে যাই, কর্ত্তাতো প্রায় সব সময় সেখানেই থাকেন। বাউল ঠাকুরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সত্য সত্যই এই স্বর্ণপুর আজ স্বর্ণপুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইনি যখন যেতে ব'লে গেলেন, তখন একবার যেও। [প্রস্থান।

যোগেন। পাগ্‌লী কি ব'লে গেল ? সহরই বাংলার সর্ব্বনাশ করেছে, চিন্তার বিষয় বটে। যাই দেখি একবার দাদার কাছে, তিনি কি বলেন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের বৈঠকখানা।

নন্দলাল, ম্যানেজার, বাউল, যোগেন।

ম্যানেজার। ডাক্তার বাবু যা বলে গেলেন, তা শুনলেন তো ? কিছুদিন কল্‌কাতা গিয়ে থাকাই আমি সঙ্গত মনে করি।

নন্দলাল। আমার মন যে কিছুতেই এগুচ্ছে না।

ম্যানেজার। প্রাণটা বাঁচাতে হবে তো। না গেলে চল্‌বে কেন ?

নন্দলাল। তিনি ঔষধ দিয়ে যান না কেন, এখানে বসেই বেশ খাওয়া যাবে।

ম্যানেজার। তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। তিনি বলেন আমার কিছুদিন রোজই একবার ক'রে দেখ্‌তে হবে, তাই কল্‌কাতা যাওয়া প্রয়োজন। আমাকে এখানে রাখ্‌তে হ'লে দৈনিক পাঁচশত টাকা ক'রে দিতে হবে, আর কল্‌কাতা গেলে ষোল টাকাতেই চলতে পারে। এখন আপনি যা ভাল মনে করেন, তা কর্‌তে পারেন।

নন্দলাল। তাও তো বটে, কিন্তু দেশের সকলেরই ইচ্ছা যাতে আমি কল্‌কাতা না যাই।

ম্যানেজার। কল্‌কাতা না গেলে এখানে ব'সে আপনার সুচিকিৎসা কিছুতেই হবে না।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। কেন হবে না ? না হবার কারণ কি বল্‌তে পারো ? নন্দ এই স্বর্ণপুরের জমিদার, তার এখানে অভাব কিসের ? এখানে বসেই তাঁর সব হ'তে পারে। কবিরাজেই যথেষ্ট হ'তো, ডাক্তার এনেছ তা বেশ করেছ। কতগুলি টাকার পাখা হয়েছিল, তারা উড়ে কল্‌কাতায় চল্‌লো, এই রাজ্যিটা সমেত উড়িয়ে আর কল্‌কাতা নিয়ে লাভ কি বাবা ? নন্দ, তোমার এই শনিঠাকুরটীকে তোমার কাঁধ থেকে নাবাও, তা না হ'লে ইনি তোমার ভিটে বাড়ী পর্য্যন্ত উৎসন্ন করবেন, দেখ্‌তে পাচ্ছি।

নন্দলাল। আপনারা দেখ্‌ছি সকলেই এর উপর খড়্গহস্ত, আমার কি একটা হিতাহিত জ্ঞান নেই ? ইনি উপযুক্ত কর্ম্মচারী বলেই তো একে আমি আমার ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেছি।

বাউল। হাঁ খুব উপযুক্ত কর্ম্মচারীই রেখেছ, ইনি যখন যার কণ্ঠে চেপেছেন, তার ভিটের ঘুঘু না চড়িয়ে ছাড়েন নি। কিছুদিন পরেই টের পাবে।

নন্দলাল। আপনাদের গায়ে পড়ে এসে উপদেশ দেওয়াটা আমি মোটেই পছন্দ করি না ; আমার ভালো আমি নিজেই ঠিক ক'রে নিতে পারবো। ম্যানেজার, তুমি আজই কল্‌কাতা

যাবার আয়োজন করে ফেলো। এ সব পাগলের দলে আমার কাণটা ঝালাপালা ক'রে দিলে।

ম্যানেজার। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

বাউল। আচ্ছা ভাই চল্লুম, আর কখনো তোমায় কোন কথা কইতে আস্‌বো না।

গীত।

মা একি মজার খেলা তোর,
খেলেছ এ ভবের খেলায়।
খেটে মা আপন হাতে,
রং সব মেখেছ ক'ত্তে,
বদ্ রং বাজারে দিলে,
দেখে পেলো লাজ ॥
হবে বলে সাত তুরুক,
দু'খানা রং এ বেঁধে মুখ,
ছ'রং এ ধরেছ বুরুক,
হক্, লাগে কি হক্ শ ॥
কে বোঝে মা তোমার বাজী,
কারে কি ভাবে করো রাজা,
পাঁচ বংশে পঞ্চ দেশে বাজী,
ফেরাই দিচ্ছে পাশ ॥
কেন ক'র এত ছলনা,
মুক্তদের দিচ্ছ যাতনা,
যাবে মা যবে জানা,
পেলে হাতের পাঁচ ॥

[প্রস্থান।

(যোগেনের প্রবেশ)

যোগেন। দাদা, আপনি নাকি সহরে যাচ্ছেন ?

নন্দলাল। হাঁ ভাই, স্বাস্থ্যটা বড়ই খারাপ হয়ে পড়েছে।

যোগেন। তার জন্যে কল্‌কাতায় যাবার প্রয়োজন কি ? এখানে থেকে চিকিৎসা কর্‌লেই ত হ'তো।

নন্দলাল। ডাক্তার কল্‌কাতা যেতে বলেছেন। তারপরে এখানে লোক থাকে কি ক'রে ? নানা রকম কত অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হচ্ছে। পয়সা থাক্‌তে কে ভাই এ সব সহ্য করে ? আমার ইচ্ছা আর এখানে থাক্‌বো না, বছরের প্রায় সব কটা দিনই কল্‌কাতায় কাটিয়ে দেবো। প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে বাড়ীতে আস্‌বো।

যোগেন। এখানে আপনার এমন কি অসুবিধে হচ্ছে সেইটাই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। যদি কিছু অসুবিধা হয়ও, তা টাকা খরচ কর্‌লে অল্প দিনেই সে অসুবিধা দূর করে নিতে পারেন।

নন্দলাল। তোমাদের যেমন আক্কেল, সংসারের চাপ এখনো ঘাড়ে পড়েনি কিনা, তাই কিছুই টের পাচ্ছনা, বাবা মরে গেলেই সব বুঝতে পার্‌বে। দেশের কিছু খবর রাখো কি ? বিশ বছর পূর্ব্বে এখানে কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে। পূর্ব্বে যে কাজ চার আনায় হ'তো, এখন সে কাজ এক টাকায়ও হ'তে চায় না। আর সে কাজ কর্‌বারও ছাই লোক আছে ? সব বেটার কৌলীন্য যেন এক সঙ্গে জেগে উঠেছে। টাকা নিয়ে সাধাসাধি কর্‌লেও লোক পাবার যো নেই। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার সব বেটারেই যেন ন্যাজ ফুলে গেছে; খেতে পায় না, কিন্তু অপমান বোধটুকু বেশ আছে।

যোগেন। বর্ত্তমান সময় জগতের যা অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে এখন আর কারো চোখ্ রাঙ্গিয়ে কাজ করাবার যো নেই, সে দিন চলে গেছে। এই বিংশ শতাব্দীর জাগরণে সকলেরই চোখ খুলে গেছে। এখন কোন জাতিই তার জাতের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। এইটে উঠবার যুগ কিনা, তাই সকল জাতির ভেতরই একটা স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। তারপরে যাদের আমরা এতদিন পদদলিত করে চলেছি, তারাই হচ্ছে আমাদের জাতির মেরুদণ্ড। ওদের উঠতে দিলে আজ আমাদের হাবার মতন পরের মুখের দিকে চেয়ে দুটি অন্ন দাও, অন্ন দাও ব'লে চীৎকার কর্‌তে হ'তো না। বলি সহরে যে যাবেন, সেখানে টাকা আস্‌বে কোত্থেকে ?

নন্দলাল। কেন, জমিদারী থেকে।

যোগেন। জমিদারী থেকে টাকাটা জুটবে কি ক'রে তাই ভাব্‌ছি।

নন্দলাল। ম্যানেজার আর নায়েব রইলো, তারাই টাকা আদায় ক'রে পাঠাবে; এ সহজ কথাটাও বোঝ না, লেখাপড়া শিখেছিলে কেন বল্‌তে পারো ?

যোগেন। তারাও যে সহরে যেতে চাইবে, তবে চাকুরীর লোভে যদি না যায়। কিন্তু কোন রকমে কিছু টাকার সংস্থান করতে পারলে তারাই কি আর এই গাঁয়ে পড়ে মরতে চাইবে ? তবে গরীব প্রজাগুলো, ওদের সহরে যাবার ইচ্ছা হ'লেও তা যেতে পারবে না, এখানেই থাকবে, অন্ন জ্বালায়

জুগ্‌বে, জমিও চষ্‌বে, আবার খাজানার টাকাও দেবে।

নন্দলাল। তোমরা সব আজকালকার ছেলে কিনা, ভাবের ঘোরেই ঘুরে বেড়াও, নিজের প্রাণটা আগে বাঁচাও, তারপরে পরের ভাবনা ভেবো।

যোগেন। তা আপনি সহরে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারেন; কিন্তু আমি আমার এই সহস্র ভাইকে ফেলে একা প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছে করি না; আমি এই পাড়াগাঁয়েই থাক্‌বো, দেখি এই পাড়াগাঁকেই আবার সহরে পরিণত কর্‌তে পারি কি না, গাঁয়ের শ্রী ফিরাতে পারি কিনা। এখানে অসুবিধা যথেষ্ট আছে তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আপনি তো আর সেইজন্যে সহরে যাচ্ছেন না, আপনার ভিতরে রয়েছে বিলাসীতার আকাঙ্ক্ষা, তা কি আর এই পাড়াগাঁয়ে তৃপ্ত হ'তে পারে? তাই আপনার সহর চাই, কিন্তু মনে রাখবেন, এই পাড়াগাঁ-ই আবার সহুরে বাবুদের শেষ বিশ্রাম কর্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

নন্দলাল। কি বেয়াদব! আজকালকার ছেলেগুলো গুরুজনের সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয়, তা পর্য্যন্ত শিখেনি। যাক্ আমাকে যখন আজই কল্‌কাতা রওনা হ'তে হবে, তখন আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়; যাবার জন্যে প্রস্তুত হইগে। সকলেরই অমতে চলেছি, কে জানে ভাল কচ্ছি কি মন্দ কচ্ছি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—গার্গীর বিদ্যালয়।

গার্গী, ছাত্রীগণ, বাউল, কিশোরীলাল, যোগেন।

গীত।

ছাত্রীগণ—

কি আনন্দধ্বনি উঠ্‌লো বঙ্গভূমে,
বঙ্গভূমে, বঙ্গভূমে, বঙ্গভূমে,
ভারতভূমে।
আনন্দে আনন্দধামে,
হচ্ছে বেচা কিনি
দেশী ধুতি দেশী চিনি,
এইমাত্র শুনি,
বিদেশী আর কি কিনি।

জেগেছে ভারতবাসী,
আর কি মানা শুনে,
লেগেছে আপন কাজে,
যার যা নিচ্ছে মনে,
মায়ের নামের গুণে।
মায়ের কৃপায় পেলেম ফিরে,
চড়কা ছেল বনে,
তাই দিদি রেখেছি আমি,
অতি সযতনে
আমার চড়কা ধনে।
চড়কা আমার পিতামাতা,
চড়কা বন্ধু সখা,
চড়কায় ভাত কাপড় পাই,
জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা,
চড়কা প্রাণের সখা।
হাতের কঙ্কণ নাকের বেসর,
পরি ঢাকাই শাড়ী,
সুতো কেটে পরেছি এবার,
তাতীর দাঁতের চুরী;
চড়কা আর কি ছাড়ি।
মুকুন্দদাসে বলে,
ভাল সুযোগ পেলে,
দিদিরা সব ধর চড়কা
মাতরম বলে,
হবে সুখ কপালে।

(গার্গীর প্রবেশ)

গার্গী। তো মরা সকলেই এসেছ?

ছাত্রীগণ। হাঁ দিদি, আমরা সকলেই এসেছি

গার্গী। আচ্ছা বেশ, এস এখন আমরা কাজ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে একবার ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে নি।

মিলিত গীত।

প্রণমি তোমারে, প্রণমি তোমারে,
প্রণমি তোমারে।
সম্মুখে পশ্চাতে নমি,
নমি তোমায় বারে বারে।
ধুলার মাঝে তোমায় নমি
দিগন্তের দূর পারে,
শৈল শিরে তোমায় নমি,
নমি নীল পারাবারে,
প্রণমি তোমারে।

ফুলের রূপে তোমায় নমি,
নমি শ্যাম তৃণ ভারে,
মেঘের ছায়ায় পায়ে নামি,
নমি স্নিগ্ধ বারিধারে,
প্রণমি তোমারে ॥
অনিলে অনলে নমি,
নমি রবি চন্দ্রমারে,
অশনিতে তোমায় নমি,
নমি ফুল্ল তারা হারে,
প্রণমি তোমারে।
সুদূর অনাগতে নমি,
নমি পুণ্য অতীতেরে;
আজিকার এই সুখে দুঃখে,
নমি তোমায় বারে বারে,
প্রণমি তোমারে ॥
জন্ম মৃত্যু মাঝে নমি,
নমি বুকের রক্তধারে,
মিলনেতে তোমায় নমি,
বিরহের ব্যথ ভারে,
আশা দিয়ে তোমায় নমি,
স্মৃতির দগ্ধ ধূপাধারে,
ধৈর্য্য বীর্য্য মাঝে নমি,
নমি গো পুরুষকারে,
প্রণমি তোমারে ॥

মন্দাকিনী। দিদি, আমরা সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন রয়েছি, আমাদের আশ্রয় কি?

গার্গী। আজ বুঝি আবার পাগলামী উঠ্‌লো? একদিনই তো বলেছি যে, জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হবে না, কর্ত্তব্য ক'রে যাও, ভেতরে যে দেবতা আছেন, তিনিই সব জানিয়ে দেবেন। বাবা বলেছেন—ভারতবাসীকে ধর্ম্মোপদেশ দেবার প্রয়োজন করে না, কারণ ভারতবাসী ধর্ম্ম নিয়েই জন্মায়, ঐটে নাকি ভারতবাসীর পৈতৃক সম্পত্তি। কর্ম্মহীন ভারতে এখন কর্ম্মের গীতই গাইতে হবে, তার কথাই বলো। তবে এইটে আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, কর্ম্ম যেন আমাদের ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে না হয়, বিশ্বনাথের পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকাই যেন আমাদের কর্ম্মসাগর পার হবার একমাত্র আশ্রয় হয়।

মন্দাকিনী। সংসারে আবদ্ধ কে দিদি?

গার্গী। যে বিষয়ানুরাগী, সে-ই প্রকৃত আবদ্ধ জীব।

মন্দাকিনী। মুক্তি কি?

গার্গী। বিষয়ে বিরাগই মুক্তি। তবে কিনা আজকাল আমাদের দেশে অনেক বিরাগী পুরুষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যাদের বিষয় বল্‌তে কিছুই নেই; এ সকল বিরাগী কিন্তু মুক্ত নন্, তাঁদের ভেতরে বাসনা যথেষ্টই আছে, সে বাসনা পূর্ণ কর্‌বার যোগ্য ক্ষমতা নেই ব'লেই তাঁরা বিরাগী সেজেছেন। ভোগের মাঝে থেকে যিনি ত্যাগ কর্‌তে পেরেছেন, তিনিই প্রকৃত বিরাগী।

মন্দাকিনী। স্বর্গ কি দিদি?

গার্গী। এক কথায় বোঝাতে চেষ্টা কর্‌বো, না অনেক কথা কইতে হবে?

মন্দাকিনী। না, এক কথায়ই বলুন।

গার্গী। বাসনা-ক্ষয়।

মন্দাকিনী। কিসে সংসার-বন্ধন ঘোচে?

গার্গী। শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান দ্বারা।

মন্দাকিনী। সংসারে সুখে থাকে কে?

গার্গী। সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তি যে।

মন্দাকিনী। সাধু কে?

গার্গী। সমস্ত বিষয়ে যিনি বীতরাগ হয়েছেন, যিনি মোহশূন্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই প্রকৃত সাধু।

মন্দাকিনী। কিসে স্বর্গ লাভ হয়?

গার্গী। জীবের প্রতি অহিংসায়।

মন্দাকিনী। সংসারে কাকে প্রিয় কর্‌তে হবে?

গার্গী। ভগবত চরণে ভক্তিই যেন তোমাদের সব চেয়ে বেশী প্রিয় হয়।

মন্দাকিনী। প্রকৃত জীবন কিরূপ?

গার্গী। যাহা দোষ-বিবর্জ্জিত, তাহাই প্রকৃত জীবন।

হেমা। কে জগৎ জয় কর্‌তে সক্ষম?

গার্গী। যে মহাপুরুষ আপন মনকে জয় করতে পেরেছেন, একমাত্র তিনিই জগত জয় করতে সক্ষম।

হেমা। বীর অপেক্ষা প্রকৃত বীর কে?

গার্গী। যিনি সংযমী, তিনিই প্রকৃত বীর।

হেমা। এ জগতে ধন্য কে দিদি?

গার্গী। যিনি পরোপকারী, তিনিই ধন্য।

হেমা। সংসারে পূজনীয় কে?

গার্গী। যাঁর শিবতত্ত্বে নিষ্ঠা আছে।

নীরু। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি, তা আপনি আমাদের দয়া ক'রে ব'লে দিন্?

গার্গী। জগৎ জুড়ে আজ যে দুঃখ-দেবতার প্রচণ্ড লীলা-খেলা চল্‌ছে, তার ভীষণ আবর্ত্তে

আমাদের ভারতবর্ষ যে পড়ে নাই, এমন নয়। ফ্রান্সের এন্ ও ওয়াজ নদীর তীরে উভয় সভ্য জাতির সঙ্ঘর্ষে নর রক্তের নদী ব'য়ে গেছে, দেখে জগৎ শিউরে উঠেছিল; কিন্তু এ কথা কি কেউ ভেবে দেখে যে, এক ভারতবর্ষে কোন মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ক'রে নয়, যমের সাথে যুদ্ধ করতে করতে প্রতি বৎসর আশীলক্ষ লোকের পরমায়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে। কথাটা বলতে আমাদের প্রাণ তো শিউরে উঠেই, পরন্তু আমাদের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুরকেও এ কথা বলবার সময় খুব সম্ভব চমৎকৃত হ'তে হয়েছিল। তাই তিনি এ দেশের আব হাওয়ার উৎকর্ষ সাধনের জন্য দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিধিনির্ব্বন্ধ, আমাদের দেশের পুরুষগণ বলেছেন, এর প্রতীকার বর্ত্তমানে অসম্ভব। এই অসম্ভবকেই এখন আমাদের সম্ভবে পরিণত করতে হবে। ইহাই আমাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত।

নীরু। কি ক'রে তা আপনি সম্ভব করবেন?

গার্গী। ভয় পেও না দিদি। আমরা মায়ের জাতি, এ জাতিটাকে এখন আমাদেরই জাগিয়ে তুলতে হবে। স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে আমরা কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত না করা পর্য্যন্ত এ দেশে কর্ম্মবীরের সৃষ্টি হবে না। তাই ঘরে ঘরে গিয়ে মা সকলকে ব'লে দাও, দেশ এখন কর্ম্মবীর চায়। বীরপ্রসবিনী জননীগণ—জাগো। দুঃখ-দবজ্বার হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে হবে তোমাদেরই; জগৎকে বিস্মিত ক'রে দাও তোমাদের মাতৃশক্তির জাগরণে।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। গার্গী!

গার্গী। বাবা!

বাউল। কাকে জাগানো হচ্ছিল মা?

গার্গী। ভারতের মাতৃশক্তিকে জাগাবার কথা হচ্ছিল।

বাউল। হাঁ মা, জাগিয়ে তোল। মা না জাগলে তো ছেলে জাগবে না—গার্গী! মা'দের জাগিয়ে তোল।

গীত।

মায়ের জাতি জাগিয়ে তোল।
সকল কাজের ঐ ত গোড়া,
আজ ভেঙ্গে দে রে তাদের গোল॥
মেয়েদের এ সব ছাই স্কুলে,
মা হবে না কোন কালে;
তাই তোরা আজ সবার আগে,
মায়ের মন্দির গ'ড়ে তোল॥
গার্গী লীলা ক্ষণার দেশে,
কাপড় হ'লো গাউন শেষে;
দেখে শুনেও অন্ধের মত,
খাঁটি হবে চ লছিস্ ঘোল॥
মায়ের জাতি উঠলে গ'ড়ে
ছেলে মিলবে ঘরে ঘরে;
বাজবে আবার বিজয় ভেরী,
জয় ডঙ্কা সানাই ঢোল॥

বাউল। তবে একটা কথা স্মরণ রেখো, "আমিটা" যেন এসে পড়ে না। পরমহংস দেব বলতেন, কাঁচা আমি আর পাকা আমি। আমিটা রাখতে হ'লে যেন ঐ পাকা আমিটাই থাকে, কাঁচা আমিতে কিন্তু সব কাজ পণ্ড ক'রে দেয়।

গার্গী। আমিকে বাদ দিলে কাজ করবে কি ক'রে বাবা?

বাউল। বাদ দিতে তো আর বলছিনে মা। ও বাদ দেওয়াও সহজ নয়। তাই ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, আমি তো যাবেই না, থাকবে যদি তবে দাস আমি হয়েই থাক। তুমিও তোমার ঐ দাসী আমি রেখেই কাজ ক'রো, কাজ সুন্দর হবে। তারপরে সকলকে জাগাবার চেষ্টা কচ্ছিস্, তা কি কখনো সম্ভব হবে মা? একজনকে জাগিয়ে তোল, দেখবি সব জেগে গেছে।

গার্গী। সে একজন কে বাবা?

বাউল। কতদিনই ত বলেছি, বোধ হয় তোর স্মরণ নেই। আচ্ছা আজ আবার ব'লে দিচ্ছি।

গীত

জাগো গো জাগ জননী।
তুই না জাগিলে শ্যামা,
কেউ জাগিবে না গো মা;
তুই না নাচালে কারো,
নাচিবে না ধমনী॥
ডেকে ডেকে হ'নু সারা,
কেউ সাড়া দিলে না মা,
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ,
কারো প্রাণ কাঁদে না মা;
তুই না জাগালে প্রাণ,
কাঁদিবে কি কারো প্রাণ;

না জাগিলে সবার প্রাণ,
পোহাবে কি রজনী ;
নাম ধর দয়াময়ী,
দয়া কি মা আছে তোর ?
দয়া থাকলে মরে কি আজ,
ত্রিশকোটী ছেলে তোর ;
যদি তাতে ক্ষতি নাই,
বাসনা মা দেখে যাই,
ভারতের ভাগ্যাকাশে,
উঠিছে দিনমণি ॥
নিবেদিলাম তব পায়,
ঠেল না পায় তারিণী,
ছেলের কথা চিরকাল,
রাখে জানি জননী ;
মুকুন্দের কথা রাখো,
করুণা-নয়নে দেখো,
অকূলে পড়েছি মোরা,
তার দীন-তারিণী ॥

বাউল। এখন বুঝ্তে পেরেছিস্ মা ?

গার্গী। হাঁ বাবা, এখন বেশ বুঝ্তে পেরেছি।

বাউল। আচ্ছা আমি এখন যাই, কিশোরী বাবু আর তার ছেলে যোগেন আজ তোমার বিদ্যালয় দেখ্তে আসবার কথা, যদি তাঁরা এসে থাকেন, তবে তাঁদের দুজনকে নিয়ে আমি আবার আস্‌বো। ও—কিশোরী বাবু, এসে পড়েছেন ?

(কিশোরীলাল আর যোগেনের প্রবেশ)

বাউল। আস্‌তে আজ্ঞা হয়। হেমা; তোমার মোজার কল কেমন চল্‌ছে ?

হেমাঙ্গিনী। খুব ভাল চল্‌ছে, আমি এখন মাসে কুড়ি টাকা পাই।

বাউল। নীরু, তোমার তাঁত কেমন চল্‌ছে মা !

নীরু। খুব ভালই চলেছে।

বাউল। এতে যা পারিশ্রমিক পাও, তাতে তোমার দিন চ'লে যায় তো ?

নীরু। হাঁ, কিছু কিছু সঞ্চয়ও হচ্ছে।

বাউল। মা, যাঁরা সুতো কাট্‌ছেন, তাঁরা এখন কত ক'রে পান।

গার্গী। তাঁদেরও মাসে এখন বারো টাকার মতন দিচ্ছি। যাঁরা রুমাল, জামা তৈরী কচ্ছেন, তাঁরা প্রায় ত্রিশ টাকার উপরে পান।

বাউল। অন্যান্য কাজ যাঁরা কচ্ছেন, তাঁদের অবস্থা কি ?

গার্গী। আমাদের এখানে যিনি যে কাজ কচ্ছেন, তাঁর সংসারই বেশ চলে যাচ্ছে, কারো কোন অভাব আছে ব'লে শুন্‌ছি না।

বাউল। বেশ বেশ, খুব আনন্দের কথাই বটে।

গার্গী। যারা জিনিষগুলি বাজারে নিয়ে বিক্রী করেন, তাঁদের বাহাদুরীই সব চেয়ে বেশী, হরেন দাদা আর রমেশ দাদা খুবই পরিশ্রম কচ্ছেন, তাঁরা শুধু বাজারে নয়, বাড়ী বাড়ী গিয়ে জিনিষ বিক্রী করেন, আমাদের হাতের তৈরী জিনিষ ব'লে ভদ্রলোকেরা খুবই আগ্রহ করে নেন।

বাউল। তাঁদের দু'জনকে এখন কত টাকা ক'রে কমিশন দিচ্ছ ?

গার্গী। প্রায় দু'শত টাকার মতন তাঁরা দু'জনে পান।

বাউল। হঁ, তা না হ'লে তাদের পোষাবেই বা কেন ? বি, এ, পাশ করা ছেলে, যদি একশত টাকাও মাসে আয় করতে না পারে, তবে এ কার্য্যে আসবেই বা কেন ?

কিশোরীলাল। এ যাতে দেশময় প্রচার হয়, সেজন্য আমি আমার সম্পত্তির একচতুর্থাংশ দান কর্‌তে ইচ্ছা করেছি, আপনি তা গ্রহণ কর্‌লে আমি বড়ই আনন্দিত হবো।

বাউল। এ তো আর আমায় দেওয়া হচ্ছেনা ? দেশকে দান করা হচ্ছে, দেশ তা আনন্দে গ্রহণ করবে। তোমার মত স্বদেশভক্ত সন্তান যে দেশে জন্মেছে কিশোরী, সে দেশ ধন্য হয়ে গেছে। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, ভগবান তোমার মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত করুন।

কিশোরীলাল। এতে ছেলেদেরও উপার্জ্জনের একটা পথ ক'রে দেওয়া হয়েছে, আপনি ছেলেদের ডেকে এ কথা বলে দিন্।

বাউল। ডাকতে কি আর কম কচ্ছি কিশোরী ! ডাক্‌বো কি ? ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়ে গেলুম।

গীত।

ডাক্‌বো কি শুন্‌বে কি রে,
আছে কি কারো কাণ ?
পাবো কি এমন ছেলে,
দেশের লাগি কাঁদে প্রাণ ॥
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে,
কত ভাবের গাইনু গান।

সে গান শুন্‌লে না কেউ,
বুঝ্‌লে না কেউ,
কোন্ সুরেতে ধর্‌ছি তান ॥
আমরাই নাকি বিশ্ব মাঝে,
বিশ্বপতির শ্রেষ্ঠ দান,
আজ, উপোষ ক'রে দিন কাটাচ্ছি,
থাক্‌তে মোদের ক্ষেতে ধান ॥
ভাব্-সাগরে বইছে হাওয়া,
কাল-সাগরে ডাক্‌ছে বান,
এখনো হা'ল ছেড়ে দে,
ঢেউ কাটিয়ে,
পার হ'য়ে যা ক তরীখান ॥
(মায়ের নামের জয় দিয়েরে)

বাউল। তারপরে ক্ষেত্র বড় না হ'লে ছেলেদের ডেকেই বা কি হবে? শুধু ডেকে স্কুল কলেজ থেকে বের ক'রে তাদের রাস্তায় দাঁড় করালেই ত হবে না, কাজ দিতে হবে তো? তুমি যখন এ কার্য্যে ব্রতী হ'লে, এখন আমি ডাকতে পারবো।

কিশোরীলাল। আমার মনে হয় যাতে এ কাজ দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া যায় তার জন্ম এখন আমাদের উঠে প'ড়ে কাজে লাগা দরকার।

বাউল। সে তো লাগ্‌তেই হবে, তুমি এ কার্য্যে ব্রতী হ'লে এমন অনেক বিদ্যালয় তুমি প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার ইচ্ছা, তুমি এ কার্য্যের অগ্রদূত হও কিশোরি।

কিশোরীলাল। কি ক'রে কাজ আরম্ভ কর্‌তে হবে বলে দিন?

বাউল। পাঁচটী গ্রাম নিয়ে একটী সভা ক'রে হিন্দু মুসলমান দু'ভাইকে ডেকে, এর উপকারিতা সকলকে বুঝিয়ে কাজ আরম্ভ কর্‌তে হবে। শুধু কাপড়, গেঞ্জী, মোজা, জামা তৈরী কর্‌লেই হবে না, আমাদের সংসারে যে সকল জিনিষের প্রয়োজন, তা সকলই আমাদের ঘরে তৈরী করার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে, যেন কোন কিছুর জন্ম আমাদের বাজারে যেতে না হয়। শুধু বল্লেই হবে না, বাড়ী বাড়ী গিয়ে কাজ আরম্ভ করিয়ে দিতে হবে, সকলকে কাজ কর্‌তে বাধ্য কর্‌তে হবে। এরি নাম Home Industry বা গৃহ-শিল্প।

কিশোরীলাল। এ সকল কাজ কর্‌বার উপযুক্ত লোক চাই।

বাউল। এ বাংলা দেশে এখন আর লোকের অভাব কি? অনেক এম্‌ এ, বি এ, পাশ করা ছেলে চাকুরী চাকুরী ক'রে হয়রাণ হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ডেকে নাও, এতে তাদের একটা উপার্জ্জনের পথ ক'রে দেওয়া হবে। তারা বাড়ী গিয়ে লোকের দ্বারা কাজ করাবে, আর জিনিষগুলি সংগ্রহ ক'রে বাজারে এনে বিক্রী কর্‌বে। শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও ঐ জিনিষ বিক্রীর জন্ম পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে; কারণ বিদেশ থেকে টাকা আন্‌তে না পারলে শুধু দেশের টাকায় দেশ অর্থশালী হবে না। ছেলেদের লাভের একটা বড় অংশ দিতে হবে, শুধু মাইনের টাকায় বা কমিশনে ছেলেদের পোষাবে না।

কিশোরীলাল। ছেলেদের দাঁড়াবার একটা স্থান করা প্রয়োজন

বাউল। তা তো কর্‌তেই হবে, তা না হ'লে ছেলেরা কাজ করবে কি ক'রে?

কিশোরীলাল। কি ভাবে সে স্থান তৈ'রী কর্‌তে চান?

বাউল। ঐ পাঁচটী গ্রাম নিয়ে এক একটী "Co-operative Bank" কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক তৈরী ক'রে ছেলেদের দাঁড়াবার জায়গা করতে হবে। ব্যাঙ্ক না হ'লে ছেলেরা কাজ করবে কি ক'রে? শুধু বক্তৃতায় তোমাদের প্রোপাগাণ্ডা হবে না, ব্যাঙ্ক চাই। মনে রাখবে, আমাদের দেশের শস্যগুলি যাতে বিদেশে রপ্তানী না হয়, দেশেই রাখা যায়, তার ব্যবস্থা ক'রে পরে অন্য কাজ। দেশকে যদি নিজের পায় দাঁড় করাতে চাও, তবে ঐ রকম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ক'রে তার সাথে বাণিজ্য যোগ করে দাও, আর চাই তার সাথে গৃহ-শিল্প। এ দুটি পথ তুমি দেশকে ধরিয়ে দাও, এরপরে কি কর্‌তে হবে তা আমি তোমায় একটু ভেবে চিন্তে পরে বল্‌বো।

কিশোরীলাল। আমি আজ থেকেই এ কাজে লাগ্‌বো। আশা করি, এ কাজ দেশময় ছড়িয়ে দিতে বেশী সময় লাগবে না। কারণ যে পথে পয়সা উপার্জ্জন করা যায়, দেশের লোক এখন সে পথেরই খোঁজ কচ্ছেন, এ পথ ভদ্র অভদ্র সকলেই ধর্‌বে ব'লে আমার বিশ্বাস।

বাউল। আনন্দের সহিত ধর্‌বে, কাজে নেবে দেখো কত আনন্দ পাবে। শুধু কাজ করো কাজ করো ব'লে বক্তৃতা দিলেই মানুষ কাজ কর্‌বে না; তাদের পেটের যোগাড় ক'রে কাজের কথা বলো, দেখ্‌বে তোমরা কাজের লোক কত পাও। শুধু-পেটে কি আর কাজ হয় কিশোরি। পেটে ভাত নেই, পর্‌বার কাপড় নেই, তাতে কাজ করো কাজ করো

ব'লে চীৎকার করলে সে চীৎকার সে শুনবে কেন? ও বক্তৃতা এখন তোমরা কিছুদিন রেখে দাও। ভারতবর্ষে বক্তৃতার শ্রাদ্ধ সপিণ্ডকরণ হয়ে গেছে। অর্থোপার্জ্জনের পথ তৈরী করো, ছেলেরা অর্থশালী হোক, পেটের দায় থেকে তাদের মুক্ত করো, দেখবে তোমাদের কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না। তাই তো বলি কিশোরি!

গীত।

সকল কাজের মিলবে সময়,
কিছু ভাতের যোগাড় করবে
তোরা পেটের যোগাড় কর।
মানের গোড়ে ছাই ঢেলে আজ,
ক'রে লাঙল ধর॥
ডেকে নে তাঁতী জোলা',
ছাড়িয়ে নেংটি তিলক ঝোলা';
খুলে দে আজ তাঁতের মেলা,
প্রাণ ঘ ঘর॥
কামার কুমার চামার মুচি,
তারাই কাজের তারাই শুচি,
ধর্ জড়িয়ে গলা তাদের,
ভুলে আপন পর॥
এত সব যাদের ঘরে,
তারাও মরে উপোষ ক'রে,
তোদের কথা ভাবলে আসে,
কম্প দিয়ে জ্বর॥

কিশোরীলাল। তা হ'লে এখন আমি আসি, কাজ আরম্ভ ক'রে আমি আপনাকে খবর দেবো।

বাউল। যাও, আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, মা তোমার মঙ্গল করুন। ছেলে তো সহরে গেছে, তা যাক, বউটী বাড়ীতে আনতে পারো কি না, তার চেষ্টা করো। কোন ফল হবে ব'লে মনে হয় না, তবু চেষ্টা ক'রে দেখা ভালো!

কিশোরীলাল। (প্রণাম ক'রে প্রস্থান)।

বাউল। কি হে যোগেন। তুমি যে গেলে না?

যোগেন। আমি একটা কাজ আরম্ভ করেছি, তা আপনাকে জানাতে এসেছি।

বাউল। হাঁ, আমি শুনেছি, তুমি নাকি কৃষিক্ষেত্র তৈরী কচ্ছ?

যোগেন। আজ্ঞে হাঁ, আমার নিজের যা জমি আছে, তাতে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না, আরো কিছু জমি চাই।

বাউল। শুনেছি তোমার আরো কতকজন বন্ধু এ কার্য্যে যোগ দিয়েছেন, তারাও সব বি এ, এম্ এ, পাশ করা ছেলে?

যোগেন। আজ্ঞে হাঁ, তাদের ইচ্ছা খুব বড় রকমের একটা কৃষিক্ষেত্র তৈরী করেন, তাতে যা আয় হবে, তা দিয়ে বিদেশে গিয়ে কিছু কাজ শিখে আসা।

বাউল। সাধু ইচ্ছা; তাঁরাও কি তোমার মতন এই দেশের সেবাই জীবনের ব্রত ক'রে নিতে পেরেছে?

যোগেন। তাদের প্রাণ আমার চেয়েও উন্নত।

বাউল। খুব বড় ক'রে একটা কৃষিক্ষেত্র তৈরী করি, এ আমারও ইচ্ছা, কিন্তু জায়গা পাই কোথায়?

যোগেন। আমরা একটা জায়গার খোঁজ পেয়েছি, মিরপুরের জমিদার পাঁচ হাজার বিঘা জমি বিক্রয় করবেন।

বাউল। আনন্দের কথা, তবে সেই জমি গুলিই খরিদ ক'রে ফেলো।

যোগেন। টাকা কোথায় পাবো তাই ভাবছি;

বাউল। টকার অভাব হবে না। তবে তোমার বন্ধুদের ব'লো, আমি যে লক্ষ্য নিয়ে চলেছি, তাদেরও সেই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করতে হবে।

যোগেন। তারা সকলেই আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

বাউল। ও সব বড় কথা থাক, গুরু শিষ্য ও সব বাজে কথা, কাজ করলেই হ'লো। দেশকে বড়ই ভালবাসি, দেশের সেবা করলেই আমার আনন্দ, যাক্। জমি খরিদ করতে কত টাক লাগবে, সেইটে তুমি আমায় জানাও।

যোগেন। আনন্দম্।

[প্রস্থান

বাউল। নীরু! তোমরাও যাও। মায়ের ভোগ দিয়ে প্রসাদ পাওগে। আজকের বিশ্রা মের কার্য্য আমি এখানেই শেষ করলুম।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের কলিকাতার বাড়ী।

নন্দলাল, ম্যানেজার, প্রমোদ, সুরেন, সুরমা।

নন্দলাল। আমি কখনও কলিকাতা আসিনি, এখন আপনারাই আমার ভাল মন্দ যা কিছু সব দেখ্‌বেন।

সুরেন। আপনি যখন আমাদের পাড়ায় এসে বাসা নিয়েছেন, তখন আমরা আপনার খবর নিতে বাধ্য।

ম্যানেজার। আমাকে আজই স্বর্ণপুরে যেতে হবে, একমাত্র নায়েবের উপরে নির্ভর ক'রে থাকা যায় না। হয়তো আমায় গিয়েই আপনার কাকা-বাবুর সাথে মোকদ্দমায় লাগ্‌তে হবে। তার হাত থেকে ষ্টেট বের করে না আনা পর্য্যন্ত আপনার কল্যাণ নাই।

নন্দলাল। যা ভাল মনে করো তা-ই কর্‌বে, দেখো যেন কাকা অসন্তুষ্ট না হন্ বা অন্যায় কিছু করা না হয়।

ম্যানেজার। মোকদ্দমাই যদি বাঁধে, তবে ন্যায় অন্যায় বিচার ক'রে কাজ করা যাবে না; সত্য মিথ্যা দু'ই নিয়েই মোকদ্দমা চালাতে হবে, একমাত্র সত্য নিয়ে মোকদ্দমা চলে না।

নন্দলাল। তাঁর সাথে গোল হবার কোন কারণই ত আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমি আসার সময় বাবা যা কিছু সবই তিনি আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন; ব'লে দিয়েছেন তোমার যা সবই তোমায় বুঝিয়ে দিলুম; একমাত্র লোহার সিন্দুকের চাবিটে আমার কাছে রইল, তা তুমি ফিরে এলে দিবো। এখন তোমার ষ্টেট নিয়ে কোন গোল বাঁধলে সেজন্য দায়ী আমি নয়, দায়ী তোমার কর্ম্মচারিগণ।

ম্যানেজার। ও কথা তিনি মুখেই বলেছেন, কার্য্যে কতদূর কর্‌বেন তা না গিয়ে বল্‌তে পারি না। প্রজারা সব তারি বাধ্য, আমার মনে হয়, মহলগুলি সব জোট হয়ে যাবে।

নন্দলাল। তা-ই যদি হয় তবে তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর্‌বে। আমার খরচের টাকা যেন সময় মত আসে। ডাক্তার ব'লে গেলেন, ছ' মাস তো থাকতে হবেই, বেশীও হ'তে পারে।

ম্যানেজার। ও কথা না বল্লেও পারেন; আমার তো একটা কর্ত্তব্য বোধ আছে? আমার কর্ত্তব্যের কোন রকম ত্রুটী পাবেন ব'লে আমি আশা করি না। তা হ'লে আমি আজ Evening Train-এই যাবার উদ্যোগ করি গে।

নন্দলাল। হঁ, আজই যাও, বিলম্ব করা ঠিক নয়।

ম্যানেজার। (নমস্কার ক'রে) সুরেন বাবু! (দূরে সরে) আপনাকে যা বলেছি তা স্মরণ আছে তো? আপনারা একে মাতিয়ে তুলুন, যত টাকা লাগে আমি আছি।

সুরেন। তা আপনাকে আর বেশী বল্‌তে হবে না। এ কলিকাতায় যিনি আসেন তিনি কি আর আস্ত মানুষ দেশে ফিরে যেতে পারেন! আপনি মনের আনন্দে কাজ করুন; আমরা একে একেবারে সাবাড় না ক'রে দেশে ফিরতে দিচ্ছি না। আমাদের টাকা যেন সময় মতন পাঠানো হয়, তা না হ'লে কিন্তু সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

ম্যানেজার। তা হবে, তা হবে Good night.

সুরেন। Thank you, Good-night.

[ম্যানেজারের প্রস্থান।

নন্দলাল। কি হে, কি কথা হ'লো এতক্ষণ?

সুরেন। আজ্ঞে বেশী কিছু নয়; আপনার উপরে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখবার কথাই ব'লে গেলেন। দেখুন, এই ম্যানেজারটী কিন্তু আপনার বেশ হিতাকাঙ্ক্ষী লোক।

(প্রমোদের প্রবেশ)

নন্দলাল। প্রমোদ বাবু! আপনি না ডাক্তার বাবুর কাছে গিয়েছিলেন, ঔষধ এনেছেন কি?

প্রমোদ। আজ্ঞে হাঁ! এই নিন্। এর এক অ উষ্ণ ক'রে রোজ সন্ধ্যায় খেতে হবে।

নন্দলাল। পথ্যের কথা কিছু ব'লে দিয়েছেন কি?

প্রমোদ। হাঁ; ভোরে চা'র সাথে বিস্কিট্ কিম্বা এক টুকরো রুটি, মধ্যাহ্নে সুক্ত আর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত।

নন্দলাল। আর রাত্রে?

প্রমোদ। গরম গরম লুচি আর মাংস। এরূপ ভাবে কিছুদিন খেলেই নাকি ব্যারাম ভাল হ'য়ে যাবে। আ—জ্ঞে, আমায় কিছু পুরস্কার দেবেন না? এ—ই লাঠিখানা আমায় দিয়ে দিন্ না?

নন্দলাল। এ আমার একজন বন্ধু আজই আমায় Present করেছেন।

প্রমোদ। তা—তা—তা আপনি বড় লোক মানুষ, আরো কত পাবেন। (লাঠিখানা হাতে নিয়ে) বাঃ কি সুন্দর! সুরেন! দেখতো কেমন হ'লো?

সুরেন। বেশ হয়েছে।

প্রমোদ। হাঁ রে মানিয়েছে কেমন তাই বলো না?

সুরেন। বেড়ে মানিয়েছে—বেড়ে মানিয়েছে।

নন্দলাল। (ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে) তা হ'লে এখন আপনারা যান, সন্ধ্যায় আবার আসবেন।

সুরেন। আজ্ঞে হঁ, সন্ধ্যাও হ'য়ে গেছে, তা হ'লে আসি!

প্রমোদ। আজ্ঞে একটা কথা বলতে চাই, আপনি যখন বেশী লোক জন নিয়ে আসেন নি, তখন আমাদেরই সর্ব্বদা আপনার কাছে থাকতে হবে, তাই বলছিলাম আমাদের খাবার ব্যবস্থাটা এখানে হ'লেই ভাল হয় না কি?

নন্দলাল। তাই যদি মনে করেন, তবে আজ বিকেল থেকে আপনারা এখানেই খাবেন।

প্রমোদ। হা—হা—হা, জেলখানা দরিয়ার মত না হ'লে কি বড় মানুষ হওয়া যায়? আ—জ্ঞে, ত—বে এখন আসি? (লাঠি নিয়ে)

[প্রস্থান।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। ম্যানেজার তো চলে গেলো। তোমায় যাদের হাতে রেখে গেল, তারা ভাল লোক ব'লে আমার মনে হয় না এ ক'দিন আমি এদের ভাব ভাব লক্ষ্য ক'রে আসছি, আমার মোটেই ভাল লাগে না। আরো শুনছি এরা নাকি ম্যানেজারের আত্মীয় লোক। কথাটা সত্য কি?

নন্দলাল। ম্যানেজার বলে গেল এরা দু'জন তার খুব বিশ্বাসী বন্ধু।

সুরমা। ম্যানেজার যাই বলুক না, এই কলকাতা আসাটা ভাল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এর ভেতরে ম্যানেজারের কিছু ষড়যন্ত্র আছে বলেই আমার মনে হচ্ছে। তুমি ওষুধ নিয়ে বাড়ী চলো।

নন্দলাল। তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যদি ভাল মনে না করি, চ'লে যাবো।

সুরমা। যাবে বটে, সব শেষ না ক'রে যাবে না। কাকাকে অবিশ্বাস ক'রে সব কাজ ম্যানেজারের উপর নির্ভর ক'রে বুদ্ধিমানের কাজ করোনি। এদের হাব ভাব দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমার মতে বাউল দাদাকে আসতে লিখে দাও, যতদিন আমরা কলকাতায় থাকবো, তিনি আমাদের কাছে থাকবেন।

নন্দলাল। তিনি কি আসবেন? আসার সময় তাঁকেও অনেক অন্যায় কথা বলেছি।

সুরমা। তিনি দেবতা; সে কথা হয় তো তাঁর মনেও নেই। আমাদের কিসে মঙ্গল হবে, তিনি সর্ব্বদা সেই চিন্তাই করেন। তিনি আমাদের প্রজা বটেন, কিন্তু মনে হয় যেন একই সংসারের লোক। আমি যদি আসতে লিখি, তবে তিনি ছুটে আসবেন।

নন্দলাল। তাকে আনাই যদি ভাল মনে করো, তবে লিখে দাও। কিন্তু আসবেন কি না সে সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে; অত্যন্ত স্বাধীনচেতা।

সুরমা। খাঁটী মানুষ স্বাধীনচেতা না হ'য়ে পারে না। লিখলে ক্ষতি কি? আমি আজই তাঁকে পত্র লিখবো। চলো, এখন ভেতরে চলো, ঝি খাবার তৈরী করেছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ী

(কিশোরীলাল, যোগেন, বাউল)

কিশোরীলাল। যোগেন! নন্দ তো কলিকাতা গেছে, তোমার দাদাও হুগলী গেল, তুমি কি বাড়ী থাকাই স্থির করলে?

যোগেন। হাঁ, আমি আপনার কাজগুলি সব নিজের হাতে নিতে চাই; আপনি আমায় আদেশ করবেন, আমি সে আদেশ মত কাজ করবো।

কিশোরীলাল। উত্তম, তাই করো—এ খামার থেকেই আমি সব পেয়েছি রে; এ জমি চাষে যে কত আনন্দ, তা কিছুদিন পরেই বুঝতে পারবি। চাকুরে বাবুদের ভবিষ্যৎ বড়ই দুঃখময়। যাদের খামার জমি নাই, ক্ষেতের ধান বাড়ীতে ওঠে না, তারা আর কিছুদিন পরে হা—অন্ন, হা—অন্ন, ক'রে

মারা যাবে, বর্ত্তমানে ধান যার, মান তার। তাই খাবার জমিগুলি রক্ষা করার জন্য তোদের এত ক'রে বলি।

যোগেন। হাঁ, আমি তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। মাইনের টাকায় এখন আর চা'লের টাকাই হয় না, অন্য জিনিষের তো কথাই নেই। আচ্ছা বাবা! চা'লের দাম কি বরাবর এমনই থাকবে?

কিশোরীলাল। ইউরোপ যখন চাল খাওয়া শিখেছে, তখন চালের বাজার সস্তা হবার আশা করাই ভুল।

যোগেন। তা হ'লে প্রত্যেক গৃহস্থেরই কিছু খাবার জমি থাকা প্রয়োজন।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। হাঁ যোগেন, ঐ কথাটা দেশকে খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দে, খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দে।

কিশোরীলাল। অসময় কি মনে ক'রে?

বাউল। সুরমা কল্‌কাতা থেকে আমায় তার করেছে। নন্দের পেছনে কতগুলো মন্দলোক লেগেছে, হ্যাণ্ড নোট কাটা হচ্ছে, মদ আরম্ভ হয়ে গেছে, রাত্রে তিনি বাড়ী থাকেন না, যে সব লোক তাকে পেয়ে বসেছে, তাদের হাত থেকে উদ্ধার কর্‌তে না পার্‌লে নন্দের নিস্তার নাই।

কিশোরীলাল। হাঁ, কল্‌কাতা সহরে কতগুলি রাজা জমীদারের ছেলে আছে, যারা স্কুল কলেজে নামে যায় মাত্র; রাত দিন্ তারা গানের আড্ডায় আর থিয়েটারের মজ্‌লিসেই থাকেন। ধনী নামে খ্যাত বলেই তাদের সর্ব্বদা ধনের অনাটন। হ্যাণ্ডনোট কাট্‌তে, চেক্ জাল কর্‌তে তাদের মোটেই আট্‌কায় না। তবে যে জেল পর্য্যন্ত পঁহুছায় না, সেটা নিতান্তই নামের জোরে। কাজেই দুঃসাহসের অন্ত নাই। নন্দের টাকার প্রাচুর্য্য দেখে তারা ঘাড়ে চেপে বসেছে। আপনি এখন কি কর্‌তে চান্?

বাউল। আমি কল্‌কাতা যাবো স্থির করেছি, তবে যেতে আমার দু'চার দিন বিলম্ব হবে। তুমি আমার গার্গীর বিদ্যালয়ের দিকে লক্ষ্য রেখো।

কিশোরীলাল। সে জন্য আপনার ভাবতে হবে না। আমি ম্যানেজারের উপরেও লক্ষ্য রাখ্‌বো, এদিকে কিছু কর্‌তে না পারে।

বাউল। ম্যানেজারের উপরে তো লক্ষ্য রাখবেই, গার্গীর বিদ্যালয়ের দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে, আমি এ কথা বলতেই এসেছিলাম।

[প্রস্থান।

কিশোরীলাল। যোগেন, তুমিও তোমার কাজে যাও। আমিও নন্দীগ্রামে চল্লেম; সে জায়গায় নাকি ম্যানেজার গোল বাধাবার চেষ্টা কচ্ছে।

যোগেন। বাউল ঠাকুর যদি কল্‌কাতা যান্, তবে তাঁর বিদ্যালয় আমিই দেখতে পারবো, তাঁর যাবতীয় কাজ আমিই কর্‌তে পারবো।

কিশোরীলাল। না, তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই। মেয়েদের বিদ্যালয়, তুমি যুবক, তোমার সব সময় সেখানে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। মেয়েদের থেকে একটু দূরে থাকাই ভাল। যদি কখন তেমন প্রয়োজন মনে করি, তখন আমিই তোমায় বল্‌বো।

যোগেন। সে বিদ্যালয়ের সকলেই ত আমায় দাদা ব'লে ডাকেন, আমিও তাদের বোনের মতন স্নেহ করি, আমার সেখানে যেতে আপত্তি কি?

কিশোরীলাল। আপত্তি অনেক আছে বাবা, অনেক আছে। পুরুষ মেয়ে এক জায়গায় থাকাই যুক্তির বাইরে। ভক্তি শ্রদ্ধার ভেতর দিয়েই অনেক সময় পাপ স্পর্শ করে। তারপরে মেয়ে পুরুষে মিলে কাজ করার সময় এখনো ভারতে হয় নি। অবশ্যি যে ভাবে এখন জাগরণ দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হয়, অল্প দিনের ভেতরেই ভারতে সে ক্ষেত্র তৈরী হবে। মানুষ এখন পবিত্রতার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনকে পবিত্রতাময় ক'রে তুল্‌বার জন্য প্রায় সকলেই চেষ্টা কচ্ছেন। যতদিন আমরা তৈরী হ'তে না পার্‌বো, ততদিন দূরে দূরে থাকাই ভাল।

যোগেন। আপনার আদেশ প্রতিপালন করাই আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত; বিশেষ জরুরী কাজ না হ'লে আমি কখনো সেখানে যাবো না।

কিশোরীলাল। এ লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে, তবে আর তোমার কোন চিন্তা নেই। এখন তুমি যাও আমিও নন্দীগ্রামের দিকে যাচ্ছি।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বড় খাতার মেলা।

রমজান, করিম, বাউল।

করিম। রমজান! ভাই, আছ কেমন? খাজানার টাকা দিয়েছ কি?

রমজান। না, দিতে গিয়েছিলুম, নায়েব বল্লে টাকা দিয়ে যাও, দাখিলা কিছুদিন পরে পাবে; আমরা আজকাল বড় কাজে ব্যস্ত আছি।

করিম। নায়েব আমায় ঐ কথাই বলেছে। শুনলাম সকলের কাছেই টাকা চায়, কিন্তু দাখিলা দিতে চায় না, ব্যাপারটা কি হে?

রমজান। আমার মনে হয়, নায়েব আর ম্যানেজার দু'জনে একটা মতলব করেছে, জমিদার দেশে নাই, সে এদের উপরে ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত। কিন্তু এদের হাব্‌ভাব আমার মোটেই ভাল লাগে না।

করিম। এখন কি করবে মনে করেছ?

রমজান। আমার ইচ্ছা, জমিদার বাড়ী এলেই খাজানা দেবো, এর পূর্ব্বে আর খাজনা দেবো না। মনিবের দিকেই এখন আমাদের চাইতে হবে।

করিম। আমারও ইচ্ছা ভাই, কর্ত্তা বাড়ী এলেই টাকা দেবো। তবে ওরা মনে করবে যে প্রজারা সব জোট হ'য়ে গেছে, তা করে করুকগে, মনিবের সাথে তো আমাদের গোল নেই, খোদার কাছে সাফ থাকলেই হ'লো।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। কি হে রমজান!

রমজান ও করিম। আদাব আদাব।

বাউল। হাঁ রে, বাজারে কি জিনিষ কেনা হ'লো? ও—এক বাক্স সিগারেট দেখ ছি যে?

রমজান। বহুদিন বাজারে আসিনি, আজ এসেই মনে হ'লো এক বাক্স সিগারেট কিনে খাই। দোকানীকে জিজ্ঞেস করলুম কোন্ সিগারেট ভালো, সে এইটেই দিলে।

বাউল। দাম কত নিয়েছে?

রমজান। পাঁচ সিকে।

বাউল। এত দাম দিয়ে 'থি ক্যাসেল' সিগারেট কিনেছ, আবার দাম্ভিকও হচ্ছে, ব্যাপার কি?

রমজান। যারা সাথে এসেছে, তাদের না দিয়ে কি ক'রে খাই, সকলে তো আর কিনে খেতে পারে না? তারপরে এতে অবাক হবারই বা কি আছে? পাঁচ হাজার মণ ধান পাই নিজের খামারে, হাজার মণ পাই পাট, সরিষা কলিচও বছরে হাজার বারো শ' টাকা বিক্রী করি। পাঁচ সিকে দিয়ে একটা সিগা'রেট কিনেছি, তাতে এত ব্যস্ত হবার কি আছে? ব্যস্ত হবেন সহরের বাবুরা, যাদের বাজারে না গেলে উনুনে হাঁড়িই চড়ে না।

বাউল। হাঁ, সে কথা তুমি বলতে পারো, তোমার মতন গৃহস্থ এ দেশে খুব কমই আছে। তবে ওটা অভ্যাসের মধ্যে গিয়ে না দাঁড়ায়, সেজন্যই সাবধান করা। তারপরে ওটা বিদেশী জিনিষ, ঐটে আমাদের ত্যাগ করতে হবে তো?

রমজান। অভ্যাসের মধ্যে আর যাবে কি ক'রে? বাজারেই আসি না, বছরে দু'চার দিন। তবে বিদেশী জিনিষ গ্রহণ করা অন্যায় হয়েছে। আচ্ছা আমি ফেলে দেই?

বাউল। তোমার বিবেক যা বলে, তাই করো।

রমজান। আপনি বোধ হয় আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আচ্ছা আমি ফেলে দিচ্ছি। (ফেলে দেওয়া) আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আজ থেকে আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি—জীবনে কখনো বিদেশী জিনিষ গ্রহণ করবো না।

বাউল। আনন্দম্! বাজারে আসার কি প্রয়োজনই হয় না নাকি?

রমজান। বড় বেশী নয়। ক্ষেতে ধান হয়, গাইয়ে দুধ হয়, সরিষা দিয়ে ঘানীতে তেল তৈরী ক'রে নেই। তরি তরকারী যা হয়, তা নিজেরা তো খাই-ই আর পাড়াপ্রাতিবেশীদের বিলিয়ে দেই। পুকুরে মাছও প্রচুর আছে, একমাত্র কিনতে হয় নুন, তাও একদিন এসে রাখি, মাস ভ'রে খাই। বাজারে বাবুদের প্রয়োজন।

করিম। আমরা চাষা হ'লে হবে কি? বাবুদের চেয়ে আছি অনেক ভালো, খাইও অনেক ভালো।

বাউল। তার আর সন্দেহ কি, কিনে খাওয়া আর ক্ষেতের জিনিষ খাওয়া, এ অনেক তফাৎ। দেখো করিম! তোমার পোষাকটা একটু ভাল করা প্রয়োজন।

রমজান। ঐ কথাটা ওকে বলবেন না, আমি ব'লে ব'লে হয়রাণ হয়ে গেছি। ওরও বছরে খামারে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা আয়, কিন্তু নেংটী ও কিছুতেই ছাড়বে না।

বাউল। তাই করিম, কাপড় একটু পরিষ্কার করা দরকার, তা না হ'লে ভদ্র সমাজ তোমাদের সাথে মিশবে কেন, বলো তো?

করিম। বাউল দাদা, তুমিও তাই বলো? ঐ জায়গায়ই ত বাবুদের সাথে মিশতে পারি না। বাবুরা প্রেম করেছেন কেতাবের সাথে, তাই তাদের সাফ কাপড়ের প্রয়োজন, তা না হ'লে য বাবুদের বাবুগিরিই থাকে না। আমরা প্রেম করেছি গাছের সাথে, নেংটী না পড়লে তার সাথে প্রেম করা যায় না, তার কাছে যেতে হ'লেই ধূলো কাদা মাখতে হয়, তাই আমরা নেংটী প'রেই থাকি।

বাউল। সভ্য সমাজ! কোথায় লাগে তোমাদের ইউনিভার্সিটীর শিক্ষা? আজ এই চাষা যে বিদ্যা অর্জন করেছে, তা কি কোন বইতে পাওয়া যায়? তাই এখন পুঁথির বিদ্যা ছেড়ে চাষার কাছ থেকে এই চাষা বিদ্যাটা আয়ত্ত ক'রে নেও, তা না হ'লে তোমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি তৈরী করার চেষ্টা আকাশকুসুম। আচ্ছা করিম, সে গানটী মনে আছে তো?

করিম। হাঁ আছে, আমি ঐ গানটি প্রায় সময়ই গেয়ে থাকি।

বাউল। আচ্ছা এসো, আজ দু'জনে একবার গাই।

(মিলিত কণ্ঠে গান)

(গীত)

রাম রহিম না জুদা করো
মনটা খাঁটী রাখোজী।
দেশের কথা ভাব ভাইরে,
দেশ আমাদের মাতাজী॥
হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে,
তফাৎ কেন করোজী,
দু'ভায়েতে দু'ঘর বেঁধে
করি একই দেশে বসতি॥
টাকায় ছিল একমণ চাউল,
ভাই, এখন বিকায় পাশারী,
এর পরেতে হ'তে হবে ঐ
গাছের তলায় বসতি॥

বাউল। রমজান! খাজনা দেবার কি করেছ?

রমজান। ঠিক করেছি জমিদার বাড়ী না আসা পর্য্যন্ত খাজানা দেবো না।

বাউল। হাঁ, ক'রো, আমি শীঘ্রই কল্‌কাতা যাচ্ছি, বোধ হয় অল্প দিনের মধ্যেই নন্দকে নিয়ে বাড়ী ফির্‌তে পার্‌বো। ম্যানেজার ষ্টেটটাকে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন কচ্ছে; শুন্‌লেম অনেক প্রজার নামে মোকদ্দমা করেছে, সত্য কি?

রমজান। হাঁ, তা করেছে, তাতে লাভ এই হয়েছে, জমিদারীতে এখন ঘোর অশান্তি। ওরা যে ভাবে সকলকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, তাতে মনে হয় ম্যানেজারকে অল্প দিনের ভেতরেই এদেশ ছেড়ে যেতে হবে। আপনি জমিদারকে এ সব কথা জানাবেন, এবং যাতে সত্বর তাকে নিয়ে আস্‌তে পারেন, তাই করবেন।

করিম। অনেকের সম্পত্তিই নিলামে উঠেছে, শীঘ্রই লুটপাট আরম্ভ হবে ব'লে আমার মনে হয়।

বাউল। আমি এ সব খোঁজ পেয়েই তোমাদের কাছে এসেছি, তোমরা মনিবের হুকাক জ্ঞো প্রজা, যাতে মনিবের অকল্যাণ না হয়, তোমরা তাই করবে। ম্যানেজারের ইচ্ছা, সে এ সম্পত্তিটা হাত ক'রে নেয়।

করিম। তাই নাকি? আচ্ছা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওকে আর অগ্রসর হ'তে দিচ্ছি না। মনিবের জন্য জান্ কবুল ক'রে রাখলাম।

বাউল। সাবাস্—সাবাস্! এই তো চাই।

(গীত)

ধন্য এ দেশের চাষ,
এদের চরণ ধূলা পড়লে মাথায়
প্রাণ হয়ে যায় খাসা॥
কপটতায় ধার ধারে না,
সত্য ছাড়া মিথ্যে কয় না,
প্রাণের কথা গুছিয়ে বলার
নাইকো এদের ভাষা।
প্রাণ ভরা আনন্দ এদের,
বুকটা স্নেহের বাসা,
চিন্‌লে এ সব সোণার মানুষ,
মিট্‌তো দেশের সব পিয়াসা॥
নাই জুতা নাই তেমন কাপড়,
ছেঁড়া নেংটী ছেঁড়া চাদর,
তাতেই তুষ্টি এমনি মিষ্টি,
যেন প্রেম-সাগরে ভাসা,
এ সব দেবতা ছুঁলেই
জাত্ যায় মোদের,
মোরা এমনি বুদ্ধিনাশা।
যাদের রক্তে জগৎ তুষ্ট,
(তাদের) দেখলে কুঞ্চিত করি নাসা॥

এরা কর্ম্মনিষ্ঠ বীরই বটে ;
ছোট বড়ে খুবই চটে,
কারো দুঃখ দেখ্‌লে শিউরে ওঠে,
এদের এম্‌নি ভালোবাসা,
অন্ধ মনিব চিন্‌লি না রে,
এই দেশের চাষা,
যারা প্রাণ দিয়েও মানব বাঁচায়,
এক স্বর্গই যাদের আশা ॥

বাউল। আচ্ছা, আমি এখন যাই। রমজান, কল্‌কাতা যাবার পূর্ব্বে তুমি আমার সাথে একবার দেখা ক'রো, ভুল না কিন্তু।

[প্রস্থান।

করিম। এই বাউল দাদাই আমাদের মনের মত। লোক এদেশে চা'রটী স্কুল করেছে, রাত্রে গিয়ে ইনি আমাদের ছেলেদের পড়ান।

রমজান। তার ভেতরে বড় কর্ত্তার ছেলে যোগেন বাবুও আছেন, তিনিও পড়াতে যান। কারো ব্যারাম হ'লে তিনি যত্ন ক'রে চিকিৎসা করেন।

করিম। এরা দেবতা, এদের দেখলেই আনন্দ হয়। চল এখন যাই, বাউল দাদা যা ব'লে গেলেন, সে দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

রমজান। আরে বেশী নজর আর কি রাখবো, ম্যানেজার যদি তেমন বাড়াবাড়ি করে, তবে তাঁর মাথাটা কেটে রেখে দেবো। আমরা থাকতে বনিদের অকল্যাণ হ'তেই পারবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ী।

কিশোরীলাল, হেমলতা, যোগেন, বাউল।

কিশোরীলাল। গিন্নি, ছেলে তো সহরে গেছে, বউটীকে রেখে যেতে বল্লুম, তাও সে রেখে গেল না। বুড়ো হয়েছি, আর কত দিনই-বা বাঁচবো। আমার যা কিছু আছে, তা এখনই উইল ক'রে রাখতে চাই, তুমি কি বলো ?

হেমলতা। তা তুমি যা ভাল মনে করো তাই করবে, আমি আর এ সম্বন্ধে কি বল্‌বো ? আমিও বউমাকে রাখ্‌বার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সুরেশ তাকে কিছুতেই রেখে গেল না। বউমা'র বাবার ইচ্ছা ছিল না।

কিশোরীলাল। আমি ইচ্ছা করেছি, সম্পত্তি চা'র ভাগ কর্‌বো। এক ভাগ তুমি, দু'ভাগ তোমার দু'ছেলে, আর এক ভাগ বাউল ঠাকুরের আশ্রমের জন্য।

হেমলতা। এ বেশ হয়েছে। বাউল ঠাকুরের আশ্রমে যে কাজ হচ্ছে, তা যে দিন দেশময় ছড়িয়ে যাবে, সে দিনই দেশ নিজের পায় দাঁড়াবার যোগ্য হবে। আমাদের বিদ্যালয়টীতেও যথেষ্ট কাজ হচ্ছে। এই ক' বছরে স্বর্ণপুরের কৃষক ছেলেরা প্রায় সকলেই কিছু কিছু লেখা পড়া শিখেছে।

কিশোরীলাল। তা হ'লে আমি এই করি, কেমন ?

হেমলতা। হাঁ, ব্যবস্থা বেশ হয়েছে।

কিশোরীলাল। আমার কর্ত্তব্য আমি শেষ ক'রে যাই, পরে ওদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তোমার সুরেশ যে আর বাড়ী এসে বিষয় কর্ম্ম দেখবে, সে আশা নেই ; কিছুদিন পরেই শুন্‌বে যে, তার জায়গা জমি সব পরের হাতে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

হেমলতা। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করে যাও, ওদের অদৃষ্টে থাকলে ওরা ভোগ কর্‌বে। নিজের পায় নিজেই যদি কুঠার মারে, তার আমরা কি কর্‌বো।

কিশোরীলাল। নন্দ কল্‌কাতা গেছে, তার ষ্টেটের অবস্থাও দিন দিন কেমন হয়ে আসছে। ম্যানেজারের উপরে কারো বিশ্বাস নেই। অনেক মহাল বিদ্রোহী হয়েছে। নন্দ যদি এখনো বাড়ীতে না আসে, তবে তার ভবিষ্যৎও বড়ই দুঃখজনক দেখ্‌তে পাচ্ছি। এখনো বাড়ী ফির্‌লে কিছু পাবে, আর কতক দিন পরে এলে সে কিছুই পাবে না। লাটের টাকা এখন আমিই চালাচ্ছি। বাউল-ঠাকুরের কাছে সুরমা তার করেছে, বাউলঠাকুর শীঘ্রই কল্‌কাতা যাবেন।

হেমলতা। তিনি গেলে ভালই হবে, হয় তো বাড়ীতে নিয়ে আস্‌তে পার্‌বেন।

কিশোরীলাল। বাড়ী আস্‌বে মনে হয় না, তবে যদি প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে থাকে তা হ'লে আস্‌তেও পারে।

(যোগেনের প্রবেশ)

যোগেন। বাউল ঠাকুর ব'লে দিলেন, আপনাকে তাঁর সাথে একবার দেখা কর্‌তে, আশ্রম সম্বন্ধে কি বল্‌বেন।

কিশোরীলাল। তিনি এখনো কল্‌কাতা যান নি?

যোগেন। এদিকের কাজগুলি না সেরে কি ক'রে যাবেন।

কিশোরীলাল। আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি। [প্রস্থান।

যোগেন। মা, বাবা এতক্ষণ কি বল্‌লেন?

হেমলতা। বিষয় চা'র ভাগে উইল কর্‌তে চান্‌, তাই বল্‌লেন।

যোগেন। চা'র ভাগ করবেন কেন?

হেমলতা। তুমি, সুরেশ, আমি তিন ভাগ; আর বাউল ঠাকুরের আশ্রমের জন্য এক ভাগ।

যোগেন। ভাগ ঠিক হয় নাই। আশ্রমের জন্যই অর্দ্ধেক দেওয়া উচিত ছিল। আমাদের খাবার খুব বড়। এর অর্দ্ধেকেও আমাদের তিনটি সংসার বেশ ভাল ভাবেই চলতে পারে।

হেমলতা। তাই যদি হয়, তবে তুমি এ কথা কর্ত্তাকে ব'লো, এতে তিনি আনন্দিতই হবেন।

যোগেন। হাঁ, আমি বাবাকে এ কথা নিশ্চয়ই বল্‌বো। এ আশ্রমের প্রসার দিন দিন যাতে আরো বৃদ্ধি হয়, তারি চেষ্টা কর্‌তে হবে। এতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

হেমলতা। তোমার এ সাধু প্রস্তাবে কর্ত্তা যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। তুমি যা বল্‌বে, বোধ হয় তিনি তাই করবেন।

যোগেন। আমি দাদার এক বন্ধুর পত্র পেয়েছি। তিনি লিখেছেন, দাদা কোন রকমে খেয়ে আছেন, আর তেমন কিছুই হচ্ছে না।

হেমলতা। তার যে এ অবস্থা হবে, তা আমি সে দিনই বুঝেছি, যে দিন সে ঐ দেবতার কথা উপেক্ষা করেছে। যে সন্তান পিতা মাতার অবাধ্য, পিতা মাতার আশীর্ব্বাদ যে সন্তানের মাথায় বর্ষিত না হয়, সে সন্তান জগতে মানুষ নামের যোগ্য হ'তে পারে না। বাংলার এই দুর্দ্দিনের মূল আমার মনে হয়, পিতা মাতার দীর্ঘশ্বাস। ছেলে বিয়ে ক'রে বউ ঘরে এলে, মা হন্‌ তখন দাসী। এ বাংলার হাহাকার দূর হবে সেদিন, যেদিন বাঙ্গালী তার জনক-জননীকে চিন্‌বে।

যোগেন। যা বলেছ মা, তাই। পিতামাতার উপরে এখন আর কারো লক্ষ্য নেই, নেতা নিয়েই সকলে ব্যস্ত। যারা আপন ঘরকে ভালবাসতে শিখেনি, তারা কি কখনো দেশকে ভালবাসতে পারে মা!

হেমলতা। এ সব কোথায় শিখেছিস্‌ রে? আজ তোর কথা শুনে খুবই আনন্দ পাচ্ছি।

যোগেন। এই তো বাউল ঠাকুরের উপদেশ, বাবাও এই কথা বলেছেন—"আপন ঘর ঠিক করে নেও, ধনে ধান্যে ঘর পরিপূর্ণ হউক, তারপরে জগতের সেবায় লেগে যাও। ত্যাগী হ'তে চাও, আগে ভোগের যোগাড় করো। ভোগী হও, তারপরে ত্যাগী সেজো। যার নাই বল্‌তে কিছুই নাই, ভিক্ষাই যার জীবনের লক্ষ্য, সে আবার ত্যাগ করে কি?"

হেমলতা। কথাগুলি যেন তোর জীবনে মূর্ত্তিমান হ'য়ে ওঠে, এই আশীর্ব্বাদ কচ্ছি।

যোগেন। তুমি আশীর্ব্বাদ করো, তবেই সাধনা পূর্ণ হবে। তোমার চরণ-ধূলাই যেন আমার জীবনের প্রধান সম্বল হয়।

হেমলতা। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, মা তোমার সাধনা সিদ্ধ করুন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বাউল ঠাকুরের আনন্দময়ীর বাড়ী।

বাউল, গার্গী, পুরোহিত, নমঃশূদ্র-বালকগণ।

(গীত)

গার্গী।

বিশ্ব-প্রসবিনী, ত্রিলোক-পালিনী,
প্রলয়কারিণী, ত্রিগুণময়ী শ্যামা।
অসুরনাশিনী, নৃমুণ্ডমালিনী,
শ্মশানচারিণী, ভীষণা ভীমা শ্যামা॥
শত কোটী যোগিনী
নাচিছে সঙ্গে,
থিয়া থিয়া থেই থেই,
কত না রঙ্গে,
রুধির শত ধারা
বহিছে অঙ্গে,
মত্ত মধুপানে,
মাতঙ্গিনী শ্যামা॥

হা-হা-হা-হা-হি-হি-হি-হি-
অট্ট অট্ট হাসে,
শিষ্টপালিনী আজ
দুষ্ট বিনাশে,
কম্পিত অরিকুল
শঙ্কিত ত্রাসে,
আনন্দে শবোপরি,
নৃত্য করিছে শ্যামা ॥
অগণিত দেবগণ
গাহিছে জয়-গীতি,
রবিশশী তারকা
করিছে আরতি,
জাগিল না ভারত,
গেল না ভীতি,
উঠালে না তাঁরে তুমি,
দীনতারিণী শ্যামা ॥

(বাউল ও পুরোহিতের প্রবেশ)

বাউল। আজ আমাদের মায়ের নিশিপূজা হবে, তাই আপনাকে আহ্বান করা হয়েছে।

(নমঃশূদ্র-বালকগণের প্রবেশ)

সকলে। আমরা কি মায়ের ঘরে গিয়ে মাকে দেখতে পাবুবো ?

বাউল। নিশ্চয়ই পাবুবে, মা তো আমার একার নন্, তিনি যে সকলের। আমরা সকলেই যে মায়ের সন্তান।

পুরোহিত। এরা মায়ের ঘরে যাবে কি করে ? এরা যে সব নমঃশূদ্রের ছেলে।

বাউল। হ'লোই বা, তাতে দোষ কি ? মা তো আর একটা পুতুলই নন্, মা যে চিন্ময়ী, প্রত্যেক কাটানুকীটে মা বিরাজ কচ্ছেন। সন্তান মায়ের ঘরে যাবে, তাতে বাধা দেবার অধিকার আপনার কি আছে ? এইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলুতেন, ভারতে দুই মহাপাপ, মেয়েদের পায়ে দলানো আর জাতি জাতি ক'রে গরীবগুলিকে পিষে ফেলা।

পুরোহিত। শাস্ত্রে আছে, নমঃশূদ্র অস্পৃশ্য জাতি।

বাউল। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সব কথা বলা ঠিক নয়। আমরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে অস্পৃশ্য ক'রে বেদান্তধর্ম্মের সাম্যবাদের ঘোর অবমাননা করেছি, সমাজকে দুর্ব্বল করেছি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন আমাদের করুতেই হবে। আমার মনে হয়, সে প্রায়শ্চিত্তের সময়ও আমাদের এসেছে।

পুরোহিত। ব্রাহ্মণগণ কি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের জন্য কিছুই করেন নি ?

বাউল। কিছুই করেন নি, এ কথা বলুতে পারি না। তবে পদদলিত হিন্দুদিগের জন্য মুসলমানেরাই মুক্তি আনয়ন ক'রেছিলেন, তাই এত লোক ইস্লাম গ্রহণ করেছেন। শঙ্করাচার্য্য ধীবর প্রভৃতি পতিত জাতিকে এক মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর ঋষি, আমাদেরও এখন সেই ঋষিজনোচিত কার্য্য করুতে হবে, নিম্ন-শ্রেণীকে আভিজাত্য মর্য্যাদা দান করুতে হবে।

পুরোহিত। এও কি কখনো সম্ভব ?

বাউল। অসম্ভবের তো কোন কারণই দেখতে পাচ্ছি না। সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ ছিল, পরে তাদের গুণের হ্রাস ঘটায় অন্যান্য জাতির সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হবে—এখন আবার সেই সত্যযুগ ফিরে এসেছে। ব্রাহ্মণ যুগ যুগান্তের জ্ঞানভাণ্ডার স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখায় আজ আমরা এক হাজার বৎসর বিদেশীর পদানত। ব্রাহ্মণ যে বিষ সমাজ-শরীরে প্রবিষ্ট করিয়ে সমাজকে প্রাণহীন ক'রে ফেলেছেন, সেই ব্রাহ্মণকেই সে বিষ শোষণ ক'রে নিতে হবে; সর্ব্ব বর্ণে জ্ঞান বিতরণ করুতে হবে, তবেই তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যেদিন এই হবে, সেদিনই ভারতীয় চিন্তা, ভারতের আধ্যাত্মিকতা জগৎ জয় করুতে সক্ষম হবে, এর পূর্ব্বে নয়।

পুরোহিত। তবে কি তুমি জাতিভেদ উঠিয়ে দিতে চাও ?

বাউল। জাতিভেদ উঠে যাবে কি থাকবে, সে সম্বন্ধে আমার বলুবার কিছুই নেই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতান্তর্গত বা ভারত-বহির্ভূত মনুষ্য জাতি যে মহৎ চিন্তারাশি সৃজন করেছেন, তা অতি হীন, অতি দরিদ্রের কাছে পর্য্যন্ত প্রচার করুতে হবে। তারপরে তারা ভাবুক বসে জাতিভেদ থাকা উচিত কি উঠে যাওয়া উচিত। মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত কি অনুচিত, এ নিয়েও মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই জীবন, যেখানে তা নাই, সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। এখন ভেবে দেখুন আমাদের দুর্ব্বলতা কোথায় ?

পুরোহিত। তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি ভারতকে নূতন করে গড়তে চাও। পুরাতন মত-

গুলিকে পদদলিত ক'রে নূতন মতের প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক।

বাউল। আমি নূতন মত প্রতিষ্ঠা করার জন্ম ব্যস্ত নই আমি অতি পুরাতনকেই আবার নূতন ক'রে আনতে চাই; আমার মনে হয়, তা হলেই ভারতবাসী তাঁর গন্তব্য পথ স্থির ক'রে নিতে পারবেন আমরা যে অতিরিক্ত বিজ্ঞতার ভাণ করেই যত অনর্থের সূত্রপাত করেছি, তা কারো অস্বীকার করার উপায় নাই। ইউরোপীয় জাতিসমূহ, ইস্লাম ধর্মাবলম্বিগণ কার্য্যতঃ আমাদের অপেক্ষা বেদান্ত মতের অধিকতর অনুগামী। খৃষ্টানগণ আমাদের অপেক্ষা আত্মপ্রত্যয়শীল, মুসলমানগণ আমাদের অপেক্ষা সাম্যপরায়ণ। খৃষ্টের নির্বৈরতার আদর্শ শঙ্করাচার্য্যের "নলিনীদলগত জলমতিতরলম্" শ্লোক উচ্চারণ ক'রে মেনে চলেছি আমরা; আর আমাদেরই শ্রীকৃষ্ণের "যুদ্ধস্ব বিগতজ্বর" শ্লোক মেনে নিয়েছে ইউরোপ।

পুরোহিত। তবে কি বলতে চাও, বর্ত্তমান ভারত যে পথে চলেছে, সে পথটা কিছুই নয়? এ সকল পূজা পদ্ধতির কোন সার্থকতা নেই?

বাউল। সার্থকতা নেই, এ কথা আমি বল্‌ছি না, অধিকারভেদে এ পূজার যথেষ্টই সার্থকতা আছে। আপনারাই ব'লে থাকেন, ব্রহ্ম-সদ্ভাব উত্তম, ধ্যান-ভাব মধ্যম, আর এই বাহ্য পূজা অধমের চেয়েও অধম। এই বিশাল জাতিটা যে সেই অধম পূজা নিয়েই র'য়ে গেল, তাই তো ভারত শক্তিহীন।

(গীত)

ঠাকুর—

শক্তি-পূজা কথার কথা না—।
যদি কথার কথা হ'তো,
চিরদিন ভারত,
শক্তি পূজে শক্তিহীন হতো না॥
কেবল ঢ়াকের গর্জনায়,
আর ঢাকের বাজনায়
শক্তিপূজা হয় না;
এক মন বিল্বদল,
ভক্তি-গঙ্গাজল,
হৃদয়-শতদল দিলে হয়
মায়ের সাধনা॥
দিলে আতপান্ন কি মিষ্টান্ন,
মা যে তাতে ভোলেন না;
এক জ্ঞান-দীপ জেলে,
একান্ত ধুপ দিলে,
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা॥
বনের মহিষ অজা মায়ের বাছা,
মা সেই বলি লন্ না;
যদি বলি দিতে আশ,
যার যার স্বার্থ করো নাশ,
বলিদান করো বিলাস-বাসনা॥
কাঙ্গাল কয় কাতরে আজ্ বিচারে,
শক্তিপূজা হয় না;
সকল বর্ণ এক হয়ে ডাকো,
মা মা ব'লে,
নৈলে মায়ের দয়া কভু হবে না॥

বাউল। বুঝ্‌তে পেরেছেন? আমি চাই বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগে দেবদেবীর আড়ম্বর ছিল না, পৌরোহিত্যের উপদ্রব ছিল না। আচার-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মূর্ত্তিপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের ফল। আমাদের যাহা ভাল ছিল, তাহার উপরে ভর করিয়া, বিদেশের যাহা ভালো আছে, তা আয়ত্ত করিয়া, আমাদের বহু বৎসর সঞ্চিত কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা রাশি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, আমাদের বীরের ন্যায় অগ্রসর হ'তে হবে।

পুরোহিত। তা হ'লে বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

বাউল। বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যই হচ্ছে শক্তি সঞ্চয়—আধ্যাত্মিক, দৈহিক, মানসিক, নৈতিক। সর্ব্ব প্রথম দৈহিক শক্তির দিকেই লক্ষ্য করতে হবে বেশী; তা হ'লেই আমরা বেদান্তধর্ম্মের 'গীতাধর্ম্মের' প্রকৃত মর্ম্ম বুঝ্‌তে সক্ষম হবো। মনে রাখ্‌তে হবে—এইটে কর্ম্মের যুগ, এখন কইতে হবে কর্ম্মের কথা, গাইতে হবে কর্ম্মের গীত।

(গীত)

কর্ম্মেরি যুগ এসেছে;
সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরাই শুধু রবো কি শয়ান।
চিরদিনই রবো নীচে,
চল্‌বো সবার পিছে পিছে,
সহিব শত অপমান॥
জেগেছে জগতে সবে,
ব'সে নাই কেউ নীরবে,
একি সুরে ধরিয়াছে গান।

নিজেরে ভেব না হীন,
ধনী মানী দুঃখী দীন,
রাজা প্রজা সকলি সমান ॥
সে সুরে সুর মিলাইয়ে,
করম-পতাকা নিয়ে,
দলে দলে হ'য়ো আগুয়ান।
দ্বেষ হিংসা পায়ে দ'লে,
আয় ছুটে আয় চ'লে,
ত্রিশ কোটী হিন্দু মুসলমান ॥
মরণ-সাগর পার,
হ'তে হবে সবাকার,
দিন গেল বেলা অবসান।
তরী বুঝি ছেড়ে যায়,
উঠে পড় খেয়ানায়,
ভয় নাই মাঝি ভগবান্ ॥

পুরোহিত। তোমার কথা শুনে আজ আমার প্রাণটাও কেমন হ'য়ে আসছে। তুমি বর্ত্তমানে ধর্ম্ম সংস্কার কি ভাবে করতে চাও তা আমায় বলো, উপযুক্ত মনে হ'লে আমিও তোমার প্রচারকার্য্যে সাহায্য করবো।

বাউল। আপনাকে যদি প্রচারক পাই, তা হ'লে আমার আর ভাবনা থাকে না, অল্প দিনের ভেতরেই আমার কর্ম্ম আমি ভারতময় ছড়িয়ে দিতে পারি। ধর্ম্ম জিনিষটে কি, এই নিয়েই হচ্ছে দেশে মস্তবড় গোলমাল। যদিও দেখতে পাচ্ছি, নূতন বাংলা ধর্ম্মটাকে প্রাচীন যুগের জটিল পথ থেকে বেশ সহজ এবং তরল পথে নিয়ে এসেছে; তথাপি ধর্ম্ম বল্লেই মানুষের মনে এমন একটা চমকানির ভাব আসে, একটা কৃচ্ছ্র সাধনার কল্পনা আসে, একটা উগ্র তপস্যার ছায়া আসে, যে ইহা যে সহজ এবং অনায়াসলভ্য তা কেহই স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। কাজেই ধর্ম্ম তাঁর মোহন বাঁশিটী হাতে ক'রে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ালেও তাঁর পাগল-করা গানটী শুনতে কেহই প্রস্তুত নন্। ইহ বিমুখ মানুষ যখন ধর্ম্মের জন্য মাথা খুড়তে বসেন তখন ধর্ম্ম তাঁর মূর্খতা দেখে দেশ ছেড়ে পালায়। ধর্ম্মই ত সংসার ধারণ ক'রে রেখেছেন। মানুষের দুর্গতির দিন সমাগত হ'লে তাঁর ধর্ম্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত বিকৃত হ'য়ে যায়, কাজেই সে তখন ধর্ম্মের দিকে পেছন ফিরে উল্টোদিকেই এগিয়ে যায়। ইহাই ভারতের কৃচ্ছ্রসাধ্য ধর্ম্ম এবং ইহাই হচ্ছে বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্মসংস্কার।

পুরোহিত। এখনো আমি ভাল ক'রে বুঝতে পারলুম না।

বাউল। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ঐ যে বিশাল তাল তরুটী শাখা পল্লবে ভ'রে উঠে আপনাকে আকাশের দিকে ছড়িয়ে চলেছে, এরি জন্য ওর কিছু সাধনা আছে কি?

পুরোহিত। সাধনা না থাকলে ও অত বড় হ'লো কি ক'রে?

বাউল। না বৃক্ষের কোন সাধনাই নাই, প্রকৃতির অযাচিত দানই ওর সকল ঐশ্বর্য্য, সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাধনা।

পুরোহিত। তবে কি তুমি বলতে চাও, জগতের সকলই সেই প্রকৃতির দান?

বাউল। নিশ্চয়। আমরা প্রকৃতির দান ভিন্ন আর কিছুই নই; মানুষের সকল গুণ আমাদের ভেতরে বিকশিত হ'য়ে উঠলেই আমাদের সিদ্ধি। আমাদের অসাধারণ ধীশক্তি, অনন্ত গভীর প্রেম, অফুরন্ত পরমায়ু, অপরিমিত শক্তি—এই সকলের সম্যক খেলা জীবনের স্তরে স্তরে পরিপূর্ণ ভাবে ফুটে উঠা চাই।

পুরোহিত। তা হ'লে বর্ত্তমান যুগে আমাদের প্রচার্য্য বিষয় কি, তা তুমি আমায় বলে দাও, আমিও তোমার মত কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়ে আমার অকর্ম্মণ্য জীবনকে কর্ম্মময় ক'রে ধন্য হয়ে যাই।

বাউল। আনন্দময়! এখন চাই বুদ্ধির অসাধারণ তীক্ষ্ণতা, হৃদয়ে অপার্থিব প্রেম, দুর্জ্জয় সাহস, প্রাণের মধ্যে অপরিমিত হুতাশন, শত ঝঞ্ঝাবাতে প্রলয় দুর্য্যোগে যে অনল নির্ব্বাপিত হবে না। আর চাই বাহুযুগলে মত্ত কেশরীর মতন অমানুষিক বল, মজ্জায় মজ্জায় অমোঘ বীর্য্য, শোণিত প্রবাহে বিদ্যুৎ শক্তি; ধর্ম্মের ইহাই মূর্ত্ত দেবতা, ব্রাহ্মণ।

পুরোহিত। বাউল, তুমি কি মানুষ? তোমার ভেতর এত শক্তি, তাতো পূর্ব্বে জানতে পারিনি। পাগল বলে তোমায় কত কি বলেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো। তুমি আজ আমার প্রাণের কবাট খুলে দিয়েছ, তোমায় কোটী নমস্কার; তুমিই আমার গুরু আমায় মানুষ ক'রে দাও, আমার কর্ত্তব্য স্থির করে দাও।

[চরণে পতিত।

বাউল। এই তো সব মাটী করলেন! ঠাকুর ঐ গুরুগিরিটাই করতে পারলুম না। পারলে এতদিনে লক্ষ লক্ষ শিষ্য হ'য়ে যেতো। যাতে

ঐটে দেশে না থাকে, তার জন্তও বিশেষ চেষ্টা কচ্ছি, কারণ ওতে একটা ঘণ্টা-নাড়ার দলই সৃষ্টি হচ্ছে। যুবকগুলি ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে কর্ম্মহীন হ'য়ে পড়ছে, ভিক্ষুকের দল দিন দিন পুষ্ট হচ্ছে।

পুরোহিত। বর্ত্তমান যুগে এদেশে অনেক মহাপুরুষ এসে গেছেন, তুমি কি বল্‌তে চাও, তাঁরা যে পথের কথা ব'লে গেছেন, সে পথটা কিছুই নয়?

বাউল। পথটা কিছুই নয়—এ কথা বল্‌তে পারি না, অত স্পর্দ্ধাও রাখি না। তবে বর্ত্তমানে শিষ্যমণ্ডলীরা যে পথে চলেছেন, সে পথটা সময়োপযোগী কিনা, সে সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। যে ভগবানের নাম নিয়ে ভিক্ষুক সাজ্‌তে হয়, আমি সে ভগবান্‌কে চাই না।

পুরোহিত। তোমার কথায় মনে হয় তুমি গুরুবাদের ঘোর বিরোধী।

বাউল। ঠাকুর ভুল বুঝবেন না। আমি গুরুবাদের বিরোধী বা অবতার বিশ্বাস করি না, তা নয়, আমারও গুরু আছে। আমি বর্ত্তমান শিষ্যমণ্ডলী এবং তাদের ভাবের অবস্থা দেখে দুঃখিত। রাস্তার এক কোণ দিয়ে মরার মতন হেটে যাবেন, নাকি সুরে কথা কবেন, এ হয়েছে আজ কাল মস্ত বড় একটা ভক্তের লক্ষণ। আর যে ছেলেটা বুক ফুলিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে, সে হয়েছে অহঙ্কারী। কোন্ ভারতের ঋষি ধর্ম্ম সাধন কর্‌তে গিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে ক'রে পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছিল ব্রাহ্মণ? ব্রহ্ম সাধন নিরত কোন্ মহাপুরুষ অনাহারে জীর্ণ শরীর বহন ক'রে পৃথিবীর উপেক্ষাকে ধর্ম্ম সাধনার অঙ্গ ব'লে মেনে নিয়েছিল? অর্জ্জুন কি ধার্ম্মিক ছিলেন না? আজন্ম ব্রহ্মচারী মহামতি ভীষ্ম, তিনি কি অধার্ম্মিক? কার্ত্তবীর্য্য, রাজর্ষি জনক—এঁরা কি তোমাদের আদর্শ পুরুষ নন? ধর্ম্ম সাধনার পথে পরিধেয় বস্ত্রখানারও অনাবশ্যকতা জ্ঞান, জড় জগৎটা কিছু নয়, ওটা মায়াময়—এ যে দিন ভারতের উর্ব্বর মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে, সে দিন থেকে ভারত রসাতল যেতে বসেছে।

পুরোহিত। এ কথা যুক্তিযুক্তই বটে। আমায় এখন কি কর্‌তে হবে ব'লে দাও। আমি তোমার কাছে ধর্ম্মোপদেশ চাই, তুমিই আমার গুরু।

বাউল। আবার! আমি একবারই বলেছি গুরু হ'তে পারবো না। মানুষ আমার মূর্ত্তিটাকে পূজা কর্‌বে, মশারী খাটিয়ে তাঁকে খাটে শোয়াবে, বাতাস কর্‌বে, আর লোকের কাছে বলে বেড়াবেন—আহা ইনি কি মানুষ? ইনি ভগবান। পুরুষ প্রকৃতির যোগে ওঁর জন্ম হয় নি। কি বাতুলতা! আমি এ সব বাতুলতাকে প্রশ্রয় দিতে মোটেই প্রস্তুত নই।

পুরোহিত। তোমার ভাব কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা। কখনো মনে হয় তুমি আস্তিক, আবার কখনো মনে হয় তুমি নাস্তিক।

বাউল। আমি আস্তিকও নই, নাস্তিকও নই, তোমরা যা চাও, আমিও ঠিক তাই চাই। তবে কিনা তোমাদের ধর্ম্মটা কিছু শুক্‌নো, আর আমার ধর্ম্মটা রসে ভরা।

পুরোহিত। সে কি রকম?

বাউল। আমি ধর্ম্মকে চাই, যে আমায় রক্ষা কর্‌তে পারবে, পৃথিবীর প্রবল সংঘর্ষে যে আমার ললাটে বিজয়-তিলক পরিয়ে দিতে পারবে। আমি সে ধর্ম্মকে চাই না, যে আমার সকল ভোগ হ'তে দূরে সরিয়ে নিয়ে পৃথিবীর মহামেলার বাইরে ঐ অন্ধকার কোণটায় আমায় হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে দেবে। ব্রহ্ম এই ব্যাপ্তির রাজ্য সংহরণ ক'রে যেদিন মহা প্রকৃতির কোলে তলিয়ে যাবেন, সেদিন যাবতীয় সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমিও তলিয়ে যাবো। আজ আমার ব্রহ্ম জাগ্রত; তাই আমি আমার সকল ইন্দ্রিয়কেই জাগিয়ে রেখে দিতে চাই, ইহাই আমার ধর্ম্ম এবং ইহাই মানুষের ধর্ম্ম হউক। মানুষের নীতি, মানুষের উপদেশ, মানুষের কল্পনা ধূলিবিলুণ্ঠিত হউক। প্রকৃতির দান মাথা পেতে নেবার জন্ত, হে বাংলার সাধকমণ্ডলী! বাঙ্গালী বালক-বাহিনীকে প্রস্তুত ক'রে তোল। প্রকৃতির কোলে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ স্বভাব জননীর মহামন্ত্রে তারা মানুষ হ'য়ে উঠুক। জননীর পীযূষধারা পানের সাথে সাথে বালকদের কাণে কাণে ব'লে দাও, তারা স্বাধীন, তারা মুক্ত, তারা মায়ের সন্তান।

পুরোহিত। কথাগুলি খুবই মূল্যবান; এ কথা সকলের দ্বারে দ্বারে প্রচার করা উচিত।

বাউল। হাঁ, কিন্তু এ প্রচারের জন্ত উপযুক্ত গুরু চাই। এ মন্ত্রে দীক্ষিত কর্‌তে পারে এমন কর্ম্মী গুরুরই এখন দেশে প্রয়োজন। তাই তো আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করি।

গীত।

পাঠিয়ে দে মা আনন্দময়ী,
দেখা মা তোর সে সন্তানে।

যে জন ভোগের মাঝে
ত্যাগের ছবি,
দেখাতে পারে জীবনে ॥
ঘুমিয়েছিনু এমন ঘুম মা,
সারা পায়নি কেউ ডেকে,
এলো একটা প্রভাতী হাওয়া,
কোন্ অজানা দেশের থেকে,
জেগেছি উঠে বসে'ছি
আঁখি খুলেছি মা;
পেলে এখন পথের সন্ধান,
যে পথেতে মুক্তি মিলে,
যাত্রা করি জয় মা ব'লে,
মা তোর কোটী কোটী ছেলে;
কিন্তু বক্তা হ'লেই হ'ন এখন
দেশের নেতা,
ব'লে বেড়ান ত্যাগের কথা,
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
তাদের অনেকেরই কথায়,
কাজে মা এক দেখিনে।
চাই মা এখন এমন গুরু,
জীবন যাহার কর্ম্মময়,
আপন জন্মভূমির লাগি,
তিল তিল করে হচ্ছে ক্ষয়,
ত্যাগই যাহার মূলময়,
জীবনে আর মরণে,
শুনলে ম তাঁর অভয় বাণী,
সবার প্রাণই যাবে গ'লে,
আমাদের মরা হাড়েই খেলবে ভেল্কী,
সূর্য্যের মতন উঠ্‌বো জ্বলে,
জ্বালিয়ে দিলে জ্ঞানের বাতি,
খুঁজব ক'রে শান্তি পাতি,
এ জগতের হীরা মতি,
এনে দেবো মা তোর চরণে ॥

বাউল। আপনার যদি এ ব্রত ভাল লেগে থাকে, তা হ'লে সেবকদের সাথে মিশে গিয়ে কাজে আরম্ভ করুন।

পুরোহিত। তুমি যে কৃপা ক'রে আমায় তোমাদের সঙ্গী করলে, এজন্য তোমায় আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

বাউল। গার্গী, আমাদের পূজা হয়ে গেল। সকলকে প্রসাদ বিতরণ ক'রে দাওগে। সকলে যেন এক জায়গায় ব'সে প্রসাদ পায়। প্রসাদে জাতি বিচার ক'রো না, যেমন শ্রীক্ষেত্রে জাতি-বিচার নেই। জগবন্ধু শ্রীক্ষেত্রেই আছেন, আমাদের বাড়ীতে নেই, এ কথা মনে ক'রো না, তা হ'লে মাকে সঙ্কীর্ণ করা হবে, ছোট করা হবে। সকলে এক জায়গায় ব'সে প্রসাদ না পেলে পূজা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। আর আজই আমি কলকাতা রওয়ানা হ'বো, আমার যা কিছু সব গুছিয়ে রেখো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হুগলি, সুরেশের বাসা।

সুরেশ, কাত্যায়নী, দীনেশ।

সুরেশ। পূজার ছুটী এসে পড়্‌লো, এবার বাড়ী যেতে ইচ্ছা করেছি, তোমার কি মত?

কাত্যায়নী। আমার তো বাড়ী যেতে ইচ্ছা খুবই, কিন্তু তুমি টাকার যোগাড় করতে পারলে হয়। কোন রকমে দিন চ'লে যাচ্ছে বই ত নয়? খোরাকী খরচ দিয়ে এক পয়সাও বাঁচাবার উপায় নাই কি নিয়ে যে বাড়ী যাবো তাই ভাবছি।

সুরেশ। আমার একজন বন্ধু আমায় একশত টাকা ধার দিতে প্রস্তুত আছেন, তা নিয়েই যাবো মনে করেছি। কি করবো, চেষ্টা তো আর কম কচ্ছি না, মোকদ্দমাই নেই। দেশের অনেক স্থানেই সালিশী বিচার আরম্ভ হয়ে গেছে, সালিশী বিচার পেতে Courtএ কেউ আসতে চায় না, বোধ হয় কিছুদিন পরে সকল উকীলকেই বাড়ী যেতে হবে।

কাত্যায়নী। বাবা তোমায় বাড়ী বসেই এ কথা ব'লেছিলেন, তখন তুমি তাঁর অবাধ্য না হ'লে আজ আমাদের পেটের ভাবনায় অস্থির হ'তে হ'তো না।

সুরেশ। বাবার কথা তখন না শুনে কাজ ভাল করিনি। আমার খামার থাকতে আমি তার যত্ন নেইনি, যাদের খামার নেই, তারা আজ জমি করার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। জমির কথা বই লাইব্রেরীতে এখন অন্য কথা পড় হয় না।

কাত্যায়নী। নিজের পায় নিজেই কুঠার মেরেছ, দোষ দেবে কার? এখনো যদি বুঝে চলো, তবুও বাঁচবার পথ হয়। কিন্তু তা কি তুমি করবে?

সুরেশ। তুমি কি করতে বলো?

কাত্যায়নী। পূজোর বাড়ী যেতে চাও চলো, গিয়ে বাবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো, বাবা দেবতা মা আমাদের দেবী, তাঁরা আমাদের ক্ষমা ক'রবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

সুরেশ। বাবার কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি আমায় ক্ষমা ক'রবেন, এ বিশ্বাস আমারও আছে; কিন্তু ছেলেবেলা থেকে এমন ভাবে তৈরী হ'য়ে এসেছি যে, গাঁয়ে এখন আর মন টেকে না।

কাত্যায়নী। পেটে যখন টান প'ড়েছে, তখন গাঁয়ে থাকাটা এখন মন্দ লাগবে না।

সুরেশ। মনে হয় তুমি আমায় ব্যঙ্গ ক'চ্ছ!

কাত্যায়নী। না, ব্যঙ্গ ক'রবো কেন, যা সত্য তাই বল্‌ছি। অভিমানেই তোমার পতন। তোমার নিজের শক্তি যে কত, তা যদি তুমি বুঝতে পারতে, তবে পিতামাতার অবাধ্য হ'য়ে আজ এ সর্ব্বনাশ করতে না।

সুরেশ। সে অভিমানের জন্য আজ আমিও অনুতপ্ত। কিন্তু সহরের কি মোহিনী শক্তি আছে জানি না, আমার সহর ছাড়তে হবে এ কথা মনে হ'লেই আমি কেমন হ'য়ে পড়ি।

কাত্যায়নী। সহরের দোষ যে কিছু নাই তা নয়; তবে ছেলে বেলা থেকে বিলাসী হ'য়ে প'ড়েছ, গাঁয়ে গেলে সেইটে কমাতে হবে, একথা যখন মনে হয়, তখনই কেমন হ'য়ে পড়ো। তা না হ'লে, কেমন হবার তো কোন কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না।

সুরেশ। তুমি দেখছি আমায় রীতিমত আক্রমণ ক'চ্ছ। এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

কাত্যায়নী। আক্রমণ মোটেই করিনি, যদি তাই আমার উদ্দেশ্য হ'তো, তবে তুমি এতদিনে পাগল হ'য়ে যেতে। তোমার ভাগ্য, যে আমার মত গৃহিণী পেয়েছিলে। আর আমিও ভাগ্যবতী যে, এমন দেব-দেবীর মত শ্বশুর শাশুড়ী পেয়েছিলেম। তাঁদের চরণ তলে ব'সে আমি আমায় তৈরী করে নিতে পেরেছি। তোমার অবস্থা যে এই হবে, তা আমি সে দিনই জানতে পেরেছি, যে দিন তুমি দেবতার কথা উপেক্ষা করেছ। বাড়ী যাবে মনন করেছ, তাই চলো; বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করো, তিনিই তোমার বাঁচবার পথ করে দেবেন।

(দীনেশ বাবুর প্রবেশ)

দীনেশ। (বাহির থেকে) সুরেশ বাবু, বাড়ী আছেন কি?

সুরেশ। আমার এক friend এসেছেন, তুমি এখন ভেতরে যাও।

কাত্যায়নী। তোমার সহুরে বন্ধুদের দেখলেই আমার ভয় হয়। দেখো, যেন বাড়ী যাবার কথাটা আবার উল্‌টে না যায়।

[প্রস্থান।

সুরেশ। আসুন, আসুন, কি মনে ক'রে?

দীনেশ। শুন্‌লাম পূজোর বাড়ী যাচ্ছেন, কতদিনে ফিরবেন, ছুটীর পরে না ভিতরে?

সুরেশ। বোধ হয় ছুটীর ভেতরেই আস্‌বো।

দীনেশ। হরিনারায়ণপুরের জমিদার, তাঁর Estateএ একজন ভাল উকীল চাচ্ছেন, আমি আপনার কথা বলেছি, চেষ্টা করলে বোধ হয়, এ কাজটা, আপনার হয়ে যায়। বছরে হাজার টাকার কম নেই, বেশীও পেতে পারেন।

সুরেশ। এখানে আমার সহায় সম্বল কিছুই নেই, যদি আপনি যোগাড় ক'রে দিতে পারেন, তবে আমাদের বাঁচবার পথ হয়।

দীনেশ। যদি কিছু টাকার যোগাড় করতে পারেন, তবে আমি ঠিক ক'রে দিতে পারি।

সুরেশ। এটিইত আমার সাধ্যাতীত। কত টাকা হ'লে হ'তে পারে মনে করেন?

দীনেশ। ম্যানেজার আর সদর নায়েবকে পাঁচশত টাকা ঘুষ দিতে হবে, কারণ তাঁরাই কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন।

সুরেশ। আপনার সাথে কি তাদের এ সম্বন্ধে কোন কথা হয়েছে?

দীনেশ। হাঁ, তাঁদের সাথে কথা ব'লে যতটা বুঝতে পেরেছি, তাতে পাঁচশো টাকায়ই কাজ হ'তে পারে। স্থানীয় উকীলদের মধ্যে অনেকেই চেষ্টা কচ্ছেন। আপনি যদি টাকার যোগাড় করতে পারেন, তবে আমায় বলে দিন, আমি তাদের সাথে কথা পাকা ক'রে ফেলি।

সুরেশ। আমার কাছে বর্ত্তমানে কিছুই নাই। তবে শুনেছি বাবা তাঁর সম্পত্তির একচতুর্থাংশ আমায় উইল করে দিয়েছেন, তাতে আমি কিছু জমি জমা পেয়েছি, বাড়ী গিয়ে সেগুলি পত্তন ক'রে বা বাঁধা দিয়ে যদি টাকার যোগাড় করতে পারি, এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

দীনেশ। এ তো উত্তম কথা, জমি দিয়ে কি হবে? নিজে তো আর চাষ করতে পারবেন না, প্রজার হাতে দিতেই হবে, কিন্তু টাকা দিয়ে যদি

খন করেন, তবে খাজানা তো পাবেনই, এ চাকুরীটাও হয়ে যাবে।

সুরেশ। কথাটা মন্দ নয়, তবে বাড়ী না গিয়ে আপনাকে জবাব দিতে পচ্ছি না। যদি আপনি আমায় word দিতে পারেন যে এ কাজ হবেই, তবে আমি চেষ্টা করে দেখ্‌বো টাকার যোগাড় কর্‌তে পারি কি না।

দীনেশ। হাঁ, আমি আপনাকে word দিচ্ছি, আপনি টাকার যোগাড় করুন।

সুরেশ। দেখবেন শেষে সব পণ্ড হ'য়ে না যায়।

দীনেশ। আপনি আমায় অবিশ্বাস কচ্ছেন? আমি যেদিন আপনার বর্ত্তমান অবস্থার কথা শুনেছি, সেদিন থেকেই ভাব্‌ছি আপনায় একটা কিছু করে দিতে পারি কি না। ভগবানের কৃপায় এ কাজটা হাতে এসে পড়েছে। এ কাজ যদি আপনায় হয়ে যায়, তবে আর সংসারের ভাবনা আপনায় ভাবতে হবে না!

সুরেশ। যদি যোগাড় করে দিতেই পারেন, তবে চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

দীনেশ। আপনি টাকার যোগাড় করুন, ম্যানেজার আমার Class-friend তাকে আমি যা বল্‌বো সে তাই কর্‌বে।

সুরেশ। আচ্ছা আমি যে কোন রকমে টাকার যোগাড় কর্‌বোই।

দীনেশ। তবে এখন আমি আসি, Good night.

[প্রস্থান।

সুরেশ। গিন্নি, গিন্নি, এ দিকে এসো!

কাত্যায়নী। এত বড় গলায় ডাক্‌ছ যে, বন্ধু কিছু দিয়ে গেল নাকি?

সুরেশ। কিছু দিয়ে যায় নি বটে, তবে দেবার মধ্যে; একটা চাকুরী স্থির হয়ে গেল, হরিনারায়ণ-পুরের Estate এর উকীল।

কাত্যায়নী। তবে বুঝি আর বাড়ী যাওয়া হবে না?

সুরেশ। বাড়ী যেতেই হবে, কারণ এ চাকুরী নিতে হ'লে ম্যানেজারকে পাঁচ শত টাকা দিতে হবে। কিন্তু বছরে হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

কাত্যায়নী। এ টাকা পাবে কোথায়? কর্জ্জ কর্‌বে, তা কেউ দেবে না। আমার গহনা যা ছিল তাও প্রায় শেষ করেছ।

সুরেশ। বাড়ীতে যা বিষয় সম্পত্তি আছে, তা বিক্রয় ক'রে বা বাঁধা দিয়ে টাকা যোগাড় কর্‌বো মনে করেছি। এক বছরের মধ্যেই এ দেনা পরিশোধ করতে পার্‌বো, এ বিশ্বাস আমার আছে।

কাত্যায়নী। দেনা ক'রে টাকা এনে চাকুরী নেয়ার চেয়ে না নেয়াই আমি ভাল মনে করি। একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাবার ব্যবস্থা কচ্ছ? যার জন্যে এত বড় গলায় ডাক দিয়েছিলে, লজ্জাও করে না?

সুরেশ। তুমি দেখ্‌ছি আমায় একটা মানুষের মধ্যেই গণ্য করো না?

কাত্যায়নী। কি করে কর্‌বো? যে পুরুষ নিজের স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করতে অক্ষম, সে কি একটা পুরুষের মধ্যে? আমি যদি পুরুষ হতাম, তবে দেখতে সংসারে কত কাজ করে ফেল্‌তুম?

সুরেশ। থাক, এ বীরত্ব তো তোমার চিরদিনই দেখে আস্‌ছি। এখন কি করা কর্ত্তব্য তাই বলো। তোমার বাবার কাছে লিখে দেখো না, তিনি টাকাটা দেন কি না।

কাত্যায়নী। আমি আর বাবার কাছে টাকার জন্য লিখতে পারবো না। দেখো সহরে বন্ধুদের কথা শুনে আর কাজ নেই, পূর্ব্বে যা বলেছি তাই করো, তাতেই তোমার মঙ্গল হবে।

সুরেশ। বল কি? এমন একটা Chance সাম্‌নে এসে পড়েছে, এ কি ছাড়া যায়? চেষ্টা করে দেখতেই হবে।

কাত্যায়নী। আমি জানি যে, তুমি আমার কথা শুন্‌বে না, তবু বলি, চাকুরী দিয়ে আর কাজ নেই, বাড়ী চলো।

সুরেশ। আচ্ছা, বাড়ী তো চলো, তারপরে যা ভাল মনে করো তাই করা যাবে।

কাত্যায়নী। চলো, আমি সর্ব্বদার জন্যই প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমার ভাঙ্গা কপাল আর জোড়া লাগবে, সে আশা আমার নেই। যদি লাগতো, তবে দেবতার কথা উপেক্ষা করে সহরে আস্‌তে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কলিকাতা, নন্দলালের বাড়ী।

নন্দলাল, সুরমা, বন্ধুদ্বয়, মাড়োয়ারী,
প্যাদা, বাউল, চাকর।

নন্দলাল। ম্যানেজার পত্র দিয়েছে, লাটের টাকা হ্যাণ্ডনোট কেটে নেওয়া হয়েছে। প্রজারা খাজানা দেয় না, তাদের নামে নালিশ রুজু করতেও নাকি বিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সে টাকাও কর্জ্জ করেই আন্‌তে হয়েছে; তহবিলে টাকা নেই, আমিও এক বছর এখানে এসেছি, বাড়ীখানা এখন হোটেল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

সুরমা। এ সকল খরচ তো নিজেই বাড়িয়েছ। কোথায় হ্রাস থেকেই যাবে, তাতে আজ এক বৎসর হ'য়ে গেল। আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলেছি, যে সকল বন্ধু তোমার জুটেছে, এরা সকলেই চরিত্রহীন, এদের হাত এড়াতে না পারলে তোমার সবই যাবে।

নন্দলাল। যোগাড় তো সেই রকমই হয়ে উঠেছে। আমিও প্রায় দশ হাজার টাকা দেনা হয়ে পড়েছি, মাড়োয়ারী রোজই টাকার জন্ম তাগিদ দিচ্ছে।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর। (মদের বোতল দিয়ে)

[প্রস্থান।

সুরমা। (হাত ধরে) গ্লাস রাখ বল্‌ছি।

নন্দলাল। সুরমা, যখন ডুবেছি, তখন আমায় ভাল ক'রে ডুবতে দাও।

সুরমা। না, তুমি এ বিষ খেতে পারবে না। ভালো চিকিৎসক পেয়েছিলে, ভালো ঔষধ খাওয়া শিখিয়েছে, ঔষধে এখন ভিটে বাড়ী পর্য্যন্ত উৎসন্ন হবার যোগাড় হ'য়ে উঠেছে।

নন্দলাল। বাধা দিও না, খেতে দাও। অন্ততঃ আজ খেতে দাও, আর খাব না।

সুরমা। দেখি কেমন ক'রে খাও, আমি তোমার স্ত্রী, সুখ-দুঃখের সাথী, তোমার শুভাশুভের ফলভোগী। আজ দেখবো কে বড়, সুরা না সহধর্ম্মিণী।

নন্দলাল। এই দেখো—একি? হাত অবশ হয়ে আসছে, বুকের পশুবল যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছে। কেন আজ এত কঠিনা হ'লে সুরমা। ছেড়ে দাও, আমি প্রাণ ভ'রে পান করি।

সুরমা। আমার সব যেতে বসেছে, রাজরাণী আজ পথের ভিখারিণী হ'তে চলেছে, এখনো বল্‌ছো বাধা দেব না? আমি যে তোমার স্ত্রী, তোমার উপরে আমার দাবী যে কত, তা কি তুমি বোঝ না?

নন্দলাল। সব বুঝি, সুরমা, সবই বুঝি। কিন্তু কি করবো লোক মদ খায়, আমায় যে মদে খেয়ে বসেছে। জানি তুমি সেই স্ত্রী, যে শুধু দেহের সেবিকা নয়, আত্মার শুশ্রূষাকারিণী, বিলাসের ক্রীড়নক নয়, উচ্চাশার সহায়; তুমি আমার সেই স্ত্রী, যে প্রমোদে রঙ্গিনী, কর্ত্তব্যে পাষাণী। সুরমা, আমি কি মানুষ?

সুরমা। তোমার মত মানুষ ক'জন আছে?

নন্দলাল। আমি জানি, ঠাট্টা কচ্ছ না; কিন্তু আমার পক্ষে আজ এটা পরিহাস। মদে কি মনুষ্যত্ব থাকে? আমার আছে কি সুরমা। ঘরে খাবার নেই, বাইরে সুখ নেই, দেহে স্বাস্থ্য নেই, মনে শান্তি নেই, আমি কি উপলক্ষ্য ক'রে ভালো হব? কাকা আমার দেবতা, তাঁর কথা উপেক্ষা ক'রে কলিকাতায় এসে যা হয়েছি, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। বাউল দাদাকেও কটু বল্‌তে ছাড়িনি; বাড়ী যে যেতে বলো, কোন মুখে গিয়ে আমি তাঁদের কাছে দাঁড়াবো? সুরমা, এখন আমার মৃত্যুই মঙ্গল।

সুরমা। তুমি মদ ছেড়ে দাও, বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে দাও, আবার তোমার সব হবে।

নন্দলাল। বহুদিন তো এমন সত্য কারো কাছে শুনিনি, কিন্তু এ যে জীবন-ভরা ভুল।

সুরমা। কি হয়েছে? দুটা চারটা পতনে কি একটা জীবন ব্যর্থ হ'তে পারে?

নন্দলাল। সত্য ক'রে বলো, আমার মত লোকেরও নিস্তার আছে?

সুরমা। সব অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে।

নন্দলাল। সুরমা। আমি যদি কোন দিন মানুষ হই, সে তোমারি জন্যে, তোমারি পুণ্যে।

(বাহির থেকে বন্ধুদ্বয়)

বন্ধুদ্বয়। নন্দ বাবু, বাড়ী আছেন?

সুরমা। বাইরে কে ডাকছে, বোধ হয় তোমার বন্ধুরা সব এসেছে, ওদের তাড়িয়ে দিতে বলো।

নন্দলাল। সব ভদ্রলোকের ছেলে, তাড়িয়ে দেবো কি ক'রে? আচ্ছা, আজ বলে দেবো—তারা যেন আর কখনো এ বাড়ীতে না আসে। তুমি এখন ভেতরে যাও।

[সুরমার প্রস্থান।

নন্দলাল। আপনারা এদিকে আসুন।

সুরেন। তোমায় এখন আর সব সময় পাওয়া যায় না, গিন্নীর প্রেমে মজে গেলে নাকি?

নন্দলাল। তা যাই কেন হই না, তোমরা আর আমার বাড়ী এসো না, তোমরাই আমার সর্ব্বনাশ করেছ।

সুরেন। যখন আস্‌তে নিষেধ করলে, তখন আর আসবো না। আজ যখন এসে পড়েছি, তখন একটু ফুর্ত্তি হউক না। ওরে ঢাল্ না, মদ ঢাল্, নন্দকে দে।

নন্দলাল। তোমরা খাও, আমি দেখবো; আমি আর খাবো না প্রতিজ্ঞা করে'ছি।

সুরেন। হারে ও প্রতিজ্ঞা মদখোর দিনে পাঁচটা করে। ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে মাতালের কোন দোষ হয় না। দেশ দেখা আর মদ চাকা তিন ইয়ারে তেরস্পর্শ না হ'লে কি আর মগুগুল হয় রে?

প্রমোদ। হারে! মাগের পাল্লায় প'ড়ে একেবারে বিধবা সাজলি নাকি?

নন্দলাল। যা-ই বলো, আমাকে তোমাদের দল থেকে বাদ দিতে হচ্ছে।

প্রমোদ। তুমি না খাও না খাবে, দুটো ভদ্রলোক এসেছে, তাদের পেয়ালা ভ'রে দিয়ে খুসী করো।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর। বাবু! মালক্রোকের পরোয়ানা নিয়ে মাড়োয়ারী আর প্যাদা এসেছে।

নন্দলাল। হা ভগবান্!

(প্যাদা, মাড়োয়ারীর প্রবেশ।)

প্যাদা। আমি আপনার যাবতীয় মাল ক্রোক দিলাম। যদি টাকা দিতে পারেন, তবে মাল ফেরৎ রাখতে পারেন।

নন্দলাল। আমি আর কি ক'রে রাখবো। আপনারা সব নিয়ে যান।

প্যাদা। মাল বের করো দারোয়ান।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। বের করতে হবে না, অপেক্ষা করুন। আপনাদের কত টাকা পাওনা?

প্যাদা। দশ হাজার টাকা পাঁচ আনা।

বাউল। অপেক্ষা করুন, আমি টাকা দিচ্ছি। (ব্যাগ থেকে খুলে) এই নিন্ দশ হাজার টাকার একখানা চেক, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে নেবেন।

প্যাদা। (টাকা গ্রহণ করে) এই নিন্ রসিদ, ডিক্রী আমরাই মকস্মাল ক'রে দেবো।

[প্রস্থান।

বাউল। দারোয়ান! এদের ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দেতো।

প্রমোদ। আমাদের বের ক'রে দিতে হবে না, আমরা নিজেরাই যা'চ্ছি।

[প্রস্থান।

নন্দলাল। এসেছ বাউল দাদা, সময় মতনই এসেছ; আর কিছু সময় পরে এলে বোধ হয় দেখা পেতে না। তোমরা দেবতাই বটে, (পায় পড়ে) আমার সকল ক্রটী মার্জ্জনা করো।

বাউল। কেন তোমায় কলকাতা আস্‌তে নিষেধ করেছিলাম, এখন বুঝ্‌তে পেরেছ? এ জায়গার পরিণামই এই। যে কোন রাজা, জমিদার এখানে এসেছেন, তাঁরা অনেকেই ধ্বংস হ'য়ে গেছেন, যাঁরা আছেন তাঁরাও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হ'চ্ছেন। একদিন স্বর্গীয় ঋষি রাজনারায়ণ বাবু তাঁর প্রিয় ভক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়কে বলে'ছিলেন,—"অশ্বিনি! তোকে দেখে মনে হয়, তুই জগতে একটা কিছু কাজ করবি। একটা কথা তোকে ব'লে দিচ্ছি, বুড়োর এ কথাটা রক্ষা করিস্, মঙ্গল হবে। গঙ্গা যার পশ্চিমে, কাশীপুর যার উত্তরে, মারাঠা ডিচ যার পূর্ব্বে, টালিগঞ্জ যার দক্ষিণে, এই যে স্থানটুকু অর্থাৎ কলকাতা,—এর ভেতরে যেন তোর কর্ম্মক্ষেত্র না হয়, এখানে মানুষ মানুষ থাকে না।" ঋষিবাক্য কি কখনও মিথ্যা হয়? কলকাতা এখন ঠিক তাই হয়েছে।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। এসেছ বাউল দাদা! রক্ষা করো আমাদের, আমরা পথে দাঁড়িয়েছি। আর একটু পরে এলে বোধ হয় শ্মশানে দেখতে পেতে।

বাউল। মা তোমাদের রক্ষা করেছেন। আজই বাড়ী যাবার যোগাড় করো। সম্পত্তি এখন

লাটের টাকার দায়ে নিলামে উঠেছে। যাকে ম্যানেজার রেখে এসেছিলে, তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, বাড়ী না গেলে সব যাবে।

সুরমা আচ্ছা, আমি রান্না তৈরী করি গে, খেয়েই আমরা গাড়ীতে উঠবো।

[প্রস্থান।

বাউল। কেন তোমায় কল্‌কাতা আসতে নিষেধ করেছিলাম, এখন বুঝতে পেরেছ তো?

নন্দলাল। সে কথা ব'লে আর আমায় লজ্জা দেবেন না। বাড়ী নিয়ে যাচ্ছেন, গিয়ে আমি দাঁড়াবো কোথায়? খাব কি?

বাউল। সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। তুমি কল্‌কাতা আসাবধি আমরাও একেবারে নীরব ছিলাম না, কাজেই ছিলুম, বাড়ী গিয়েই সব দেখতে পা'বে। চলো, এখন ভেতরে চলো, আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই রওয়ানা হ'তে হবে। আমি এইমাত্র শেয়ালদা থেকে নেবে এসেছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ী।

কিশোরীলাল, যোগেন, চাকর।

কিশোরীলাল। যোগেন! তোমার দাদার পত্র পেলাম, সে বউমাকে নিয়ে বাড়ী আস্‌ছে; তাদের যত্নের যেন কোন রকম ত্রুটী না হয়। বউটী আমার লক্ষ্মী, তার বাড়ী ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না, হতভাগা তাকে জোর ক'রে নিয়ে গেছে।

যোগেন। দাদা বাড়ী আস্‌ছেন, এতো আনন্দের বিষয়; যত্নের ত্রুটী হবে কেন? সহরে গেছেন বলেই কি দাদা পর হয়ে গেছেন? তিনি পর মনে কর্‌তে পারেন, কিন্তু আমার যিনি দাদা, তিনি চিরদিন দাদাই থাকবেন।

কিশোরীলাল হাঁ, এই তো চাই, ভাই ভাই কখনো বিরোধ না হয়। বাংলার অনেক সোণার সংসার এই ভ্রাতৃ-বিরোধে ধ্বংস হয়ে গেছে।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর। বাবু আমি কল্‌কাতা থেকে এই পত্রখানা নিয়ে এসেছি।

[পত্র প্রদান ও প্রস্থান।

কিশোরীলাল। (পত্র পাঠ করা)

কিশোরি!

আমি নন্দ আর সুরমাকে নিয়ে কাল বেলা একটায় স্বর্ণপুরে পঁহুছিব। তুমি এদের রীতিমত অভ্যার্থনার আয়োজন করো। ইতি—

"বাউল"

যোগেন, যাও, ব্যাণ্ডপার্টি ঠিক করো, স্বর্ণপুরের প্রত্যেক বাড়ী যেন আলোন হয়, রাত্রে দীপযাত্রা হবে। স্বর্ণপুরে আজ আনন্দের তুফান বহিয়ে দাও।

যোগেন। যে আজ্ঞে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের বাড়ী।

(নন্দলাল, কিশোরীলাল, বাউল, প্রজাগণ, যোগেন, বালকগণ)

গীত।

ভাই চল্‌রে চল্‌রে চল্‌
করমের নিশান উড়ায়ে চল্;
বাজা মা-নামের ভেরী,
ধরা হউক রে টলমল।
চল্ চল্ চল্॥
ব'সে কি ভাবিস্ তোরা,
ডাকছে মা দিস্‌নে সারা,
তোরা কি জ্যান্তে মরা হলি রে সকল॥
চল্ চল্ চল্॥
দেবতা ঐ মাথার প'রে,
অভয় দিচ্ছেন অভয় করে;
যায় যদি প্রাণ দেশের তরে,
পাবি মোক্ষ ফল।
চল্ চল্ চল্॥
মায়ের নামের ডঙ্কা দিয়ে,
দাঁড়ারে তোরা বুক ফুলিয়ে;
দেখে মুকুন্দ জয় মা ব'লে,
বাজাক রে বগল।
চল্ চল্ চল্॥

(বাউল ও নন্দলালের প্রবেশ)

বাউল। যাও নন্দ, কাকার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো।

নন্দলাল। কাকা—কাকা! আপনি আমার সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করুন। (চরণে পতিত)

কিশোরীলাল। ওঠো বাবা! হারে তুই কি আমার পর, দাদার মৃত্যুর পরে তোকে আমিই মানুষ করেছি। তুই যে আমার বুকের ধন; আবার তোকে এমন ভাবে বুকে ফিরে পাবো তা আমি ভাবতে পারি নাই। আজ তোমার এই উদ্ধারের মূল বাউল ঠাকুর, তাঁর চরণে কৃতজ্ঞতা জানাও।

নন্দলাল। বাউল দাদা, ছোট ভাইয়ের ত্রুটী মার্জ্জনা করুন। বলুন, আমায় ক্ষমা করলেন?

বাউল। ক্ষমা অনেক দিনই করেছি নন্দ! কেন, তোমায় আমরা কল্‌কাতা যেতে নিষেধ করেছিলাম, তা বোধ হয় এখন বেশ বুঝতে পেরেছ।

নন্দলাল। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, কল্‌কাতার মোহ আমার একেবারে কেটে গেছে। এ দেশের রাজা জমিদারদের মোহ যাতে কাটে, সেজন্য আমি এখন প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌বো। এখন আমার জীবনের কর্ত্তব্য কি, ব'লে দিন। জমিদারী বোধ হয় নিলাম হ'য়ে গেছে, এখন আমি দাঁড়াবো কোথায়?

কিশোরীলাল। তোমার জমিদারী পূর্ব্বে যা ছিল, এখনো তাই আছে। লাটের টাকা আমরাই দিয়েছি, ম্যানেজার ষ্টেট ধ্বংস করার চেষ্টা কচ্ছিল, কিন্তু সে কৃতকার্য্য হ'তে পারে নি। বর্ত্তমানে তার কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ কেউ বলেন —প্রজারা তাকে মেরে ফেলেছে; খাঁটী খবর এখনো পাই নি। প্রজারাও তোমায় দেখতে এসেছে, তাদের আজ আর আনন্দ ধরে না। তারা তোমাকে নজর দেবে, তা তুমি গ্রহণ ক'রো না। তোমার জমিদারী আবার তুমি বুঝে নেও আর তোমার বাবা দশ লক্ষ টাকা মজুত রেখে গিয়েছিলেন, সে মাত্র আমিই জানতুম্; এবং সে লোহার সিন্দুকের চাবি তিনি আমার কাছেই দিয়ে যান। একদিন তুমি সে চাবি চেয়েছিলে, কিন্তু তখন আমি তা দেইনি, আজ সে চাবি দিচ্ছি, তুমি টাকা বুঝে নিয়ে আমায় দায় থেকে মুক্ত করো। (চাবি প্রদান) মালখানায়ই সে সিন্দুক আছে।

বাউল। এখন তোমার শুধু জমিদারী নিয়ে ব'সে থাকলেই চলবে না, এই স্বর্ণপুরের সেবায় লাগতে হবে। এমন ভাবে একে তৈরী কর্‌তে হবে, যেন ভারতের প্রতি পল্লী এই স্বর্ণপুরের আদর্শে তৈরী হয়। এই ব্রতই তোমার জীবনের সাধনা ক'রে লও, তবেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হবে।

নন্দলাল। আপনার আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে যদি আমায় সমস্ত সম্পত্তি এই স্বর্ণপুরের সেবায় দান কর্‌তে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত। বলুন, আমায় কি কর্‌তে হবে?

বাউল। যোগেন, কেদার প্রভৃতি দশটী বন্ধু একত্র হ'য়ে একটী কৃষিক্ষেত্র তৈরী করেছে। দু'জন কৃষিক্ষেত্রে কাজ কচ্ছে, আর ক'জন ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান চ'লে গেছে। তাদের ইচ্ছা বিদেশ থেকে কিছু কাজ শিখে এসে দেশে সে কার্য্যের পত্তন করে, বর্ত্তমানে ওরা একটা সূতোর মিল প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চায়।

নন্দলাল। এখন কি ক'রে তা কর্‌বে? আর মিল চালাবেই বা কে?

বাউল। ওদের ইচ্ছা ইউরোপ থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার দশ বছরের জন্য কন্‌ট্রাক্ট ক'রে এনে কাজ আরম্ভ ক'রে দেয়। তারপরে ছেলেরা এসে যখন তাদের কাজ বুঝে নেবে, তখন তাকে বিদায় দেওয়া হবে। জাপানে কাবুলেও তাঁরা এমন ভাবে বিদেশ থেকে লোক এনে কাজ আরম্ভ করেছে। কিন্তু ওদের টাকার অভাব, আমি বলি তুমি ওদের টাকাটা দিয়ে দাও, পরে তোমার টাকা ওরা পরিশোধ কর্‌বে। যোগেনের ইচ্ছা ছেলেরা ফির্‌বার পূর্ব্বেই মিলের কাজ আরম্ভ ক'রে দেয়।

নন্দলাল। আমার তো মনে হয় এখন মিল্ বসালে খুব high tax বসিয়ে দিবে, কাজেই ওরা মিল্ চালাতে পার্‌বে না।

বাউল। আমার মনে হয় সরকার বাহাদুর এখন আর এতটা বাড়াবাড়ি করবেন না। এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য বোধ হয় তাঁরাও একটু সাহায্য কর্‌তে বাধ্য হবেন।

নন্দলাল। আপনার যদি সে বিশ্বাস হ'য়ে থাকে, তবে বাবা যে দশ লক্ষ টাকা মজুত রেখে গেছেন, তা আমি স্বর্ণপুরের সেবার জন্য আপনার হাতে দিচ্ছি, আপনি কাজ করুন; এই নিন্ সে সিন্দুকের চাবি।

বাউল। (চাবি নিয়ে) আনন্দম্, আনন্দম্।

গীত।

তরণী মায়ের চরণ-তরণী!
আমরা এবার হবোই পার,

ভয় গেছে দূরে, অভয় পেয়েছি,
মাভৈঃ বাণী শুনেছি মা'র।

বীর প্রসবিনী জননী মোদের,
বীরের জাতি আমরা বীর,
বিলাসে ব্যসনে ধরেছিল জরা,
নত হ'য়ে ছিল উন্নত শির ;

জানি না কাহার চরণ পরশে,
উজলি উঠিল পূরবাকাশ,
মোহ-মদিরার নেশা গেল ছুটে,
তামসী নিশার হইল নাশ ;
জাগিল স্মৃতিতে পূরব গরিমা,
কালিমা মোছাতে হবেই হবে,
দাঁড়ায়ে সকলে জয় মা বলিয়া,
তোদের বিজয় হবেই হবে ॥

প্রজাগণ। আদাব—আদাব—

[নন্দকে ফুলের মালা প্রদান।

বাউল। এই রমজান, করিম, তোমার জমিদারীর ভেতরে খুব বড় জোদ্দার। রমজানের খামারে বার্ষিক আশী হাজার টাকার উপরে আয় হয়। করিমেরও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা হয়। কল্‌কাতা যাবার সময় এই রমজানই আমায় দশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। তা না হ'লে আমি তোমায় মাড়োয়াড়ীর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারতুম্ না। রমজানের টাকা দশ হাজার তাকে এখনি দিয়ে দাও।

রমজান। না—সে টাকা আমি নেবো না। আমি সে টাকা মনিবকে নজর দিলাম। দশ হাজার টাকা দিয়েও যে আমরা মনিবকে ফিরে পেয়েছি, এই আমাদের সৌভাগ্য। খোদার দোয়ায় আমার বহু টাকা আছে। যাঁর খেয়ে আমরা বেঁচে আছি, আজ তাঁরি সেবার জন্য দশ হাজার টাকা দিয়েছি, সে টাকা যদি আমি ফিরিয়ে নি বাউল দাদা, তবে খোদার কাছে জবাব দেবো কি ?

নন্দলাল। বাউল দাদা! আমার স্বর্ণপুরে এমন সব দেবতা আছেন, এ যদি আমায় পূর্ব্বে জানাতেন, তবে বোধ হয় আমার জীবনে এমন একটা কালো দাগ লাগতো না। এসো ভাই রমজান, আমি তোমায় আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হই। (আলিঙ্গন)

গীত।

বাউল—
বিশ্বপতির বিশ্ব বীণায়
পঞ্চমে ধরেছে তান,
তা নইলে কি এমনি ক'রে,
পাগল হ'তো সবার প্রাণ ॥
ধনী-মানী মেথর কুলী,
বৃদ্ধ-যুবা বালকগুলি,
তাই ত সবে আপন-হারা
আজ হিন্দু পার্শী মুসলমান ॥
অজানা দেশের টানে,
কারো মানা কেউ না মানে,
কালের স্রোতে ভাসিয়ে তরী,
আজ সবাই তরী বায় উজান ॥
এই তো রে ভাই কালের গতি,
আজ পতন কাল উন্নতি,
উঠলে পরেই নাব্‌তে হবে
আমার প্রেমময়ের এই বিধান ॥

বাউল। রমজান আমাদের মিল্ প্রতিষ্ঠার জন্যও লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। দেশের উন্নতির জন্য ইনি মুক্তহস্ত। এমন আরো অনেক প্রজা তোমার আছেন, যাঁরা স্বর্ণপুরের সেবার জন্য অজস্র-দান করতে প্রস্তুত।

নন্দলাল। কাকা, তা হ'লে আপনি আর বাউল দাদা যত শীঘ্র হয় কাজ আরম্ভ ক'রে দিন, টাকার অভাব হবে না, আমার জমিদারীতে যা আয় হয়, সংসার চালাতে যা লাগবে তা রেখে, বাকী টাকা সবই আমি আমার স্বর্ণপুরের সেবায় দান করতে প্রস্তুত আছি।

কিশোরীলাল। তোমার এ সাধু প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, মা তোমার সহায় হউন।

বাউল। এ সব কথা এখন থাক্। যোগেন, তুমি তোমার দাদাকে নিয়ে ভেতরে যাও ; গাঁয়ের মেয়েরা নন্দকে দেখবার জন্য ভেতরে অপেক্ষা কচ্ছেন।

[নন্দকে নিয়ে যোগেনের প্রস্থান।

বাউল। কিশোরী, তুমি আমার সঙ্গে চলো। রমজান, করিম, তোমরাও আমাদের সঙ্গে এসো।

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—হুগলি, সুরেশের বাড়ী।

সুরেশ, কাত্যায়নী, বুদো, প্যাঁদা।

কাত্যায়নী। আজ কাছারীতে কিছু পেয়েছ কি?

সুরেশ। না, মোকদ্দমাই নেই।

কাত্যায়নী। শুনেছি, তুমি নাকি লাইব্রেরীতে ব'সে কেবল তাস পাশা দাবাই খেলো? এতদিন ওকালতী কচ্ছ কিন্তু আমার বাবার কাছ থেকেই টাকা এনে সংসার চালাতে হচ্ছে। আমি কিন্তু আর কখনো টাকার জন্য বাবাকে জ্বালাতন করতে পারবো না বলে রাখছি।

সুরেশ। কি করবো, কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পাচ্ছি না। আমার ওকালতীতে সুবিধা হবে ব'লে মনে হয় না। যাঁরা পুরাণো উকীল, তাঁদেরই পসার দিন দিন কমে যাচ্ছে, নূতন উকীলদের আর ডাকে কে?

কাত্যায়নী। বাবা তোমায় বাড়ী বসেই এ কথা বলেছিলেন, কিন্তু তখন সে কথা তুমি কাণেই তুল্লে না। মানুষ যতই সভ্যের দিকে অগ্রসর হবে, ততই মামলা মোকদ্দমা কমে যাবে। এ সহজ কথাটা তখন তিনি তোমায় বোঝাতে পারলেন না। যাক, দোকানী আর ধারে জিনিষ দিতে চাচ্ছে না; তারই বা দোষ কি, প্রায় এক শত টাকার মত বাকী পড়েছে। আজ যে কি খাবে, তারও কিছুই যোগাড় দেখছি না।

সুরেশ। তোমার বাবার কোন পত্র পেয়েছ?

কাত্যায়নী। হাঁ, তিনি লিখেছেন, ভাল জামাই এনেছিলাম, বিবাহের সময় যা দেবার তা তো দিয়েছিই, এখন তার গুষ্ঠী পর্য্যন্ত পুষতে হচ্ছে। আমায় আর কখনো টাকার জন্য পত্র দিও না। তোমাদের জন্য কি এখন ভিটে বাড়ী বিক্রী করতে বলো?

সুরেশ। কি, এতদূর? তুমি আর তাঁকে পত্র দিও না, দেখি সংসার চালাতে পারি কি না।

কাত্যায়নী। রাগো কেন? এতদিন তিনিই তোমার সংসার চালিয়েছেন, তা না হ'লে উপোস ক'রে থাকতে হতো। নিজের যে সংসার চালাবার ক্ষমতা নেই, সেইটে স্বীকার করো না কেন?

সুরেশ। সংসার চালাতে অক্ষম, এ কথা স্বীকার করবো কেন? আমি কি লেখা পড়া শিখিনি?

কাত্যায়নী। যে লেখা পড়ায় মাগ ছেলের পেটের ভাত যোগাতে পারে না, সে লেখা পড়া না শিখলেও হয়। আমার মতে বাড়ী চলো, জমা জমি যা আছে তাতেই স্বচ্ছল ভাবে সংসার চলে যাবে; কিছু কিছু সঞ্চয়ও হ'তে পারে।

সুরেশ। সে জমা জমি কি এখনো আছে? সে সব যে যোগেন দখল ক'রে বসে আছে, বাবা সবই যোগেনকে দিয়েছেন।

কাত্যায়নী। আমার বিশ্বাস হয় না। শ্বশুর মহাশয় দেবতা, তিনি সকলকেই সমান ভাবে দিয়েছেন, তুমি খোঁজ করো।

সুরেশ। আমি খোঁজ না নিয়ে কি বলছি? বাবা আমার উপরে খুব রেগেছেন, তাঁর কথা উপেক্ষা ক'রে সহরে আসাই এই রাগের কারণ। তিনি জমাজমি সবই যোগেনকে দিয়েছেন।

কাত্যায়নী। এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। তুমি ভাল ক'রে খোঁজ নেও, তোমার যা প্রাপ্য, বাবা তোমায় তা নিশ্চয়ই দিয়েছেন।

সুরেশ। তুমি যা বলছ তাই বটে। বাবা আমায় সবই দিয়েছিলেন। কিন্তু সে জমিও আমি প্রজার হাতে পত্তন ক'রে এসেছি; তারা এখন আমায় খাজনা দেয় মাত্র, তাও সব আদায় হচ্ছে না।

কাত্যায়নী। এতদিন তো তুমি এ কথা আমায় বলো নি! তবে এখন আমাদের নাই বলতে কিছুই নাই, হায় ভগবান্! একেবারে পথে দাঁড় করালে? (ক্রন্দন)

সুরেশ। এখন আর কাঁদলে কি হবে? বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য কি তাই বলো। বাবাকে পত্র দেবো কি? তিনি কি আমায় ক্ষমা করবেন?

কাত্যায়নী। তাই করো, আজই বাবাকে পত্র দেও, আজই বাড়ী চলো, বাবার পায়ে ধ'রে কাঁদবো, তিনি স্নেহের সাগর, তাঁর স্নেহে আমরা বঞ্চিত হবো না।

সুরেশ। তা হ'লে বাবাকে পত্র দিয়ে দি, যে, আমরা বাড়ী আসছি। যাও, তুমি যাবার জন্য প্রস্তুত হও গে।

কাত্যায়নী। আচ্ছা, আমি সব গুছিয়ে নেই গে। [প্রস্থান।

সুরেশ। কোন্ মুখে গিয়ে বাড়ীতে উঠবো! বাবা কি আমায় ক্ষমা করবেন? তাঁর অবাধ্য হয়ে সহরে এসেছি। তিনি কত ক'রে বুঝিয়েছিলেন, তখন তাঁর সাথে কত তর্ক করেছি, বাবার প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, সে বেদনায় এখন আমার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। এখন উপোষ ক'রেও দিন কাটাতে হয়। বাউল দাদা যা বলেছিলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য, দেশ ছেড়ে বিদেশে এসেই আমরা সোণার সংসার ছারখার করে ফেলি, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হ'য়ে পড়ি। সহরে এসেছিলাম, যদি গিন্নীকে সঙ্গে না আনতুম্, তবে আজ আমার জমিগুলি এমন ক'রে পরের হাতে যেতো না। থাক্, এখন ভাববার সময় নেই, বাড়ী গিয়ে বাবার পায়ে প'ড়ে কৃত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করবো, যদি তিনি ক্ষমা না করেন, তবে তাঁর চরণতলে বসেই এ অনুতপ্ত জীবনের শেষ ব্যবস্থা ক'রে চিরবিদায় গ্রহণ করবো। যাই, বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হই গে।

(মুদী ও প্যাদার প্রবেশ)

প্যাদা। মহাশয়, আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম্। আপনি এ মুদীর দোকানে এক শত টাকা দশ আনার দেনাদার, ইনি দস্তকের পরোয়ানা বের করেছেন।

মুদী। আমি আপনাকে কত দিন বলেছি যে, মশায় আমার পাওনা চুকিয়ে দিন। কিছু কিছু ক'রে দিলেও এতদিনে শোধ হয়ে যেতো। কিন্তু আপনার কাছে টাকার কথা বল্লেই, আপনি যা— তা—বলে বিদায় ক'রে দিতেন। পাওনা টাকা চাইলেও এ দেশের বাবুদের মান খসে যায়, অপমান বোধ করেন। এখন কি সম্মানটা বেশী হলো?

সুরেশ। তাই তো, এখন উপায় কি? জেলে যেতেই হচ্ছে, সহরের এই পরিণাম।

(কাত্যায়নীর প্রবেশ)

কাত্যায়নী। আপনাদের কত টাকা পাওনা?

প্যাদা। এক শত টাকা দশ আনা।

কাত্যায়নী। একটু অপেক্ষা করুন, আমি টাকা দিচ্ছি। (হাতের অনন্ত খুলে স্বামীর হাতে দিয়ে) তুমি এ নিয়ে এক মহাজনের ঘরে বিক্রী ক'রে এদের টাকা দিয়ে দাও।

সুরেশ। তুমি আমায় চিরদিনের জন্য ঋণী করলে।

কাত্যায়নী। আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি। তোমার চেয়ে আমার গহনা বেশী নয়।

[প্রস্থান।

সুরেশ। একেই বলে সহধর্ম্মিণী, যে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়েও স্বামীকে বাঁচায়। এ রত্ন শুধু ভারতেই জন্মায়, জগতের কোন স্থানেই এ রত্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, এর জন্যই ভারতবর্ষ ভাগ্যবান। স্বামীর চরণ সেবাই যাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, স্বামীর মুখ প্রফুল্ল দেখলে যারা স্বর্গ-সুখ উপভোগ করেন, সে রত্ন আমরা পদদলিত ক'রে চলেছি। ভারতবাসি! মস্ত বড় ভুল কচ্ছ, এরা সত্য সত্যই তোমাদের গৃহলক্ষ্মী, এ গৃহলক্ষ্মী পদদলিত ক'রে জাতির সর্ব্বনাশ ক'রো না। এদের পূজা করতে শেখো, জাতির জীবনের ভিত্তি অল্প দিনেই গঠিত হ'য়ে যাবে। এমন গৃহলক্ষ্মী পেয়েও যদি জাতি তৈরী না হয়, তবে সে ভারতবাসীর অদৃষ্টের দোষ। আজ আমিও ধন্য যে, এমন গৃহলক্ষ্মী আমার মতন হতভাগাও পেয়েছে। চল ভাই, তোমাদের টাকা দিয়ে মুক্ত হই গে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বাউলের বাড়ী।

(বাউল, কিশোরীলাল, গার্গী)

বাউল। কেমন হ'লো কিশোরী বাবু!

কিশোরীলাল। এতটা পরিবর্ত্তন হবে, এ আমি আশা করি নাই। পরশপাথরের স্পর্শে লোহা যেমন সোণা হয়, নন্দও আজ আপনার স্পর্শে সোণা হ'য়ে গেছে।

বাউল। এ দেশের রাজা জমিদারদের প্রাণ সকলের উদার এবং মহৎ। কতকগুলি ভাল জিনিষ নিয়েই এরা জন্মায়। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য না থাকলে কি আর এত বড় ঘরে জন্মায়? অসৎ লোকের পাল্লায় প'ড়েই এরা এদের বিবেক হারিয়ে ফেলে, তা না হ'লে প্রায় সব বিষয়েতেই এরা আমাদের চেয়ে উন্নত। নন্দের এই পরিবর্ত্তনের মূল তাঁর স্ত্রী সুরমা, বউমাটীই এ সংসারের লক্ষ্মী, আমি এমন মেয়ে খুব কমই দেখেছি।

কিশোরীলাল। আমার বউমার তুলনা নেই, সত্য সত্যই সে এ সংসারের লক্ষ্মী; কল্‌কাতা যাবার সময়ও নন্দকে অনেক বাধা দিয়েছিল।

বাউল। যাক্ সে কথা। তোমার ছেলে সুরেশ ওকালতী ত্যাগ ক'রে বাড়ী আসছে, এলে পরে তার যা কিছু আছে সবই তাকে বুঝিয়ে দাও।

কিশোরীলাল। তার সবই তো সে প্রজার হাতে দিয়ে গেছে।

বাউল। হাঁ, সে সব আমি হাজার টাকায় রমজানের নামে বিনামা ক'রে রেখে দিয়েছি। সুরেশের পরিবর্ত্তন হবেই, আজ আর কাল।

কিশোরীলাল। আমার কর্ত্তব্য আমি শেষ করেছি।

বাউল। তোমার কর্ত্তব্য যে তুমি শেষ ক'রেছ, তা আমি জানি।

(গার্গীর প্রবেশ)

গার্গী। বাবা!

বাউল। কি—মা?

গার্গী। মেয়েরা বলে পাঠিয়েছে, বাবা যেন আজ একবার আমাদের বিদ্যালয়ে আসেন, তারা অনেক নূতন কাজ ক'রেছে, তা আপনাকে দেখাবে।

বাউল। আনন্দের কথা। মেয়েদের ব'লে দিও, আজ বেলা দু'টায় আমি বিদ্যালয় দেখতে যাবো, তোমার বিদ্যালয়ে এখন ছাত্রীর সংখ্যা কত?

গার্গী। এক শতের উপরে হবে।

বাউল। বেশ। মনে রেখো, শুধু লেখাপড়া শেখালেই হবে না, তাদের ধর্ম্ম-জীবন, কর্ম্ম-জীবন দু'ই এখান থেকে তৈরী ক'রে দিতে হবে, যেন তারা সংসারে গিয়ে আদর্শ গৃহিণী হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। শ্বশুর শাশুড়ী যেন তাদের সেবায় আনন্দে ভরপুর হয়। বর্ত্তমানে বাংলার অবস্থা বড়ই ভীষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, বউ ঘরে এলেই শ্বশুর শাশুড়ীর বুক শুকিয়ে যায়। তোমার বিদ্যালয়ে যাতে গৃহলক্ষ্মী তৈরী হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে।

গার্গী। অনেক মেয়েই বিয়ে বস্‌তে চায় না। বলে, আমরাও আপনার মত কুমারী থেকে দেশের সেবা করবো।

বাউল। সকলেই যদি বিয়ে না বসে, তবে সংসার থাকবে কি ক'রে? আর আমাদেরই বা এ কর্ম্মক্ষেত্র তৈরী করার আবশ্যক ছিল কি? বিবাহিত জীবনই সুন্দর, যদি ত্যাগই জীবনের মূলমন্ত্র হয়। বেশী সন্ন্যাসী দিয়ে কাজ নেই, দু'একটী আদর্শ থাকলেই হবে। এ দেশে সন্ন্যাসী যথেষ্ট আছে, আর সন্ন্যাসী দিয়ে প্রয়োজন নেই, এখন চাই আদর্শ গৃহস্থ। বিয়ে না হ'লে জীবনের একদিক অপূর্ণ থেকে যায়। বহু স্বামীজী হ'য়ে দেশটাকে উচ্ছন্ন দিতে বসেছেন। যুবকগণ ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে কর্ম্মহীন হ'য়ে পড়ছে। এ বিংশ শতাব্দীর কর্ম্ম যুগে স্বামীজীরা কিছুদিনের জন্য অবসর নিলেই ভাল হয়। ধর্ম্মোপদেশ এখন কিছুদিন তাঁরা শিকায় তুলে রাখুন, ধর্ম্ম ভারতবাসীর পৈতৃক সম্পত্তি। অভাব আমাদের অন্ন-বস্ত্রের, এ অভাব যদি দূর হ'য়ে যায়, তবে ধর্ম্ম এ দেশে আপনা থেকেই ফুটে বের হ'য়ে পড়বে। এখন বুঝ্‌তে পেরেছিস্ মা?

গার্গী। হাঁ বাবা, বুঝতে পেরেছি। আর একটা কথা—মেয়েরা সব আপনার কাছে দীক্ষিত হ'তে চাচ্ছেন।

কিশোরীলাল। আমিও এ কথা শুনেছি; আমিই আপনায় বল্‌তুম, গার্গীর মুখ থেকে বেরিয়ে ভালই হ'লো।

বাউল। যা পছন্দ করি, না তাই। দীক্ষা আবার কি? কর্ম্মে দীক্ষা তো তাদের হয়েই গেছে। ধর্ম্মে দীক্ষা দেবার শক্তি তো মা আমার নেই, সে দীক্ষা দেবে তাদের স্বামী। পতিই পরম গুরু, পতিই পরম দেবতা, তাঁর উপরে তাদের আরাধ্য আর কেউ আছেন, এ কথাই কখনো বল্‌বে না। মেয়েদের ধর্ম্ম-জীবন তৈরী করার জন্য যেদিন গুরুর হাতে বা স্বামিজীদের হাতে আমরা তাঁদের সঁপে দিয়েছি, সেদিন থেকেই ভারতের নারী-শক্তির পায়ে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। অনন্তশক্তিতে শক্তিশালিনীদের আমরা শক্তিহীনা ক'রে ফেলেছি। পতিসেবাই তাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, মেয়েদের কাছে এ কথাই বল্‌বি। স্বামীর উপরে কোন দেবতা নেই, ভগবানও নয়। পতিপরায়ণা সতীরাই ভারতে বাৎপ্রসবিনী ব'লে পরিচিতা। ইহাই ভারতের পুরাতন আদর্শ, এ পুরাতনকেই আবার নূতন ক'রে ভারতে আন্‌তে হবে, তা না হ'লে মেয়েদের ভেতরে মাতৃত্ব ফুটিয়ে তোলার আশা করাই বাতুলতা।

গার্গী। আর একটা কথা, আমার বিদ্যালয়ে বালবিধবাই বেশী, কুমারীও চল্লিশের মতন হবে;

এদের ভেতরে অনেকেই বিয়ের যোগ্য, এদের বিয়ের যোগাড় করা প্রয়োজন। অভিভাবকগণ টাকা দিয়ে বিয়ে দেন, এমন অবস্থা অনেকেরই নেই, এর কি করা যাবে?

বাউল। তোমার বিদ্যালয়ের মেয়েদের বরের অভাব হবে না। তুমি তাদের তৈরী করো, বর আমিই জুটিয়ে দেবো।

[গার্গীর প্রস্থান।

কিশোরীলাল। ছেলে যোগাড় করবেন কোত্থেকে? টাকা না হ'লে যে, আজকাল ছেলে পাওয়া যায় না।

বাউল। যে ছেলে বিয়ে করতে টাকা চায়, আমি তার বাড়ীর পাশ দিয়েও যাব না। যে কর্ম্মক্ষেত্র আমরা তৈরী করেছি, তাতে প্রচুর শিক্ষিত যুবক আমরা পাবো। মেয়েদের বিদ্যালয়ে মেয়েরা তৈরী হচ্ছেন, ছেলেদের বিদ্যালয়ে ছেলেরা তৈরী হচ্ছেন, এ ছেলে মেয়ের হাত যদি মিলিয়ে দিতে পারি, তবে সে মিলন বড় মধুর হবে; কারণ ছেলেও ত্যাগের আদর্শে তৈরী, মেয়েও তাই। আমি চাই আদর্শ, গৃহস্থ প্রতিষ্ঠা করতে, আমার বিশ্বাস, এরাই ভোগের মাঝে থেকে কি ক'রে ত্যাগী হওয়া যায়, ভারতকে তা দেখাতে পারবে।

কিশোরীলাল। তবে কি আপনার মেয়ে-বিদ্যালয়ের লক্ষ্য আদর্শ-গৃহিণী তৈরী করা?

বাউল। নিশ্চয়! আমি যেমন চাই আদর্শ-গৃহিণী, তেমন চাই আদর্শ ছেলে। এদের মিলন হ'লে যেমন হবে সংসার শান্তিময়, তেমন হবে দেশের কর্ম্মীদের বিশ্রামের স্থান। দেশের নেতাদের বলো, তাঁরা বক্তৃতা না দিয়ে মানুষ তৈরী করার ক্ষেত্র তৈরী করুন। মানুষ তৈরী হ'লে তাকে রাজনীতি, সমাজনীতি বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন হবে না, তখন তারা নিজেরাই সব বুঝে নেবে, দেশও তখন তাঁদের কথায় সাড়া দেবে। দু'চারজনে হৈ চৈ করলে কি আর কাজ হবে? সকলের মিলিত আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমান হ'য়ে না উঠলে তোমাদের কথা কেউ কাণে তুলবে না। ভিক্ষায় কি কখনো পেট ভরে ভাই? তোমরা নিজের পায় দাঁড়িয়েছ, এ যখন জগৎকে দেখাতে পারবে, তখন তোমাদের জগতে অপ্রাপ্য কিছুই থাকবে না।

কিশোরীলাল। তা হ'লে এ কর্ম্মক্ষেত্র যাতে আরো বড় করা যায়, তার জন্যে আমাদের উঠে প'ড়ে লাগতে হবে। জগৎকে দেখাতে হবে,—আমরাও মানুষ, আমরাও কাজ করতে পারি।

বাউল। তোমার আমার এখন আর তেমন ক'রে খাটবার সময় নেই! আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার যোগেনের উপরে, আর মেয়েদের শিক্ষার ভার গার্গীর উপরে দেবার ইচ্ছা করেছি, তোমার কি মত?

কিশোরীলাল। আপনার আশীর্ব্বাদে ওরা যে কাজ সুন্দর ভাবে চালাতে পারবে, সে বিশ্বাস আমার আছে।

বাউল। আচ্ছা, চলো, এখন একবার নন্দের বাড়ী যাই, তাঁর সাথে আরো অনেক পরামর্শ আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের বাড়ী।

(হেমলতা, সুরমা, বাউল, নন্দলাল, ফেরিওয়ালা)

হেমলতা। কলকাতায় তোমার কোন কষ্ট হয়নি তো?

সুরমা। শারীরিক কোনই কষ্ট হয়নি, ঝি চাকরের কোনই অভাব ছিল না। কিন্তু রাত্রে তিনি প্রায়ই বাড়ী থাকতেন না; কোথায় যেতেন, বলেও যেতেন না, তাই ভয়ে ভয়ে আমায় সারা রাত জেগে থাকতে হতো।

হেমলতা। রাত্রি জেগে জেগেই তোমার চেহারা ময়লা হয়ে গেছে। যাক্, মা কালী যে এত শিগ্‌গির নন্দের পরিবর্ত্তন করবেন, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

সুরমা। মায়ের কাছে দু'বেলা প্রার্থনা করাই আমার ব্রত ছিল, এখন মনে হয়, মা আমার প্রার্থনা শুনেছেন।

হেমলতা। প্রার্থনা কখনো ব্যর্থ হয় না মা, যদি প্রার্থনা করতেই পারে। তুমি সতী, পতিগতা, প্রাণ তোমার প্রার্থনা কি মা না শুনে পারেন? নন্দ দেশে এসেই স্বর্ণপুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, প্রজারা নন্দের এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে আনন্দে নেচে উঠেছে। সকলেই বলেছেন, আমরা প্রাণ দিয়েও বাবুর কার্য্যের সাহায্য করবো।

সুরমা। জগতের সেবাই যদি জীবনের ব্রত হয়, তবে মানুষ আপনা থেকেই পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে।

(বাউলের প্রবেশ)

বাউল। ঠিক বলেছিস্ বউমা। জগতের সেবাই যাঁর জীবনের ব্রত, তিনিই ধন্য। তোমার নন্দ আজ সত্য সত্যই দেশের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করেছে, এমন একদিন আস্‌বে, বেঁচে থাকলে দেখ্‌তে পার্‌বি বউমা, এই স্বর্ণপুরের আদর্শে ভারতের প্রতি পল্লী তৈরী হবে।

(সুরমা, হেমলতা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

বাউল। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, ঠাকুর তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন। নন্দ কোথায়?

সুরমা। এই তো বাইরে গেলেন, কারা এসেছেন। ব'লে গেলেন, এখনি আস্‌বেন। আমি আজ একবার মেয়েদের বিদ্যালয় দেখতে যাবো।

হেমলতা। তা বেশ, আমিই তোমায় নিয়ে যাবো।

সুরমা। সকলেই যখন কাজে লেগে গেলেন, তখন আমিই বা ব'সে থাকবো কেন? দেখি আমিও সেবার যোগ্যা হ'তে পারি কি না।

হেমলতা। ইচ্ছা করলে সে বিদ্যালয় নিয়ে তুমিই থাকতে পারো। তোমায় পেলে মেয়েরা সকলেই খুব আনন্দিতা হবে।

সুরমা। আমি কি সেখানে কোন কাজের যোগ্য হবো?

বাউল। কেন হবে না মা, তোমার মত ইংরেজী জানা একটী মেয়েও তাদের প্রয়োজন, কিন্তু গার্গী তা এখনো পায়নি, তোমায় পেলে গার্গীর আনন্দের সীমা থাকবে না।

হেমলতা। মেয়েদের ইংরেজী শেখাবার প্রয়োজন কি? এতে কি কাজ ভাল হবে?

বাউল। মন্দ হবার তো কারণ দেখতে পাচ্ছি না, ইংরেজী শিখলেই মেয়েরা বিলাসিনী হন্ না, বিলাসিনী হন্ পিতামাতার শিক্ষার ত্রুটীতে। যে সকল ছেলেরা বিদেশে গিয়েছে, তাঁদের জন্যই আমাদের এ মেয়ে তৈরী করা। তাঁরা সব বি, এ, এম, এ, পাশ করা ছেলে, তাঁদের সাথে মেয়েদের বিয়ে দিতে হ'লে মেয়েদেরও সামান্য একটু ইংরেজী জানা প্রয়োজন, তা না হ'লে ঐ ছেলেদের মনোমত হবে কেন? প্রতিভা কখনো ব্যর্থ হয় না মা, সমানে সমানে মিল না হ'লে সে মিলনে প্রেম হয় না।

সুরমা। আপনি তা হ'লে মেয়েদের সব দিক্ সমান ভাবে ফুটিয়ে তুল্‌তে চান্?

বাউল। হাঁ—মা, গৃহিণীর কোন দিক অপূর্ণ না থাকে, আমি তেমন ভাবেই মেয়েদের তৈরী ক'রে দিতে চাই।

সুরমা। ও—কেউ গান গাচ্ছে নয়?

বাউল। হাঁ—বোধ হয় কোন ফেরিওয়ালা আস্‌ছে। আচ্ছা আমি নন্দের কাছে যাচ্ছি, তোমরা দেখো কি এনেছে।

[বাউলের প্রস্থান।

ফেরিওয়ালা। (বাহির থেকে) চাই—দেশী কাপড়, দেশী জামা, তোয়ালে, রুমাল।

সুরমা। এদিকে নিয়ে এসো।

গীত।

ফেরিওয়ালা—

আপনারে ভাই আপ্‌নি হাঁটি;
কেন পা থাকিতে নিবি লাঠি।
দেশী জিনিষ থাকতে কেন,
বিদেশীতে মন মজাও ভাই;
মোটা ভাত মোটা কাপড়ে,
চ'লে না কি মোটামুটী;
বিটের চিনি কলের ময়দা,
কাজ কিরে আর খেয়ে তারে;
আখী গুড় আর জাঁতার আটা,
খাবো খানা পরিপাটী।

ছেড়ে দেও বিদেশী কাপড়,
বাঁচুক মোদের দেশী তাঁতি,
তামা কাঁসা থাকতে দেশে,
কিনিস্ কেন লোহার বাটি।
ছেড়ে দে মা রেশমী চুরী,
শাঁখার কি আর অভাব দেশে;
মুকুন্দের কথা ধর ভাই বোন সব হয়ে খাঁটী।

সুরমা। তোমার গানটি বড়ই মিষ্টি, আবার গাও বাবা।

গীত।

"আপনারে ভাই আপ্‌নি হাঁটি"

সুরমা। তোমার সব জিনিষই কি এ দেশের তৈরী?

ফেরিওয়ালা। হাঁ মা, সবই এদেশের মেয়েদের হাতের তৈরী। আমি কুমারী পার্ব্বতী দেবীর বিদ্যালয় থেকে এ সব জিনিষ পাই।

সুরমা। দেখি কি এনেছ?

ফেরিওয়ালা। (কাপড় দেখানো)

সুরমা। বাঃ, চমৎকার, এমন তো মিলেও তৈরী হয় না। তোমার এখানে কত টাকার জিনিষ আছে? আমি সবই রাখবো।

ফেরিওয়ালা। আনন্দের কথা, এখানে পঞ্চাশ টাকার জিনিষ আছে।

সুরমা। দাঁড়াও, আমি টাকা এনে দিচ্ছি।

হেমলতা। এত জিনিষ দিয়ে তুমি কি ক'রবে?

সুরমা। চেষ্টা ক'রে দেখবো, আমিও এমনি তৈরী ক'রতে পারি কি না; তাই নমুনা রেখে দিলাম।

হেমলতা। তুমি ত আর তৈরী ক'রে বাজারে বিক্রী ক'রতে যাবে না? যারা বিক্রী করে, তাদের শেখা প্রয়োজন।

সুরমা। আমি বিক্রী ক'রলেই বা ক্ষতি কি? আমার নিজের অর্থাভাব নেই বটে, কিন্তু যারা এক মুষ্টি অন্নের জন্য রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, এ কাজ ক'রে তাদের তো কিছু সাহায্য ক'রতে পারবো? নিজের রক্ত জল ক'রে তো কখনো পরের সেবা করি নি, দেখি এ করেও যদি কিছু সেবা ক'রে কৃতার্থ হ'তে পারি।

হেমলতা। তোমার সাধু ইচ্ছা মা পূর্ণ করুন। তুমি সচ্ছন্দে এ সব জিনিষ রাখতে পারো।

সুরমা। বাবা, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি টাকা এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

হেমলতা। তোমরা শুধু ঐ স্বর্ণপুরেই জিনিষ বিক্রী করো, না অন্যত্রও গিয়ে থাকো?

ফেরিওয়ালা। তা কেন? আমরা এই সমস্ত বাংলা ঘুরে বেড়াই। আমি একা নই, এই বিদ্যালয়ে যা তৈরী হয়, তা আমরা ত্রিশ জনে বিক্রী করি। যে ভাবে কাজ চলেছে, তাতে মনে হয়, আমরা অল্প দিনের মধ্যেই জিনিষ বিদেশে পাঠাতে পারবো।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। এই নাও বাবা তোমার টাকা। যাবার সময় আর একটা গান শুনিয়ে যাও, তোমার গান বড় মিষ্টি।

গীত।

ফেরিওয়ালা—

ছেড়ে দাও রেশমি চুরী, বঙ্গনারী;
কভু হাতে আর পরো না।
জাগ গো ও জননী, ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না;
কাঁচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে
কলঙ্ক হাতে পারো না॥
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্ম্ম সাক্ষী;
জগৎ ভ'রে আছে জানা;
চটকদার কাঁচের বালা; ফুলের মালা,
তোমাদের অঙ্গে শোভে না॥
নাই বা থাক মনের মতন, স্বর্ণভূষণ,
তাতেও যে দুঃখ দেখি না;
সিঁথিতে সিন্দুর ধরি, বঙ্গনারী,
জগতে সতী শোভনা॥
বলিতে লজ্জা করে, প্রাণ বিদরে,
কোটি টাকার কম হবে না;
পুঁতি কাঁচ ঝুটা মুক্তায়, এই বাংলায়,
নেয় বিদেশে কেউ জানে না॥
ঐ শোন বঙ্গমাতা, সুধান কথা,
জাগো আমার বঙ্গ কন্যা;
তোরা সব করিলে পণ, মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না॥
আমি যে অভাগিনী, কাঙ্গালিনী,
দু'বেলা অন্ন জোটে না,
কি ছিলেন কি হইলাম, কোথায় এলাম,
মা যে তোরা ভাবিলি না॥

ফেরিওয়ালা। (প্রণাম ক'রে) মা, তবে এখন আসি।

[প্রস্থান।

সুরমা। কি মিষ্টি গান, গানের সাথে প্রাণের তন্ত্রীগুলি যেন আপনা থেকে বেজে ওঠে। কাকিমা! এরা বুঝি সবই সে আশ্রমের ছেলে, বাউল দাদা যারা তৈরী?

হেমলতা। হাঁ—মা, তাই। বাউল ঠাকুর দেবতাই বটেন। এমন স্বদেশ-বৎসল কর্ম্মবীর ভারতে ক'জন আছেন জানি না। চলো এখন বিদ্যালয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হই গে। এই যে মন এসেছে।

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দলাল। একি! এত সব কাপড় কোথায় পেলে সুরমা?

সুরমা। গার্গীর বিদ্যালয়ের তৈরী কাপড়, একটী ছেলে বিক্রী করতে এনেছিল, আমি সবই রেখে দিয়েছি।

নন্দলাল। বাঃ, সুন্দর কাপড় তো! বেশ করেছ, আমাদের বাড়ী এসে যে সে ফিরে যায় নি, তাতেই আনন্দ পেলাম। এ সবই বাউল দাদার কর্ম্ম। আমরা বড়ই ভাগ্যবান্ যে এমন কর্ম্মী গুরু পেয়েছি।

হেমলতা। তিনি তোমার খোঁজে এসেছিলেন। এইমাত্র কোথায় চলে গেলেন।

নন্দলাল। হাঁ আস্‌বার কথা ছিল, বোধ হয় আবার আস্‌বেন, আমার সাথে তাঁর দেখা হওয়া প্রয়োজন। যে সকল ছেলেরা বিদেশে গিয়েছেন, তাদের খরচের টাকা আজই পাঠাতে হবে।

সুরমা। কত টাকা পাঠাতে হবে?

[হেমলতার প্রস্থান।

নন্দলাল। তাঁরা সাত জন গেছে, দু'জন বিলেতে, তিন জন জাপানে, দু'জন এ্যামেরিকায়! দশ হাজার টাকা আজই পাঠাতে হবে, তাদের পত্র পেলে আবার টাকা পাঠাবো। তাঁদের সে জায়গায় কাজ শেষ ক'রে আস্‌তে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে।

সুরমা। এত টাকা তুমি কোথায় পাবে?

নন্দলাল। সুরমা, স্বর্গাদপি গরীয়সী মা জন্মভূমির সেবা যদি প্রাণ দিয়ে করতেই পারি, তবে মায়ের কৃপায় টাকার অভাব হবে না। আমার যা কিছু ছিল তা মায়ের পায়ে উৎসর্গ করেছি, এতে যদি না হয় তবে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে ভারতবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে আমার মায়ের সেবার যোগাড় কর্‌বো।

সুরমা। এ দাসীকেও সঙ্গে রেখে কৃতার্থ কর্‌তে ভুলো না কিন্তু!

নন্দলাল। সুরমা, তোমায় সঙ্গ ছাড়া কর্‌বো, এও কি কখনো হতে পারে? আমার দুঃখময় জীবনের পরিবর্ত্তনের মূলে যে তুমি আর বাউল দাদা। জীবনে যদি কিছু করি, সে তোমায় নিয়েই কর্‌বো সুরমা, আমাদের বল্‌তে আমরা কিছুই রাখবো না; যা কিছু আছে সে সবই দেশের সেবায় তিল তিল ক'রে বিলিয়ে দিয়ে চ'লে যাবো। চলো, এখন ছুটো খেতে দেবে চলো

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কিশোরীলালের বাড়ী।

(হেমলতা, কাত্যায়নী, যোগেন, কিশোরীলাল)

হেমলতা। হুগলীতে তোমার কোন অসুবিধা হয়নি তো?

কাত্যায়নী। যথেষ্ট হয়েছে, অনেক দিনই সময়-মত খাওয়া জোটেনি।

হেমলতা। সে কি? সুরেশ নাকি বেশ পয়সা উপায় করতো? তবে কি সে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে?

কাত্যায়নী। যাঁরা পুরাতন উকীল, তাঁদেরই এখন তেমন আয় নেই, নূতনদের ডাকে কে? তারপরে মোকদ্দমাও দিন দিন কমে যাচ্ছে।

হেমলতা। কর্ত্তা তো এ কথা পূর্ব্বেই বলেছেন, তখন তাঁর উপদেশ মত কাজ কর্‌লে আজ এমন হ'তো না। তবে আমরা থাকতে যে বাড়ী ফিরেছে, এই মঙ্গল।

কাত্যায়নী। তিনি কি আর ইচ্ছা করে বাড়ী এসেছেন? এক রকম জোর করেই আনা হয়েছে।

হেমলতা। হাঁ—আমি তা বুঝতে পেরেছি। সুরেশ বাড়ী এসেছে বটে, কিন্তু খুবই লজ্জিত। আমার কাছে আস্‌তেও যেন ভয় পায়।

কাত্যায়নী। কোন্ মুখে কাছে আস্‌বেন? নেই বলতে তো এখন আর কিছুই নেই, যা কিছু বাবা দিয়েছিলেন, তাও সবই পরের হাতে।

(যোগেনের প্রবেশ)

যোগেন। কিছুই যায়নি বউদি। দাদার অভাব কিসের? বাবা আমায় যা দিয়েছেন, তা সবই আমি দাদাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, দাদাই সংসারের কর্ত্তা, আমি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।

কাত্যায়নী। ঠাকুরপো, আপনি দেবতা! মানুষের প্রাণ কি এত বড় হয়? যে আপনার মত ভাই পেয়েছে, সে ভাগ্যবান্। আমাদের ত্রুটী আপনি মার্জ্জনা করুন।

যোগেন। বউদি, তুমি আমার মাতৃস্থানীয়া, তুমি অমন করে কথা বল্‌লে আমি আর কখনো তোমার কাছে আস্‌বো না। দাদা কি কখনো পর হয়? যেদিন থেকে তা হয়েছে, সেদিন থেকেই দেশ রসাতলে যেতে বসেছে। ভাইয়ের উপর যেদিন থেকে ভাই কর্ত্তব্য হারিয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতের পতন আরম্ভ হয়েছে, বাপ দাদার নাম কলঙ্কিত করে আমরা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছি। এ গতি আবার ফিরিয়ে দিতে হবে, তা না হ'লে এ জাতির কল্যাণ নাই, কল্যাণ হতে পারে না। তুমি দাদাকে ব'লো তাঁর জন্যে আমরা একটা কাজের পত্তন করেছি, তাঁকে সে কার্য্যের ভার গ্রহণ কর্‌তে হবে। সংসারের ভাবনা তাঁকে ভাব্‌তে হবে না, সে যা কর্‌বার আমিই কর্‌বো।

হেমলতা। ছেলে হ'লে যেন যোগেন, তোর মত ছেলেই আমি জন্মে জন্মে পাই। তোর মা হয়ে আজ আমি আমায় গৌরবান্বিতা মনে কচ্ছি।

(কিশোরীলালের প্রবেশ)

কিশোরীলাল। গিন্নি, শুধু তুমি গৌরবান্বিতা নও, আজ আমিও গৌরবান্বিত। তোমার যোগেনের প্রশংসা আজ সমগ্র ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে। আজ আমাদের বংশ ধন্য হয়ে গেছে, আমার সমস্ত জীবনের পরিশ্রম আজ আমি সার্থক মনে কচ্ছি।

যোগেন। বাবা! এ প্রশংসার মূলে তো আপনিই, আপনার চরণতলে ব'সে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি, এ তো সে শিক্ষারই ফল। আজ আপনার দান আপনি গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন।

(চরণে পতিত)

কিশোরীলাল। (বুকে তুলে) আজ আমরা আনন্দে ভরপুর। এমন ছেলে যার হয়, সে মা-বাবার আনন্দের আর সীমা থাকে না। সুরেশ বাড়ী এসেছে, সুরেশ আমার পণ্ডিত ছেলে। জীবনে অনেকেই অনেক ভুল করে, সেও একটা ভুল করেছে, একটা ভুলে কারো জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় না। যে কাজ তার হাতে দেওয়া হ'লো, তাতে সে দেশের অনেক কাজ কর্‌তে পার্‌বে, এ বিশ্বাস আমার আছে। বাল্যকাল থেকে ছেলের ভেতরে যে শক্তির বিকাশ দেখা যায়, পিতামাতার কর্ত্তব্য তার সে শক্তিকে ফুটিয়ে তোলা। এ দেশ তা করে না বলেই আমাদের ছেলেরা শক্তিহীন; ইউরোপ তা করে ব'লেই সে দেশের ছেলেরা শক্তিমান্‌। এইটে যে শুধু আমাদের পিতা মাতারই দোষ, তা নয়, বর্ত্তমান শিক্ষারও যথেষ্ট ত্রুটী আছে।

হেমলতা। সুরেশকে কি কাজ দেওয়া হ'লো?

কিশোরীলাল। স্বর্ণপুর নামে একটা কাগজ বের হচ্ছে, সে তার এডিটার হ'লো। এ দেশে যা কাজ হচ্ছে, তা ভারতময় ছড়িয়ে দেওয়াই হ'লো তার জীবনের ব্রত।

কাত্যায়নী। বেশ কাজই দেওয়া হয়েছে। বাসায় প্রায় সময় বই নিয়েই থাকতেন। অনেক দিন পড়া ফেলে কাছারীতে পর্য্যন্ত যেতেন না।

কিশোরীলাল। ও যে পড়তেই ভালবাসে, তা জেনেই ত আমি ওকে শিক্ষা বিভাগে রাখতে চেয়েছিলাম। যার যে শক্তি, তাকে সে শক্তি বিকাশানুযায়ী ক্ষেত্র তৈরী করে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

হেমলতা। সুরেশ আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

কিশোরীলাল। আমার কাছেও ক্ষমা চেয়েছে। তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্টই হয়েছে। যোগেন! যাও, তোমার দাদাকে নিয়ে এক সঙ্গে ব'সে খাও গে, আমি দেখবো। বউমা! তুমিও যাও, আমার স্নানের যোগাড় কর গে। আর ভয় নাই, মা তোমাদের সকল ময়লা ধুয়ে মুছে বাড়ী এনেছেন।

হেমলতা। শুনেছেম সুরেশ নাকি তার সম্পত্তি হাজার টাকায় পত্তন ক'রে গিয়েছিল?

কিশোরীলাল। হাঁ, টাকা নিয়ে রমজান সে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছে। অন্য দেশ হ'লে ফিরে পাবার কোনই আশা ছিল না। স্বর্ণপুরের চাষারাও আজ দেবতার আসনে উন্নীত হয়েছেন, তাই সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের কাছারী।

(কিশোরীলাল, নন্দলাল, বাউল, প্রজাগণ, সুরেশ, যোগেন)

বাউল। রমজান! আজ আমার তোমাদের কেন ডেকেছি, তা বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছ?

রমজান। হাঁ, আমি বুঝেছি। গাঁয়ে গাঁয়ে এখন আমাদের সালিশী সভা কর্‌তে হবে, মোকদ্দমা যাতে আদালতে না যায়, সে ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

বাউল। হাঁ, আমাদের সব কাজ হয়ে গেছে, শুধু ঐটেই হয়নি, আজ আমি সে কাজটীও শেষ ক'রে রাখতে চাই।

রমজান। আমি এ কথা সর্ব্বত্র প্রচার করেছি, প্রস্তাব শুনে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন; এতে কারোই আপত্তি নেই।

বাউল। এ যে আনন্দেরই কথা। দেশের টাকা যাতে বিদেশে না যায়, বর্ত্তমানে আমাদের তাই দেখ্‌তে হবে, পরে অন্য কাজ। এই মোকদ্দমায় কি দেশের কম টাকা বিদেশে চ'লে যাচ্ছে? তারপরে বিচারও তেমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

করিম। তা আর বলেন? আমার জমি ফয়জদ্দি বেদখল ক'রে খাচ্ছিল, দলিল পত্র সবই আমার নামে, কিন্তু মোকদ্দমায় আমিই হেরে গেলুম।

বাউল। তাই ত আমরা এ বিচারাসন প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাচ্ছি। দেশের বিচার দেশে ব'সে হ'লে সত্য গোপন থাকবে না, কাজেই বিচারও ভাল হবে। এই স্বর্ণপুর পরগণায় বর্ত্তমানে আমরা দশটী সালিশী সভা প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাই, আর একটী সদরে। ঐ সকল জায়গার বিচারে যাঁরা খুসী না হবেন, তাঁরা সদরে আসবেন, এখানে নন্দ নিজে বিচার কর্‌বে, কিশোরী বাবুর পরামর্শ নিয়ে।

(সকলে মিলিত কণ্ঠে)— কর্ত্তার জয় হউক।

করিম। চমৎকার, বাবু নিজে বিচার করেন, এই ত আমরা চাই। মনিব নিজে বিচার না কর্‌লে কি আর প্রজা বাঁচে? আমলা কর্ম্মচারীরা তো কেবল ঘুষের বিচারক, যে টাকা দিতে পারে, তার কথাই কয়।

বাউল। তা হ'লে আমি এখনই তোমাদের সামনে নন্দকে সে বিচার-আসনে বসাচ্ছি। নন্দ মায়ের নাম নিয়ে প্রস্তুত হও।

কিশোরীলাল। নন্দ! বাউল ঠাকুরের পদধূলি নিয়ে আসনে ব'সো। মা মঙ্গলময়ী তোমার মঙ্গলই করবেন।

নন্দলাল। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

(সকলের অভিবাদন ক'রে আসনে বসিলেন)

বাউল। কালী মাইকী জয়।

(মিলিত কণ্ঠে, 'কালী মাইকী জয়')

বাউল। রমজান! শিবপুরের বিচারাসনে আমি তোমায় প্রতিষ্ঠিত কর্‌লুম। তোমার সাথে করিম মোল্লা, রায় হাওলাদার, হীরামোহন তাঁতি, উপেন্দ্র বাঁড়ুয্যে—এ ক'জন থাকবেন, এঁদের সাথে পরামর্শ ক'রে কাজ কর্‌বে। নন্দরামপুরের ভার নিতাই পালের উপরে দেবার ইচ্ছা করেছি, তোমার কি মত?

রমজান। সে সাধুলোক, কাজ ভালই কর্‌বে।

বাউল। আর যে যে জায়গায় বিচার-আসন করা হবে, সেই সকল জায়গা আমার ঠিক হ'য়ে গেছে, লোক এখনো মনোনীত কর্‌তে পারিনি; যখন কর্‌বো তখন আমি তোমায় খবর দেবো, আজ তোমরা যাও।

প্রজাগণ। আদাব—আদাব, বাবুর জয় হউক, বাবুর জয় হউক।

[প্রস্থান।

বাউল। নন্দ! আমার কর্ম্ম তো প্রায় শেষ হ'য়ে গেল। আর একটী প্রার্থনা তোমার কাছে কর্‌বো, আশা করি তুমি আমার সে প্রার্থনাটীও মঞ্জুর কর্‌বে।

নন্দলাল। আপনি আমার গুরু। আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র, আদেশ করুন।

বাউল। আমার মেয়ে-বিদ্যালয়ে অনেক মেয়ে তৈরী হয়েছেন। যে সকল ছেলেরা বিদেশে গিয়েছে, তাদের জন্যই আমার এই মেয়ে তৈরী করা। অনেক মেয়ে এমন আছেন যাদের যাবতীয় খরচ ঐ বিদ্যালয় থেকেই এতদিন চালাতে হয়েছে, অবশ্য এখন তারা নিজেদেরটা নিজেরাই ক'রে নিচ্ছেন। বাবা টাকা দিয়ে বিয়ে দেন, এমন অবস্থা অনেকেরই নেই, এদের বিবাহের যাবতীয় খরচ তোমাকেই দিতে হবে। তবে ছেলের পণ আর মেয়ের গহণার বাবদ তোমায় কিছুই দিতে হবে না। আমাদের হাতে যে সব ছেলে তৈরী হয়েছে, তারা ঐটুকু স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে।

নন্দলাল। এ আর বড় কথা কি? আমি আপনার আদেশ ব্রতের মতন পালন কর্‌বো।

বাউল। তুমি যে এ করবে, তা আমি জানি। মনে রেখো আদর্শ গৃহস্থ দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমার এই বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের আয়োজন। খাঁটি গৃহস্থ না হ'লে প্রকৃত কর্ম্মবীর দেশে জন্মাবে না—এই আমার বিশ্বাস। এমন ছেলে মেয়ের হাত মিলিয়ে দিতে পার্‌লে, সে গৃহস্থ দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে, এ আমি খুব জোর করেই

বল্‌তে পারি। কারণ ছেলেরাও ত্যাগের আদর্শে তৈরী, মেয়েরাও তাই। জন্মভূমির সেবাই এদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহামন্ত্রেই আমি এ সব ছেলে-মেয়েদের দীক্ষিত করেছি। ভোগীর ঘরে কখনো ত্যাগীর জন্ম হয় না, সে আশা করাই ভুল। কর্ম্মবীর যদি পেতে চাও, তবে দেশে ত্যাগী গৃহস্থের প্রতিষ্ঠা করো। আশ্রম বল্‌তেই মানুষ জঙ্গলের একটা কিছু মনে করেন, কিন্তু তা নয়, গৃহই আমাদের আশ্রমে পরিণত কর্‌তে হবে। ভারতের প্রতি গৃহই এক একখানা আশ্রম, এ ভাবে যেদিন দেশকে গ'ড়ে তুলতে পার্‌বে, সেদিনই তোমরা জগৎ জয় কর্‌তে সক্ষম হবে, এর পূর্ব্বে নয়।

নন্দলাল। এ কথা ধ্রুব সত্য, সন্দেহ নাই। আমি আর একটা ইচ্ছা করেছি। আমার জমিদারীতে যা আয় হয়, তাতেই আমার যথেষ্ট। যে মিল্‌ প্রতিষ্ঠা করেছি, তা আমি দেশের সর্ব্ব সাধারণকে দান ক'রে দিতে চাই, যেন এর লভ্যাংশ দেশের আপামর সাধারণ সকলেই পায়। তা হ'লে সকলেই অর্থশালী হবে, কাজও সকলে দ্বিগুণ উৎসাহে করবেন।

বাউল। আনন্দম্‌—এসো নন্দ! আজ আমি তোমায় আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হই। আজ আমার ব্রত ষোল কলায় পূর্ণ হ'লো। দেশের ধনী, জমিদার, সকলে দেখে লউন, এমনি ক'রে আপনাদেরও দেশের সেবায় লাগতে হবে। দেশকে যদি দুঃখ-দৈন্যের হাত থেকে বাঁচাতে চান, তবে এই পথ। দরিদ্রকে জানতে দিন যে, আপনারা তাদের শোষণকারীই নন্‌, পোষণও আপনারাই করেন। তা না হ'লে তাদের সাড়া পাবেন না। তারা সাড়া না দেওয়া পর্য্যন্ত হাজার হাজার কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সেও আমাদের ঘুম ভাঙ্গবে না। কিশোরি! নন্দকে কোল দেও, তোমাদের বংশ ধন্য হয়ে গেছে, দেশ ধন্য হয়ে গেছ, স্বর্গে দেবতারা দুন্দুভী ধ্বনি কচ্ছেন।

গীত।

স্বরাজ সেদিন মিলবে যেদিন
চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ,
তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
সপ্তমে তোরা তুলিবি তান।
দেবতার আশিস্‌ বর্ষিবে সেদিন,
অজস্র ধারায় মাথার পর,
আসিবে নামিয়া নূতন শকতি,
নব বলে সবে হবি বলীয়ান্‌,
শক্তিতে হবি শক্তিমান্‌।
কোটি কোটি মিলিত-কণ্ঠে
তখনি উঠিবে গান,
যে গানে আবার হইবে মিলিত
হিন্দু মুসলমান;
মা-মা বলিয়া উঠিবে ফুকারী
ভারতের নর-নারী,
হোমানল জ্বালি বসিবে যজ্ঞে,
পূর্ণাহুতি করিবে দান।
সাধনার সিদ্ধি স্বরাজ তোদের
তখনি হইবে মূর্ত্তিমান॥

কিশোরীলাল। (নন্দকে বুকে নিয়ে) নন্দ! তোর ভেতরে যে এত শক্তি লুকানো ছিল, তা পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পারি নি; এখন আনন্দে মর্‌তে পারবো। আশীর্ব্বাদ করি, মা তোর মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত করুন।

(যোগেনের প্রবেশ)

যোগেন। নরেন জাপান থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আস্‌ছে, টেলিগ্রাম পেলাম, সে এক সপ্তাহের ভেতরেই কল্‌কাতা পঁহুছাবে।

নন্দলাল। আনন্দের কথা, ভাল ক'রে শেখা হয়েছে তো?

যোগেন। সে আমায় যে পত্র দিয়েছে তাতে সে লিখেছে, আমি এখন সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারের সাথে challenge কর্‌তে পারি।

কিশোরীলাল। সাধে কি আর সমগ্র জগৎ বাঙ্গালীর মাথার প্রশংসা করে? এত বড় একটা শক্তি নীচে পড়ে আছে শুধু ক্ষেত্রের অভাবে।

বাউল। ক্ষেত্র না পেলে ছেলেরা শক্তি বিকাশ করবে কি জঙ্গলে বসে? এ দেশের ছেলেরা প্রচুর শক্তি নিয়েই জন্মায়, ক্ষেত্রাভাবে ছেলেরা মলিন হয়ে পড়ে। ক্ষেত্র পেলে বাঙ্গালী যুবকের জগৎকে বিস্মিত ক'রে দিতে বড় বেশী সময়ের প্রয়োজন করে না। যাক্‌ নন্দ! তুমি এ ছেলের বিয়ের আয়োজন করো, আমি দেখে আমার কর্ম্ম শেষ ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

নন্দলাল। যে আজ্ঞে, আমি আজই এ বিবাহের আয়োজনে ব্রতী হবো।

বাউল। সুরেশ! তোমার বিষয় সম্পত্তি ফিরে পেয়েছ তো? তোমার 'স্বর্ণপুর' কাগজের

Editor করা হয়েছে। কাগজখানা এমন ভাবে লেখবে, যেন তার প্রতি বর্ণে অগ্নি বর্ষণ হয়। মানুষ যেন কাগজ প'ড়ে জীবন তৈরী করতে পারে। "রাম বাবু আজ Aka ষ্টিমারে ঢাকা যাত্রা করলেন, কলিকাতার মোহনবাগান আজ শ্যাম বাগানকে তিনটে গোল দিয়েছে, ষ্টার থিয়েটারে আজ কনকলতা আর্ট দেখাবেন"—ও দিয়ে আমাদের কাজ নেই। দেশ চায় এখন পথ, কাগজ দেশকে সে পথ দেখিয়ে দেবে। Editorদের দায়িত্ব যে কত, তাদের আসন যে কত উচু, তাঁরাই যে দেশের চালক, এ কথা বর্ত্তমান সময়ের Editor মহাশয়েরা বোঝেন কি না, সে বিষয় আমার ঘোর সন্দেহ আছে। কারণ বর্ত্তমান সময়ে কাগজ পড়াও যা, আর কবির দলের সরকারের ছড়া শোনাও তাই ব'লে মনে হয়। তুমি যেন তোমার দায়িত্ব ভুলে যেও না, দেশকে তোমার অনেক দিতে হবে। তোমার কাগজখানা যেন নিন্দা-কুৎসা-বর্জ্জিত হয়, ইহাই আমার আদেশ। আর স্মরণ রেখো, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

সুরেশ। (চরণে প'ড়ে) আপনার এ মন্ত্র যেন আমার জীবনে মূর্ত্তিমান হ'য়ে ওঠে, এই আশীর্ব্বাদ করুন। আপনি আমার গুরু, আমার অনন্ত প্রণাম গ্রহণ করুন।

বাউল। জয় হউক। নন্দ! তা হ'লে তুমি এ ছেলের বিয়ের আয়োজন করো। কিশোরি! চলো, গার্গীকে এই শুভ সংবাদটা দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—গার্গীর বিদ্যালয়।

(গার্গী, ছাত্রীগণ, বাউল)

বাউল। গার্গী! আনন্দ কর, মা তোর সাধনা পূর্ণ করেছেন।

গার্গী। বাবার আজ এত আনন্দের কারণ কি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

বাউল। বলতেই তো এসেছি মা! নন্দ তাঁর বিলটী দেশের সর্ব্ব সাধারণকে দান করলেন। তোমার বিদ্যালয়ের মেয়েদের বিয়ের ভারও তিনি গ্রহণ করেছেন। সংপ্রতি নরেন জাপান থেকে ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে আসছে, তার জন্য একটী মেয়ে ঠিক করো, সে এলেই বিয়ে হবে।

গার্গী। ছেলের বাবা এখান থেকে মেয়ে নিতে রাজী হবেন তো?

বাউল। না হবার কারণ তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বেথুন কলেজ আর ইডেন্ হাই স্কুলের মেয়েদেরই যখন সমাজ আনন্দের সহিত গ্রহণ কচ্ছেন, তার চেয়ে এই গৃহস্থ ঘরে তৈরী মেয়ের জাত কোন অংশে খাটো হ'য়ে যায় নি।

গার্গী। ছেলের মত হবে তো?

বাউল। মেয়েও যেমন আমাদের হাতে তৈরী, ছেলেও তেমন আমাদেরই হাতে গড়া। তুমি মেয়ে ঠিক করো, তবে মনে রেখো, ছেলে ব্রাহ্মণ; তাকে ব্রাহ্মণের মেয়েই দিতে হবে।

গার্গী। শুনেছি, নরেন বাবু কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে, কুলীনদের নাকি মেলে মেলে মিল না হ'লে বিয়ে হ'তে পারে না।

বাউল। ঐ মেলের প্রাচীরটে আমি ভেঙ্গে দিতে চাই। দেবীবর ঘটকের ঐ চারটে মেল্ ব্রাহ্মণ সমাজে চারটে প্রাচীর, চারি ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণসমাজ আজ মরণের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। মাতৃ-মন্ত্রে যে ছেলে দীক্ষিত, সে ওসব বাঁধন ছাঁদনের ভয় করে না, তুমি মেয়ে ঠিক করো।

গার্গী। আমি নিরুপমাকে এ ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চাই। ইনি এবারে আই পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েছেন, শিল্পবিদ্যায়ও ইনি শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। নরেন বাবুর সাথে এঁর মিলন আনন্দদায়কই হবে। দেখতেও ইনি বেশ সুন্দরী। ইনিও কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, তবে মেলে ছ'জনার মিল নেই, নরেন বাবু ফুলিয়া, নিরুপমা বল্লভী। মেয়ের বাবা সরকারী চাকুরী কর্ত্তেন, এখন পেন্সন পাচ্ছেন। বড় সংসার, কোন কোন দিন উপোষ ক'রেও থাকতে হয়। তাঁকে আমি এক দিন মেল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তখন তিনি আমায় বলেছিলেন, মা, মেল দিয়ে কি হবে? ব্রাহ্মণবংশীর ছেলে হ'লেই হলো।

বাউল। ঠিকই তো বলেছেন। অনেকেই এ মেলের প্রাচীর ভেঙ্গে দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সমাজের ভয়ে কেউ অগ্রসর হচ্ছেন না। আমরা এমনই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি যে, সমাজকে উচ্ছন্ন দিতেও প্রস্তুত; কিন্তু মেলের বাঁধন ভেঙ্গে সমাজকে প্রসারিত করতে ভীত। যাক্ এ সব

কথা, মেয়ের কি কি প্রয়োজন, তা আমায় একটা ফর্দ্দ ক'রে দেবে ; এ মাসের পনর তারিখে বিবাহের দিন ধার্য্য করা হয়েছে। মেয়ের বাবা মাকে আনবার জন্যে আজই লোক পাঠানো হবে, নন্দের বাড়ীতেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করা হবে। সকল মেয়েদেরই ব'লে দিও, তারা যেন বিয়ের জন্য কেউ ব্যস্ত না হন, তারা তাহাদের নিজকে তৈরী করুন, যোগ্যতানুসারে উপযুক্ত বর এরা প্রত্যেকেই পাবেন।

[প্রস্থান।

"মিলিতকণ্ঠে হুলুধ্বনি"

(নিরুপমার প্রবেশ)

নিরু। আজ যে তোদের বড় ঘটা দেখছি, .লি ব্যাপারখানা কি ?

গার্গী। আজ যে আমাদের নিরু দিদির বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল। তোর বরাত ভালো দিদি। বড় ভাল বর পেয়েছিস্।

হেমা। বড় ভাল বর পেয়েছিস্ বোন্, একটু .নন্দ কর্, একটু আনন্দ কর্।

গার্গী। তোমরা এ বিদ্যালয়ে যারা আছো, .দের কারো কপালই মন্দ নয়, সকলেই কর্ম্মবীর .মী পাবে, তোমরা প্রকৃত গৃহিণী হ'তে পারলে য়।

জ্ঞানদা। (নিরুর চিবুক ধ'রে) হারে, বলি কটু কথা বল্ না, চুপ ক'রে রইলি কেন ?

নিরু। যাও, তোমরা আর ঠাট্টা ক'রো না।

মন্দাকিনী। হারে সত্যি বল্‌ছি, বাবা এসে লে গেলেন। এখন একটু আনন্দ কর্।

হেমা। আনন্দ আর করবে কি ? দেখছ না .লি মুখ ফুটে বেড়ুচ্ছে। আচ্ছা দিদি। তোমার .য়ের কথা বাবা বলেন না কেন ?

গার্গী। আমি চিরদিন ব্রহ্মচারিণী থেকে .মাদের সেবা করবো, এই আমার ব্রত। তাই .বা আমায় বিয়ে দেবেন না, আমায় কুমারীই .কৃতে হবে।

হেমা। তবে আমরাই বা বিয়ে বস্‌বো কেন ? .মরাও কুমারী থেকে জগতের সেবা করবো।

গার্গী। বিবাহিত জীবনই সুন্দর। বিয়ে না .লে জীবনের একদিক অপূর্ণ থেকে যায়। গৃহিণীরই .শে প্রয়োজন বেশী। কুমারী দু' একটী সমাজে .দর্শ থাকাও প্রয়োজন। বাবা বাল্যকাল থেকে .মায় ঐ আদর্শেই তৈরী ক'রে এনেছেন। যাক্ এ কথা পরে হবে, চল এখন আমরা নিরু দিদির বিয়ের যোগাড় করি গে।

[হুলুধ্বনি দিতে দিতে সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—নন্দলালের বাড়ী।

(নন্দলাল, কিশোরীলাল, বাউল, সুরমা, কাত্যায়নী
হরিদাস বাবু, গণেশ বাবু, গার্গী, নিরুপমা,
ছাত্রীগণ, পুরোহিত, নরেন,
যোগেন, সুরেশ)

বাউল। হরিদাস বাবুর এ মেয়ে গ্রহণ করতে কোন আপত্তি নেই তো ?

হরিদাস। গার্গী দেবীর বিদ্যালয়ে যে মেয়ে তৈরী হয়েছে, সে মেয়ে সম্বন্ধে আমার বল্‌বার কিছুই নেই, আমি এ বিবাহে খুবই আনন্দিত হয়েছি।

বাউল। গণেশ বাবু! আপনার মেয়ে সৎপাত্রে প'ড়েছে তো

গণেশ। এর চেয়ে ভাল ছেলে আর কি হ'তে পারে ? আপনি আমায় কন্যাদায় থেকে মুক্ত করলেন, আমায় চিরদিনের জন্য ঋণপাশে আবদ্ধ করলেন।

বাউল। পুরোহিত মহাশয়! আপনি ছেলে মেয়ের হাত মিলিয়ে দিন।

নন্দলাল। নরেন, নিরু, তোমরা তোমাদের বাবার পদধূলি নিয়ে প্রস্তুত হও।

(উভয়ে সকলকে প্রণাম করিলেন)

(গণেশ বাবু কন্যা সম্প্রদান করিলেন)

(হুলুধ্বনি)

বাউল। নরেন, নিরু, আজ থেকে তোমাদের কর্ম্মজীবন আরম্ভ হ'লো। যে মন্ত্রে তোমরা দীক্ষা গ্রহণ করেছ, সে মন্ত্র যেন ভুলে যেও না। দেশের সেবাই যেন তোমাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হয়। ভোগের ভেতরে থেকেও কেমন ক'রে ত্যাগী জীবন গড়ে তোলা যায়, সেইটেই তোমাদের বর্ত্তমান ভারতকে দেখাতে হবে।

নরেন। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, তা হলেই আমি আদর্শ গৃহস্থ হ'য়ে জগতের সেবা করতে সক্ষম হবো।

নন্দলাল। নরেন। তোমরা বিদেশে যাবার পরেই আমরা তোমাদের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র তৈরী ক'রে রেখেছি। আজ থেকে তুমি স্বর্ণপুর মিলের Assistant Engineer-এর পদে নিযুক্ত হ'লে। বর্ত্তমানে তুমি তিন শত টাকা মাইনে পাবে, যে লোক আমরা বিদেশ থেকে দশ বছরের Contract ক'রে এনেছি, তাঁর আর চা'র বছর বাকী আছে, এর ভেতরেই তুমি তোমার সকল কাজ আয়ত্ত ক'রে লও, যেন সে চ'লে গেলে আমাদের ব'সে থাকতে না হয়। তাঁর কাজ শেষ হ'লেই আমরা তোমায় সে কার্য্যে নিযুক্ত করবো; তখন তুমি পাঁচ শত টাকা মাইনে পাবে।

নরেন। আপনাদের চরণাশীর্ব্বাদে আমি এখনি সব কাজ নিতে পারি।

নন্দলাল। তোমাকে পাকা ক'রে নেবার জন্যও তাঁকে আর কিছুদিন রাখতে হবে। তারপরে যে ক'বছরের Contract ক'রে তাঁকে আমরা এনেছি, সে ক'বছর তাঁকে আমরা রাখতে বাধ্য। আর আমাদের Engineerটী বড়ই ভাল লোক, তিনি ছেলেদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট যত্ন নিয়ে থাকেন। একটা কাজ দশবার দেখাতে হ'লেও তার মুখে বিরক্তির ভাব আমি কখনো দেখিনি।

বাউল। (নরেন নিরুর হাত মিলিয়ে) আজ থেকে তোমাদের নূতন জীবন আরম্ভ হ'লো, দেখো যেন ব্রত ভঙ্গ না হয়। তোমাদের আদর্শে ভারতের প্রতি গৃহস্থ পরিবার গঠিত হয়ে উঠুক, ইষ্টদেবের কাছে ইহাই আমার প্রার্থনা। দু'জনে মিলে মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে আজ কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হও, ভয় নাই, মাভৈঃ, ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত করবেন। প্রিয় 'পাঠক' গৃহস্থ তৈরী আমার জীবনের সাধনা। এই গৃহস্থ তৈরী করার জন্যই আমার এ "কর্ম্মক্ষেত্রে"র আয়োজন।

নরেন, নিরু।

(মিলিতকণ্ঠে)

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

(সকলের মিলিতকণ্ঠে)

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

গীত।

বাউল।

তরুণ অরুণ কিরণে প্রকৃতি,
সেজেছে নূতন করিয়া;
প্রভাতী গাহিছে পঞ্চম রাগে,
জাগরণ-গীতি পাপিয়া।
পুলকে বিশ্ব উঠিল শিহরি,
খুলে গেছে সব কুটীর-দ্বার,
জাগালো জননী সন্তানগণে,
লাগালো আপন করমে তাঁর;
বন্দী মায়ের চরণ দু'খানি,
আশিস্-সাগরে করিয়া স্নান,
বাহিরিলা সব মত্ত কেশরী,
ধরিয়া মায়ের বিজয় গান;
পেয়েছে এঁরা মায়ের অভয়,
গিয়েছে এঁদের মরণ-ভয়।
এরাই পরিবে বিজয়-তিলক,
এরাই বিশ্ব করিবে জয়।

(সকলে 'কালীমাইকী জয়')

সমাপ্ত